হেডহান্টারস

জো নেসবো

অনুবাদ : শাহেদ জামান

BanglaBook.org

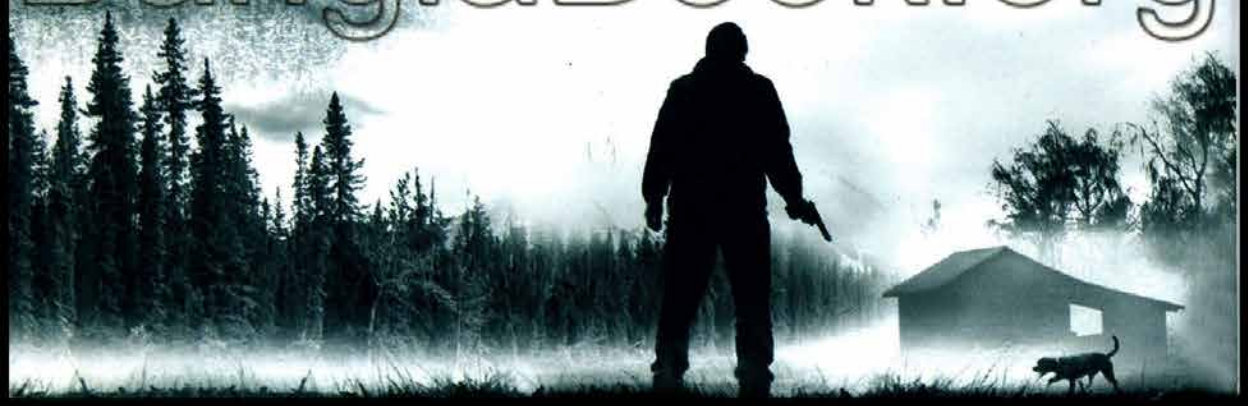

জনপ্রিয় নরওয়েজিয়ান থ্রিলার লেখক জো নেসবো (নরওয়েজিয়ান উচ্চারণ ইয়ো নেসবো) একাধারে সঙ্গিতকার, গীতিকার, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক। এক সময় প্রথম শ্রেণির ফুটবল খেলোয়াড়ও ছিলেন। পায়ের আঘাতের কারণে জাতীয়দলে খেলতে পারেননি। ১৯৯৭ সালে নরওয়ে থেকে তার প্রথম ক্রাইম-নভেল প্রকাশিত হবার সাথে সাথে জয় করে নেয় মানুষের মন। এই বইয়ের জন্য 'গ্লাস কি অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট নরডিক ক্রাইম নভেল' পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এই একই পুরস্কারে আরও ভূষিত হয়েছেন পিটার হেগ, হেনিং ম্যানকেল এবং স্টিগ লারসনের মতো নামি লেখকগন।

নেসবোর 'হ্যারি হোল সিরিজ' সারাবিশ্বে তুমুল জনপ্রিয়। মোট চল্লিশটির মতো ভাষায় তার লেখা অনুদিত হয়েছে আর বিক্রি হয়েছে ৩৫ মিলিয়নেরও বেশি কপি। নেসবোর বেশ কয়েকটি গল্প আর উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। *হেডহান্টারস* তার জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম।

শাহেদ জামানের জন্ম ১৯৯১ সালের ৬ জুন। পৈত্রিক নিবাস চুয়াডাঙ্গায়, তবে ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছেন নারায়ণগঞ্জে। অণুজীববিজ্ঞানে অনার্স করেছেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, একই বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

লেখালেখির শুরু ব্লগ থেকে। বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত লিখেছেন এক সময়। ২০১৪ সালে রহস্যপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে মেইনস্ট্রিমে লেখার শুরু। রহস্য, ফ্যান্টাসি এবং অতিপ্রাকৃত গল্প তার পছন্দের ধরণ। ইতোমধ্যে তার বেশ কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই আসতে যাচ্ছে তার মৌলিক উপন্যাস।

হেডহান্টারস

জো নেসবো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদ : শাহেদ জামান

বাতিঘর প্রকাশনী

হেডহান্টারস

মূল : জো নেসবো

অনুবাদ : শাহেদ জামান

Headhunters

Copyright©2017 by Jo Nesbo

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: অনুবাদক

মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আগের কথা

দুটো গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, পদার্থবিজ্ঞানের নিতান্তই সাধারণ একটি ঘটনা। সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে জিনিসটা, আর সম্ভাবনার ব্যাপারটাকে আবার শক্তি X সময় = ভর X গতির পার্থক্য–এই সূত্রে ফেলে ব্যাখ্যা করা যায়। এই রাশিগুলোর জায়গায় সংখ্যা বসিয়ে নিন, সাথে সাথে খুব সাধারণ, সত্যি এবং নির্দয় একটা গল্প পেয়ে যাবেন আপনি। উদাহরণস্বরূপ, গল্পটা আপনাকে বলবে যে, যখন পঁচিশ টনের বিশাল এক ট্রাক ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার বেগে একই গতিতে উল্টো দিক থেকে আসা একটা আঠারো শ কেজি ওজনের সেলুন কারকে ধাক্কা দেয় তখন কি ঘটতে পারে। সংঘর্ষের বিন্দু, গাড়িদুটোর গঠন এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে এই গল্পটা বেশ কয়েকভাবেই শেষ হতে পারে, তবে সমাপ্তিগুলোর মাঝে দুটো বৈশিষ্ট্য থাকবেই। এক, সবগুলোই বিয়োগান্তক। দুই, আসল বিপদ হবে সেলুন কারটার।

চারদিক আশ্চর্য নিস্তব্ধ; নদীতে স্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি, শুনতে পাচ্ছি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাতাস। এক হাত অবশ হয়ে আছে, মাংস আর ইস্পাতের মাঝখানে বন্দি হয়ে ঝুলে আছি উল্টো হয়ে। আমার উপর, গাড়ির মেঝে থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে রক্ত আর পেট্রোল। আমার নিচে, গাড়ির সিলিঙে দেখতে পাচ্ছি একটা নখ কাঁটার কাঁচি, একটা কাঁটা হাত, দুটো লাশ আর একটা খোলা ওভারনাইট ব্যাগ। দাবার সাদা রাণী ভেঙে গেছে, খুনিতে পরিণত হয়েছি আমি। গাড়ির ভিতর নিঃশ্বাস নিচ্ছে না কেউ, এমনকি আমিও না। আর এ কারণেই খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে আমার। চোখ বন্ধ করবো, ছেড়ে দেবো হাল। হাল ছেড়ে দিতে কি দারুণ আরাম...আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না আমার। তাই তাড়াহুড়ো করে বলে যাচ্ছি গল্পটা। লাশগুলোর একটার সাথে আরেকটার সম্পর্কভিত্তিক অবস্থান নিয়ে আমার এই গল্প।

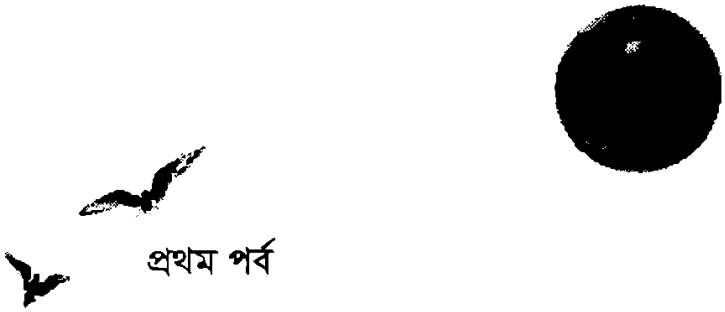

প্রথম পর্ব

প্রথম সাক্ষাৎকার

অধ্যায় ১

প্রার্থি

বেশ ভয়ে আছে লোকটা।

গুনার ওয়-এর ডিজাইন করা পোশাক পরে আছে সে ধূসর এরমেনেগিলডো জেগনা স্যুট, হাতে বোনা বোরেলি শার্ট আর বারগান্ডি রঙের টাই; তাতে আবার শুক্রানুর নকশা করা। খুব সম্ভব চেরুটি ১৮৮১ মডেলের, আন্দাজ করলাম আমি। তবে জুতোগুলো যে হাতে বানানো ফেরাগামো তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক সময় আমার নিজেরও এরকম এক জোড়া ছিল।

আমার সামনে রাখা কাগজগুলো বলছে, এই প্রার্থি বেশ ভালো রেজাল্ট নিয়ে বের হয়েছে এনএইচএইচ থেকে–বার্জেনে অবস্থিত নরওয়েজিয়ান স্কুল অভ ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তারপর স্টর্টিংগেটে কনজারভেটিভ পার্টির জন্য কাজ করেছে কিছু দিন, সেই সাথে একটা মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছে আরও চার বছর।

তবে যাই হোক না কেন, এই মুহূর্তে বেশ ভয়ে আছে জেরেমিয়াস ল্যান্ডার। নাকের নিচে ঘাম জমেছে তার।

আমাদের দু-জনের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা টেবিলটার উপর একটা পানির গ্লাস রেখে গেছে আমার সেক্রেটারি, সেটা তুলে নিল সে।

'আমি চাই,' মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বললাম আমি। খোলামেলা, উষ্ণ হাসি নয়; যাতে একজন আগন্তুক ধারণা করতে পারে, তাকে সহজ হওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। তার বদলে আনুষ্ঠানিক, অর্ধ-উষ্ণ একটা হাসি, যেটা বইয়ের ভাষায় একজন সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারীর পেশাদারি মনোভাব; সে সাথে তীক্ষ্ণ আর বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারে। সত্যি কথা বলতে এই আবেগহীনতাই কিন্তু প্রার্থির মনে নিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে, সে বুঝে নেয় তার প্রশ্নকর্তা লোকটা নিজের কাজ বোঝে। ফলাফলস্বরূপ প্রার্থি

BanglaBook.org

নিজেও তখন আরও যৌক্তিক এবং বিস্তারিত উত্তর দিতে চায়, কারণ তখন তার ধারণা হয়, এখানে কোন চালাকি খাটবে না, যে কোন ভান বা বুজরুকি ধরা পড়ে যাবে। তবে বইতে এসব কথা লেখা আছে বলেই যে আমি মুখে হাসিটা ফুটিয়েছি তা নয়। বইতে কি লেখা আছে তাতে আমি থোড়াই কেয়ার করি; ওসব আসলে জ্ঞানের কচকচানি ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র যে জিনিসটা আমার দরকার সেটা হচ্ছে ইনবাউ, রেইড আর বাকলির তৈরি করা নয়-ধাপের ইন্টারোগেশন মডেল। না, হাসিটা আমি মুখে ফুটিয়েছি কারণ আমি পেশাদার, সতর্ক এবং বিশ্লেষণী মনোভাবের অধিকারী। আমি একজন হেডহান্টার। কাজটা যে খুব কঠিন তা বলা যাবে না, তবে আমার পেশায় আমিই সেরা।

'আমি চাই,' আবার বললাম আমি, 'আপনি আপনার জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। মানে কাজের বাইরে আপনার জীবনটা কেমন, সেটা।'

'তেমন কোন জীবন আছে না কি আমার?' কৌতুক করার চেষ্টা করছে লোকটা, একটু জোরেই হেসে উঠল। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসে আপনি যদি একটা কৌতুক ঝেড়েই ফেলেন তবে একটা কাজ আপনার কখনই করা উচিত নয়; সেটা হচ্ছে একই সাথে নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে ওঠা এবং প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যে আপনার কৌতুকটা জায়গামত পৌছেছে কি না।

'থাকা তো উচিত,' বললাম আমি, সাথে সাথে লোকটার হাসি কাশিতে বদলে গেল। 'আপনি যে এন্টারপ্রাইজে প্রবেশ করতে চাইছেন তারা চায় তাদের কর্মকর্তারা নিজের জীবনে ভারসাম্য রেখে চলুক। তারা এমন কাউকে খুঁজছে যে অনেকগুলো বছর তাদের সাথে থাকতে পারবে, যে জানে তার এগিয়ে চলার গতিটা ঠিক কতটুকু হওয়া উচিত। এমন কেউ নয় যে, চার বছর দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার পর মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল জেরেমিয়াস ল্যান্ডার, তারপর আরেক ঢোক পানি খেল।

লোকটা লম্বায় আমার চাইতে প্রায় ছোদ্দ সেন্টিমিটার লম্বা, বয়সেও তিন বছরের বড়। আটত্রিশ বছর। এই চাকরির জন্য অবশ্য বয়সটা কমই। কথাটা সে নিজেও জানে, সে কারণেই কপালের দু-পাশের চুলগুলোতে খুব হালকাভাবে ধূসর রঙ করেছে। এই জিনিস আগেও দেখেছি আমি। সব

BanglaBook.org

কিছুই আমার দেখা হয়ে গেছে। এমনকি হাতের তালু যাতে না ঘামে সে-জন্য প্রার্থিদের জ্যাকেটের পকেটে করে চক নিয়ে আসতে দেখেছি আমি। ল্যান্ডারের গলা দিয়ে কেমন যেন একটা শব্দ বেরিয়ে এল। ইন্টারভিউ ফিডব্যাক শিটের কাগজটায় লিখলাম আমি : দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমস্যার সমাধানে আগ্রহি।

'আপনি তো অসলোতে থাকেন,' বললাম তাকে।

মাথা ঝাঁকাল সে। 'স্কোয়েনে।'

'আর বিয়ে করেছেন...' বলে কাগজ উল্টোতে লাগলাম, মুখে একটা বিরক্ত ভাব ফুটিয়ে তুলেছি যেটা দেখলে প্রার্থির ধারণা হবে, তাকে কথাটা শেষ করতে বলা হচ্ছে।

'ক্যামিলাকে। দশ বছর হল আমাদের বিয়ের। দুটো বাচ্চা, স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়ে গেছে।'

'আপনাদের বিয়েটাকে ঠিক কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন?' মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলাম। দুই সেকেন্ড সময় দিলাম, তারপর লোকটা তার উত্তর গুছিয়ে আনার আগেই আবার প্রশ্ন করলাম, 'যতক্ষণ জেগে থাকবেন তার তিন ভাগের দুই ভাগ সময় কাজের পেছনে দিতে হবে আপনার। কি মনে হয়, ছয় বছর এভাবে চলার পর আপনার বিয়ে টিকে থাকবে?'

মুখ তুললাম এবার। যেমন আশা করেছিলাম, বিভ্রান্ত হয়ে গেছে লোকটা। আমার প্রশ্নের ধরণ বুঝতে পারছে না। একবার বলছি জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, আবার বলছি চাকরিতেও সময় দিতে হবে। মেলাতে পারছে না কোনভাবেই। চার সেকেন্ড পার হয়ে গেল আগে জবাব দিতে, যেটা স্বাভাবিকের চাইতে অন্তত এক সেকেন্ড বেশি। 'থাকা তো উচিত,' জবাব দিল লোকটা।

সতর্ক, বহুবার চর্চা করা একটা হাসি ফুটিয়ে তুলল সে। তবে যতই চর্চা করুক না কেন, আমার জন্য যথেষ্ট নয়। একটু আগে আমার নিজের বলা কথাগুলোই আমার প্রশ্নের জবাব হিসেবে ব্যবহার করেছে। ব্যাপারটা তার পক্ষে যেতে পারত, যদি কথাটা বলার সময় কিছুটা ঠাট্টার ছোঁয়া রাখত সে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেনি। নির্বোধের মত নিজের চাইতে উঁচু মর্যাদার বলে ধরে নেয়া কাউকে অনুকরণ করছে লোকটা। দুর্বল

BanglaBook.org

আত্মবিশ্বাস, লিখলাম আমি। তার উপর সে বলছে, 'থাকা তো উচিত,' যার অর্থ হচ্ছে দূরদর্শিতার অভাব আছে তার মাঝে। প্রত্যেক ম্যানেজারকে অনেকটা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারি হতে হয়, ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা রাখতে হয়। উপস্থিত বুদ্ধি বা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সামলানোর দক্ষতা তাদের খুব একটা কাজে আসে না। লোকটার মাঝে সেই দূরদর্শিতা দেখা যাচ্ছে না।

'আপনার স্ত্রী কি চাকরি করেন?'

'হ্যাঁ। সিটি সেন্টারের এক আইনজীবির অফিসে।'

'প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সন্তানদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়িতে কে থাকে?'

'আমার স্ত্রী। তবে নিকলাস আর অ্যান্ডারস, মানে আমার দুই ছেলে খুব কমই অসুস্থ হয়–'

'তার মানে দিনের বেলায় আপনাদের বাড়িতে কেউ থাকে না?'

দ্বিধা করতে লাগল লোকটা; কোন উত্তরটা সঠিক হবে এটা বুঝতে না পারলে প্রার্থিরা যেভাবে দ্বিধা করে। তবে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা জবাব দেয় খুব কমই। জেরেমিয়াস ল্যান্ডারও সত্যি জবাবই দিল। মাথা নাড়ল সে।

'আপনাকে দেখে মনে হয় ব্যায়াম করেন, মি. ল্যান্ডার।'

'হ্যাঁ। নিয়মিত ব্যায়াম করি আমি।'

এবার কোন দ্বিধা নেই। সবাই জানে, সব প্রতিষ্ঠানই এমন কর্মকর্তা চায় যারা বিপদের মুখে পড়লেই হার্ট অ্যাটাকের শিকারে পরিণত হবে না।

'কি ব্যায়াম করেন? জগিং, ক্রস-কান্ট্রি স্কিইং?'

'ঠিক ধরেছেন। আমার পরিবারের সবাই বাইরে সময় কাটাতে পছন্দ করে। নোরফেলে একটা মাউন্টেন কেবিন আছে আমাদের।'

'আচ্ছা। কুকুর পোষেন?'

মাথা নাড়ল ল্যান্ডার।

'কেন? অ্যালার্জি আছে?'

আবার মাথা নাড়ল লোকটা, এবার আগের চাইতে জোরে। রসবোধের অভাব? লিখলাম আমি।

BanglaBook.org

তারপর হেলান দিলাম চেয়ারে, দু-হাতের আঙুলের মাথাগুলো এক করলাম। একটু উদ্ধত ধরনের অঙ্গভঙ্গি, তবে কি করা যাবে? আমি লোকটা এমনই। 'আপনার সুনামের দাম কত বলে মনে করেন, মি. ল্যান্ডার?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'আর ওটাকে বীমা করিয়েছেন কত তে?'

লোকটার ঘামে ভেজা কপাল কুঁচকে উঠল, প্রশ্নটার উত্তর কিভাবে দেবে ভাবছে। দুই সেকেন্ড পর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক বুঝলাম না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম আমি, যেন খুব হতাশ হয়েছি। রুমের এদিক ওদিক তাকালাম, যেন কোন একটা যুৎসই উদাহরণ খুঁজছি। পেয়েও গেলাম একটা। দেয়ালে।

'শিল্পে আগ্রহ আছে, মি. ল্যান্ডার?'

'একটু। তবে আমার স্ত্রীর বেশ ভালো আগ্রহ।'

'আমারও আছে। ওই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন?' সারা গেটস আনড্রেসড নামের ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করলাম আমি। ভিনাইলে আঁকা, প্রায় দুই মিটার হবে উচ্চতায়। সবুজ স্কার্ট পরা একটা মেয়ে হাত ভাঁজ করে লাল একটা সোয়েটার খুলে আনছে মাথা গলিয়ে। 'আমার স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া উপহার। শিল্পীর নাম জুলিয়ান ওপি। ছবিটার দাম হবে কম করেও আড়াই লাখ ক্রোনার। এমন দামের কোন ছবি কি আছে আপনার সংগ্রহে?'

'আছে।'

'শুনে খুশি হলাম। আপনার কি মনে হয়, ছবিটা দেখে বোঝা যায় এটার এত দাম?'

'দাম জানা থাকলে বোঝা যায়।'

'ঠিক বলেছেন। দাম জানা থাকলে বোঝা যায়। ওই দেয়ালে যে ছবিটা ঝুলছে তাতে কয়েকটা তুলির আঁচড় ছাড়া আর কি আছে? মেয়েটার মাথা আঁকা হয়েছে একটা বৃত্ত দিয়ে, নাক মুখের বালাই নেই। রঙও খুব বেশি সাধারণ, কোন বিশেষত্ব নেই। তার উপর ছবিটা আঁকা হয়েছে কম্পিউটারে, বোতাম টিপেই লক্ষ লক্ষ কপি তৈরি করা সম্ভব মিনিটের মধ্যেই।'

'তাই নাকি?'

'একমাত্র, আর একমাত্র বলতে আমি এটাই বোঝাচ্ছি, যে জিনিসটা

BanglaBook.org

এই ছবির দাম এত বেশি বাড়িয়েছে সেটা হল শিল্পীর সুনাম। বাজারে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, সে ভালো ছবি আঁকে, একজন প্রতিভাবান শিল্পী। অবশ্য প্রতিভা জিনিসটা আসলে ঠিক কী সেটা বুঝে ওঠা খুব মুশকিল। এমনকি উঁচুদরের পরিচালকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, মি. ল্যান্ডার।'

'বুঝেছি। সুনাম। পরিচালকদের আত্মবিশ্বাসে যেটা প্রকাশ পায়।'

বোকা নয়, নোট করলাম আমি।

'ঠিক বলেছেন,' বলে চললাম, 'সবই হচ্ছে এই সুনামের ব্যাপার। কেবল পরিচালকের বেতনই নয়, স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির মূল্যও এর উপর নির্ভর করে। আপনার কাছে যে ছবিটা আছে সেটার নাম আর মূল্যটা একবার বলুন তো?'

'ছবিটা এডভার্ড মাঞ্চেএর আঁকা একটা লিথোগ্রাফ, দ্য ব্রচ্চ। দামটা সঠিক জানা নেই, তবে...'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত ঝাপটা দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি জবাব দিতে বললাম আমি।

'শেষবার যখন ছবিটা নিলামে উঠেছিল তখন প্রায় তিন লাখ ক্রোনার পর্যন্ত দাম উঠেছিল ওটার,' বলল সে।

'তো এই মূল্যবান বস্তুটিকে চুরির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনি?'

'আমার বাড়িতে ভালো একটা অ্যালার্ম সিস্টেম আছে,' বলল লোকটা। 'ট্রিপোলিসের লাগানো। আমার এলাকায় সবাই ওদের সিস্টেমই ব্যবহার করে।'

'ট্রিপোলিসের অ্যালার্ম সিস্টেম ভালো, তবে অনেক ব্যয়বহুল। আমি নিজেও ব্যবহার করি,' বললাম তাকে। 'বছরে আট হাজারের মত লাগে। তো আপনার ব্যক্তিগত সুনাম রক্ষার জন্য কত বিনিয়োগ করেছেন?'

'বুঝলাম না।'

'বিশ হাজার? দশ হাজার? নাকি আরও কম?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা।

'এক পয়সাও না,' বললাম আমি। 'আপনার জীবনবৃত্তান্ত আর ক্যারিয়ারের দামই ওই লিথোগ্রাফের চাইতে দশ গুণ বেশি। কিন্তু সেটাকে

BanglaBook.org

বাঁচানোর জন্য কোন ব্যবস্থা নেননি আপনি। কারণ আপনার ধারণা এটার দরকার নেই, বর্তমানে আপনি যে কোম্পানির মাথা তাদের সফলতাই আপনার সুনামের প্রমাণ। তাই তো?'

কোন জবাব দিল না ল্যান্ডার।

'কিন্তু,' সামনে একটু ঝুঁকে এলাম, যেন গোপন কোন কথা বলছি এমনভাবে বলতে শুরু করলাম, 'ব্যাপারটা আসলে এ রকম নয়। সফলতা হচ্ছে ওপি নামের ওই শিল্পীর ছবির মত। কয়েকটা সরলরেখা, কয়েকটা বৃত্ত, কোন চেহারা নেই। ছবি কিছু নয়, সুনামই সব কিছু। আর আপনাকে সেটাই দিতে পারি আমরা।'

'সুনাম?'

'ডিরেক্টর পদে যারা দরখাস্ত করেছে তাদের মাঝে সেরা ছয় প্রার্থির একজন আপনি। তবে আমার মনে হয় না চাকরিটা আপনি পাবেন। কারণ এ ধরনের পদে চাকরি করার মত সুনাম আপনার নেই।'

হাঁ হয়ে গেল লোকটার মুখ, যেন প্রতিবাদ করে কিছু বলতে চাইছে। তবে প্রতিবাদটা আর বেরিয়ে এল না। চেয়ারের উঁচু পিঠে হেলান দিলাম আমি, মৃদু শব্দে প্রতিবাদ করে উঠল ওটা।

'আরে ভায়া, এখানে দরখাস্ত করতে কে বলেছে আপনাকে? আপনার যেটা করা উচিত ছিল সেটা হল তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের কানে একটা খবর পৌছে দেয়া, তারপর আমরা যখন আপনার সাথে যোগাযোগ করতাম তখন এমন ভান করা যেন কিছুই জানেন না। এত উঁচু পদের জন্য যোগ্য লোককে হেডহান্ট করে বের করতে হয়। মুরগি যদি জবাই হওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে হাজির হয় তো কেমন হবে?'

দেখলাম, আমার কথার প্রভাব ভালোমতই পড়েছে। ঝাঁকি খেয়েছে লোকটা। ইন্টারভিউয়ের স্বাভাবিক কথাবার্তা নয় এগুলো। হিউম্যান রিসোর্স এক্সপার্ট আর হাঁদারাম সাইকোলজিস্টরা যে সব হাবিজাবি কথাবার্তা দিয়ে প্রশ্নপত্র সাজায় তার কোনটাতেই এসব প্রশ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। গলা আবার নামিয়ে আনলাম আমি।

'আশা করি আজ বিকেলে যখন আপনার স্ত্রীকে খবরটা দেবেন তখন তিনি খুব বেশি হতাশ হবেন না। আপনার স্বপ্নের চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে

BanglaBook.org

গেল, ক্যারিয়ারের দিক দিয়ে আরও এক বছর পিছিয়ে গেলেন আপনি, ঠিক যেমন গত বছর...'

ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে বসল লোকটা। একেবারে কলজের মধ্যে গিয়ে লেগেছে। লাগতেই হবে, কারণ আর কেউ নয়, খোদ রজার ব্রাউন মাঠে নেমেছে তার সাথে; যে কিনা চাকরি নিয়োগের বাজারে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র।

'গত...গত বছর?'

'হ্যাঁ, গত বছরই তো। ডেনজা'র প্রধান পদের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন আপনি। মেয়োনেজ আর লিভার পেস্ট; আপনিই তো ছিলেন?'

'আমি তো জানতাম এসব ব্যাপার গোপন রাখা হয়,' মিনমিনে গলায় বলল ল্যান্ডার।

'তা রাখা হয়। কিন্তু আমার কাজই হচ্ছে খবর রাখা। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সেটা করি আমি। যে সব চাকরি আপনার হবে না সেগুলোর জন্য দরখাস্ত করা বোকামি, মি. ল্যান্ডার। বিশেষ করে আপনার অবস্থান থেকে।'

'আমার অবস্থান মানে?'

'আপনার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, পরীক্ষার ফলাফল এবং আপনার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত–সবই বলছে চাকরিটা আপনার পাওয়া উচিত। একমাত্র যে জিনিসটার অভাব সেটা হচ্ছে সুনাম। আর সুনাম তৈরির প্রধান শর্তই হচ্ছে গোপনীয়তা। যেখানে সেখানে চাকরির জন্য দরখাস্ত করলে সেই গোপনীয়তাটা নষ্ট হয়। আপনি এমন একজন মানুষ যার দৃষ্টি থাকতে হবে সবচেয়ে উঁচুতে। আর সেই সবচেয়ে উঁচু পদটাই আপনাকে উপহার দেবো আমরা, সোনার থালায় সাজিয়ে।'

'তাই নাকি?' আরও একবার মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল লোকটা, তবে এবার হাসিটা ঠিক মানাল না।

'আপনাকে আমরাই রেখে দিতে চাই। তাই আর কোন চাকরির জন্য আপনার দরখাস্ত না করাই ভালো। অন্য কোন রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি যদি লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে আপনার সাথে যোগাযোগ করেও তবুও রাজি হবেন না। আমাদের সাথেই থাকুন, গোপনীয়তা বজায় রাখুন। আপনার সুনাম তৈরির ভার ছেড়ে দিন আমাদের হাতে। আপনার বাড়ির জন্য ট্রিপোলিস যে

BanglaBook.org

ভূমিকা পালন করছে, আপনার সুনামের জন্য আমাদের সেই ভূমিকা পালন করতে দিন। দুই বছরের মধ্যেই এখন যে চাকরিটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তার চাইতে অনেক ভালো একটা চাকরি পাওয়ার খবর স্ত্রীকে দিতে পারবেন। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে।'

বুড়ো আঙুল আর তর্জনির সাহায্যে থুতনি ডলল জেরেমিয়াস ল্যান্ডার। তারপর বলল, 'হুম। আমি যেমন আশা করেছিলাম তেমনটা হল না আজকের ইন্টারভিউ।'

শান্তভাবেই পরাজয় মেনে নিয়েছে লোকটা। সামনে ঝুঁকে এলাম আমি। হাতদুটো শরীরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম, তালুদুটো রাখলাম উপরের দিকে। লোকটার চোখের দিকে তাকালাম। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যে কোন ইন্টারভিউয়ের ফলাফল কি হবে তার আটাত্তর শতাংশ নির্ভর করে অঙ্গভঙ্গির উপর, মুখে কি বলা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে মাত্র আট শতাংশ। বাকিটা ছেড়ে দেয়া হয় কাপড়চোপড়, বগল আর মুখ থেকে আসা গন্ধ, দেয়ালে কি ঝুলছে ইত্যাদি ব্যাপারের উপর। এই মুহূর্তে আমার অঙ্গভঙ্গি, বা বডি ল্যাংগুয়েজ দারুন, খোলামেলা মনোভাব এবং বিশ্বাসের চিহ্ন প্রকাশ করছে। শেষ পর্যন্ত লোকটাকে উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

'শুনুন, মি. ল্যান্ডার। বোর্ড অব ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান আর ফিন্যান্স ডিরেক্টর কাল আসছেন এখানে, একজন প্রার্থির সাথে দেখা করতে চান। আমি চাই আপনিও দেখা করুন তাদের সাথে। কাল দুপুর বারোটায় আসতে পারবেন?'

'অবশ্যই,' কোন ধরণের ক্যালেন্ডার বা সময়সূচি না দেখেই জানিয়ে দিল ল্যান্ডার। তাকে আরও পছন্দ হয়ে গেল আমার।

'আমি চাই, তারা কি বলতে চান সেটা আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, তারপর খুব ভদ্রতার সাথে জানিয়ে দেবেন এই চাকরিটা করার আগ্রহ নেই আপনার, কারণ আপনি যে ধরণের সুযোগ খুঁজছেন তা এই চাকরিতে পাওয়া যাবে না। বুঝতে পেরেছেন?'

'এভাবে পিছিয়ে আসলে সেটাকে খামখেয়ালি বলে মনে হবে না?' একপাশে মাথা কাত করে জানতে চাইল ল্যান্ডার।

BanglaBook.org

'ঠিক উল্টো। এতে বরং আপনার উচ্চাকাঙ্খার পরিচয় দেয়া হবে,' বললাম আমি। 'আপনাকে এমন একজন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে যে নিজের দামটা বোঝে। এমন একজন মানুষ যে খুব সতর্কতার সাথে নিজের কোম্পানি বাছতে চায়। আর এভাবেই সেই গল্পটার শুরু হবে যেটার নাম আমরা দিয়েছি...' আলতো করে হাত নেড়ে ইশারা করলাম আমি।

হাসল ল্যান্ডার। 'সুনাম?'

'সুনাম। আপনি কি আমার প্রস্তাবে রাজি?'

'দুই বছরের মধ্যেই, বলছেন?'

'শুধু বলছি না, নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'কিভাবে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন?'

আমি নোট করলাম : খুব দ্রুত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার প্রবণতা।

'কারণ আমি যে উঁচু পদের চাকরিগুলোর কথা বললাম সেগুলোর একটার জন্য আপনাকে সুপারিশ করবো।'

'তো? সব সিদ্ধান্ত তো আপনার হাতে নয়, তাই না?'

চোখদুটো অর্ধেক বন্ধ করলাম আমি। আমার স্ত্রী ডায়ানার মতে এই ভঙ্গিটা তাকে অলস কোন সিংহের কথা মনে করিয়ে দেয়, সন্তুষ্ট একজন মালিক অথবা প্রভুর মত। কথাটা বেশ পছন্দ হয়েছে আমার।

'আমার সুপারিশই ক্লায়েন্টের সিদ্ধান্ত, মি. ল্যান্ডার।'

'কি বলতে চান?'

'আপনি যেমন এর পর থেকে এমন কোন চাকরির জন্য দরখাস্ত করবেন না যেটা আপনার হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তেমনি আমিও এখন পর্যন্ত এমন কোন সুপারিশ করিনি যেটা আমার ক্লায়েন্ট মেনে নেয়নি।'

'সত্যি? কখনই না?'

'কখনই না। ক্লায়েন্ট আমার সুপারিশ মেনে নেবে—এটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কখনও কোন সুপারিশ করি না আমি। তাতে কাজটা যদি আমার প্রতিদ্বন্দ্বি কোন সংস্থার কাছে চলে যায় তাতেও আমি রাজি। এমনকি যদি আমার হাতে তিনজন প্রার্থি থাকে যাদের প্রত্যেকেরই চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা নব্বই শতাংশের উপরে, তবুও না।'

'কেন?'

BanglaBook.org

হাসলাম আমি। 'আপনার প্রশ্নের জবাবের শুরুটা 'আর' দিয়ে। রেপুটেশন, অর্থাৎ সুনাম। আমার পুরো ক্যারিয়ারই দাঁড়িয়ে আছে এর উপর।'

হেসে উঠে মাথা নাড়ল ল্যান্ডার। 'সবাই বলে আপনি নাকি কঠিন পাত্র, মি. ব্রাউন। এখন বুঝলাম কেন এ কথা বলা হয়।'

আমিও হেসে উঠে দাঁড়ালাম। 'এখন তাহলে বাড়ি ফিরে যান, স্ত্রীকে জানান আপনি এই চাকরিটা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কারণ আপনার লক্ষ্য আরও উপরে। আশা করি আজকের সন্ধ্যাটা আপনার জন্য আনন্দময় হবে।'

'আমার জন্য এটা কেন করবেন আপনি, মি. ব্রাউন?'

'কারণ আপনার চাকরিদাতার কাছ থেকে যে কমিশনটা আমরা পাবো সেটা আপনার প্রথম বছরের মোট বেতনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান। আপনি কি জানেন, নিজের ছবির দাম বাড়ানোর জন্য নিলামের সময় রেমব্রান্ট নিজেও উপস্থিত থাকতেন? এখন আপনিই বলুন, আপনাকে বছরে দুই মিলিয়নের জন্য বিক্রি করে আমাদের কি লাভ, যেখানে একটুখানি সুনাম তৈরির মাধ্যমে আমরা বছরে পাঁচ মিলিয়ন পেতে পারি? আপনাকে কিছুই করতে হবে না, স্রেফ লেগে থাকুন আমাদের সাথে। কি, রাজি?' হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি।

উৎসাহের সাথে হাতটা ধরল ল্যান্ডার। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আজকের আলোচনাতে আখেরে আমার লাভই হবে, মি. ব্রাউন।'

'অবশ্যই,' বললাম আমি। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, নিখুঁত হ্যান্ডশেকের উপায় সম্পর্কে লোকটাকে কয়েকটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিতে হবে।

জেরেমিয়াস ল্যান্ডার বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমার অফিসে ঢুকল ফার্ডিনান্ড।

'এহ,' নাক কুঁচকে উঠল সে ঢুকেই, এক হাত নাড়ছে নাকের সামনে। 'ইউ দ্য ক্যামোফ্লাজের গন্ধ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা জানালা খুলে দিলাম আমি। ফার্ডিনান্ড বলতে চাইছে, নিজের উদ্বেগ আর ঘামের গন্ধ ঢাকতে খুব বেশি আফটারশেভ মেখে এসেছিল প্রার্থি, সেই গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে ঘরে। আমার কাজের লাইনে অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

'তবু তো ক্লাইভ ক্রিশ্চিয়ান ব্যবহার করেছে লোকটা,' বললাম আমি, 'তার স্ত্রীর কিনে দেয়া। স্যুট, জুতো, শার্ট, টাই–সবই তার স্ত্রীর পছন্দ। এমনকি লোকটার কপালের দু'পাশে চুলগুলো ধূসর করে দেয়ার বুদ্ধিটাও তারই।'

'তুমি কিভাবে জানলে?' ল্যান্ডারের রেখে যাওয়া চেয়ারটায় বসল ফার্ডিনান্ড, লাফিয়ে উঠল প্রায় সাথে সাথেই। লোকটার শরীরের উষ্ণতা এখনও লেগে আছে চেয়ারে।

'স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল লোকটার চেহারা,' জবাব দিলাম আমি। 'আমি বলেছি এই চাকরিটা হবে না জানলে তার স্ত্রী বোধহয় খুব একটা খুশি হবে না।'

'স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করার বুদ্ধি তোমার মাথায় আসে কোথা থেকে, রজার?' অন্য একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছে ফার্ডিনান্ড, পা তুলে দিয়েছে বেশ ভালো একটা নকল নোগুচি কফি টেবিলের উপর। একটা কমলালেবু নিয়ে সেটার খোসা ছুলছে এখন। প্রায় অদৃশ্য একটা রসের ধারা ছিটে গিয়ে তার সদ্য ইস্ত্রি করা শার্টে গিয়ে লাগল। একজন সমকামি হিসেবে খুবই অসতর্ক প্রকৃতির মানুষ ফার্ডিনান্ড। আর একজন হেডহান্টার হিসেবে খুব বেশি সমকামি।

'ইনবাউ, রেইড অ্যান্ড বাকলি,' জবাব দিলাম আমি।

'এই পদ্ধতিটার নাম আগেও শুনেছি তোমার মুখে,' বলল সে। 'কিন্তু আসলে কি এটা?'

হাসলাম আমি। 'এটা হচ্ছে এফবিআই'র তৈরি নয় ধার্মের একটি জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি। একগাদা গুলতির মাঝে একটা মেশিনগান বলতে পারো এই পদ্ধতিকে। এমন একটা যন্ত্র যেটা নিখুঁত কাজ দিতে পারে, কোন সময় না নিয়েই তুলে আনতে পারে নির্ভরযোগ্য ফলাফল।'

'যেমন?'

ফার্ডিনান্ড কি জানতে চাইছে আমি জানি, তাতে আমার কোন অসুবিধে নেই। ও জানতে চাইছে ঠিক কোন কারণে আমি এত সফল, নিজের পেশায় এক নাম্বার; আর ঠিক কোন কারণে ওর পক্ষে আমার জায়গাটা দখল করা সম্ভব হচ্ছে না। সেটা জানাতে আমার কোন অসুবিধে নেই, কারণ এটাই

BanglaBook.org

নিয়ম–জ্ঞান কখনও লুকিয়ে রাখতে হয় না। আরেকটা কারণ হচ্ছে, ওর পক্ষে কখনই আমার জায়গাটা দখল করা সম্ভব হবে না। এভাবেই চলতে থাকবে ও–শার্টে কমলালেবুর গন্ধ, সারা জীবন দুশ্চিন্তায় থাকবে এই ভেবে যে, অন্য কারও কাছে হয়তো ওর চাইতেও ভালো কোন পদ্ধতি, মডেল বা গোপন তথ্য রয়েছে।

'আত্মসমর্পন,' জবাব দিলাম আমি। 'স্বীকারোক্তি। সত্য। পুরো মডেলটা খুব সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি।'

'যেমন?'

'যেমন সন্দেহভাজনকে তার পরিবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা।'

'ধ্যাত,' বলল ফার্ডিনান্ড। 'সেটা তো আমিও করি। পরিচিত কোন ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ পেলে বেশ সহজ হয়ে ওঠে প্রার্থিরা। তাতে করে তাদের কাছ থেকে অন্যান্য তথ্য বের করাও সহজ হয়ে যায়।'

'ঠিক বলেছো। কিন্তু সেই সাথে ওদের দুর্বল জায়গাগুলো জানারও একটা সুযোগ চলে আসে তোমার সামনে, যাকে বলে 'হিল্‌স অব অ্যাকিলিস।' জিজ্ঞাসাবাদের সময় পরবর্তিতে সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে পারো তুমি।'

'একটু নরম ধরণের শব্দ বাছাই করে কথা বলতে পারো না তুমি?'

'জিজ্ঞাসাবাদের পরবর্তি পর্যায়ে যখন মূল ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় আসবে; অর্থাৎ আসামিকে যে অপরাধের জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে, যে ব্যাপারটা তাকে অন্য সবার চাইতে আলাদা করে ফেলছে, তার মাঝে লজ্জা বা অপরাধবোধের জন্ম দিচ্ছে–তখন একটা ব্যাপার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তোমাকে। আসামির হাতের নাগালের মাঝে যেন এক রোল টিস্যু পেপার থাকে।'

'কেন?'

'কারণ এখন জিজ্ঞাসাবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে এসেছো তুমি, সময় হয়েছে আবেগকে কাজে লাগানোর। আসামিকে তুমি জিজ্ঞেস করো, তার ছেলেমেয়েরা যদি জানতে পারে তাদের বাবা একজন খুনি তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে। তারপর, যখন তার চোখে পানি চলে আসবে তখন এগিয়ে দাও টিস্যু পেপার। তোমাকে এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যে সব

BanglaBook.org

বোঝে, সাহায্য করতে চায়, যার কাছে আসামি সব কিছু স্বীকার করতে পারে। তাকে তুমি বোঝাও, খুনটা সে করেনি, ওটা বলা যায় এমনিতেই হয়ে গেছে। স্বীকার করার মাঝে লজ্জার কিছু নেই।'

'খুন মানে? কিসের কথা বলছো তুমি? আরে, আমরা তো বিভিন্ন কোম্পানির জন্য লোক জোগাড় করি, তাই না? তাদের মুখ থেকে খুনের স্বীকারোক্তি বের করতে হবে কেন আমাদের?'

'আমি সেটাই করি,' চেয়ার থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিতে নিতে বললাম আমি, 'আর সে-জন্যই আমি হচ্ছি অসলোর সেরা হেডহান্টার। যাকগে, কাল দুপুর বারোটায় কিন্তু ক্লায়েন্ট আর ল্যান্ডারের সাথে একটা মিটিং ঠিক করেছি তোমার জন্য।'

'আমি?'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। পেছনে লাফাতে লাফাতে এল ফার্ডিনান্ড। আরও পঁচিশটার মত অফিস পেরিয়ে এলাম আমরা। এই অফিসগুলো মিলিয়েই তৈরি হয়েছে আলফা নামের এই মাঝারি ধরণের রিক্রুটমেন্ট কোম্পানিটা। পনেরো বছর আগে তৈরি হয়েছিল সংস্থাটা, প্রতি বছর পনেরো থেকে বিশ মিলিয়ন ক্রোনার আয় করে। আমাদের মত সেরা হেডহান্টারদের জন্য খুব সামান্য কিছু বোনাস বাদ দিলে পুরো টাকাটাই যায় স্টকহোমে বসবাসকারি মালিকের পকেটে।

'কোন অসুবিধে হবে না,' ফার্ডিনান্ডকে বললাম, 'ফাইলে সব বিস্তারিত বলা আছে।'

'ঠিক আছে,' বলল ফার্ডিনান্ড। 'তবে একটা শর্ত।'

'শর্ত মানে? তোমার উপকার করছি আমি।'

'আজ সন্ধ্যায় গ্যালারিতে তোমার স্ত্রী একটা প্রাইভেট ভিউ-এর আয়োজন করেছে...'

'তাতে কি?'

'আমি কি আসতে পারি?'

'দাওয়াত দিয়েছে তোমাকে?'

'সেটাই তো জানতে চাচ্ছি। আমাকে কি দাওয়াত দেয়া হয়েছে?'

'সন্দেহ আছে।'

BanglaBook.org

হুট করে থমকে দাঁড়াল ফার্ডিনান্ড, হারিয়ে গেল আমার দৃষ্টিসীমা থেকে। হাঁটা থামালাম না আমি। জানি, এখনও আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে ও, ঝুলে পড়েছে কাঁধ। মনে মনে আফসোস করছে, এবারও বোধহয় ডায়ানার প্রাইভেট ভিউ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত প্রদর্শনীতে যাওয়ার সুযোগ হবে না ওর, অসলোর গণ্যমান্য লোকজন, বিভিন্ন তারকা আর পয়সাওয়ালাদের সাথে দাঁড়িয়ে চুমুক দিতে পারবে না শ্যাম্পেনের গ্লাসে। কোন চাকরির সম্ভাব্য প্রার্থি, বিছানার সঙ্গি অথবা অন্যান্য কাজের সাগরেদ জোটাতে পারবে না। বেচারা।

'রজার?' রিসেপশন ডেস্কের পেছনে বসে থাকা মেয়েটা ডাক দিল। 'দুটো ফোন এসেছিল। একটা–'

'এখন না, ওডা,' না থেমেই বলে উঠলাম আমি। 'পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য বাইরে যাচ্ছি। এর মাঝে কারও মেসেজ রাখার দরকার নেই।'

'কিন্তু–'

'দরকার হলে আবার ফোন করবে লোকজন।'

মেয়েটা দেখতে সুন্দরি। তবে ওডার এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। নাকি নামটা আইডা?

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি

শরতের বাতাসে মিশে আছে একটা ঝাঁঝালো নোনতা স্বাদ, গাড়ির ধোঁয়ার গন্ধ। সমুদ্র, তেল উত্তোলন আর গড় বার্ষিক আয়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই গন্ধ। অফিস বিল্ডিংগুলোর কাঁচে ঝলসাচ্ছে উজ্জ্বল রোদ, মাটির উপর পড়েছে সেগুলোর বিশাল সব চারকোণা ছায়া। জায়গাটা আগে ছিল বাণিজ্যিক এলাকা, তবে এখন একটা শহুরে আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়েছে। বেশি দামের দোকান, অ্যাপার্টমেন্ট, অফিস আর সেগুলোর বেশি বেতনের কর্মকর্তাদের দিয়ে ভরে গেছে পুরো এলাকা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে তিনটে ফিটনেস সেন্টার দেখা যাচ্ছে, প্রতিটাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভর্তি থাকে। কর্নেলিয়ানি স্যুট আর ভারি ফ্রেমের চশমা পরা এক যুবক সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানাল আমাকে। আমিও গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম। যুবকের পরিচয় আমার জানা নেই, খুব সম্ভব অন্য কোন রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির লোক হবে। এডওয়ার্ড ডব্লিউ কেলি? হয়তো।

একজন হেডহান্টারকে কেবল আরেকজন হেডহান্টারই এত সম্মান দেখায়। সঠিকভাবে বলতে গেলে : আমাকে কেউ অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসে না, কারণ তারা জানে না আমি আসলে কে। এক নাম্বার, স্ত্রীর সাথে না থাকলে মানুষের সাথে আমি বলতে গেলে মিশিই না। দুই নাম্বার, আমি এমন একটা কোম্পানির হয়ে কাজ করি যারা বেশ অভিজাত মানসিকতার, বাধ্য না হলে মিডিয়ার মনোযোগ এড়িয়েই চলতে চায়। দেশের সেরা কোন চাকরির যোগ্যতাগুলো পূরণ করার পরেই কেবল একদিন আমাদের কাছ থেকে একটা ফোনকল পাবেন আপনি। আলফা নামটা তখন আপনার পরিচিত মনে হবে, কোথায় যেন শুনেছেন? নতুন রিজিওনাল ডিরেক্টর নিয়োগের সময় সেই মিটিঙে হয়তো, বা এমনই কোন পরিস্থিতিতে। তবে যেভাবেই হোক না কেন, আমাদের নাম আপনি শুনেছেন। কিন্তু জানতেন না আমরা কে বা কি। কারণ গোপনীয়তা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় গুণ। সত্যি বলতে এই একটা গুণই আছে আমাদের। আমরা যে সব কাজ করি

BanglaBook.org

তার বেশিরভাগই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যে দিয়ে তৈরি, তাও আবার একেবারে জ্বলজ্যান্ত মিথ্যে কথাগুলো। এই যেমন দ্বিতীয় ইন্টারভিউয়ের সময় আমাকে এই কথাগুলো বলতে শুনবেন আপনি 'এই চাকরির জন্য আপনিই একমাত্র যোগ্য লোক। আমি কেবল ধারণা করছি না, বরং নিশ্চিতভাবে জানি, আপনার চাইতে যোগ্য আর কেউ নেই। আর তার মানে হল, চাকরিটাও আপনার জন্য একেবারে উপযুক্ত, বিশ্বাস করুন।'

তখন মোটেই আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।

হ্যাঁ, আমার ধারণা যুবক কেলি'র হয়েই কাজ করে। অথবা অ্যামরপ। পরণের স্যুটটা দেখে বোঝা যাচ্ছে ম্যানপাওয়ার বা অ্যাডেকো'র মত বিশাল, অভদ্র এজেন্সিগুলোর কোনটাতে চাকরি করে না সে। আবার হোপল্যান্ডের মত ছোটখাট কোম্পানিগুলোতেও নয়, সেক্ষেত্রে তাকে আমি চিনতে পারতাম। তবে মোটামুটি সাইজের কোম্পানিগুলো, যেমন মারকারি উরভাল অথবা ডেলফি'র মত কোন এজেন্সিতে চাকরি করতে পারে সে, অথবা একেবারেই সস্তা কোম্পানিগুলো, যারা খুব কম ক্ষেত্রেই আমাদের মত গভীর জলের মাছদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পায়। সেখানেও হারতে হয় তাদের, ফিরে যেতে হয় শপ ম্যানেজার আর ফিনান্সিয়াল ডিরেক্টর নিয়োগের ছোট্ট বাজারে। আমার মত লোকদের তখন সম্মানের চোখে দেখে তারা, মনে মনে আশা করে একদিন তাদের কথা মনে পড়বে আমার, ডেকে এনে একটা চাকরি দেবো আমার কোম্পানিতে।

হেডহান্টারদের জন্য কোন আনুষ্ঠানিক পদমর্যাদার বালাই নেই, টিভি বা বিজ্ঞাপন মিডিয়ার মত বার্ষিক কোন পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানও হয় না তাদের জন্য। কিন্তু তারপরেও আমরা জানি। আমরা জানি আমাদের মাঝে সেরা কে, কার সম্ভাবনা আছে, আর কে এগিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিত ব্যর্থতার দিকে। আমরা বিজয় উদযাপন করি নীরবে, পরাজয়ের শোক পালন করি আরও বেশি নিস্তব্ধতায়। তবে যে লোকটা এইমাত্র আমাকে শুভেচ্ছা জানাল সে জানে আমিই রজার ব্রাউন, এমন এক হেডহান্টার যে কোন প্রার্থির জন্য সুপারিশ করেছে অথচ তার চাকরি হয়নি–এমনটা কখনও ঘটেনি। এমন এক লোক যে দরকার হলে ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে প্রার্থিকে চাকরিতে ঢুকিয়েই ছাড়ে, যার ক্লায়েন্টরা তার বিবেচনার উপর চোখ বুজে আস্থা রাখে, এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে কোম্পানির ভবিষ্যৎ তুলে দেয় তার

BanglaBook.org

হাতে। অন্যভাবে বলতে গেলে, গত বছর অসলো পোর্ট অথরিটি নিজের হাতে তাদের নতুন ট্রাফিক ডিরেক্টরকে নিয়োগ দেয়নি, এভিস নামের কোম্পানিটার স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ডিরেক্টরের নিয়োগও তাদের হাতে ছিল না। সিরডালে পাওয়ার স্টেশন ডিরেক্টরের নিয়োগও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দেয়নি। সবগুলো নিয়োগের পেছনেই ছিলাম আমি।

যুবক সম্পর্কে মনে মনে একটা নোট করে নিলাম। সুন্দর স্যুট। সঠিক লোককে সঠিক সম্মান দিতে জানে।

নারভেসেনের কাছে একটা ফোন বক্স থেকে ওভকে ফোন করলাম আমি। কাজটা করতে করতে মোবাইল ফোন চেক করলাম, আটটা মেসেজ এসেছে। ডিলিট করে দিলাম সব।

'একজন প্রার্থি পাওয়া গেছে,' ওভ ফোন ধরতে বললাম আমি। 'জেরেমিয়াস ল্যান্ডার, মনোলিটভিয়েন।'

'লোকটা আমাদের হাতে আছে কি না একবার খোঁজ নিয়ে দেখবো?'

'দরকার নেই। আমি নিশ্চিত হয়েছি। কাল দ্বিতীয় ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছে তাকে। বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত। ঠিক বারোটা থেকে এক ঘণ্টা সময় চাই আমি। বোঝা গেছে?'

'হ্যাঁ। আর কিছু?'

'চাবি। বিশ মিনিটের মধ্যে সুশি অ্যান্ড কফিতে চলে আসতে পারবে?'

'ত্রিশ মিনিট।'

*

নুড়ি বিছানো পথ ধরে এবার সুশি অ্যান্ড কফির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তার পাশে একটা জায়গা বেছে নিয়েছে দোকানটা, যেখানে শব্দ, আবর্জনা এবং খরচ–তিনটেই বেশি। এই জায়গা বেছে নেয়ার কারণ সম্ভবত প্রথাগত কিছু একটা তৈরি করতে চেয়েছিল দোকানের মালিক, যেটা একই সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী এবং আলাদা। বিশেষ করে এই এলাকার তুলনায়, যেখানে এক সময় শ্রমিকের ঘামে তৈরি হত সব কিছু, হাতুড়ির বাড়ি আর গরম লোহার হিসস শব্দ শোনা যেত কান পাতলেই। এখন সেই জায়গা দখল করেছে এসপ্রেসো মেশিনের একঘেয়ে গুঞ্জন আর ফিটনেস সেন্টার থেকে আসা

BanglaBook.org

ঠুংঠাং শব্দ। এখানেই শ্রমিকের পরিশ্রমের উপর সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির বিজয়, বাস্তবতার উপর বিজয় কল্পনার। আর এটা আমার বেশ পছন্দ।

সুশি অ্যান্ড কফির উল্টোদিকের দোকানের জানালায় একটা হীরা বসানো কানের দুল দেখা যাচ্ছে, কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম সে দিকে। ডায়ানার কানে দারুন লাগবে ওগুলো। সেই সাথে আমার পকেটেরও বারোটা বাজিয়ে দেবে। অগত্যা মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে রাস্তা পার হয়ে রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকলাম। ব্যাটারা মুখে বলে এখানে সুশি পাওয়া যায়, আসলে খাওয়ায় স্রেফ মরা মাছ। তবে ওদের কফির বিরুদ্ধে কিছু বলার উপায় নেই। ভেতরটা মোটামুটি ভর্তি। হালকা পাতলা দেহের অধিকারি সোনালি চুলের মেয়েরা, সবে ট্রেনিং শেষ করে বেরিয়ে এসেছে ফিটনেস সেন্টার থেকে। এখনও ব্যায়ামের পোশাক তাদের পরণে, কারণ লোকজনের সামনে ফিটনেস সেন্টারে গোসল করার কথা ভাবতেও পারে না তারা। ব্যাপারটা এক দিক দিয়ে অদ্ভুত, কারণ এই শরীরের পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করছে তারা। এরা সবাই চাকরি করে, সঠিকভাবে বলতে গেলে ধনী স্বামীদের সেবায় নিয়োজিত চাকরিজীবি। এমন যদি হত, এদের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তারা সবাই ল, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, আর্ট হিস্টোরির মত বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর নরওয়েজিয়ান নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকা খরচ করেছে যাতে নিজেদের অতিরিক্ত-যোগ্য, বাড়িতে-বসে-থাকা খেলনা হিসেবে তৈরি করতে পারে, যাতে স্বামীদেরকে প্রয়োজনমত সুখি, হিংসুক এবং দৌড়ের উপর রাখতে পারে; যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা বাচ্চা তৈরি করার মাধ্যমে তার গলায় লাগাম পরানো যাচ্ছে। অবশ্যই বাচ্চা হওয়ার পর সব কিছু বদলে যায়। শক্তির পাল্লাটা উল্টোদিকে ঘুরে যায় তখন, পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে পুরুষরা। বাচ্চা মানেই...

'ডাবল কর্টেডো,' বারের একটা টুলের উপর বসতে বসতে বললাম আমি।

চোখে সন্তুষ্টি নিয়ে আয়নার মাঝ দিয়ে মেয়েগুলোকে লক্ষ্য করছি। আমি ভাগ্যবান। এসব অতিচালাক, ফাঁকা-মাথার পরজীবিগুলোর তুলনায় ডায়ানা অনেক আলাদা। আমার যে সব জিনিসের অভাব তার প্রতিটাই আছে ওর মাঝে। যত্নশীলতা। সহানুভূতি। বিশ্বস্ততা। উচ্চতা। সব মিলিয়ে

BanglaBook.org

সুন্দর একটা শরীরের মাঝে সুন্দর একজন মানুষ ও। তবে ওর সৌন্দর্যকে অবশ্য নিখুঁত বলা যায় না, বরং একটু বেশিই যেন সুন্দরি ও। অনেকটা জাপানিজ ম্যাংগা কার্টুনের মত করে যেন আঁকা হয়েছে ওকে, পুতুলের মত। ছোট্ট একটা মুখ, তার মাঝে ছোট, সরু ঠোঁট, ছোট নাক আর বিশাল দুই চোখ, তাতে অপরিসীম বিস্ময়। ক্লান্ত হয়ে পড়লে যেন আরও বড় বড় হয়ে ওঠে ওগুলো। তবে আমার দৃষ্টিতে এই ব্যাপারগুলোই ওকে আর সবার চাইতে আলাদা করে তুলেছে, এগুলোই ওর আসল সৌন্দর্য। তাহলে আমাকে কেন বেছে নিল ও? শোফারের ছেলে আমি, গড়পরতার চেয়ে একটুখানি ভালো ছাত্র; পড়েছি অর্থনীতি নিয়ে। আর তেমন কোন যোগ্যতাই নেই, স্বাভাবিকের চাইতে আমার উচ্চতা বেশ কম। পাঁচ বছর আগেও এক মিটার আটষট্টি উচ্চতাটা শুনে কেউ 'খাটো' বলত না, অন্তত ইউরোপের বেশিরভাগ অংশেই না। নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ঘাটলে দেখবেন এক শ বছর আগেও নরওয়ের গড় উচ্চতাই ছিল এক শ আটষট্টি সেন্টিমিটার। তবে আমার দুর্ভাগ্য, পরিস্থিতি বদলে গেছে।

ডায়ানা যদি পাগলামি করে আমাকে বেছে নিত তাহলেও একটা কথা ছিল, কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক উল্টো। আমি এখনও বুঝতে পারি না ডায়ানার মত একটা মেয়ে, যে চাইলে যে কাউকেই পেতে পারে, সে কেন প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আরও একটা দিন আমার মুখ দেখতে চাইবে।

কোন রহস্যময় কারণে অন্ধ হয়ে আছে ডায়ানা; যে কারণে আমার দোষগুলো, আমার খারাপ প্রকৃতি, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমার দুর্বলতা, অমানুষিক শয়তানির সামনে আমার নিজের অমানুষিক শয়তানি এগুলো ধরা পড়ে না ওর চোখে? না কি ইচ্ছে করেই দেখে না ও? আমি কি নিজের নিষ্পাপ চেহারা আর দক্ষতা দিয়েই ওকে বোকা বানিয়েছি? তার উপর আবার এ পর্যন্ত ওর মা হওয়ার ইচ্ছেটাও পূরণ করিনি। মানুষের বেশে নেমে আসা এই দেবির উপর আমার এত ক্ষমতা কিভাবে এল? ডায়ানার মতে, প্রথম দেখা হওয়ার পরেই নাকি আমার উদ্ধত মনোভাব আর নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করার পরস্পরবিরোধী মিশ্রণ দেখে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ও। লন্ডনে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শিক্ষার্থীদের দেখা হওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায়। ডায়ানাকে প্রথম দেখার পর আমার ধারণা

BanglaBook.org

হয়েছিল এখানে যে মেয়েগুলো বসে আছে তাদের চাইতে আলাদা কিছু নয় সোনালি চুলের এক নরডিক সুন্দরি, বড় এক শহরে পড়তে এসেছে আর্ট হিস্টোরি নিয়ে। মডেলিং করে সময় পেলে, যুদ্ধ এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, সেই সাথে পার্টি এবং অন্যান্য মজার জিনিস ভালোবাসে। সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় এবং ছয় পাইন্ট গিনেস শেষ করার পরেই কেবল বুঝতে পারলাম, আমার ভুল হয়েছিল। সবার প্রথম যেটা, শিল্পে আসলেই আগ্রহি ও, এ ব্যাপারে প্রায় আঁতেলের তালিকাতেই ফেলা যায় ওকে। দ্বিতীয়ত, যারা পশ্চিমা পুঁজিবাদ সমর্থন করে না তাদের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা সর্বদা যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছে, সেই ব্যবস্থার অংশে পরিণত হতে হওয়ায় নিজের হতাশা খুব ভালোভাবে প্রকাশ করল ও। ডায়ানার কাছেই আমি প্রথম জানতে পারলাম, তৃতীয় বিশ্বের কাছ থেকে উন্নত দেশগুলো যে সুবিধা আদায় করে নেয় তার তুলনায় তাদের সাহায্যের পরিমাণ সব সময়ই কম ছিল। তৃতীয়ত, ওর রসবোধের ধরণটা আমার সাথে একেবারে মিলে যায়। এক মিটার সত্তরের উপর উচ্চতা এমন মেয়েদের পটানোর মত একটা জিনিসই আছে আমার–রসবোধ। আর চতুর্থত, আমার জন্য এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ–মেয়েটার ভাষাগত দক্ষতা সামান্যই, কিন্তু চিন্তাভাবনা খুবই যৌক্তিক। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলত। মৃদু হেসে আমাকে জানিয়েছিল, ফ্রেঞ্চ বা স্প্যানিশ শেখার ইচ্ছেও কখনও হয়নি তার। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম ওর মগজটা পুরুষের মত কি না, অঙ্ক ভালোবাসে কিনা। কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল ও, গুরুত্ব দিতে চায়নি। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দার মত লেগে রইলাম। বললাম, মাইক্রোসফটের চাকরির ইন্টারভিউ পরীক্ষায় সব প্রার্থিকেই বিশেষ একটা লজিক সমস্যার সমাধান করতে হয়।

'সমস্যাটার সমাধান প্রার্থি করতে পারল কি না এটা যেমন দেখা হয়, তেমনি দেখা হয় সে কিভাবে এটা সমাধানের চেষ্টা করছে।'

'বেশ, সমস্যাটা কি?' জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'মৌলিক সংখ্যা–'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! মৌলিক সংখ্যা যেন কি?'

'যে সব সংখ্যাকে এক এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায় না।'

'ওহ, হ্যাঁ,' অংকের কথা বলতে শুরু করলে মেয়েদের চোখে প্রায়ই যে

BanglaBook.org

একটা শূন্য দৃষ্টি ফুটে ওঠে সেটা এখনও ওর চোখে দেখা যায়নি। সুতরাং এগিয়ে যাই আমি।

'প্রায়ই দেখা যায় পরপর দুটো বিজোড় সংখ্যা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা। যেমন এগারো আর তেরো। ঊনত্রিশ আর একত্রিশ। বুঝতে পারছো আমার কথা?'

'পারছি।'

'এমন কোন উদাহরণ কি আছে, যেখানে পরপর তিনটে বিজোড় সংখ্যাই মৌলিক সংখ্যা?'

'মোটেই না,' বিয়ারের গ্লাসটা মুখে তুলতে তুলতে বলল ও।

'তাই নাকি? কেন?'

'তুমি কি ভেবেছো আমি বোকা? পরপর যে কোন পাঁচটি সংখ্যার মাঝে একটা বিজোড় সংখ্যা অবশ্যই তিন দিয়ে বিভাজ্য হয়। তারপর?'

'তারপর মানে?'

'মানে লজিক সমস্যাটা কি?' বিয়ারে বড় একটা চুমুক দিয়ে বড় বড় চোখে সত্যিকার কৌতুহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। তিন সেকেন্ডের মাঝে আমাকে যে জবাবটা দিয়েছে, সেটা বের করার জন্য মাইক্রোসফটে প্রার্থিদের তিন মিনিট সময় দেয়া হয়। প্রতি একশ জনের মাঝে গড়ে পাঁচজন সমাধান করতে পারে। আমার ধারণা সেই মুহূর্তেই আমি ডায়ানার প্রেমে পড়েছিলাম। অন্তত এটুকু মনে আছে, টেবিল ন্যাপকিনের উপর একটা কথা লিখেছিলাম আমি : যোগ্য।

আর তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, যেভাবেই হোক এখানে বসে থাকা অবস্থাতেই ওর মাঝে আমার প্রতি প্রেম সৃষ্টি করতে হবে; উঠে দাঁড়ালেই নষ্ট হয়ে যাবে এই জাদুময় মুহূর্তটা। সুতরাং, কথা বলতে শুরু করলাম। বলতেই থাকলাম। কথা বলে বলেই নিজের উচ্চতা বাড়িয়ে নিয়ে গেলাম এক মিটার পঁচাশিতে। এই ক্ষমতাটা আমার আছে। তবে আমি যখন পূর্ণোদ্যমে বকবক করে চলেছি, তখনও ও আমাকে বাধা দিল হঠাৎ।

'ফুটবল পছন্দ করো?'

'তুমি পছন্দ করো?' অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

'কালকের লিগ কাপে আর্সেনালের সাথে খেলবে কিউপিআর। যেতে চাও?'

BanglaBook.org

'অবশ্যই চাই,' বললাম আমি। অবশ্য খেলা দেখার কথা বলিনি, আমি আসলে ওকে চাই। ফুটবল নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই।

নীল আর সাদা রঙের স্ট্রাইপ দেয়া স্কার্ফ পরেছিল ও সেদিন, ওর পছন্দের ছোট্ট দলটা–কুইনস পার্ক রেঞ্জার্সকে তাদের বড় ভাই আর্সেনালের হাতে তুলোধুনো হতে দেখে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলেছিল। অবাক হয়ে ওর উত্তেজিত চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। খেলার দিকে নজর দেয়ার সময়ই পাইনি, সত্যি কথা বলতে আর্সেনালের জার্সির রঙ ছিল লাল আর সাদা এবং কিউপিআর-এর জার্সি ছিল সাদার উপর নীল স্ট্রাইপ–এটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখার সময় পাইনি আমি। কিউপিআর-এর খেলোয়াড়দের দেখে মনে হচ্ছিল মাঠের উপর দৌড়ে বেড়াচ্ছে এক দল ললিপপ।

হাফ-টাইমের সময় ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আর্সেনালের মত বড় দলকে সমর্থন না করে কেন কিউপিআর-এর মত ছোট একটা দলকে বেছে নিয়েছে ও।

'কারণ ওদের আমাকে দরকার,' জবাব দিল ডায়ানা। দুষ্টুমি নয়, সত্যি সত্যি। ওদের আমাকে দরকার। ওর কথাগুলোর মাঝে এমন একটা জ্ঞানের আভাস পেলাম যেটা ঠিক আমার ধরাছোয়ার মধ্যে নয়। তারপর আবার সেই আগের মত খিলখিল করে হেসে উঠেছিল ও, এক চুমুকে শেষ করে ফেলেছিল হাতের বিয়ারের বোতলটা। 'ওদের দেখো, একেবারে খোকাবাবুর মত। কিচ্ছু বোঝে না। কি মিষ্টি, তাই না?'

'পরেছেও বাচ্চাদের পোশাক,' জবাব দিলাম আমি। 'তাহলে, পৃথিবীর সব নিপীড়িত শিশুদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে–এটাই কি তোমার জীবনের লক্ষ্য?'

'উম...' একটু চিন্তা করল ডায়ানা, তারপর মাথাটা একদিকে হেলিয়ে উজ্জ্বল একটা হাসি উপহার দিয়েছিল আমাকে। 'একদিন হয়ে যেতেও পারে।'

তারপর দু-জনেই গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিলাম।

খেলার শেষে কি হয়েছিল আমার মনে নেই। আবার আরেক দিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে মনে আছে শেফার্ড'স বুশ এলাকায় মেয়েদের একটা

BanglaBook.org

বোর্ডিং হাউজের পেছনে দাঁড়িয়ে উষ্ণ চুমু বিনিময়। তারপর হাজারটা স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটানো একটা নির্ঘুম, একাকি রাত।

দশ দিন পর বিছানার পাশে রাখা একতা মোমের নিভু নিভু আলোয় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। প্রথমবারের মত প্রেম করেছি আমরা, ওর বন্ধ চোখে সেই চিহ্ন স্পষ্ট। স্পষ্ট হয়ে ফুলে আছে কপালের একটা শিরা, কোমরটা আমার কোমরের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে; চেহারায় খেলা করছে রাগ আর ব্যথামিশ্রিত একটা অনুভূতি। কিউপিআরকে তুলোধুনো হতে দেখার সময়ও এই একই তীব্র অনুভূতি দেখেছিলাম ওর চেহারায়। পরে ও আমাকে বলেছিল, আমার চুলগুলো খুব ভালো লেগেছে ওর। কথাটা প্রায় সারা জীবন ধরে শুনে এসেছি আমি, কিন্তু তবুও ওর কাছ থেকে শোনার পর মনে হল প্রথমবারের মত শুনলাম।

ছয় মাস পার হয়ে গেল। তারপর একদিন ওকে বললাম, আমার বাবা ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে কাজ করতেন; কিন্তু তার মানে এই না যে, তিনি নিজেও একজন কূটনীতিক ছিলেন।

'শোফার,' আমার কথাটার পুনরাবৃত্তি করেছিল ও, তারপর আমার মুখটা টেনে নিজের কাছে এনে চুমু খেয়েছিল একটা। 'তাহলে চার্চ থেকে ফেরার পথে নিশ্চয়ই অ্যাম্বাসাডরের লিমোজিন গাড়িটা ধার নিতে পারবো আমরা?'

তখনই কোন জবাব দেইনি, তবে সেই বসন্তেই হ্যামারসম্মিথের সেইন্ট প্যাট্রিক'স চার্চে বিয়ে করলাম ওকে। একেবারেই সাদামাটা হল বিয়েটা। বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্যরা; এমনকি আমার বাবাও বিয়েতে উপস্থিত থাকবে না–এটা শোনার পর ডায়ানাকে রাজি করাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তবে ডায়ানা নিজেই বিয়ের অনেকটা অভাব পুষিয়ে দিল–দুটো সূর্য আর একটা চাঁদের সমান ঝলকাচ্ছিল ও। আর কী কপাল, সেই বিকেলেই লিগ কাপে টিকে গেল কিউপিআর। ট্যাক্সি নিয়ে শেফার্ড'স বুশে ওর অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথে ললিপপ-রঙের পতাকা আর ব্যানার নিয়ে বের হওয়া বিশাল মিছিল পার হলাম আমরা। চারদিকে কেবল উৎসব আর আনন্দের ছোঁয়া। অসলোতে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কোন কথাই তুলল না ডায়ানা।

BanglaBook.org

ঘড়ি দেখলাম। এতক্ষণে ওভের চলে আসার কথা। কাউন্টারের উপর লাগানো আয়নাটার দিকে চোখ তুললাম আমি, সোনালি চুলের এক মেয়ের সাথে চোখাচোখি হল। আমরা পরস্পরকে চাই কি চাই না সেটা নিয়ে দ্বিধা তৈরি হতে যতটুকু সময় দরকার ঠিক ততক্ষণই তার দিকে চোখ আটকে থাকল আমার। পর্নো অভিনেত্রীদের মতই আকর্ষণীয় চেহারা, দক্ষ হাতের সার্জিক্যাল কাজ। সিদ্ধান্ত নিলাম, একে আমি চাই না, ফলে সরে গেল আমার চোখ। সত্যি কথা বলতে আমার জীবনের একমাত্র বিব্রতকর সম্পর্কটার শুরুও এভাবেই হয়েছিল; একটু বেশি সময় চোখাচোখি করার মাধ্যমে। প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল গ্যালারিতে। দ্বিতীয়বার এখানেই, সুশি অ্যান্ড কফিতে। তৃতীয়বার, এইলার্ট সান্টস গেটের একটা ছোট ফ্ল্যাটে। তবে এখন আমার কাছে লোটি নামটা শুধুই অতীত, এমন কিছু আর কোনদিন ঘটবে না। রেস্টুরেন্টের এদিক ওদিক তাকালাম আমি, থমকে গেলাম।

দরজার কাছে একটা টেবিলে বসে আছে ওভ।

বাইরে থেকে মনে হবে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা ফিনান্সিয়াল পেপার পড়ছে ও, নাম দাগেনস নেরিংস্লিভ। ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার হাসি পেল। স্টক, শেয়ার এবং বর্তমান সমাজে কি হচ্ছে না হচ্ছে এসব ব্যাপারে ওভ জিকেরুদ যে শুধু দারুণ একঘেয়ে বোধ করে তাই নয়, সত্যি কথা বলতে ও প্রায় পড়তেই পারে না। লিখতেও পারে না। সিকিউরিটি প্রধানের পদে চাকরির জন্য যে দরখাস্তটা ও করেছিল সেটার কথা আমার এখনও মনে আছে; এত বেশি বানান ভুল ছিল যে পড়তে পড়তে হো হো করে হেসে উঠেছিলাম আমি।

টুল থেকে নেমে ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাগজটা ভাজ করে রাখলো ও, মাথা ঝাঁকিয়ে ওটার দিকে ইঙ্গিত করলাম আমি। মৃদু হাসল ওভ, বোঝাল যে ওর পড়া শেষ হয়ে গেছে। কোন কথা না বলে পেপারটা তুলে নিয়ে আবার কাউন্টারে ফিরে এলাম। এক মিনিট পর সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আয়নায় তাকিয়ে দেখলাম, চলে গেছে ওভ জিকেরুদ। তাড়াতাড়ি শেয়ার পাতায় চলে এলাম আমি, তারপর সেখানে রেখে যাওয়া চাবিটা হাতের মুঠোয় বন্দি করে ভরে ফেললাম জ্যাকেটের পকেটে।

BanglaBook.org

অফিসে ফিরে এসে দেখলাম, ছয়টা টেক্সট মেসেজ অপেক্ষা করছে আমার মোবাইলে। পাঁচটা না পড়েই ডিলিট করে দিলাম, তারপর খুললাম ডায়ানার মেসেজটা।

আজ রাতের প্রাইভেট ভিউয়ের কথা ভুলে যেও না কিন্তু, ডার্লিং। তুমি না থাকলে সব ভন্ডুল হয়ে যাবে।

মেসেজের শেষে একটা সানগ্লাস পরা হাসিমুখের স্মাইলি যোগ করেছে ও, ওর বত্রিশতম জন্মদিনে যে প্রাডা ফোনটা উপহার দিয়েছি সেটার অনেকগুলো সুবিধার একটা। উপহার খোলার পর ও খুশিতে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'এটাই তো চেয়েছিলাম আমি!' কিন্তু ও আসলে কি চায় সেটা আমরা দু-জনই জানি। আর সেটা আমি ওকে দিচ্ছি না। তবুও হাসিমুখে মিথ্যে বলেছে ও, চুমু খেয়েছে আমাকে। এর বেশি আর কি আশা করা যায় একটা মেয়ের কাছে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

প্রাইভেট ভিউ

এক মিটার আটষট্টি। শারীরিকভাবে ছোটখাট আকৃতির হলে সেটা যে মানসিক শক্তির দিক দিয়ে পুষিয়ে যায় এটা বলার জন্য কোন সাইকোলজিস্টের দরকার নেই আমার। পৃথিবীর বিখ্যাত সব শিল্পকর্মগুলোর মাঝে অনেকগুলোই ছোটখাট মানুষের হাতে তৈরি। আমরাই সাম্রাজ্য দখল করেছি, জন্ম দিয়েছি দারুণ সব চিন্তার, পর্দায় যে সব সুন্দরি তারকাদের দেখা যায় তাদের সাথে শুয়েছি সোজা কথায় আমাদের নজর সব সময়ই সবচেয়ে উঁচুতে। কিছু কিছু গর্দভ লোকজনের ধারণা, অন্ধ ব্যক্তিরা ভালো মিউজিশিয়ান হতে পারে, অথবা অটিস্টিক ব্যক্তিরা মনে মনে বর্গমূল কষতে পারে–এর মানে, যে কোন ধরণের সীমাবদ্ধতাই আসলে এক ধরণের আশীর্বাদ। প্রথম কথা হল, এটা একেবারেই ভুল ধারণা। দ্বিতীয়ত, আর যাই হোক বামন বলা যায় না আমাকে, কেবল গড়পড়তার তুলনায় একটু কম আছি উচ্চতায়। তৃতীয়ত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উঁচু পদে আছে এমন লোকজনের সত্তর শতাংশেরও বেশি তাদের নিজ নিজ দেশের গড় উচ্চতার তুলনায় বেশি লম্বা। উচ্চতার সাথে বুদ্ধিমত্তা, আয় এবং জনপ্রিয়তারও সম্পর্ক আছে। আমি যখন কাউকে কোন উঁচু পদের জন্য নির্বাচিত করি তখন প্রথম যে জিনিসগুলো দেখি তার একটা হচ্ছে উচ্চতা। দীর্ঘদেহী একজন মানুষ অন্যদের মনে সম্মান, বিশ্বাস এবং কর্তৃত্বের সৃষ্টি করতে পারে। লম্বা মানুষদের দূর থেকেই দেখা যায়, ফলে তাদের লুকানোর কোন উপায় নেই। প্রভুত্বের অবস্থানে থাকতে হয় তাদের, কোন রকম ধূর্ততা বা শঠতার আশ্রয় নেয়ার উপায় থাকে না। অন্য দিকে খাটো লোকজন সব সময় অন্যান্যদের দৃষ্টির নিচে চলাফেরা করে, গোপন পরিকল্পনা আঁটে মাথার মাঝে; যেটা বেশিরভাগ সময়েই কেবল একটা জিনিসকে কেন্দ্র করে ঘোরে–তাদের উচ্চতার অভাব।

এ সবই অবশ্য বাজে কথা। তবে এটাও ঠিক যে, আমি যখন কোন

BanglaBook.org

প্রার্থির জন্য সুপারিশ করি তার মানে এই নয়, ওই পদের জন্য সেই লোকটাই যোগ্যতম, বরং ক্লায়েন্টের পক্ষে তাকেই চাকরিটা দেয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ক্লায়েন্টকে একটা চলনসই মাথা উপহার দিই আমি, যেটা বসানো থাকে তাদের পছন্দসই একটা দেহের উপর। প্রার্থির মাথা কতটা দক্ষ এটা পরীক্ষা করার ক্ষমতা নেই ক্লায়েন্টের, কিন্তু দ্বিতীয় জিনিসটা তারা নিজের চোখেই দেখে নিতে পারে। ডায়ানার চিত্র-প্রদর্শনীতে যে সব নব্যধনী 'চিত্র-সমালোচক'রা আসে তাদের মত; ছবি সম্পর্কে মতামত দেয়ার যোগ্যতা রাখে না, তবে ছবির নিচে শিল্পীর সাক্ষরটা ঠিকই চিনতে পারে। ভালো শিল্পীদের খারাপ ছবি, দীর্ঘদেহী শরীরের উপর একটা মাঝারি যোগ্যতার মাথার জন্য প্রচুর পয়সা খরচ করতে প্রস্তুত এমন লোকদের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশি।

নতুন ভলভো এস এইট্টি গাড়িটাকে দক্ষ হাতে মোড় ঘুরিয়ে উপরে উঠে এলাম। সামনে দেখা যাচ্ছে আমাদের নতুন, সুন্দর এবং একটু বেশিই দামি বাড়িটা। এলাকার নাম ভোকসেনকোলেন। বাড়িটা ঘুরে দেখার সময় ডায়ানার মুখে সেই নির্দিষ্ট কষ্টের অনুভূতি ফুটে উঠেছিল, সে কারণেই এটা কিনেছি। প্রেম করার সময় ওর কপালের যে শিরাটা ফুলে ওঠে সেটা একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল, কাঁপছিল বড় বড় চোখগুলোর উপর। ডান হাত তুলে কানের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়েছিল ও, যেন নিশ্চিত হতে চাইছে, ওর কানগুলো প্রতারনা করছে না, এটাই সেই বাড়ি যেটা ও খুঁজছিল। ওর কোন কথা বলার দরকার হয়নি, আমি এমনিতেই বুঝে নিয়েছিলাম। বাড়িটার যে দাম ধরা হয়েছে তার চাইতেও দেড় মিলিয়ন ক্রোনার বেশি দিতে চাইছে কেউ একজ–এটা শুনে ডায়ানার চোখে হতাশা ফুটে উঠলেও আমি বুঝে গিয়েছিলাম বাড়িটা ওকে কিনে দিতেই হবে। ওকে বাচ্চা নিতে নিষেধ করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে এর চাইতে কম কিছু দিতে পারি না আমি। গর্ভপাতের সপক্ষে কি কি যুক্তি খাড়া করেছিলাম সেগুলো এখন আর মনে নেই, তবে ওগুলোর কোনটাই সত্যি ছিল না। সত্যি কথাটা হল, তিন শ বিশ বর্গমিটারের একটা বাড়িতে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী বাস করলেও সেখানে একটা বাচ্চার জায়গা হত না। মানে, আমার এবং একটা বাচ্চার জায়গা হত না। কারণ ডায়ানাকে আমি চিনি।

BanglaBook.org

প্রচণ্ডরকমের একমুখি ও, আমার ঠিক উল্টো। প্রথমদিন থেকেই বাচ্চাটাকে ঘৃণা করতে শুরু করতাম আমি। সে কারণেই বাচ্চার বদলে অন্য কিছু ধরিয়ে দিয়েছিলাম ওর হাতে–একটা গ্যালারি, একটা বাড়ি।

ড্রাইভওয়েতে উঠে এলাম। গ্যারেজের দরজাটা অনেক আগেই গাড়ির উপস্থিতি বুঝে গেছে, নিঃশব্দে খুলে গেল সেটা। শীতল অন্ধকারে প্রবেশ করল ভলভো। ইঞ্জিন বন্ধ করলাম, পেছনে নেমে এল দরজা। গ্যারেজের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাড়ির দিকে যে পথটা গেছে সেটায় উঠে এলাম আমি। বাড়িটা আসলেই সুন্দর। ১৯৩৭ সালের ডিজাইন, ওভ ব্যাং নামে এক স্থপতির নকশা। রুচিবোধের তুলনায় খরচকে সব সময়ই কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবতেন তিনি, যেটা ডায়ানার সাথে একদম মিলে গেছে।

আমার প্রায়ই মনে হত এই বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে আরেকটু ছোট, আরেকটু সাধারণ কোন বাড়িতে উঠে যাই। কিন্তু প্রতিবার বাড়িতে এসে আমি যখন দেখি বিকেলের সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে বাড়ির প্রতিটা ইট, আলো আর ছায়া খেলা করছে এখানে সেখানে, সেই সাথে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা বনে লেগেছে লালচে সোনালি রঙ; বুঝতে পারি কাজটা অসম্ভব। ডায়ানাকে ভালোবাসি আমি, সে কারণেই আর কোন উপায় নেই আমার। এই বাড়ি, গ্যালারি চালানোর বিশাল খরচ, ভালোবাসার ব্যয়বহুল প্রকাশ–এসবই বহন করতে হবে আমাকে, শুধু ডায়ানার শূন্যতাটা পূরণ করার জন্য।

দরজার তালা খুললাম আমি, তারপর জুতো খুলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। বিশ সেকেন্ড পর ট্রিপোলিস-এ একটা অ্যালার্ম বাজতে শুরু করবে, সেটাকে বন্ধ করে দিলাম আগে। অ্যালার্মের কোডটা কি হবে সেটা নিয়ে ডায়ানার সাথে দীর্ঘ সময় আলোচনা করতে হয়েছে। প্রিয় শিল্পী ডেমিয়েন হার্স্টের নামানুসারে কোডটা ডেমিয়েন রাখতে চেয়েছিল ডায়ানা। কিন্তু আমি জানি, নামটা আসলে অনাগত শিশুর জন্য রাখতে চেয়েছিল ও। সে কারণেই ওটার বদলে কিছু অক্ষর আর সংখ্যার মিশেলে একটা কোড তৈরি করি, শেষ পর্যন্ত ডায়ানাও রাজি হয়। ডায়ানা বেশ কঠিন হতে পারে, আবার নরমও বটে। দুর্বল নয়, কিন্তু অন্যের মতামত মেনে নিতে প্রস্তুত। অনেকটা যেন নরম কাদার মত, যেখানে খুব সামান্য চাপেও দাগ রয়ে

BanglaBook.org

যায়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপারটা হল, প্রতিবার আমার কথা মেনে নেয়ার সাথে সাথে ও যেন আরও বিশাল, আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর আমি হয়ে যাই আরও দুর্বল। একসময় মনে হয় আমার সামনে বিশাল কোন দেবির মত দাঁড়িয়ে আছে ও, আমার অপরাধবোধ আর বিবেকের দংশন যার শক্তির উৎস। আমি যতই পরিশ্রম করি না কেন, যতবারই সফল হই না কেন, স্টকহোমের সেন্ট্রাল অফিসের মোট বোনাসের যত বড় অংশই আমার পকেটে আসুক না কেন; শান্তি মেলে না।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলাম আমি। লিভিং রুমে এসে খুলে ফেললাম টাই, তারপর ফ্রিজ থেকে বের করে নিলাম একটা স্যান মিগুয়েলের বোতল। সাধারণ এস্পেসিয়াল বিয়ার নয়, এটা অনেক হালকা। বিশুদ্ধতার আইন মেনে তৈরি করা হয় বলে এটাই ডায়ানার পছন্দ। লিভিং রুমের জানালা থেকে বাইরে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম আমার বাগান, গ্যারেজ আর প্রতিবেশীদের। অসলো, ফিয়োর্ড, স্কাজেরাক, জার্মানি, পুরো পৃথিবী। একসময় দেখলাম, কখন যেন শেষ হয়ে গেছে বিয়ারটা।

আরেকটা বোতল নিয়ে নিচে নেমে এলাম আমি। প্রাইভেট ভিউয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।

নিষিদ্ধ কামরাটার সামনে দিয়ে আসার সময় দেখলাম দরজাটা খোলা। ভেতরে উঁকি দিয়েই বুঝলাম জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিচু বেদীর মত টেবিলটার উপর ছোট্ট পাথরের মূর্তির সামনে আরও কিছু তাজা ফুল রেখে যাওয়া হয়েছে। কামরার একমাত্র আসবাব বলতে ওই টেবিল আর শিশু সন্ন্যাসীর মত দেখতে ওই পাথরের মূর্তি, মুখে বুদ্ধের মত মৃদু হাসি। ফুলগুলোড় পাশে রয়েছে বাচ্চাদের একজোড়া ছোট্ট জুতো, আর একটা হলুদ রঙের ঝুমঝুমি।

ভেতরে ঢুকলাম আমি, আরেক চুমুক বিয়ার খেলাম, তারপর হাঁটু গেঁড়ে বসে মূর্তিটার মসৃন মাথায় একটা আঙুল বোলালাম। এটা একটা মিজুকো জিজো, জাপানিজ ঐতিহ্য অনুসারে যেটা গর্ভপাতের শিকার শিশু, অর্থাৎ মিজুকোদের রক্ষা করে। মিজুকো কথাটার অর্থ হচ্ছে জলশিশু। টোকিওতে একটা ব্যর্থ হেডহান্ট থেকে ফেরার পথে ওটা নিয়ে এসেছিলাম আমি। গর্ভপাতের পর প্রথম মাস ছিল সেটা, মানসিকভাবে তখনও দারুণ দুর্বল

BanglaBook.org

ডায়ানা। ভেবেছিলাম মূর্তিটা পেলে হয়তো খুশি হবে। দোকানদার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কি বলেছিল তার বেশিরভাগই বুঝতে পারিনি, তবে জাপানিদের ধারণা অনেকটা এমন যে ভ্রূনটা যখন মারা যায় তখন সেই শিশুর আত্মা আগের তরল অবস্থায় ফিরে যায়, অর্থাৎ জলশিশুতে পরিণত হয়। এর সাথে একটু জাপানি বৌদ্ধ মতবাদ মিশিয়ে দিলে বলা যায়, শিশুটা তখন পুণর্জন্ম নেয়ার জন্য অপেক্ষা করে। তার আগ পর্যন্ত সেই শিশুর আত্মাকে রক্ষা করার জন্য এবং একই সাথে বাচ্চার বাবা-মা'কে জলশিশুর প্রতিশোধের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সাধারণ কিছু পূজো করতে হয়, যার নাম মিজুকো কুয়ো। শেষ অংশটার ব্যাপারে অবশ্য ডায়ানাকে কখনও জানাইনি আমি। প্রথমে মনে হচ্ছিল কাজ হচ্ছে, মূর্তিটা পেয়ে বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল ডায়ানা। কিন্তু ধীরে ধীরে জিজো'টার পেছনে অনেক বেশি সময় দিতে শুরু করল ও। শেষ পর্যন্ত যখন মূর্তিটা বেডরুমে এনে রাখতে চাইল তখন সিদ্ধান্ত নিলাম অনেক হয়েছে। ওকে বলে দিলাম, এখন থেকে ওটার পূজো করা চলবে না। তবে খুব বেশি জোরাজুরি করিনি, কারণ জানি যে তাতে ডায়ানাকে হারাতে হতে পারে। আর সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না।

স্টাডিতে চলে এলাম আমি, তারপর পিসি চালু করে নেটে ঢুকলাম। এডওয়ার্ড মাঞ্চের *দ্য ব্রোচ*-এর একটা হাই রেজুলুশন ছবি খুঁজে বের করলাম। ছবিটা ইভা মুদোচ্চি নামেও পরিচিত। খোলা বাজারে ওটার দাম হবে সাড়ে তিন লাখ ক্রোনারের মত। আমি বিক্রি করলে দু'লাখের বেশি পাবো না। অর্ধেক যাবে চোরাই ছবির ডিলারের কাছে, বিশ পার্সেন্ট পাবে জিকেরুদ। আমার থাকবে আশি হাজারের মত। এত সামান্য টাকার জন্য ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। ছবিটা সাদাকালো, আটান্ন বাই পাঁচ সেন্টিমিটার। একটা এটু সাইজের কাগজের জন্য একেবারে মানানসই। আশি হাজার। মর্টগেজের পরবর্তি কিস্তিটা পরিশোধ করার পক্ষে খুবই কম। গত বছর গ্যালারিতে বেশ লোকসান হয়েছে, অ্যাকাউন্ট্যান্টকে বলেছিলাম এ বছরের নভেম্বরের মাঝে শোধ করে দেবো। সেটাও এই টাকা দিয়ে সম্ভব নয়। কেন যেন ভালো ভালো ছবিগুলো খুঁজে পাওয়া আগের চাইতে অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে। শেষ ছবিটা ছিল সোরেন ওনসেজারের মডেল ইন হাই

BanglaBook.org

হিলস, প্রায় তিন মাস আগে। আর ওটা থেকে এসেছিল মোটে ষাট হাজারের মত। খুব দ্রুত কিছু একটা ঘটতে হবে, কিউপিআরকে একটা সৌভাগ্যজনক গোল দিতেই হবে। শুনেছি এমন কাকতালিয় ব্যাপারও নাকি ঘটে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রিন্টারে পাঠালাম ইভা মুদোচ্চিকে।

বিকেলের মেনুতে শ্যাম্পেন থাকার কথা, সুতরাং একটা ট্যাক্সি ডাকলাম আমি। ট্যাক্সিতে উঠে কেবল গ্যালারির নামটা বললাম আমি, বরাবরের মতই–এটা আসলে আমাদের বাজার পরীক্ষা করার একটা পদ্ধতি। নাম শুনেই যদি ড্রাইভার চিনতে পারে তবে বুঝতে হবে বিখ্যাত হয়ে উঠছি আমরা। কিন্তু বরাবরের মতই শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ড্রাইভার।

'এরলিং স্কিয়ালসনস গেট,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম আমি।

অনেক আগেই গ্যালারিটা কোথায় হবে সেটা ঠিক করে ফেলেছিলাম আমি আর ডায়ানা। আমি চাচ্ছিলাম ওটা যেন স্কিলবেক-ফ্রগনার মোড়ের কাছে হয়, কারণ ওখানেই বড়লোক খদ্দের এবং অন্যান্য রুচিশীল গ্যালারিগুলোর অবস্থান। বিখ্যাত গ্যালারিগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকতে হলে সেটা নতুন একটা গ্যালারির জন্য মোটেই ভালো কথা নয়। লন্ডনের হাইড পার্কে সার্পেন্টাইন গ্যালারিকে আদর্শ ধরে কাজে নেমেছিল ডায়ানা। ঠিক করেছিল, ওর গ্যালারিটা মোটেই কোন বড় বা ব্যস্ত রাস্তার ধারে হবে না, যেমন বিগডয় অ্যালে অথবা গ্যামলে ড্রামেনসভি; বরং কোন শান্ত ছোট রাস্তায়, যেখানে চিন্তাশীলতার জায়গা হতে পারে। তাছাড়া অবস্থানটা একটু ভেতরের দিকে হওয়ার মানে হচ্ছে জায়গাটা আমজনতার জন্য নয়, রুচিশীল এবং বোদ্ধা-সমালোচকদের জন্য।

ওর কথায় রাজি হয়েছিলাম আমি, ভেবেছিলাম ওদিকে হয়তো ভাড়াটা এত বেশি হবে না।

তবে ডায়ানা যখন বলল যে গ্যালারিতে প্রাইভেট ভিউয়ের পর অতিথিদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য একটা সেলুন তৈরি করতে চায় সে, ভেতরের দিকে হলে যে টাকাটা বাঁচবে সেটা দিয়ে ওই সেলুনের জন্য অতিরিক্ত জায়গা কেনা সম্ভব–তখন আমার সেই স্বস্তিটা আর রইল না। সত্যি কথা বলতে এর মাঝেই এরলিং স্কিয়ালসনস গেটে একটা খালি

BanglaBook.org

জায়গা দেখাও হয়ে গেছে ওর। জায়গাটা সত্যিই ভালো, এর চাইতে নিখুঁত আর হয় না। নামটা আমিই দিয়েছিলাম গ্যালেরি ই। ই হচ্ছে এরলিং স্কিয়ালসনস গেটের জন্য। তবে নামটা আসলে শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্যালারি, গ্যালারি কে থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রাখা। আশা করেছিলাম, এতে মানুষ বুঝবে আমরাও গ্যালারি কে'র মতই সবচেয়ে ধনী এবং রুচিশীল ক্রেতাদের দিকে দৃষ্টি রাখছি।

গ্যালারির নামটা যে নরওয়েজিয়ান উচ্চারণে দ্য গ্যালারি'র মত শোনায় সেটা আর ডায়ানাকে বলার প্রয়োজন বোধ করিনি। এ ধরণের স্বস্তা ফন্দি ওর পছন্দ নয়।

লিজের কাগজপত্রে সব তৈরি হয়ে গেল, শুরু হয়ে গেল সাজানো গোছানোর কাজ। সেই সাথে শুরু হল আমাদের পকেটের দুরবস্থা।

গ্যালারির বাইরে ট্যাক্সি থামতে দেখতে পেলাম স্বাভাবিকের চাইতে জাগুয়ার আর লেক্সাস গাড়ির ভিড় আজ একটু বেশি। শুভ সংকেত বলেই মনে হচ্ছে, যদিও এমনও হতে পারে যে আশে পাশের কোন অ্যাম্বাসিতে কোন অভ্যর্থনা চলছে, অথবা সেলিনা মিডেলফার্ট তার দূর্গের মত বাড়িটায় কোন পার্টি দিয়েছে।

গ্যালারির ভেতর প্রবেশ করতেই কানে ভেসে স্পিকার সিস্টেমে বাজতে থাকা আশির দশকের মিউজিক, নিচু স্বরে বাজছে। এর পর আসবে গোল্ডবার্গ ভ্যারিয়েশনের গান। সিডিটা আমি নিজেই তৈরি করেছি ডায়ানার জন্য।

এখন বাজে মাত্র সাড়ে আটটা, তবে ইতোমধ্যেই গ্যালারির অর্ধেক ভরে গেছে। ভালো লক্ষণ–সাধারণত আমাদের খদ্দেররা রাত সাড়ে নয়টার আগে আসে না। ডায়ানা আমাকে বলেছে, প্রাইভেট ভিউতে বেশি মানুষ থাকলে দেখতে খারাপ লাগে, তার জায়গায় মোটামুটি অর্ধেক ভরা থাকলেই বোঝা যায়, এটা আসলেই প্রাইভেট ভিউ। আমার অভিজ্ঞতা অবশ্য এখন বলছে, যত বেশি মানুষ তত বেশি বিক্রি। নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য না করেই ডান এবং বামে কয়েকবার মাথা ঝাঁকালাম আমি, তারপর এগিয়ে গেলাম মোবাইল বারের দিকে। আমাকে দেখেই এক গ্লাস শ্যাম্পেন এগিয়ে দিল ডায়ানার স্থায়ী বারটেন্ডার নিক।

BanglaBook.org

'বেশি দামি নাকি?' শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ছয় শ,' জবাব দিল নিক।

'এখন কয়েকটা ছবি বিক্রি হলেই হয়,' বললাম আমি। 'শিল্পী কে?'

'অ্যাটলে নোরাম।'

'নামটা তো আমিও জানি, নিক। কিন্তু লোকটা দেখতে কেমন?'

'ওই যে,' কুচকুচে কালো মাথাটা ডানদিকে কাত করল নিক। 'আপনার স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।'

লোকটা লম্বা চওড়া, দাড়ি আছে–এটুকুই খেয়াল করলাম আমি, তার বেশি নয়। কারণ ডায়ানাও রয়েছে ওখানে।

লম্বা, সুঠাম পা দুটোকে কামড়ে ধরে আছে সাদা রঙের লেদার ট্রাউজার, ফলে আরও লম্বা লাগছে ওকে দেখতে। কপাল বরাবর সমান করে কাটা চুল, দু'পাশ থেকে সোজা হয়ে নেমে গেছে। ফলে আরও বেশি জাপানি কমিকস চরিত্রের মত লাগছে ওকে। স্পট লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে থাকায় ঢিলে সিল্কের ব্লাউজটা প্রায় নীলচে-সাদা রঙ ধারণ করেছে, সরু কিন্তু শক্তিশালী কাঁধ আর উন্নত বুক তৈরি করেছে দুটো নিখুঁত বক্ররেখা। হীরার কানের দুলদুটো আসলেই চমৎকার মানাত ওকে!

অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও ওকে ছেড়ে কামরার অন্যান্য দিকে তাকালাম আমি। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে আলাপ করছে যে লোকগুলো, ওরাই আমার প্রধান লক্ষ্য। ধনী, সফল ব্যবসায়ি (টাই এবং স্যুট) আর বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকা (স্যুট আর ডিজাইনার টি-শার্ট), যারা সত্যিকার অর্থেই জীবনে কিছু অর্জন করতে পেরেছে। মহিলাদের যাদের পরণে ডিজাইনার পোশাক তারা হয় অভিনেত্রী, লেখিকা অথবা রাজনীতিক। এদের পাশাপাশি উপস্থিত রয়েছে এক দল কমবয়েসি, তথাকথিত প্রতিশ্রুতিশীল এবং দৃশ্যত দরিদ্র শিল্পীর দল (ফুটো জিন্স, স্লোগান লেখা টি-শার্ট), যাদের আমি মনে মনে নাম দিয়েছি কিউপিআর। শুরুর দিকে অতিথি তালিকায় এদের নাম দেখে নাক সিটকেছিলাম, কিন্তু ডায়ানা বলেছিল যে শিল্পবোদ্ধা, হিসেবী ব্যবসায়ি আর নাকউঁচু তারকাদের পাশাপাশি কিছুটা 'প্রাণশক্তিরও' দরকার আছে আমাদের, আর এ কারণেই ওই নামগুলো যোগ করা। মেনে নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু এটাও ঠিকই বুঝতে পারছি, ডায়ানার কাছে একটা দাওয়াত

BanglaBook.org

পাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করেছিল বলেই এখানে আসতে পেরেছে ওরা। ডায়ানা যদিও জানে যে এখানে আসার পেছনে ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের ছবির ক্রেতা জোগাড় করা, কিন্তু এটা সবাই জানে যে কেউ কোন উপকার চাইলে ডায়ানা না করতে পারে না। কয়েকটা লোক দেখলাম চোরা চোখে বারবার তাকাচ্ছে ডায়ানার দিকে। তাকাক, আমার কোন অসুবিধে নেই। ডায়ানার মত মেয়েকে এই জীবনে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ওদের কারও। আন্দাজে বলছি না, ডায়ানার মত মেয়ে লাখে একটা পাওয়া যায়। সম্ভবত কোটিতে একটা। আর সেই মেয়েটাই এখন আমার। তবে এই মুহূর্তে আমার দিকে নেই ওর দৃষ্টি, ব্যাপারটা খেয়াল করে একটু স্বস্তি পেলাম আমি।

একবার গুনে দেখলাম কতগুলো লোক টাই পরে আছে। নিয়মানুসারে, ওই লোকগুলোই ছবি কিনতে চায়। বর্তমানে নোরামের ছবির প্রতি বর্গমিটারের দাম পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। গ্যালারি পঞ্চান্ন শতাংশ কমিশন পাবে প্রতি ছবিতে, তার মানে আজকের সন্ধ্যেটা অর্থবহ হওয়ার জন্য কয়েকটা ছবি বিক্রি হলেই যথেষ্ট। অন্যভাবে বলতে গেলে এমনটাই হওয়া দরকার, কারণ নোরামের ছবির সংখ্যা খুব বেশি নয়।

দরজা দিয়ে প্রচুর লোক ঢুকছে এখন, তাদেরকে শ্যাম্পেনের গ্লাসের কাছে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে একটু সরে যেতে হল আমাকে।

আমার স্ত্রী এবং নোরামের দিকে এগিয়ে গেলাম এবার, নোরামকে বলবো, আমি তার কাজের অনেক বড় ভক্ত। একটু বাড়িয়ে বলা হলেও কথাটা মিথ্যে নয়, লোকটা আসলেই ভালো ছবি আঁকে। কিন্তু আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়ার আগেই আরেক লোক এসে পাকড়াও করল তাকে, হাসিতে ফেটে পড়া এক মহিলার কাছে টেনে নিয়ে গেল। মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে তার এই মুহূর্তে টয়লেটে যাওয়ার খুব দরকার।

'ভালোই মনে হচ্ছে,' ডায়ানার পাশে দাঁড়িয়ে বললাম আমি।

'হাই, ডার্লিং,' আমাকে দেখে হাসল ডায়ানা, তারপর একপাশে দাঁড়ানো দুই যমজ বোনের উদ্দেশ্যে আরেক দফা খাবার পরিবেশনের ইশারা করল। সুশি শেষ হয়ে গেছে। নতুন আলজেরিয়ান ক্যাটারিং সার্ভিসটার কথা বলেছিলাম আমি। ফরাসী আঁচের উত্তর আফ্রিকান

BanglaBook.org

রেস্টুরেন্ট, সব অর্থেই দারুণ কড়া। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আবারও ব্যাগাটেলি থেকে খাবার অর্ডার করেছে ডায়ানা। এদের খাবারও ভালো, তবে তিন গুণ বেশি দাম, এই যা।

'ভালো খবর আছে, বুঝলে,' আমার হাতে একটা হাত রেখে বলল ডায়ানা। 'হর্টেনের ওই ফার্মটায় একটা চাকরির কথা বলেছিলে তুমি আমাকে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, পাথফাইন্ডার। কি হয়েছে?'

'ওই চাকরির জন্য সবচেয়ে ভালো প্রার্থিকে পেয়ে গেছি আমি।'

কিছুটা অবাক হয়েই ওর দিকে তাকালাম। একজন হেডহান্টার হিসেবে মাঝে মাঝেই ডায়ানার পরিচিত লোকজনের কাছ থেকে কিছুটা সুবিধা নিয়েছি আমি। বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ি আর গুরুত্বপূর্ণ লোক আছে ওর পরিচিতদের মাঝে। এতে অবশ্য কখনও বিবেকের দংশন অনুভব করিনি, কারণ গ্যালারির পেছনে এই বিশাল অংকের খরচটা তো আমার পকেট থেকেই যাচ্ছে। আমার অবাক লাগছে, কারণ একটা নির্দিষ্ট পদের জন্য একজন নির্দিষ্ট প্রার্থির কথা এর আগে কখনও এভাবে বলেনি ডায়ানা।

এক হাতে আমার বাহু জড়িয়ে ধরল ডায়ানা, আরেকটু কাছে ঘেঁষে এল। ফিসফিস করে বলল, 'তার নাম ক্লাস গ্রিভ। বাবা ডাচ, মা নরওয়েজিয়ান। বা উল্টোটা, আমার ঠিক মনে নেই। তিন মাস আগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নরওয়ে চলে এসেছে, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটা বাড়ির দেখাশোনা করতে। ইউরোপের সবচেয়ে বড় জিপিএস কোম্পানিগুলোর একটা সিইও ছিল সে। কোম্পানিটা রটারডামে অবস্থিত। এই বসন্তে কোম্পানিটা আমেরিকানরা কিনে নিয়েছে, তার আগ পর্যন্ত ওটার মালিকদের একজন ছিল সে।'

'রটারডাম,' শ্যাম্পেনে একটা চুমুক দিয়ে বললাম আমি, 'কোম্পানিটার নাম কি?'

'এইচওটিই।'

গুঙিয়ে উঠলাম। এইচওটিই, হোটে। হোটে'কে নিজেদের মডেল কোম্পানি হিসেবে ঘোষণা করেছে পাথফাইন্ডার। পাথফাইন্ডারের বর্তমান অবস্থার মতই, হোটে'র একসময় একটা ছোট্ট হাই-টেক কোম্পানি ছিল,

BanglaBook.org

যাদের প্রধান ব্যবসা ছিল ইউরোপের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে জিপিএস প্রযুক্তি সরবরাহ করা। ওই কোম্পানির একজন প্রাক্তন সিইও'কে পাওয়া গেলে আসলেই দারুণ হয়। তাছাড়া হাতে সময়ও বেশি নেই। সব রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিই বলে যে তারা শুধু সে সব কাজই নেয় যেগুলোতে তারা ছাড়া আর কেউ নাক গলাতে পারে না, কারণ ভালো কাজ দেখাতে হলে এটা খুবই দরকারি। কিন্তু বার্ষিক আয় যখন সাত অংকের কাছাকাছি পৌছাতে শুরু করে তখন সবাই নিজেদের কর্মপন্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। আর পাথফাইন্ডারের প্রধান পদের এই চাকরিটা আসলেই অনেক দামি, ফলে অনেকেই এর পেছনে লেগে আছে। তিনটে এজেন্সিকে দেয়া হয়েছে এই কাজটা আলফা, আইএসসিও এবং কর্ন/ফেরি ইন্টারন্যাশনাল। তিনটেই সেরা এজেন্সি। আর এ কারণেই এখানে শুধু টাকার প্রশ্ন নয়। যখনই এমন কোন পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে অন্যান্য এজেন্সির সাথে জিততে না পারলে কোন ফি পাওয়া যাবে না, তখন প্রথমে সব খরচ মেটানোর জন্য একটা ফি ধরে নিই আমরা। সেই সাথে ক্লায়েন্টের সকল চাহিদা পূরণ করে এমন কোন প্রার্থিকে খুঁজে পেলে তার জন্য আরও একটা ফি থাকে। তবে আসল ফি-টা আমরা পাই তখনই যখন ক্লায়েন্ট আমাদের মনোনিত প্রার্থিকে চাকরিটা দেয়। তাতে আমার কোন অসুবিধে নেই। তবে এই সব কিছুর অর্থ দাঁড়ায় একটাই যে কোন মূল্যে জিততে হবে। হতে হবে সবার সেরা।

আমিও এবার ডায়ানার দিকে ঝুঁকে এলাম। 'শোনো, ডার্লিং। যা বলছি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। লোকটাকে আমি কোথায় খুঁজে পাবো বলতে পারো?'

হেসে উঠল ডায়ানা। 'যখন কোন কিছু তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করে সেটা দেখতে খুব মজা লাগে, ডার্লিং।'

'তোমার জানা আছে...?'

'অবশ্যই।'

'কোথায়, কোথায়?'

'ওই তো দাঁড়িয়ে আছে,' একদিকে ইশারা করল ডায়ানা।

নোরামের একটা ছবি–দড়ি দিয়ে বাঁধা রক্তাক্ত একটা মানুষ; তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী একজন লোক। পরণে স্যুট। চকচকে

BanglaBook.org

ব্রোঞ্জের মত মাথায় প্রতিফলিত হচ্ছে আলো। কপালে কয়েকটা রক্তবাহী শিরা ফুটে আছে, স্যুটটা হাতে বানানো। খুব সম্ভব সেভিল রো। শার্ট পরে আছে, টাই নেই।

'তাকে কি ডেকে আনবো এখানে?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি, তারপর ডায়ানাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছি। ডায়ানা লোকটার কাছে গিয়ে আমার দিকে ইশারা করল, আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল সে। তারপর দু-জন এগিয়ে এল আমার দিকে। হাসলাম আমি, তবে খুব বেশি চওড়া হাসি নয়। সামনে এসে দাঁড়াতে হাত বাড়িয়ে দিলাম লোকটার দিকে, তবে খুব আগ্রহি ভঙ্গিতে নয়। আমার পুরো শরীরটা তার দিকে ঘুরল, চোখ রাখলাম তার চোখে।

'রজার ব্রাউন, পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' নামটা ইংলিশ উচ্চারণে বললাম আমি।

'ক্লাস গ্রিভ,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা।

এই দুটো কথাই কেবল ইংরেজিতে হল। এর পর দেখলাম লোকটার নরওয়েজিয়ান প্রায় নিখুঁত। হাতটা উষ্ণ, শুকনো; ঠিক তিন সেকেন্ড ধরে রাখলো আমার হাত। চোখগুলো শান্ত, কৌতুহলি, সতর্ক; হাসিটা সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণ। আমার একমাত্র অভিযোগ হচ্ছে, যতটা ভেবেছিলাম ততটা লম্বা নয় সে। এক মিটার আশির মত হবে। ডাচদের গড় উচ্চতা এক শ তিরাশি দশমিক চার সেন্টিমিটারের মত, সেদিক দিয়ে একটু হতাশই হলাম।

গিটারের শব্দ শোনা গেল কোথাও। সুরটা গিটার কর্ডের জি-সাস৪, ১৯৬৪ সালে বের হওয়া বিটল্‌সের *অ্যা হার্ড ডে'জ নাইট* অ্যালবামের একই নামের গানটার শুরুর মিউজিক। সুরটা আমি চিনি, কারণ ডায়ানাকে প্রাডা ফোনটা দেয়ার আগে রিংটোন হিসেবে এই গানটা আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম। আকর্ষণীয় পাতলা ফোনটা নিজের কানের কাছে তুলে আনল ডায়ানা, তারপর আমাদের দিকে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল অন্য দিকে।

'এ দেশে এসেছেন খুব বেশি দিন হয়নি বোধহয়, তাই না, হের গ্রিভ?' নিজের কথাগুলো কেমন যেন পুরনো রেডিও নাটকের মত লাগল আমার কানে, যেখানে *হের*–এর মত পুরনো শব্দগুলো ব্যবহার করা হত। তবে

BanglaBook.org

প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেকে একটু নিচু পর্যায়ে রাখাই ভালো। পরে ধীরে ধীরে বদলে যাবে এই অবস্থা।

'অস্কারস গেটে আমার জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট রেখে গেছেন আমার দাদি। বছর দুয়েক খালিই পড়ে ছিল ওটা, এখন নতুন করে সাজানো দরকার।'

'বুঝলাম।'

ভ্রু'দুটো সামান্য উঁচু করলাম আমি, মৃদু হাসলাম। কৌতূহলি ভঙ্গি, তবে চাপ দিচ্ছি না। লোকটা যদি সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা রেখে থাকে তবে এখন আরও কিছু তথ্য জানাবে।

'হ্যাঁ,' বলল গ্রিভ। 'এত বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটু ছুটি পেলাম।'

সরাসরি আসল কথায় চলে যাবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। 'আপনি তো হোটে-তে ছিলেন, তাই না?'

কিছুটা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল লোকটা। 'আপনি কোম্পানিটাকে চেনেন?'

'আমি যে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিতে কাজ করি তাদের তালিকায় হোটে'র প্রতিদ্বন্দ্বি পাথফাইন্ডারের নাম রয়েছে। ওদের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'অল্প বিস্তর। প্রধান অফিস তো হর্টেনে, তাই না? ছোট, তবে বেশ প্রতিশ্রুতিশীল একটা প্রতিষ্ঠান।'

'আপনি চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর এই কয়েক মাসে আরও বড় হয়েছে ওরা।'

'জিপিএস ইন্ডাস্ট্রিতে সব কিছু একটু তাড়াতাড়িই ঘটে,' বলল গ্রিভ, হাতের শ্যাম্পেনের গ্লাসটা ঘোরাচ্ছে। 'সবাই নিজেকে বড় করে তুলতে চাইছে। অলিখিত নিয়মটা হচ্ছে : বাড়তে হবে, না হলে মরতে হবে।'

'আমারও তেমনই মনে হয়। হয়তো এই কারণেই হোটে বিক্রি হয়ে গেছে, তাই না?'

হাসল গ্রিভ, হালকা নীল চোখগুলোর চারপাশে সুক্ষ্ম জাল তৈরি করে কুঁচকে উঠল চামড়া। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বড় হওয়ার সব চেয়ে দ্রুত রাস্তা হচ্ছে অন্য কোন কোম্পানির কাছ বিক্রি হয়ে যাওয়া। বিশেষজ্ঞদের

BanglaBook.org

মতে, আগামি দুই বছরের মধ্যে যারা সেরা পাঁচ জিপিএস কোম্পানির তালিকায় ঢুকতে পারবে না তারা শেষ।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি এর সাথে একমত নন।'

'আমার মতে নতুনত্ব আর পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা–এ দুটোই হল বেঁচে থাকার জন্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যদি যথেষ্ট পরিমাণে টাকার যোগান থাকে তবে একটা কোম্পানি যতই ছোট হোক না কেন, বেঁচে যেতে পারে তারা। এখানে এসে আরেকটা কথা স্বীকার করতে হচ্ছে আমাকে–যদিও হোটে বিক্রি হয়ে যাওয়ার কারণে বেশ বড় অংকের টাকা পেয়েছি আমি, কিন্তু শুরু থেকেই আমি এর বিপক্ষে ছিলাম। সে কারণেই বিক্রির পরেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি। বর্তমান বাজারে যে ধারণা চলছে তার সাথে আমার ধারণা মেলে না...' আবার সেই মৃদু হাসিটা দেখা গেল তার মুখে। 'তবে আবার এমনও হতে পারে যে এটা স্রেফ আমার ভেতরে থাকা গেরিলা যোদ্ধাটার দৃষ্টিভঙ্গি। তোমার কি মনে হয়?'

আপনি থেকে তুমি'তে নেমে এসেছে লোকটা। ভালো লক্ষণ।

'আমি শুধু জানি, পাথফাইন্ডারের একজন নতুন বস দরকার,' বললাম আমি, তারপর নিককে ইশারা করলাম আরও শ্যাম্পেন দিয়ে যাওয়ার জন্য। 'এমন একজন যে বিদেশি কোম্পানিগুলোর অগ্রগতির সামনে দাঁড়াতে পারে।'

'আচ্ছা?'

'আমার মনে হচ্ছে ওই পদের জন্য তুমি একজন সম্ভাবনাময় প্রার্থি হতে পারো। কি বলো?'

হাসল গ্রিভ। 'মাফ করতে হবে, রজার। পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা সাজানোর কাজ পড়ে রয়েছে আমার হাতে।'

আমার প্রথম নাম ধরে ডাকল সে।

'আমিও আন্দাজ করেছিলাম, ক্লাস, তোমার আগ্রহ হবে না। এমনিই জিজ্ঞেস করলাম,' বললাম তাকে।

'অ্যাপার্টমেন্টটা তুমি দেখোনি, রজার। অনেক পুরনো। আর বিশাল। গতকালই কিচেনের পেছনে নতুন একটা কামরা খুঁজে পেয়েছি আমি।'

BanglaBook.org

ক্লাসের দিকে তাকালাম আমি। স্যুটটা শুধু সেভিল রো বলে নয়, এমনিতেও দারুণ মানিয়েছে ওকে; তার কারণ সম্ভবত সুঠাম শরীর। শুধু সুঠাম বললে ভুল হবে, এক কথায় দারুণ। শরীরের কোথাও অনাবশ্যক ফুলে নেই, কেবল তারের মত শক্ত পেশি, গলায় ফুলে আছে কয়েকটা রক্তনালী। ঋজু দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাতের উল্টো পিঠের নীলচে শিরাগুলো দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তবুও কেন যেন মনে হচ্ছে স্যুটের নিচে লুকিয়ে আছে শক্তিশালী একটা মানুষ। প্রাণশক্তি, ভাবলাম আমি। অদম্য প্রাণশক্তি। ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে আমার। এই লোকটাকেই আমার চাই।

'ছবি পছন্দ করো তুমি, ক্লাস?' নিকের আনা একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'হ্যাঁ। না। ছবিতে যদি কোন বিশেষ কিছু দেখতে পাই তবে সেটা ভালো লাগে আমার। তবে বেশিরভাগ জায়গাতেই দেখা যায় এমন কোন সৌন্দর্য বা সত্যের কথা বলা হচ্ছে যেটা আসলে সেখানে নেই। হয়তো শিল্পীর মনে ছিল, কিন্তু সেটা সে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। সেই সত্য বা সৌন্দর্যটা যদি আমি দেখতে না পেলাম তবে ওটা ওখানে নেই, ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ। আমার মতে, একজন শিল্পী যে আফসোস করে যে তার কাজ কেউ বোঝে না সে আসলে একজন খারাপ শিল্পী, তার কাজ সবাই বুঝে নিয়েছে।'

'আমার ধারণাও তোমার সাথে একদম মিলে যায়,' গ্লাস তুলে ধরে বললাম আমি।

'মানুষের মাঝে প্রতিভার অভাব থাকলে সেটা ক্ষমা করে দিই আমি, হয়তো নিজের মাঝেও ওই জিনিসটা খুব কমই আছে বলে,' বলল গ্রিভ, খুব ছোট একটা চুমুক দিল শ্যাম্পেনে। 'তবে সেটা শিল্পীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আমরা যারা প্রতিভাহীন তারা সবাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করছি, সেই টাকা দিচ্ছি শিল্পীদের। এটাই নিয়ম, ঠিক আছে। কিন্তু টাকাটা পাওয়ার জন্য সেই পরিমাণে কাজও দেখাতে হবে তাদের।'

ইতোমধ্যেই যথেষ্ট দেখা হয়ে গেছে আমার, জানি যে বিভিন্ন পরীক্ষা আর সাক্ষাৎকারগুলো আমার ধারণাকেই সমর্থন করবে। একেই খুঁজছি আমি। আইএসসিও অথবা মার্কারি উরভালকে দুই বছর সময় দিলেও ওরা

BanglaBook.org

এর চাইতে ভালো কাউকে খুঁজে আনতে পারবে কি না সন্দেহ।

'শোনো ক্লাস, তোমার সাথে আমার কথা বলা দরকার। ডায়ানাও সেটাই বলছিল,' বলতে বলতে তার হাতে আমার বিজনেস কার্ডটা গুঁজে দিলাম। কোন ঠিকানা, ফ্যাক্স নাম্বার বা ওয়েবসাইট লেখা নেই ওতে, কেবল আমার নাম, মোবাইল ফোন নাম্বার আর এক কোণে ছোট্ট অক্ষরে একটা শব্দ লেখা : আলফা।

'আমি তো আগেই বলেছি–'

আমার কার্ডটা দেখতে দেখতে বলে উঠল গ্রিভ, কিন্তু বাঁধা দিলাম আমি। 'শোনো, ডায়ানার কথাকে অমান্য করা কি ঠিক হবে তোমার? তাছাড়া তোমার সাথে কি নিয়ে কথা বলবো তা তো এখনও জানি না। হয়তো ছবি নিয়ে, হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। হয়তো তোমার অ্যাপার্টমেন্টটা সাজানো নিয়ে। অসলোর সবচেয়ে দক্ষ এবং মোটামুটি কম খরচের দু-জন লোককে চেনা আছে আমার, যারা এ ধরণের কাজ করে। তবে কথা আমাদের বলতেই হবে। কাল দুপুর তিনটেয় হলে কেমন হয়?'

আমার দিকে তাকাল গ্রিভ, হাসল। তারপর এক হাতে থুতনি চুলকে বলল, 'আমি তো জানতাম বিজনেস কার্ডে ন্যূনতম কিছু তথ্য থাকার কথা যাতে অফিসের ঠিকানাটা জানা যায়, তাই না?'

পকেট হাতড়ে আমার কংকলিন কলমটা বের করে কার্ডের পেছনে লিখে দিলাম আমার অফিসের ঠিকানাটা। গ্রিভের জ্যাকেটের পকেটে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

'বেশ, তাহলে আলাপ হবে তোমার সাথে। কিন্তু এখন আমাকে যেতে হচ্ছে, রজার। বাড়িতে যে লোকগুলোকে কাজে লাগিয়ে এসেছি ওদের একটু ধমকাতে হবে। তোমার স্ত্রীকে আমার পক্ষ থেকে বিদায় জানিও,' বলে আমার দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে একটু মাথা ঝাঁকাল গ্রিভ, অনেকটা মিলিটারি কায়দায়। তারপর গোড়ালির উপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল দরজার দিকে।

ওর দিকে তাকিয়ে আছি আমি, এই সময় আমার পাশে এসে হাজির হল ডায়ানা। 'কি বুঝলে, ডার্লিং?'

BanglaBook.org

'নাহ, আসলেই দারুণ। ব্যাটার হাঁটার ভঙ্গি দেখেছো? একেবারে চিতাবাঘের মত।'

'তার মানে কি...'

'সে নিজেই বলেছে, চাকরিটা করতে তার আগ্রহ নেই। তবে আমি ওকে ওই চাকরিতে না ঢুকিয়ে ছাড়ছি না।'

খুশিতে বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে হেসে উঠল ডায়ানা। 'তাহলে আমি তোমাকে একটু হলেও সাহায্য করতে পেরেছি, বলো?'

দু-হাত তুলে এনে ওর কাঁধে রাখলাম আমি। এর বেশি কিছু করার উপায় নেই, আশেপাশে প্রচুর লোকজন। 'এই মুহূর্ত থেকে তোমাকে একজন হেডহান্টারের সার্টিফিকেট দেয়া হল,' বললাম আমি। 'ছবি কেমন বিক্রি হচ্ছে?'

'আজ তো কোন ছবি বিক্রি করা হবে না। তোমাকে বলিনি?'

এক মুহূর্তের জন্য মনে প্রাণে চাইলাম, যা শুনেছি ভুল শুনেছি। তারপর বললাম, 'তার মানে...আজ এটা শুধু একটা প্রদর্শনী?'

'অ্যাটলে এখনই ওর কোন ছবি হাতছাড়া করতে চাইছে না,' অনেকটা মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল ডায়ানা। 'ওর দুঃখটা বুঝতে পারছি আমি। এত সুন্দর কোন কিছুকে হাতছাড়া করতে কারই বা মন চাইবে, বলো?'

চোখ বুজে একটা ঢোক গিললাম আমি, মাথা থেকে রাগের ছাপ জোর করে সরিয়ে রাখছি।

'কাজটা কি বোকামি হয়ে গেল, রজার?'

ডায়ানার উদ্বিগ্ন গলা শুনতে পেলাম আমি। উত্তর দিলাম, 'মোটেই না।'

তারপর আমার গালে ওর ঠোঁটের স্পর্শ পেলাম। 'তুমি খুব ভালো, ডার্লিং। ছবি তো আমরা পরেও বিক্রি করতে পারবো। আজ ছবি বিক্রি না করায় আমাদের নাম বরং আরও বেশি ছড়াবে। সবাই বুঝবে, টাকাকে অত গুরুত্ব দিই না আমরা। তুমি নিজেই তো বলেছো, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

জোর করে হাসি ফোটালাম মুখে। 'অবশ্যই, ডার্লিং।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। 'ওহ, জানো তো?' বলল ও, 'অভ্যর্থনার জন্য একজন ডিজে'কে নিয়ে এসেছি আমি। ব্লা-র ওই লোকটার কথা মনে আছে, সত্তর দশকের সোউল মিউজিক বাজায়? তুমি বলতে যে শহরের

BanglaBook.org

সেরা ডিজে...' হাততালি দিয়ে উঠল ডায়ানা। আমার মনে হল আমার মুখের হাসিটা যে কোন মুহূর্তে খসে পড়তে পারে মেঝেতে। তবে ডায়ানার হাতের শ্যাম্পেনের গ্লাসটায় নিজের চেহারা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আবার বেজে উঠল জন লেননের গিটার। ট্রাউজারের পকেট থেকে ফোনটা বের করে আনল ও। ফোনে কেউ একজন জানতে চাইছে যে সে প্রদর্শনীতে আসতে পারবে কি না।

'অবশ্যই, মিয়া! চলে এসো,' বলল ডায়ানা। 'কোন অসুবিধে নেই, বাচ্চাকেও নিয়ে এসো। আমার অফিসে বসেই ওর কাপড় বদলে নিতে পারবে। বাচ্চারা একটু চেঁচামেচি করলে বরং ভালোই হয়, সব কিছু আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে তাতে। আমি কিন্তু কোলে নেবো ওকে, তুমি না করতে পারবে না। ঠিক আছে?'

নাহ, এই মেয়েটাকে সত্যিই দারুণ ভালোবাসি আমি।

উপস্থিত লোকগুলোর উপর আরও একবার ঘুরে এল আমার দৃষ্টি। একটা ছোট্ট, ফ্যাকাসে মুখের উপর থমকে গেল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল লোটি দাঁড়িয়ে আছে। সেই একই বিষন্ন চোখ, যেগুলো এখানেই প্রথমবারের মত দেখেছিলাম। কিন্তু না, মেয়েটা সে নয়। সব শেষ হয়ে গেছে। তবুও, রাতের বাকি সময়টা লোটির স্মৃতি আমাকে কুকুরের মত তাড়া করে বেড়ালো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

চুরি

'দেরি করে ফেলেছো,' আমাকে অফিসে ঢুকতে দেখে বলল ফার্ডিনান্ড। 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে হ্যাং-ওভারে আছ।'

'টেবিল থেকে পা নামাও,' কথাটা বলেই ডেস্কের ওপাশে চলে এলাম। কম্পিউটারগুলো চালু করলাম, বন্ধ করে দিলাম পর্দাগুলো। আলোর তেজ একটু কমে আসতে চোখ থেকে সানগ্লাস নামালাম।

'এর মানে কি, প্রাইভেট ভিউটা সফল হয়েছে?' ফার্ডিনান্ডের এই চাপাচাপির ফলে আমার মাথায় আবার ব্যথা শুরু হয়েছে।

'হ্যাঁ, টেবিলের উপর উঠে নাচতে লেগেছিল সবাই,' ঘড়ি দেখতে দেখতে জবাব দিলাম আমি। সাড়ে নয়টা।

'আমি যেখানে থাকি না, সেই পার্টিগুলোই সব সময় কেন ভালো হয় বলতে পারো?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফার্ডিনান্ড। 'পরিচিত কেউ ছিল ওখানে?'

'তোমার পরিচিত?'

'আরে বোকা, কোন সেলিব্রিটি ছিল কি না জানতে চাইছি,' কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে কব্জি ঘুরিয়ে বলল ব্যাটা। ওর এসব নাটুকেপনায় অনেক আগেই বিরক্ত হওয়া ছেড়ে দিয়েছি আমি।

'ছিল কয়েকজন,' জবাব দিলাম।

'আরি বেন? সে এসেছিল?'

'না। আজ বারোটায় না তোমার ল্যান্ডার আর ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করার কথা?'

'হ্যাঁ। হ্যাংক ভন হেলভেটে এসেছিল? ভেন্ডেলা কার্সবম?'

'ভাগো এখন। কাজ আছে আমার।'

আহত ভঙ্গি ফুটে উঠল ফার্ডিনান্ডের মুখে, তবে কথামত কাজ করল সে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, তবে তার আগেই গুগলে ক্লাস গ্রিভ সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছি আমি। কয়েক মিনিট পর আমি জানতে পারলাম, হোটে বিক্রি হয়ে যাওয়ার আগে ছয় বছর ধরে কোম্পানিটার বস

BanglaBook.org

এবং মালিকদের একজন ছিল সে। এক বেলজিয়ান মডেলকে বিয়ে করেছিল, টেকেনি। এছাড়াও সে ডাচ মিলিটারি পেন্টাথলনে ১৯৮৫ সালের চ্যাম্পিয়ন। সত্যি কথা বলতে, এর বেশি কিছু জানা গেল না দেখে বেশ অবাকই হলাম। অসুবিধে নেই, বিকেল পাঁচটার মধ্যে একদফা ইনবাউ, রেইড অ্যান্ড বাকলি চালানো হবে ক্লাস গ্রিভের উপর, ততক্ষণে আশা করি সব জেনে যাবো আমি।

তবে তার আগে আরেকটা কাজ করতে হবে। ছোট্ট একটা চুরি। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলাম আমি। কাজের সময় যে উত্তেজনাটা বিরাজ করে সেটা দারুণ লাগে, কিন্তু কাজে নামার আগে এই অপেক্ষা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। ইতোমধ্যেই স্বাভাবিকের চাইতে বেশি গতিতে চলতে শুরু করেছে আমার হৃৎপিণ্ড। একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়–হয়তো আরও বেশি কিছু পেলে ভালো হত। আশি হাজার। শুনতে যা মনে হয় তার চাইতে অনেক কম। জিকেরুদের ভাগের টাকাটার চাইতেও আমার টাকাটার দাম কম, অন্তত আমার পকেটে। মাঝে মাঝে ওর সাধারণ, একলা জীবনের কথা চিন্তা করলে হিংসে হয়। সিকিউরিটি চিফের ওই চাকরিটার জন্য যখন জিকেরুদের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম তখন প্রথমেই এটা শুনেছিলাম আমি, যে তার সাথে আর কেউ থাকে কি না। কিভাবে জানলাম যে একে দিয়েই আমার কাজ হবে? প্রথমত, লোকটার ভেতরে আত্মরক্ষার একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে, সবসময় মারমুখি হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, আমার প্রশ্নগুলোর যে জবাব সে দিয়েছিল তাতে মনে হয়, আমার পদ্ধতিটার সম্পর্কে সে জানে। ফলে ওর অতীত ঘাঁটতে গিয়ে যখন দেখলাম অপরাধিদের তালিকায় ওর নাম নেই, তখন অবাক হতে হতেও হলাম না। তার বদলে গোপনে আমাদের টাকা খায় এমন এক মেয়ের সাহায্য নিলাম। মেয়েটার চাকরি তাকে স্যানস্যাক নামে একটা সংস্থার হাঁড়ির খবর জানতে সাহায্য করে। সংস্থাটা কাজ করে যে সব লোকদের বিভিন্ন কারণে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং ছেড়ে দেয়া হয় তাদের নিয়ে। সংস্থার রেকর্ড থেকে কখনই ওইসব ব্যক্তিদের নাম মুছে ফেলা হয় না। মেয়েটা আমাকে জানাল যে আমার ভুল হয়নি; ওভ জিকেরুদকে পুলিশ এতবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে যে নয় ধাপের ওই মডেলটার নাড়িনক্ষত্র সব জানে সে। তবে কখনও কোন অপরাধের দায়ে ফাঁসেনি সে, যার অর্থ হচ্ছে

BanglaBook.org

লোকটা বোকা নয়। তবে ভালো রকমের ডিজলেক্সিক, অর্থাৎ কোন কিছু পড়তে পারে না।

জিকেরুদ লোকটা দেখতে বেশ খাটো, আমার মতই ঘন কালো চুল মাথায়। সিকিউরিটি চিফ হিসেবে চাকরিতে ঢোকার আগে ওকে চুল কাটাতে বলেছিলাম আমি। জানিয়েছিলাম, কোন এক সস্তা হার্ড-রক ব্যান্ডের সদস্যের মত চেহারা দেখলে কেউই ভরসা রাখতে সাহস পাবে না। তবে সুইডিশ তামাক চিবিয়ে চিবিয়ে ওর দাঁতের যে অবস্থা হয়েছিল সেটা ঠিক করার কোন রাস্তা পাইনি আমি। কুড়ালের ফলার মত মুখ, আর সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা চোয়াল; দেখলেই মনে হয় যে কোন মুহূর্তে দাঁত বের করে কামড়াতে আসবে–এটাও বদলানোর কোন উপায় ছিল না। তবে ওভ জিকেরুদের মত উচ্চাকাঙ্খাবিহীন একটা মানুষের কাছে এগুলো একটু বেশিই আশা করা হয়ে যায়। লোকটা খুব অলস, কিন্তু ধনী হতে চায় ঠিকই। আর এ কারণে তার ইচ্ছে এবং সামর্থ্যের মাঝে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ লেগেই আছে। লোকটা একজন অপরাধি, অস্ত্র সংগ্রাহক; যে কোন সময় হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে সে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে চায়। বন্ধু বানানোর জন্য পাগল, কিন্তু লোকজন খুব সম্ভব বুঝে ফেলে যে এই লোকের মাঝে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে, দূরে সরে থাকে। একই সাথে ব্যাটা দারুণ প্রেমিকও বটে। এখন বেশ্যাদের মাঝ থেকে প্রেমিকা বেছে নিয়েছে, নাতাশা নামের কঠোর-পরিশ্রমী এক রাশিয়ান পতিতার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। মেয়েটাকে সে কোনভাবেই ঠকাতে রাজি নয়, যদিও যতদূর জানি, ওভের প্রতি কোন আগ্রহই নেই তার। ওভ জিকেরুদ হচ্ছে বন্ধনবিহীন একজন মানুষ, যার বেঁচে থাকার জন্য কোন আকাঙ্খা বা চালিকাশক্তি নেই, ধীরে ধীরে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটামাত্র উপায়েই তাকে বাঁচানো সম্ভব–কেউ যদি একটা দড়ি ছুঁড়ে দেয় তাকে উদ্দেশ্য করে, তার জীবনে একটা লক্ষ্য এবং অর্থ নিয়ে আসে। আমার মত একজন মানুষ, যে একজন কঠোর পরিশ্রমী, মিশুক মানুষকে সিকিউরিটি চিফ হিসেবে নিয়োগ দিতে পারলে খুশি হয়। বাকিটা খুব সাধারণ।

কম্পিউটার বন্ধ করে রেখে উঠে পড়লাম আমি।

'এক ঘণ্টার মধ্যেই আসছি, আইডা।'

BanglaBook.org

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মনে হল, নামটা ভুল শোনাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ওডা হবে।

*

বেলা বারোটার দিকে রিমি সুপারমার্কেটের সামনে একটা পার্কিংলটে গাড়ি রাখলাম আমি। আমার স্যাটন্যাভ বলছে, জায়গাটা ল্যান্ডারের বাড়ি থেকে ঠিক তিনশ মিটার দূরে। এই জিপিএস যন্ত্রটা পাথফাইন্ডারের উপহার। আন্দাজ করছি আমরা যদি ওদের বসকে খুঁজে বের করতে না পারি সেক্ষেত্রে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে এটা দেয়া হয়েছে। জিপিএস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম কি-এর উপর কিছুটা জ্ঞানও দেয়া হয়েছে আমাকে, বোঝানো হয়েছে কিভাবে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়ানো চব্বিশটা স্যাটেলাইট মিলে রেডিও সিগন্যাল আর আণবিক ঘড়ির সাহায্য নিয়ে আমাকে এবং আমার জিপিএস সেন্ডারটাকে খুঁজে বের করতে পারে, তা আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন। আমার অবস্থানের তিন মিটার ব্যসার্ধ পর্যন্ত কাজ করবে স্যাটেলাইটের চোখ। সিগন্যাল যদি চারটের বেশি স্যাটেলাইটের চোখে পড়ে সেক্ষেত্রে এমনকি মাটি থেকে আমার উচ্চতাও জানা যাবে। অর্থাৎ আমি মাটিতে আছি না গাছের উপর আছি সেটাও বোঝা যাবে তখন। ইন্টারনেটের মতই এই জিনিসটাও তৈরি হয়েছে ইউএস ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের হাতে, যারা টোমাহক রকেট, পাভলভ বোমা এবং এই ধরণের অন্যান্য জিনিস নিয়ন্ত্রণ করার কাজে তৈরি করেছিল এটা। পাথফাইন্ডার এ ব্যাপারেও আভাস দিয়েছে যে তারা ভূমি-ভিত্তিক জিপিএস স্টেশনের সাথে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম এমন এক ধরণের ট্রান্সমিটার আবিষ্কার করেছে। এমন একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে যেটা যে কোন আবহাওয়ায় কাজ করে, এমনকি মোটা দেয়াল ভেদ করেও সিগন্যাল পাঠাতে পারে। পাথফাইন্ডারের চেয়ারম্যান আমাকে এটাও বলেছে যে জিপিএস জিনিসটাকে সঠিকভাবে কাজ করাতে হলে একটা জিনিস খেয়াল রাখা জরুরি–পৃথিবীর সময়ের সাথে কোনভাবেই কক্ষপথে পূর্ণগতিতে ছুটতে থাকা একটা স্যাটেলাইটের সময় মিলবে না, সেখানে সময় বদলে

BanglaBook.org

যায়; মানুষের বয়স বাড়ে আস্তে আস্তে। স্যাটেলাইট জিনিসটা আসলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রমাণ।

মোটামুটি একই দামের কিছু গাড়ি দেখে তার মাঝে পার্ক করলাম আমার ভলভোটাকে। এখন আর কেউ গাড়িটার কথা আলাদা করে মনে রাখতে পারবে না। কালো রঙের পোর্টফোলিও ব্যাগটা বের করে নিলাম, তারপর ল্যান্ডারের বাড়ির দিকে এগোলাম। জ্যাকেটটা গাড়িতেই রইল। নীল রঙের বয়লার স্যুট পরেছি, কোন মার্কিং বা লোগো নেই কোথাও। ক্যাপের কারণে ঢাকা পড়ে আছে চুল। সানগ্লাস দেখে কেউ অবাক হবে না, কারণ আজ শরতের সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর একটা যেগুলো অসলোতে প্রায়ই দেখা যায়। তারপরেও শহরের উঁচু শ্রেণীর বাচ্চাদের দেখাশোনা করে এমন এক ফিলিপিনো মেয়েকে বাচ্চা নিয়ে আসতে দেখে চোখ নিচু করে রাখলাম আমি। তবে ল্যান্ডার যে রাস্তায় থাকে সেটা ফাঁকাই পাওয়া গেল। জানালার কাঁচে ঝলকাচ্ছে সূর্যের আলো। পঁয়ত্রিশতম জন্মদিনে ডায়ানার উপহার দেয়া ব্রেইটলিং এয়ারউলফ ঘড়িটার উপর চোখ বোলালাম। বারোটা ছয়। জেরেমিয়াস ল্যান্ডারের বাড়িতে অ্যালার্ম বন্ধ হওয়ার পর ছয় মিনিট পার হয়ে গেছে। সিকিউরিটি কোম্পানিটার কম্পিউটারে খুব ধূর্ততার সাথে সারা হয়েছে কাজটা, এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন বৈদ্যুতিক গোলযোগ বা অন্যান্য ঝামেলার তালিকায় এই সময়টা না আসে। ট্রিপোলিসের সিকিউরিটি চিফের চাকরিটা যেদিন আমি পাকা করলাম, সন্দেহ নেই সেটা আসলেই একটা স্মরণীয় দিন আমার জন্য।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত পাখির ডাকাডাকি আর দূর থেকে ভেসে আসা লোকজনের গলার আওয়াজ শুনলাম। ইন্টারভিউয়ের সময় ল্যান্ডার বলেছিল দিনের বেলায় কোন কাজের লোক, তার পরিবারের সদস্য বা কোন কুকুর থাকে না তার বাড়িতে। তবে একশ ভাগ নিশ্চিত হওয়ার উপায় আসলে কখনই থাকে না। সাধারণত সাড়ে নিরানব্বই ভাগ নিশ্চয়তার ভিত্তিতে কাজ করি আমি। বাকি আধ শতাংশ অনিশ্চয়তার যে ক্ষতিপূরণ সেটা পেয়ে যাই উত্তেজনার মাধ্যমে; তখন আরও বেড়ে যায় আমার দেখার, শোনার এবং অনুভব করার ক্ষমতা।

সুশি অ্যান্ড কফিতে ওভের কাছ থেকে পাওয়া চাবিটা বের করলাম

BanglaBook.org

আমি। চুরি, আগুন অথবা সিকিউরিটি সিস্টেমে সমস্যার ক্ষেত্রে দরকার হতে পারে, এ জন্য প্রতিটি গ্রাহককেই ট্রিপোলিসের কাছে তাদের বাড়ির একটা অতিরিক্ত চাবি রাখতে হয়। চাবিটা ঢোকাতেই খুলে গেল তালা।

এবার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঘুমিয়ে আছে অ্যালার্ম সিস্টেম। হাতে গ্লাভস পরে নিলাম আমি, কিনারগুলো টেপ দিয়ে আটকে নিলাম পরণের ওভারঅলের হাতার সাথে। এখন আর আমার শরীরের কোন লোম পড়বে না মেঝেতে। গোসল করার টুপিটা হ্যাটের নিচ থেকে নামিয়ে এনে কান পর্যন্ত ঢেকে দিলাম। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে, কোন ডিএনএ আলামত রাখা যাবে না। ওভ একবার বলেছিল, এত ঝামেলা না করে মাথা ন্যাড়া করে ফেললেই তো পারি।

ওকে এটা বোঝানোর চেষ্টা অনেক আগেই বাদ দিয়েছি যে ডায়ানার পরেই আমার চুল হচ্ছে সেই বস্তু যাকে আমি কখনই হারাতে চাই না।

এখনও যথেষ্ট সময় আছে হাতে, তবে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম আমি। সিঁড়ির দেয়ালে ঝুলছে কিছু ছবি, খুব সম্ভব ল্যান্ডারের ছেলেমেয়ে। একটা ব্যাপার আমি একেবারেই বুঝি না, প্রাপ্তবয়স্ক লোকজন কেন তাদের সন্তানের হিজিবিজি পোর্ট্রেট আঁকার জন্য এত টাকা খরচ করে। ছবিগুলো দেখে অতিথিরা যখন লজ্জা পায় সেটা দেখতে ওদের খুব ভালো লাগে, সম্ভবত। লিভিং রুমের আসবাবগুলো দামি, কিন্তু সাদাসিধে। কেবল একটা জিনিস বাদে–পেশে ব্র্যান্ডের একটা লাল রঙের চেয়ার, দেখলে মনে হয় কোন মোটাসোটা মহিলা দু-দিকে দু-পা ছড়িয়ে বসে আছে। বড়, চারকোণা একটা গদি রয়েছে চেয়ারের পায়ের কাছে, যেটা দেখতে মহিলার এইমাত্র জন্ম নেয়া বাচ্চার মত লাগছে। চেয়ারটা জেরেমিয়াস ল্যান্ডারের ইচ্ছেয় কেনা বলে মনে হয় না।

লাল চেয়ারটার উপরেই ঝুলছে সেই ছবি, ইভা মুদোচ্চি। বৃটিশ বেহালাবাদক ছিল এই মহিলা, চিত্রকর মাঞ্চের সঙ্গে তার দেখা হয় গত শতাব্দীর শেষ দিকে। ছবি আঁকার সময় সরাসরি একটা পাথরে মহিলার স্কেচ করেছিলেন মাঞ্চ। ছবিটার অন্যান্য কপি এর আগেও দেখেছি আমি, তবে এখন এই আলোতে দেখার পরেই বুঝতে পারলাম ইভা মুদোচ্চির চেহারা আসলে কার সঙ্গে মেলে। লোটি। লোটি ম্যাডসেন। ছবির মহিলার

BanglaBook.org

মুখটাও একই রকম ফ্যাকাসে, চোখগুলো বিষন্ন–ঠিক সেই মেয়েটার মত, যাকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি।

দেয়াল থেকে ছবিটা নামিয়ে টেবিলের উপর উল্টো করে রাখলাম। একটা স্ট্যানলি নাইফ ব্যবহার করলাম কাঁটার জন্য। ছবিটা লিথোগ্রাফ ধরণের, ফ্রেমটা আধুনিক, ফলে কোন ধরণের পিন বা পেরেক খোলার ঝামেলা নেই। এক কথায় একেবারেই সোজা একটা কাজ।

হঠাৎ করেই নীরবতা ভেঙে দিয়ে বাজতে শুরু করল একটা অ্যালার্ম। এক হাজার হার্টজ থেকে আট হাজার হার্টজের মধ্যে ওঠানামা করছে শব্দের তরঙ্গ, ফলে এমন একটা শব্দ তৈরি হচ্ছে যেটা আশেপাশের সব কোলাহল ছাপিয়ে এমনকি কয়েক শ মিটার দূর থেকেও পরিস্কার শোনা যাবে। জমে গেলাম আমি। তবে কয়েক সেকেন্ড পরেই থেমে গেল শব্দটা। গাড়ির মালিক নিশ্চয়ই খেয়াল রাখতে ভুলে গিয়েছিল।

আবার কাজে লেগে পড়লাম। পোর্টফোলিওটা খুলে ফ্রেম থেকে খুলে আনা ছবিটা রাখলাম ভেতরে, তারপর বাড়ি থেকে প্রিন্ট করে আনা এটু সাইজের ইভা মুদোচ্চিটা বের করলাম। চার মিনিটের মধ্যেই ফ্রেমে ঢুকিয়ে দেয়ালে ঝোলানর কাজ শেষ হয়ে গেল। ঘাড় কাত করে একবার পরীক্ষা করলাম। যদিও বোঝাই যাচ্ছে যে ছবিটা নকল, তবে এটা বাড়ির মালিকের চোখে ধরা পড়তে পড়তে অন্তত কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে যাবে। গত বসন্তে নুট রোজের *হর্স উইথ স্মল রাইডার* ছবিটা চুরি করেছিলাম আমি। একটা আর্টের বই থেকে ওই ছবিটা স্ক্যান করেছিলাম, তারপর বড় করে নিয়েছিলাম আকারে। চার সপ্তাহ লেগে গিয়েছিল চুরির ঘটনাটা জানাজানি হতে। মিস মুদোচ্চির ক্ষেত্রে হয়তো কাগজের অতিরিক্ত সাদা ভাবটাই ধরিয়ে দেবে, তবে তাতেও সময় লাগবে। আর ততদিনে চুরির সঠিক সময়টা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, বাড়িটাও এতবার পরিস্কার করা হবে যে ডিএনএ'র কোন চিহ্ন থাকবে না। আমার জানা আছে, ডিএনএ-ই খুঁজবে ওরা। গত বছর যখন আমি আর জিকেরুদ মিলে চার মাসে চারটে সফল চুরি সম্পন্ন করলাম, তখন ওই সোনালিচুলো, মিডিয়া-পাগল ইনস্পেকটর ব্রিড স্পার আফটেনপোস্টেন পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিল যে একদল পেশাদার ছবিচোর নাকি মাঠে নেমেছে। ছবিগুলোর মূল্য যদিও খুব

BanglaBook.org

বেশি নয়, তবুও এ ধরণের ঘটনা যাতে আর না হয় সে-জন্য পুলিশ এমন সব তদন্ত পদ্ধতি ব্যবহার করছে যে গুলো মূলত খুন এবং বড় ধরণের মাদক চোরাচালানের তদন্তে ব্যবহৃত হয়। নিজের কিশোরসুলভ চেহারা আর ধূসর চোখ যেন ক্যামেরায় ভালোভাবে ধরা পড়ে সে চেষ্টা করতে করতে স্পার বলেছিল, এখন অসলোর নাগরিকরা শান্তিতে ঘুমাতে পারেন। ব্যাটা অবশ্য একটা কথা যোগ করতে ইচ্ছে করেই ভুলে গিয়েছিল এই কর্মতৎপরতার পেছনে দায়ি অসলোর ধনী এবং অভিজাত গোষ্ঠি, যারা রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করছে নিজেদের বাঁচানোর জন্য। আমিও স্বীকার করছি, সেই শরতের শুরুতে ডায়ানা যখন আমাকে বলেছিল যে পেপারে দেখা সেই সুদর্শন পুলিশ অফিসার নাকি একদিন গ্যালারিতে এসেছিল, জানতে চাইছিল যে ছবিগুলো বা ক্রেতাদের সম্পর্কে কেউ খোঁজখবর নিয়েছে কি না; তখন আমি নিজেও একটু চমকে উঠেছিলাম। আসলেই তো, কোথায় কার কাছে কি ছবি আছে সে ব্যাপারে সব সময় খবর রাখতে হয় ছবিচোরদের। ডায়ানা যখন আমার ভ্রু কোঁচকানোর কারণ জিজ্ঞেস করল তখন মৃদু হেসে বলেছিলাম, ওর আশেপাশে কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে ঘোরাঘুরি করুক সেটা আমার পছন্দ নয়। কথাটা শুনে বেশ লজ্জা পেয়েছিল ডায়ানা, তারপরেই হেসে উঠেছিল। আর সেটা দেখে আরও অবাক হয়েছিলাম আমি।

কাজ শেষ হতে এবার বাড়ির সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। যত্নের সাথে খুলে ফেললাম গ্লাভস আর গোসলের টুপি, তারপর বের হয়ে আসার আগে দরজার দু'দিকের হাতলই ভালোভাবে মুছে ফেললাম। আগের মতই নির্জন রয়েছে রাস্তা, শরতের নির্মল রোদে ঝলমল করছে।

গাড়ির দিকে যাওয়ার পথে ঘড়ি দেখলাম একবার। বারোটা বেজে চৌদ্দ। রেকর্ড সময়। হৃৎস্পন্দন এখনও দ্রুত তবে নিয়মিত চলছে। আর ছেচল্লিশ মিনিট পরেই অপারেশনস রুমে বসে অ্যালার্ম চালু করে দেবে ওভ। মোটামুটি একই সময়ে আমাদের কোন এক ইন্টারভিউ রুম থেকে বের হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াবে জেরেমিয়াস ল্যান্ডার, চাকরিতে যোগ দিতে পারছে না বলে ক্ষমা চেয়ে শেষবারের মত হাত মেলাবে চেয়ারম্যানের

BanglaBook.org

সাথে। তখন থেকে ওর উপর আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না আমার। তবে আমার প্রার্থিদের তালিকায় ঠিকই থাকবে ওর নাম। আমার শিখিয়ে দেয়া বুদ্ধি অনুসারে ফার্ডিনান্ড ক্লায়েন্টকে বুঝিয়ে বলবে যে, ল্যান্ডারকে জোগাড় করতে না পারায় আমরা খুবই দুঃখিত, তবে ক্লায়েন্ট যদি ওর মত দক্ষ কাউকে চায় তাহলে বেতনও অন্তত বিশ শতাংশ বাড়ানো উচিত।

আর এটা তো মাত্র শুরু। আগামি দুই ঘণ্টা ছেচল্লিশ মিনিটের মাঝে আরও বড় একটা শিকারে নামতে হবে আমাকে। গ্রিভ শিকার। আমার বেতন একটু কম, তাতে কি? স্টকহোম বা ব্রিড স্পার, কাউকে গোনার সময় নেই আমার। আমার লাইনে আমিই সেরা।

শিস দিতে শুরু করলাম আমি। জুতোর নিচে মৃদু আওয়াজে ভেঙে যাচ্ছে শুকনো পাতার দল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

স্বীকারোক্তি

বলা হয়ে থাকে, ১৯৬২ সালে আমেরিকান গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য ইনবাউ, রেইড এবং বাকলির ক্রিমিনাল ইন্টারোগেশন অ্যান্ড কনফেশনস বইটা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমা দুনিয়ায় বর্তমানে যে জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি বহুল প্রচলিত তার ব্যবহার শুরু হয়। তবে সত্যি কথাটা হল, এই পদ্ধতি তার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। ইনবাউ, রেইড আর বাকলির নয় ধাপের এই পদ্ধতি আর কিছুই নয়, সন্দেহভাজনের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ে এফবিআই'র এক শ বছরের অভিজ্ঞতার ফসল। পদ্ধতিটা অপরাধি এবং নিরপরাধ–দুই পক্ষের উপরেই দারুণ কার্যকরি। ডিএনএ প্রযুক্তি আসার পর অনেক পুরনো কেস নতুন করে তদন্ত করা সম্ভব হয়েছে, কেবল আমেরিকাতেই এমন অনেক মানুষ পাওয়া গেছে যারা নিরপরাধ হওয়ার পরেও জেল খাটছে। এসব কেসগুলোর প্রতি চারটের মধ্যে একটা ছিল নয়-ধাপ মডেলের মাধ্যমে পাওয়া ফলাফলের উপর ভিত্তি করে। এতেই বোঝা যায় পদ্ধতিটা কেমন কার্যকর।

আমার লক্ষ্য আর কিছুই নয়, প্রার্থির মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা যে, সে ধাপ্পা দিচ্ছে, এই চাকরি করার যোগ্যতা নেই তার। সে যদি কথাটা একবারও স্বীকার না করে নয়-ধাপ মডেল পার হতে পারে তাহলে বুঝতে হবে সে সত্যিই বিশ্বাস করে যে তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে। আর সেই ধরণের প্রার্থিকেই আমি খুঁজি। এই পদ্ধতি প্রধানত পুরুষদের ক্ষেত্রেই বেশি কার্যকর হয়। আমার অভিজ্ঞতা বলে, মেয়েরা সাধারণত এমন চাকরির জন্য খুব কমই আবেদন করে যেটা তাদের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং উল্টোটাই সত্যি, দরকারের চাইতে একটু বেশি যোগ্য থাকতে পছন্দ করে তারা। আর তখনও খুব সহজেই তাদের ভেঙে ফেলা যায়। পুরুষদের মাঝে যে মিথ্যে স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু তাতে অসুবিধে কি? তাদের তো আর জেলে যেতে হচ্ছে না, স্রেফ একটা চাকরি হারাতে হচ্ছে যেখানে চাপের মুখে শান্ত থাকাটা অন্যতম প্রধান একটা যোগ্যতা।

BanglaBook.org

ইনবাউ, রেইড আর বাকলির পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। গাছগাছড়া আর তুকতাক দিয়ে চিকিৎসা করা হয় এমন একটা পৃথিবীতে এটাকে বলা যায় সার্জনের দক্ষ হাতের ছুরি।

প্রথম ধাপ হচ্ছে সরাসরি আক্রমন। অনেকে এই ধাপেই বাদ পড়ে যায়। প্রার্থিকে পরিস্কার করে একটা জিনিস বুঝিয়ে দিতে হয়–আপনি সবই জানেন, আপনার কাছে প্রমাণ আছে যে আপনার সামনে বসে থাকা লোকটার এই চাকরি করার যোগ্যতা নেই।

'তোমাকে চাকরিতে নেয়ার জন্য আমি বোধহয় একটু বেশিই তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি, গ্রিভ,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললাম আমি। 'কিছুটা খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম, হোটে'র শেয়ারহোল্ডাররা তোমাকে সিইও হিসেবে অযোগ্য বিবেচনা করেছিল। তুমি নাকি দুর্বল, যে একরোখা ভাবটা দরকার হয় সেটা তোমার মাঝে নেই। আর তোমার কারণেই নাকি কোম্পানিটা বিক্রি হয়ে গেছে। পাথফাইন্ডারও ভয় পাচ্ছে, তাদেরকে কেউ কিনে নেবে, সুতরাং বুঝতেই পারছ এই পরিস্থিতিতে তোমাকে একজন যোগ্য প্রার্থি হিসেবে বিবেচনা করাটা কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু...' হেসে কফির কাপটা উঁচু করলাম আমি। 'আগে এসো, কফি খেতে খেতে কিছু অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে আলাপ করা যাক। তোমার ঘর সাজানো কেমন চলছে?'

পিঠ সোজা করে নকল নোগুচি টেবিলটার ওপাশে বসে আছে ক্লাস গ্রিভ। হাসল সে।

'সাড়ে তিন মিলিয়ন,' বলল গ্রিভ। 'তার সাথে শেয়ারের সুযোগ তো থাকছেই।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'পাথফাইন্ডারের পরিচালকদের যদি ধারণা হয় যে শেয়ারটা কম হলে আমি ওদের কোম্পানিটা বিক্রি হয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারি, তাহলে তুমি ওদের ভয়টা কাটিয়ে দিতে পারো। স্রেফ বলবে যে কোম্পানি বিক্রি হয়ে গেলে শেয়ারও বাতিল হয়ে যাবে–এই কথাটা চুক্তিপত্রে ঢুকিয়ে দিতে। তাহলে পরিচালক বোর্ড আর আমার লাভক্ষতির পরিমাণ সমান হবে। তখন একটা শক্তিশালী কোম্পানি গড়ে তুলতে পারবো আমরা, যেটা বিক্রি হবে না, বরং নিজেই কিনবে। ব্ল্যাক-শোলস প্রাইসিং মডেল অনুসারে

BanglaBook.org

শেয়ারের দামটা নির্ধারণ করতে পারি আমরা, তারপর তুমি যে তিন ভাগের এক ভাগ কমিশন পাবে সেটা বাদ দিয়ে মূল বেতনের সাথে যোগ করা যেতে পারে।'

নিজের সবচেয়ে দারুণ হাসিটা ফুটিয়ে তুললাম আমি। 'তুমি একটু বেশিই এগিয়ে যাচ্ছ, গ্রিভ। এসবের আগে কয়েকটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে আমাদের। ভুলে যেও না, তুমি একজন বিদেশি। একটা নরওয়েজিয়ান কোম্পানি তাদের দেশি কাউকে–'

'গতকাল তোমার স্ত্রীর গ্যালারিতে আমাকে দেখে তো আক্ষরিক অর্থেই তোমার জিভে পানি চলে এসেছিল, রজার। সেটাই হওয়ার কথা। তোমার প্রস্তাবটা পাওয়ার পর পাথফাইন্ডার এবং তোমার সম্পর্কে আমিও কিছু খোঁজ নিয়েছি। সাথে সাথেই বুঝতে পেরেছি যে যদিও আমি একজন ডাচ নাগরিক, আমার চাইতে ভালো প্রার্থি খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট হবে তোমার। তখন সমস্যাটা ছিল যে আমি আগ্রহি ছিলাম না। কিন্তু বারো ঘণ্টায় একজন মানুষের পক্ষে অনেক দিকে চিন্তা করা সম্ভব। আর তখন সেই মানুষটার মনে এমন ধারণাও হতে পারে যে ঘর সাজানোর কাজটা হয়তো ভবিষ্যতে এতটা ভালো না-ও লাগতে পারে।'

বুকের উপর রোদে পোড়া রঙের হাতগুলো ভাঁজ করে রাখলো ক্লাস গ্রিভ।

'আবার মাঠে নামার সময় হয়েছে আমার, বুঝলে? পাথফাইন্ডার হয়তো আমার স্বপ্নের কোম্পানি নয়, তবে এর মাঝে সম্ভাবনা আছে। স্বপ্ন দেখতে জানে এমন একজন মানুষ আর তাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কিছু পরিচালক পেলে কোম্পানিটা অনেক দূর যেতে পারে। তবে, আমার এবং ডিরেক্টরদের চিন্তাভাবনা যেন একই রাস্তায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাই আমার মনে হয়, এখন তোমার কাজ হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব ডিরেক্টরদের সাথে আমার দেখা করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা, যাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।

'শোনো, গ্রিভ–'

'তোমার পদ্ধতি যে অনেকের উপরেই কাজ করে এতে আমার কোন সন্দেহ নেই, রজার। কিন্তু আমার উপরেও কাজ করবে ভাবলে ভুল করবে। আর আমাকে ক্লাস নামেই ডেকো। হাজার হোক, আমরা তো মামুলি

BanglaBook.org

ব্যাপারেই আলাপ করতে চেয়েছিলাম, তাই না?'

কফি কাপটা উঁচু করল গ্রিভ, যেন টোস্ট করতে চাইছে। বিরতির সুযোগটা লুফে নিয়ে আমিও নিজের কাপটা উঁচু করলাম।

'তোমাকে একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে, রজার। এই কমিশনের পেছনে আরও লোক লেগে আছে, তাই না?'

অসাবধান হলে মাঝে মাঝে আমার কণ্ঠনালীর একটু গিঁট পাকিয়ে যাওয়ার বদভ্যাস আছে। এবারও তাই হল। সারা গেটস আনড্রেসড-এর উপর যেন কফি ছলকে না পড়ে এ জন্য ঢোক গিললাম তাড়াতাড়ি।

'বোঝা যাচ্ছে আমাকে চাকরিটা না দিয়ে তোমার কোন উপায় নেই, রজার,' সামনে ঝুঁকে এল গ্রিভ, হাসছে।

লোকটার শরীরের উত্তাপ টের পাচ্ছি আমি, সেই সাথে একটা সুগন্ধ। গন্ধটা সিডার গাছ, রাশিয়ান লেদার আর লেবুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। খুব সম্ভব কার্টিয়ে'স ডিক্লেয়ারেশন, অথবা অমন দামেরই কোন একটা পারফিউম।

'তোমার আচরণে আমি মোটেই রাগ করিনি, রজার। তুমি একজন পেশাদার লোক, আমিও তাই। স্বাভাবিকভাবেই ক্লায়েন্টের জন্য ভালোভাবে কাজ করতে চাইবে তুমি, এ জন্যই তো ওরা টাকাটা দিচ্ছে তোমাকে। আর প্রার্থি যত ভালো হয়, তাকে ততটাই কঠিনভাবে পরীক্ষা করা উচিত। হোটে'র শেয়ারহোল্ডারদের কথাটা একেবারে খারাপ বলোনি তুমি। তোমার জায়গায় আমি হলেও এমনই কিছু একটা বলতাম।'

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না। প্রথমে যখন লোকটা বলেছে, এই পদ্ধতি তার উপর কাজ করবে না, তখন মূলত আমার পদ্ধতির প্রথম ধাপটাই আমার মুখে ছুঁড়ে মেরেছে সে। এখন সে চলে গেছে দ্বিতীয় ধাপে, যেটাকে ইনবাউ, রেইড আর বাকলি নাম দিয়েছে 'নরম আচরণের মাধ্যমে সন্দেহভাজনের উপর সহানুভূতি দেখানো।' আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা হল, যদিও আমি পানির মত বুঝতে পারছি, গ্রিভ কি করছে, তবুও সেই অনুভূতিটা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে আমার ভেতর, যেটার কথা অনেকবার পড়েছি সন্দেহভাজনের কাছে আত্মসমর্পন করার ইচ্ছে। নিজের অবস্থা দেখে নিজেরই গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল আমার।

'তুমি কি বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ক্লাস।' যদিও নিজেকে

BanglaBook.org

সম্পূর্ণ শান্ত দেখানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার গলায় যে একটা আড়ষ্ট ভাব ফুটে উঠেছে সেটা ধরতে অসুবিধে হল না। পাল্টা-আক্রমণ সাজানোর আগেই পরের প্রশ্নটা ছুঁড়ল গ্রিভ।

'আমি কিন্তু টাকার জন্য কাজ করি না, রজার। কিন্তু তুমি চাইলে বেতনটা আরও একটু বাড়িয়ে নিতে পারি আমরা। এই ধরো আরও এক-তৃতীয়াংশ...'

ইন্টারভিউটা এবার সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে ব্যাটা, দ্বিতীয় ধাপ থেকে এক লাফে চলে গেছে সপ্তম ধাপে; যেটা হচ্ছে বিকল্প রাস্তা দেখানো। এই ক্ষেত্রে সে যেটা করছে সেটা হল স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য পরোক্ষভাবে উৎসাহ দেয়া। দারুণ সাজিয়েছে ব্যাটা। চাইলে অবশ্যই আমার পরিবারকে টেনে আনতে পারত সে, বলতে পারত যে আমার কমিশন বা বেতন বাড়াতে পেরেছি শুনলে কত খুশি হত আমার মৃত বাবা-মা বা আমার স্ত্রী। কিন্তু ক্লাস গ্রিভ অবশ্যই জানে, তাহলে একটু বেশি বেশি হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বির দেখা পেয়েছি আমি।

'ঠিক আছে, ক্লাস,' নিজেকে বলতে শুনলাম আমি, 'হার মানছি। তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই হবে।'

আবার চেয়ারে হেলান দিল গ্রিভ। জিতে গেছে সে, এখন ধীরে ধীরে চেপে রাখা দম ছাড়ছে। বিজয়ের গর্ব ফোটেনি অবশ্য মুখে, স্রেফ খুশি হয়েছে। জিততে অভ্যস্ত, সামনের কাগজে নোট করলাম আমি। যদিও জানি যে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দেবো একটু পরেই।

তবে পুরো ব্যাপারটায় সবচেয়ে অদ্ভুত যে জিনিসটা, আমার একবারও মনে হচ্ছে না যে আমি হেরেছি। বরং স্বস্তি পাচ্ছি। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে নতুন শক্তি ফিরে পেয়েছি।

'যাই হোক, ক্লায়েন্টের জন্য আরও কিছু তথ্যের দরকার হবে আমার,' বললাম আমি। 'আলাপ চালিয়ে যাওয়া যাক, কি বলো?'

চোখ বন্ধ করল ক্লাস গ্রিভ, তারপর আঙুলগুলোর মাথা পরস্পর যুক্ত করে মাথা ঝাঁকাল।

'বেশ,' বললাম আমি। 'এবার তাহলে তোমার জীবন সম্পর্কে বলো আমাকে।'

ক্লাস গ্রিভ তার গল্প বলে গেল, মাঝে মাঝে নোট করলাম আমি। তিন

BanglaBook.org

সন্তানের মাঝে সবচেয়ে ছোট সে। বেড়ে উঠেছে রটারডামে। জায়গাটা একটা দরিদ্র সমুদ্রবন্দর, তবে তার পরিবার বেশ ধনী ছিল। ফিলিপস কোম্পানিতে উঁচু পদে চাকরি করত তার বাবা। ক্লাস আর তার দুই বোন নরওয়েজিয়ান শিখেছে অসলোর সনে দাদা-দাদির সাথে গ্রীষ্মকাল কাটানোর সময়। বাবার সাথে গ্রিভের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। ছোট ছেলের মাঝে বখে যাওয়া, উশৃঙ্খল স্বভাব দেখা দিয়েছে বলে ধারণা করতেন তিনি।

'বাবা অবশ্য ঠিকই আন্দাজ করেছিল,' বলে হাসল গ্রিভ। 'কোন খাটুনি ছাড়াই স্কুলে আর খেলাধুলায় ভালো করতাম আমি। ষোল বছর বয়সে দেখলাম আমার আগ্রহ জাগাতে পারে এমন কিছুই পাচ্ছি না। তখনই যাওয়া শুরু করলাম 'খারাপ এলাকা'গুলোতে। রটারডামে এমন জায়গা সহজেই পাওয়া যায়। ওখানে কোন বন্ধু ছিল না আমার, তবে টাকা ছিল পকেটে। সুতরাং এক এক করে নিষিদ্ধ সব জিনিসই পরখ করে দেখতে লাগলাম। অ্যালকোহল, গাঁজা, মেয়েমানুষ, ছোটখাট চুরি-ছিনতাই এবং ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী ড্রাগ। বাবা ভেবেছিল আমি বোধহয় বক্সিং শিখছি; কাটা-ছেঁড়া আর ফোলা চেহারার কারণ এটাই। ওইসব জায়গাগুলোতে ধীরে ধীরে আরও বেশি সময় কাটাতে শুরু করলাম, কারণ ওখানে লোকজন শান্তিতে থাকতে দিত আমাকে। জানি না নিজের এই নতুন জীবন সম্পর্কে আমার কোন পরোয়া ছিল কি না। ধীরে ধীরে স্কুলের রেজাল্টে এর প্রভাব পড়তে শুরু করল, কিন্তু গা করলাম না। একসময় আমার বাবার হুঁশ হল। হয়তো তখনই সেই জিনিসটা পাই আমি, যেটা সব সময় চেয়েছিলাম বাবার মনোযোগ। শান্ত গলায় আমার সাথে কথা বলত সে, আমি চিৎকার করে জবাব দিতাম। মাঝে মাঝে দেখতাম প্রায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে সে। তখন খুব ভালো লাগত আমার। আমাকে অসলোতে দাদা-দাদির কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। স্কুলের শেষ দুই বছর ওখানেই শেষ করি আমি। তোমার বাবার সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন ছিল, রজার?'

তিনটে শব্দ লিখলাম আমি। তিনটেরই শুরু 'আত্ম' দিয়ে। আত্মবিশ্বাসী। আত্মসমালোচক। আত্মসচেতন।

'খুব বেশি কথা হত না আমাদের,' বললাম আমি। 'একেবারেই আলাদা ছিলাম আমরা।'

BanglaBook.org

'ছিলে বলতে? তিনি কি মারা গেছেন?'

'আমার বাবা-মা দু-জনেই মারা গেছেন অ্যাক্সিডেন্টে।'

'কি করতেন তিনি?'

'কূটনীতিক বিভাগে চাকরি করতেন। ব্রিটিশ দূতাবাসে। আমার মায়ের সাথে সেখানেই দেখা হয় তার।'

মাথাটা এক দিকে কাত করে আমার দিকে তাকাল গ্রিভ। 'বাবাকে মিস করো?'

'না। তোমার বাবা বেঁচে আছেন?'

'সন্দেহ আছে।'

'সন্দেহ আছে মানে?'

লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল গ্রিভ, হাতের তালুদুটো এক করল। 'আমার বয়স যখন আঠারো, তখন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল সে। এক রাতে বাড়ি ফিরল না। অফিস থেকে জানাল, প্রতিদিনের মতই সন্ধ্যে ছয়টায় বেরিয়ে গেছে। পুলিশে ফোন করল মা। সাথে সাথে কাজে নামল পুলিশ। সেই সময় সারা ইউরোপ জুড়ে একটা বামপন্থি সন্ত্রাসবাদি দল ধনী ব্যবসায়িদের কিডন্যাপ করছে। রাস্তায় কোন এক্সিডেন্টের খবর পাওয়া গেল না, বার্নহার্ড গ্রিভ নামে কাউকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে বলেও জানা গেল না। কোন প্যাসেঞ্জার লিস্টেও আসেনি তার নাম, আবার গাড়িটাও কোথাও পাওয়া যায়নি। আর কখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি আমার বাবার।'

'তোমার কি মনে হয়, কি ঘটেছে?'

'আমার কিছু মনে হয় না। হয়তো জার্মানি চলে গেছে গাড়ি নিয়ে, নকল নামে কোন একটা মোটেলে উঠেছে, তারপর আত্মহত্যা করেছে এক সময়। অথবা এমনও হতে পারে, রাতের বেলা জঙ্গলের মাঝ দিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে কোন হ্রদে পড়ে গেছে গাড়ি নিয়ে। হয়তো অফিসের বাইরেই তাকে কিডন্যাপ করেছিল কেউ, তাদের সাথে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে গুলি খেয়েছে মাথায়। বাবার গাড়িটা তখন কোন বাতিল গাড়ির গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারপর মেশিনে চাপ দিয়ে ধাতুর টুকরো বানিয়ে ফেলা হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে যে এই মুহূর্তে কোন সৈকতে বসে সূর্যের আলো উপভোগ করছে, এক হাতে ছোট্ট ছাতা লাগানো ককটেইল, আরেক হাতে একটা কলগার্ল।'

BanglaBook.org

গ্রিভের চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া আছে কি না বোঝার চেষ্টা করলাম আমি। কিচ্ছু নেই। হয় এসব চিন্তা খুব বেশি করেছে সে, অথবা লোকটার মন বলতে কিছু নেই। কোন ধারণাটা বেছে নেবো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

'আঠারো বছর বয়সে অসলোতে বাস করছিলে তুমি,' বললাম আমি। 'এই সময় তোমার বাবা নিখোঁজ হয়ে গেল। তোমার নিজেরও অনেক সমস্যা রয়েছে। তখন তুমি কি করলে?'

'আমি তখন সেরা নাম্বার নিয়ে স্কুল থেকে বের হলাম, তারপর যোগ দিলাম ডাচ রয়াল মেরিনসে।'

'কমান্ডো। সিনেমার হিরোদের ব্যাপার স্যাপার, তাই না?'

'ঠিক তাই।'

'খুব কম লোকই তো সুযোগ পায়, এক শ তে একজন।'

'এমনই হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য বাছাই করা হয়েছিল আমাকে, যেখানে এক মাস ধরে চেষ্টা চালানো হয় প্রার্থিকে ভেঙে ফেলার। আর তারপর–যদি তুমি টিকে যাও আর কি–চার বছর ধরে গড়ে তোলা হয় তোমাকে।'

'এমন জিনিসই সিনেমায় দেখেছি আমি।'

'বিশ্বাস করো, এই জিনিস তুমি কোন সিনেমাতেই দেখোনি।'

তার দিকে তাকালাম আমি। কথাটা আমার বিশ্বাস হয়েছে।

'সেখান থেকে ডর্নের কাউন্টার-টেরোরিজম ইউনিট, বিবিই'তে যোগ দিই আমি। আট বছর ছিলাম সেখানে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি। সুরিনাম, ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান। হারস্টাড আর ভস-এ অংশ নিয়েছি শীতকালীন প্রশিক্ষণে। সুরিনামে একটা ড্রাগস-বিরোধী ক্যাম্পেইনে বন্দি হয়েছিলাম একবার। নির্যাতন চালানো হয়েছিল আমার উপর।'

'দারুণ তো। তোমার পেট থেকে কথা বের করতে পেরেছিল ওরা?'

হাসল ক্লাস গ্রিভ। 'পেরেছিল মানে? অনর্গল বকবক করতে শুরু করেছিলাম আমি। কোকেন ব্যবসায়িরা জিজ্ঞাসাবাদের সময় ফাজলামি করে না।'

সামনে ঝুঁকে এলাম আমি। 'তাই নাকি? কি করেছিল ওরা?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে একটা ভ্রু উঁচু করে আমাকে দেখল গ্রিভ। তারপর

BanglaBook.org

বলল, 'আমার মনে হয় তোমার শোনা ঠিক হবে না, রজার।'

একটু নিরাশ হলাম তবে মাথা ঝাঁকিয়ে হেলান দিয়ে বসলাম আবার।

'তাহলে তোমার সঙ্গিরা উদ্ধার করেছিল তোমাকে, তাই তো?'

'না। আমার দেয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে ওরা যখন হামলা চালাল, তার অনেক আগেই আমার সঙ্গিরা সরে গেছে। পচা ফল আর মশার ডিম ভরা পানি খেয়ে একটা সেলারে দুই মাস কাটাতে হয়েছে আমাকে। বিবিই যখন আমাকে উদ্ধার করে তখন আমার ওজন ছিল পঁয়তাল্লিশ কেজি।'

তার দিকে তাকালাম আমি, কল্পনা করার চেষ্টা করলাম কিভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে তার উপর। কিভাবে সহ্য করেছে সে। পঁয়তাল্লিশ কেজির ক্লাস গ্রিভকে দেখতে কেমন লাগত? আলাদা, অবশ্যই। তবে খুব বেশি আলাদা নয়।

'তুমি যে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলে এ জন্য তোমাকে দোষ দেয়া যায় না,' বললাম আমি।

'আমার চাকরি ছাড়ার পেছনে এটা কারণ ছিল না। বিবিই'তে কাটানো আট বছর আমার জীবনের সেরা সময়, রজার। প্রথমত, সিনেমাতে তুমি যা দেখো, ওটা ঠিক তাই। সেই একই বন্ধুত্ব, আনুগত্য। কিন্তু তার সাথে আরও একটা জিনিস সেখান থেকে শিখেছি আমি, যেটা পরে আমার প্রধান পেশায় পরিণত হয়।'

'কি সেটা?'

'মানুষ খুঁজে বের করা। বিবিই'তে একটা জিনিস ছিল, টিআরএসিকে-ট্র্যাক। একটা ইউনিট, যেটা যে কোন পরিস্থিতিতে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় মানুষ খুঁজে বের করার ক্ষমতা রাখে। ওরাই আমাকে সেলার থেকে বের করে এনেছিল। ফলে ওই ইউনিটে যোগ দেয়ার আবেদন করি আমি, সফল হই। সেখানেই শিখি সব কিছু। প্রাচীণ ইন্ডিয়ানদের পদ্ধতি থেকে শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদের উপায়, সেই সাথে সর্বাধুনিক ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাকিং সিস্টেমের ব্যবহার। আর ওখান থেকেই জানতে পারি হোটে সম্পর্কে। শার্টের বোতামের আকারের একটা ট্রান্সমিটার বানিয়েছিল ওরা। নির্দিষ্ট ব্যক্তির শরীরে লাগিয়ে দেয়া হয় ট্রান্সমিটারটা, তারপর রিসিভারের সাহায্যে তার গতিবিধি অনুসরণ করা হয়। ষাটের দশকের স্পাই সিনেমাগুলোতে যা দেখো ঠিক তাই, কিন্তু কেউ ওটা সফলভাবে

BanglaBook.org

বানাতে পারেনি। এমনকি হোটে'র ট্রান্সমিটারেও সমস্যা ছিল; শরীরের ঘাম এবং মাইনাস দশের নিচে তাপমাত্রা সহ্য করতে পারত না ওটা, সেই সাথে বাঁধা খুব পাতলা না হলে সেটা ভেদ করতে পারত না সিগন্যাল। কিন্তু হোটে'র বস আমাকে খুব পছন্দ করত। লোকটার নিজের কোন ছেলে ছিল না...'

'আর তোমার ছিল না বাবা।'

মৃদু হাসল গ্রিভ।

'বলে যাও,' বললাম আমি।

'মিলিটারিতে আট বছর কাটানোর পর দ্য হেগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে শুরু করি আমি, খরচ দেয় হোটে। হোটে'তে ঢোকার পর প্রথম বছরেই একটা ট্র্যাকিং ডিভাইস তৈরি করি আমরা যেটা অনেক প্রতিকূল পরিবেশেও কাজ করতে পারে। পাঁচ বছর পর কোম্পানির দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তিতে পরিণত হই আমি। আট বছর পর বসের দায়িত্ব নিই। বাকিটা তো তুমি জানোই।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে কফিতে চুমুক দিলাম আমি। জায়গামত চলে এসেছি আমরা। এই লোকই আমার যোগ্য প্রার্থি। কথাটা এমনকি লিখেও ফেলেছি আমি যোগ্য। হয়তো এ কারণেই আরও কথা বলতে দ্বিধা বোধ করছি আমি, মনে হচ্ছে যথেষ্ট কথা হয়েছে। অথবা কারণটা অন্য কিছু।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আরও কিছু জানতে চাও,' বলল গ্রিভ।

এড়িয়ে যেতে চাইলাম আমি। 'তোমার বিয়ের কথা তো কিছু বললে না।'

'আমি কেবল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোর সম্পর্কেই বলেছি,' বলল গ্রিভ। 'তুমি কি আমার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে জানতে চাও?'

মাথা নাড়লাম আমি, সিদ্ধান্ত নিলাম যে যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু তারপরেই ভাগ্য বাদ সাধল, ভাগ্যের গুঁটি হিসেবে কাজ করল স্বয়ং গ্রিভ।

'ছবিটা তো সুন্দর,' পেছনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'ওপি'র আঁকা ছবি নিশ্চয়ই?'

'সারা গেটস আনড্রেসড,' বললাম আমি। 'ডায়ানার কাছ থেকে পাওয়া উপহার। তুমি কি ছবি সংগ্রহ করো?'

'এই শুরু করেছি সবে।'

BanglaBook.org

আমার ভেতর কেউ একজন তখনও নিষেধ করছে, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করে বসেছি, 'তোমার সংগ্রহের সবচেয়ে ভালো ছবি কোনটা?'

'একটা তৈলচিত্র। কিচেনের পেছনে একটা লুকোনো কামরায় পেয়েছি। আমার পরিবারের কেউই জানত না, ছবিটা আমার দাদির কাছে আছে।'

'বাহ,' বললাম আমি, অনুভব করছি যে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল একবার। নিশ্চয়ই সারা দিনের উত্তেজনার ফল। 'ছবিটা কি?'

বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল গ্রিভ, মুখের কোণায় ছোট্ট একটা হাসি ফুটে উঠেছে। জবাব দেয়ার জন্য ঠোঁট নাড়তে শুরু করল সে, অদ্ভুত একটা আশঙ্কা জেগে উঠল আমার মাঝে। পেটের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল, ঠিক যেমনটা হয় কোন বক্সারের ক্ষেত্রে, যখন সে পেট লক্ষ্য করে একটা ঘুষি এগিয়ে আসতে দেখে। কিন্তু তারপরই আকৃতি বদল করল তার ঠোঁট, আর যে জবাবটা পাওয়া গেল সেটা একেবারেই আশা করিনি আমি।

'*দ্য ক্যালিডোনিয়ান বোর হান্ট*।'

'*দ্য...*' দুই সেকেন্ডের মাঝেই কাগজের মত শুকিয়ে গেছে আমার মুখের ভেতরটা। '*দ্য বোর হান্ট?*'

'ছবিটা সম্পর্কে তুমি জানো মনে হচ্ছে?'

'ছবিটার শিল্পীর নাম কি...'

'পিটার পল রুবেনস,' প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই জবাব দিয়ে দিল গ্রিভ।

সেই মুহূর্তে নিজের মুখোশটা বজায় রাখতে সবটুকু মনোযোগ বজায় রাখতে হল আমাকে। কিন্তু আমার চোখের সামনে একটা জিনিস জ্বলছে আর নিভছে, যেন লন্ডনের কুয়াশার মাঝে দেখা সেই স্টেডিয়ামের স্কোরবোর্ড গোলপোস্টের উপরের কোণায় এইমাত্র বলটা ঢুকিয়ে দিয়েছে কিউপিআর। পুরো উল্টে গেছে আমার জীবন।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অংশ

ঘেরাও

অধ্যায় ৬

রুবেনস

'পিটার পল রুবেনস।'

এক মুহূর্তের জন্য মনে হল কামরার মাঝে সব কিছু স্থির আর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। পিটার পল রুবেনসের আঁকা *দ্য ক্যালিডোনিয়ান বোর হান্ট*। যৌক্তিকভাবে আন্দাজ করতে গেলে ধরে নেয়া উচিত, নিশ্চয়ই ওটা নকল, অত্যন্ত উঁচু দরের জালিয়াতি; নকল হওয়ার পরেও যেটার দাম উঠতে পারে এক থেকে দুই মিলিয়ন। কিন্তু ক্লাস গ্রিভ নামের এই লোকটার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল যাতে আমার মনে কোন সন্দেহের চিহ্ন রইল না। আসল ছবিটাই রয়েছে তার কাছে, যেখানে দেখানো হয়েছে গ্রিক পুরাণের সেই রক্তাক্ত শিকারের দৃশ্য, মেলিয়েগারের বর্শায় গেঁথে আছে কাল্পনিক প্রাণী। ১৯৪১ সালে জার্মানরা রুবেনসের অ্যান্টোয়ার্পের বাড়িতে হামলা চালায়, তখন থেকেই ছবিটা নিখোঁজ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেকেরই ধারণা ছিল যে ছবিটা জার্মানির কোন বাংকারে পড়ে আছে। চিত্র সমালোচক হিসেবে আমি খুব একটা উঁচুদরের নই, তবে নিজের দরকারেই মাঝে মধ্যে ইন্টারনেটে এমন হারিয়ে যাওয়া চিত্রকর্মের খোঁজ রাখি। গত ষাট বছর ধরে সেরা দশের তালিকায় রয়েছে এই বিশেষ ছবিটা। ধীরে ধীরে মানুষের কৌতূহল আরও বেড়েছে, কারণ সবাই ধরে নিয়েছে যে জার্মানীর রাজধানীর অর্ধেকের সাথে সাথে আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে ছবিটাও। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলাম আমি।

'তুমি বলতে চাইছো, তোমার মৃত দাদির রান্নাঘরের পেছনে একটা গোপন কামরায় পিটার পল রুবেনসের একটা ছবি খুঁজে পেয়েছো?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল গ্রিভ। 'শুনেছিলাম এমন ঘটনা নাকি সত্যিই ঘটে। এখন, এটা বলতে পারি যে ওটা রুবেন্সের সবচেয়ে দামি ছবি নয়। তবুও কিছু দাম তো নিশ্চয়ই আছে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকালাম আমি। পঞ্চাশ মিলিয়ন? এক শ? তা তো হবেই। কয়েক বছর আগেই এক নিলামে রুবেনের আরেকটা ছবি, *দ্য ম্যাসাকার অব দ্য ইনোসেন্টস*-এর দাম উঠেছে পঞ্চাশ মিলিয়ন। সেটা পাউন্ড স্টার্লিঙে, অর্থাৎ প্রায় আধ বিলিয়ন ক্রোনার। গলা ভেজানোর প্রয়োজন বোধ করলাম আমি।

BanglaBook.org

'তবে দাদির কাছে লুকানো ছবি আছে এটা জেনে খুব একটা অবাক হইনি আমি,' বলল গ্রিভ। 'বয়সকালে খুবই সুন্দরি ছিলেন আমার দাদি, অসলোর উঁচু সমাজের প্রায় সবার মতই বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান অফিসারদের সাথে মিশেছিলেন। তাদের মাঝে চিত্রকলায় আগ্রহি এক কর্নেলের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার। আমি যখন অসলোতে থাকতাম তখন প্রায়ই সেই কর্নেলের কথা শুনতাম দাদির কাছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত লুকিয়ে রাখার জন্য কিছু ছবি দাদিকে দিয়েছিলেন তিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধের শেষ দিকে এসে রেজিস্ট্যান্সের সদস্যদের হাতে মারা যান সেই কর্নেল। জার্মানদের অবস্থা যখন ভালো ছিল তখন ওই লোকগুলোর অনেকেই কর্নেলের শ্যাম্পেন খেয়েছে। সত্যি কথা বলতে, দাদির গল্প আমার কখনও বিশ্বাস হয়নি, অন্তত পোলিশ শ্রমিকরা রান্নাঘরের দেয়ালে গোপন দরজাটা আবিষ্কার করার আগ পর্যন্ত।

'অবিশ্বাস্য,' নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম আমি।

'ঠিক তাই। ছবিটা আসল কি না এখনও পরীক্ষা করে দেখিনি আমি, কিন্তু...'

কিন্তু ছবিটা নকল হওয়ার কোন কারণ নেই, ভাবলাম আমি। জার্মান কর্নেলরা নিশ্চয়ই নকল ছবি সংগ্রহ করত না।

'তোমার শ্রমিকরা কি দেখেছে ছবিটা?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'দেখেছে। তবে ওটার গুরুত্ব তারা বুঝতে পেরেছে কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। কোন অ্যালার্ম আছে তোমার ফ্ল্যাটে?'

'তুমি কি বলতে চাইছো আমি বুঝতে পারছি। তোমার প্রশ্নের জবাব হল–হ্যাঁ। ওই ব্লকের সবগুলো ফ্ল্যাটই একই সিকিউরিটি কোম্পানির অ্যালার্ম ব্যবহার করে। শ্রমিকদের কারও কাছে চাবিও নেই, কারণ আইন অনুসারে কেবল সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত কাজ করতে পারে তারা, সাধারণত সে সময় আমি তাদের সাথেই থাকি।'

'আমার মনে হয় তোমার এটাই চালিয়ে যাওয়া উচিত। ওই ব্লকে কোন সিকিউরিটি কোম্পানি কাজ করছে জানো?'

'ট্রায়ো বা এমন কিছু একটা নাম। সত্যি কথা বলতে আমি তোমার স্ত্রীর কাছে ছবিটা যাচাই করা যায় কিভাবে সেটা জিজ্ঞেস করবো বলে

BanglaBook.org

ভাবছিলাম। তোমার সাথেই প্রথম কথা বললাম এটা নিয়ে। আশা করি আর কাউকে বলবে না তুমি।'

'মোটেই না। আমি এখনই আমার স্ত্রীকে বলে দিচ্ছি তোমার সাথে কথা বলতে।'

'ধন্যবাদ, খুব সুবিধা হয় তাহলে। এখন শুধু আমি এটুকুই বলতে পারি যে ছবিটা যদি আসলও হয়, এটা রুবেনসের বিখ্যাত ছবিগুলোর একটা নয়।'

এক ঝলক হাসি ফোটালাম মুখে। 'তোমার দুর্ভাগ্য। এবার কাজের কথায় ফেরা যাক। লোহা গরম থাকতে থাকতে বাড়ি মারতে পছন্দ করি আমি। পাথফাইন্ডারের সাথে কবে দেখা করতে পারবে তুমি?'

'তুমি যে দিন বলো।'

'বেশ।' নিজের ডায়রির দিকে তাকালাম আমি, মাথায় চিন্তা চলছে ঝড়ের বেগে। আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত শ্রমিকের দল থাকবে। 'অফিসের সময় শেষ হওয়ার পর অসলো এলে পাথফাইন্ডারের জন্য সুবিধা হয়। গাড়িতে হর্টেন পৌছাতে ঘণ্টাখানেকের মত সময় লাগবে। আমরা যদি এই সপ্তাহে কোন এক দিন বিকেল ছয়টার দিকে সময় ঠিক করি তাহলে অসুবিধে নেই তো?' যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করলাম, তবুও একটু কেঁপে গেল গলা।

'কোন সমস্যা নেই,' গ্রিভের মুখ দেখে মনে হল না কিছু ধরতে পেরেছে। 'আগামিকাল না হলেই হল,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যোগ করল সে।

'নাহ, আগামিকাল ওদের জন্যও একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়,' বললাম আমি। 'যে নাম্বারটা দিয়েছ ওটায় ফোন করে তোমাকে জানাব আমি।'

গ্রিভকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম এবার। 'একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে, ডা?' ওডা বা আইডার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি যে নামটা ছোট করে ফেলায় সে মন খারাপ করেছে কি না, এই সময় গ্রিভ বাঁধা দিল আমাকে।

'ধন্যবাদ। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। তোমার স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিও। ফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

হাত বাড়িয়ে দিল সে। চওড়া হাসি হেসে হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলাম

BanglaBook.org

আমি। 'আজ রাতেই তোমাকে জানানোর চেষ্টা করবো। কাল তো তুমি ব্যস্ত, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

জানি না কেন ওখানেই থেমে গেলাম না আমি। আলাপের আঁচ, সুর–সবকিছুই আমাকে বলছে এবার আলাপ শেষ করো, 'বিদায়' বলো। হয়তো ভেতর থেকে আসা কোন অনুভূতি, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা ইতোমধ্যেই ভেতরে ভেতরে মাথা তুলে বসা কোন ভয় আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল।

'ঘর সাজানো খুবই ঝক্কির কাজ,' বললাম আমি।

'ঠিক তা নয়,' ক্লাস বলল। 'কাল ভোরের প্লেনে রটারডাম যাচ্ছি আমি। কুকুরটা নিয়ে আসতে হবে। কোয়ারেন্টাইনে আটকা পড়ে আছে। কাল সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'ও আচ্ছা,' বললাম আমি। গ্রিভের হাতটা ছেড়ে দিয়েছি যাতে সে বুঝতে না পারে যে শক্ত হয়ে গেছে আমার শরীর। 'কি জাতের কুকুর ওটা?'

'নিদার টেরিয়ার। ট্র্যাকার কুকুর। তবে লড়াইয়ের কুকুরের মত মেজাজি। এ ধরণের দামি দামি ছবি যখন দেয়ালে ঝুলছে, তখন বাড়িতে এমন একটা কুকুর থাকলে ভালোই হয়। কি বলো?'

'ঠিক,' বললাম আমি। 'একদম ঠিক।'

একটা কুকুর। যে প্রাণীকে আমি দুই চোখে দেখতে পারি না।

*

'বুঝলাম,' লাইনের ওপাশ থেকে বলল ওভ জিকেরুদ। 'ক্লাস গ্রিভ, ২৫ নাম্বার অস্কার গেট। চাবিটা আছে আমার কাছে। এক ঘন্টার মধ্যে সুশি অ্যান্ড কফিতে হাত বদল। কাল বিকেল পাঁচটায় অ্যালার্ম বন্ধ হবে। বিকেলে কাজ করার জন্য কিছু একটা অজুহাত খুঁজে নিতে হবে আমাকে। তবে এত তাড়াহুড়ো করছো কেন এ ব্যাপারটায়?'

'কারণ আগামিকালের পর থেকে একটা কুকুর থাকবে ওই ফ্ল্যাটে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু অফিসের সময়ে নয় কেন, যেমনটা তোমার পছন্দ?'

ফুটপাত ধরে পাবলিক টেলিফোন বক্সটার দিকে এগিয়ে আসছে কর্নেলিয়ানি স্যুট পরা সেই যুবক। আমাকে যাতে চিনতে না পারে সে-জন্য

BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়ালাম, রিসিভারের আরও কাছে সরিয়ে আনলাম মুখ।

'আমি শতভাগ নিশ্চিত হতে চাই, ওখানে তখন কোন শ্রমিক থাকবে না। এখনই গোটেনবার্গকে ফোন করে বলবে, রুবেনসের একটা চলনসই নকল তৈরি করে রাখতে। অনেক ছবিই আছে এমন, তবে ভালো একটা জিনিস চাই আমাদের। আজ রাতে যখন মাঞ্চের ছবিটা নিয়ে আসবে তুমি তখন যেন নকলটা থাকে তোমার কাছে। খুবই অল্প সময় সন্দেহ নেই, কিন্তু কালকের মাঝে নকলটা হাতে পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। পেরেছি।'

'গোটেনবার্গকে তুমি বলবে, আগামিকাল রাতেই আসল ছবিটা নিয়ে আসবে তুমি। ছবির নামটা কি, মনে আছে তো?'

হ্যাঁ। *দ্য ক্যাটালোনিয়ান বোর হান্ট..*রুবেন্সের।'

'কাছাকাছি, তবে চলবে। এই লোকের উপর আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি তো?'

'জেসাস, রজার। এই নিয়ে এক শ বারের মত জিজ্ঞেস করলে কথাটা। অবশ্যই একে বিশ্বাস করা যায়।'

'শুধু জেনে রাখছি আর কি।'

'আমার কথা শোনো। গোটেনবার্গ জানে, আমাদের সাথে ফাঁকিবাজি করলে ওর খবর আছে। চুরির শাস্তি সবচেয়ে কঠিনভাবে কারা দেয় জানো তো? চোরেরা।'

'বেশ।'

'আর একটা কথা; পরেরবার গোটেনবার্গের কাছে যাওয়াটা একদিনের জন্য পিছিয়ে দিতে হবে।'

এতে কোন সমস্যা নেই। এমনটা আগেও করেছি আমরা। সিলিঙের মাঝে নিরাপদ থাকবে রুবেনস। তবুও ঝুঁকির আশঙ্কা দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল আমার ঘাড়ের চুলগুলো।

'কেন?'

'কাল এক অতিথি আসবে আমার বাড়িতে। একটা মেয়ে।'

'পিছিয়ে দাও।'

'দুঃখিত। সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'নাতাশা আসছে।'

BanglaBook.org

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি। 'সেই রাশিয়ান বেশ্যা?'

'দয়া করে গালি দেবে না ওকে।'

'কিন্তু সে তো তাই।'

'আমি কি তোমার স্ত্রীকে কখনও বারবি ডল বলেছি?'

'তুমি কি আমার স্ত্রীকে বেশ্যা বলতে চাইছো?'

'না। আমি বলেছি, তোমার স্ত্রীকে কখনও বারবি ডলের সাথে তুলনা করিনি।'

'করা উচিতও হবে না। ডায়ানা একেবারেই স্বাভাবিক একটা মেয়ে।'

'মিথ্যে বলছো তুমি।'

'মোটেই না।'

'ঠিক আছে, হার মানলাম। কিন্তু আগামিকাল আমি বের হতে পারবো না। তিন সপ্তাহ ধরে নাতাশার ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হয়েছে আমাকে। এইবার পুরো সময়টা ভিডিও করার ব্যবস্থা করেছি আমি। সব রেকর্ড করে নেবো।'

'রেকর্ড? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।'

'পরের সুযোগটা আসার আগ পর্যন্ত কিছু একটা দিয়ে তো সময় কাটাতে হবে আমাকে, তাই না? সেই সুযোগ কবে আসবে কে জানে?'

হো হো করে হেসে উঠলাম আমি। 'তুমি একটা পাগল।'

'কেন?'

'একটা বেশ্যার প্রেমে পড়েছ তুমি, ওভ! কোন স্বাভাবিক পুরুষ মানুষ কি কখনও বেশ্যার প্রেমে হাবুডুবু খায়?'

'প্রেমের সম্পর্কে তুমি কি জানো?'

গুঙিয়ে উঠলাম আমি। 'ক্যামেরার ব্যাপারটা তোমার প্রেমিকার কাছে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

'ও কিছুই জানবে না।'

'লুকানো ক্যামেরা?'

'আমার পুরো বাড়িতেই লুকানো ক্যামেরা আছে, বন্ধু।'

এখন অবশ্য ওভ জিকেরুদের কোন কথাতেই আমি আর অবাক হই না। সে আমাকে জানিয়েছে যে যখন কাজ থাকে না তখন সাধারণত টিভি দেখে সময় কাটায়। একটা জঙ্গলের কিনারে, টনসেনহ্যাগেনে ওর বাড়ি। টিভির অনুষ্ঠান পছন্দ না হলে সেটার দিকে গুলি করা ওর একটা প্রিয়

BanglaBook.org

কাজ। নিজের অস্ট্রিয়ান গ্লক পিস্তলগুলো নিয়ে বড়াই করতে ভালোবাসে, আদর করে 'মেয়ে' বলে ডাকে ওদের, কারণ ওই পিস্তলগুলোতে হ্যামার থাকে না। টিভির দিকে গুলি করার জন্য খালি কার্তুজ ব্যবহার করে ওভ, তবে একবার নাকি ভুলে একটা তাজা গুলি ভরে ফেলেছিল পিস্তলে, ত্রিশ হাজার দামের একটা নতুন পাইওনিয়ার প্লাজমা টিভি চুরমার করে ফেলেছিল। এছাড়াও বাড়ির পেছনে একটা গাছের গুঁড়িতে পেঁচার বাসা তৈরি করে দিয়েছে, মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে সেটার ছবি তোলে। এক সন্ধ্যেবেলা টিভির সামনে বসে থাকা অবস্থায় জঙ্গলের মাঝে একটা জোরালো আওয়াজ শুনতে পেয়ে জানালা খুলে রেমিংটন রাইফেল দিয়ে গুলি করে ওভ। প্রাণীটার কপালে গুলি লাগে। গ্র্যান্ডিওসা পিজ্জা দিয়ে ফ্রিজ ভর্তি ছিল, সব ফেলে দিয়ে এলক হরিণের মাংস দিয়ে ভর্তি করে সে। পরের ছয় মাস নাকি কেবল এলক স্টেক, এলক বার্গার, এলক স্টু, এলক মিটবল এবং এলক চপ খেয়েই কাটিয়েছে সে। পরে যখন অসহ্য লাগতে শুরু করল তখন ফ্রিজ খালি করে আবার গ্র্যান্ডিওসা পিজ্জা দিয়ে ভর্তি করেছে। এতসব গল্প শুনেও আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়নি, কিন্তু এই গল্পটা...

'পুরো বাড়িতে?'

'ট্রিপোলিসে চাকরি করার কিছু বাড়তি সুবিধা আছে, বুঝলে?'

'তুমি ক্যামেরাগুলো চালু করলেও মেয়েটা বুঝতে পারবে না?'

'না। ওকে নিয়ে আসব, ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ব। তার পনেরো সেকেন্ডের মাঝে যদি পাসওয়ার্ড না দিই তাহলেই ট্রিপোলিসের ক্যামেরাগুলো চালু হয়ে যাবে।'

'অ্যালার্ম বাজবে না তোমার ফ্ল্যাটে?'

'না। নিঃশব্দ অ্যালার্ম।'

এই ধারণাটার সাথে আমি আগেই পরিচিত। ট্রিপোলিসে অ্যালার্ম ঠিকই বাজবে। কিন্তু চোর যাতে সাবধান হয়ে যেতে না পারে সে-জন্য কোন শব্দ হবে না। পনেরো মিনিটের মাঝেই জায়গামত হাজির হয়ে যাবে পুলিশ। এটা করা হয় যেন চোরকে বমাল ধরা যায়, অথবা পরে ভিডিওতে দেখে তাদের চিনে নেয়া যায়।

'আমি অবশ্য ছেলেদের বলে রেখেছি, অ্যালার্ম বাজলেও ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। ওদের কাজ হবে শুধু মনিটরে পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করা।'

BanglaBook.org

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো, ওই সময় তোমাদের কাজকর্ম সব দেখতে পাবে তোমার অফিসের কর্মচারিরা?'

'আনন্দটা ভাগাভাগি করে নিতে হবে না? তবে এটা নিশ্চিত করেছি যে বিছানাটা যেন ক্যামেরায় দেখা না যায়, ওটা আমার ব্যক্তিগত জায়গা। নাতাশাকে বলবো বিছানার পায়ের কাছে, টিভির সামনে রাখা চেয়ারে বসে কাপড় খুলতে। বলতে পারো যে আমার পরিচালনায় একটা নাটকে অভিনয় করবে ও। চেয়ারে বসেই নিজেকে নিয়ে খেলবে একটু। ক্যামেরায় দারুণ আসবে। আলো নিয়েও কিছু কাজ করে রেখেছি আমি, যাতে ক্যামেরার উল্টো দিকে বসে হাতের কাজ চালাতে পারি। বুঝলে?'

অনেক বেশি জানা হয়ে গেছে আমার, এত না জানলেও চলত। কেশে উঠলাম। 'তাহলে তারপর এসে মাঞ্চের ছবিটা নিয়ে যাচ্ছো তুমি। পরশু রাতে রুবেনস, তাই তো?'

'হ্যাঁ। তুমি ঠিক আছো তো, রজার? বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে তোমার গলা।'

'আমি ঠিকই আছি,' কপালে হাতের উল্টোপিঠ বুলিয়ে বললাম আমি। 'কোন সমস্যা নেই।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করলাম। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে, তবে খুব একটা খেয়াল করলাম না সেদিকে। কোন সমস্যা নেই, তাই না? খুব তাড়াতাড়ি বিরাট ধনীতে পরিণত হতে যাচ্ছি আমি। নিজের স্বাধীনতা কিনে নেয়ার মত ধনী। এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু আমার হতে যাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসা মেঘের গর্জন শুনে মনে হল হাসছে কেউ। তারপর প্রথম ফোঁটা ঝরে পড়ল বৃষ্টির। দৌড়াতে শুরু করলাম আমি, রাস্তার নুড়িপাথরের উপর জুতোর মৃদু শব্দ হতে লাগল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

গর্ভবতি

এখন ছয়টা বাজে, বৃষ্টি থেমে গেছে। অসলো ফিয়র্ডের মাঝে মিশে যাচ্ছে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়া সোনালি আলো। ভলভোটা গ্যারেজে রেখে ইগনিশন বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গাড়ির ভেতরের আলো জ্বালিয়ে দিলাম, তারপর কালো পোর্টফোলিও খুলে বের করে আনলাম আজকের শিকার। *দ্য ব্রুচ*। ইভা মুদোচ্চি।

ইভার চেহারায় চোখ বোলালাম আমি। মাঞ্চ নিশ্চয়ই এই মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন, না হলে এভাবে আঁকতে পারতেন না। ঠিক লোটির মত লাগছে, নিঃশব্দ ব্যথা আর তীব্রতার চিহ্ন। মনে মনে একটা গালি দিয়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম আমি, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যেতে দিলাম বাতাসটুকু। তারপর মাথার উপর, গাড়ির ছাদের গোপন খুপরিটা খুললাম। এটা আমার নিজের আবিষ্কার, আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে ছবি লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে তৈরি করানো। উইন্ডস্ক্রিনের কাছে যেখানে সিলিং লাইনার লেগে আছে সেই জায়গাটা হালকা আলগা করে ফেলেছি আমি। তারপর ভেতরের দু-পাশে দুই টুকরো ভেলক্রো ঢুকিয়ে দিয়েছি, সামনের সিলিং লাইটের পাশে সাবধানে একটু কেটে ফেলতেই কোন কিছু লুকিয়ে রাখার জন্য সুন্দর একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেছে। তবে বড় ছবি সরাতে গেলে একটু সমস্যা হয়, বিশেষ করে পুরনো তৈলচিত্রগুলোর জন্য। সমান অবস্থায় রাখতে হয় ওগুলোকে, গোল করে পাকাতে গেলেই রঙ ফেটে গিয়ে ছবি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সোজা কথায়, এভাবে ছবি পরিবহনে বেশ জায়গার প্রয়োজন হয়, মাঝে মাঝেই ছবিগুলোর আকার সেই জায়গা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু আমার গাড়ির ছাদের আকার প্রায় চার স্কয়ার মিটার, ফলে এমনকি বড় বড় ছবি পরিবহনেও খুব একটা সমস্যা হয় না। কাস্টম অফিসারদের নজর এড়াতে পারি সহজেই, তাদের কুকুরগুলোও খুব একটা ঝামেলা করে না। সৌভাগ্যক্রমে রঙ এবং বার্নিশের গন্ধ শুঁকে বের করার

BanglaBook.org

প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না ওদের।

ইভা মুদোচ্চিকে আস্তে করে ঢুকিয়ে দিলাম গোপন কুঠুরিতে, তারপর ভেলক্রোর সাহায্যে মুখটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর গাড়ি থেকে বের হয়ে ঢুকলাম বাড়ির ভেতরে।

ফ্রিজের সাথে একটা নোট লাগিয়ে রেখে গেছে ডায়ানা, বলেছে যে বন্ধু ক্যাথরিনের সাথে আছে, ফিরতে ফিরতে মাঝরাত লেগে যাবে। তার মানে এখনও ছয় ঘণ্টার মত বাকি। একটা স্যান মিগুয়েলের বোতল খুললাম, তারপর জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে ডায়ানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আরও একটা বোতল খুলতে খুলতে একটা কথা মনে পড়ল। একবার আমার মাম্পস হয়েছিল, তখন জোহান ফকবার্গেটের একটা বই থেকে একটা লাইন আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল ডায়ানা। "আমরা সবাই আমাদের তৃষ্ণার পরিমাণ বুঝেই পান করি।'

আমি তখন জ্বর নিয়ে শুয়ে আছি বিছানায়, মুখ আর কানে ভীষণ ব্যথা, চেহারা ফুলে উঠেছে পটকা মাছের মত। ডাক্তার থার্মোমিটার দেখে বলল 'তেমন খারাপ কিছু নয়।' আমার যে খুব একটা খারাপ লাগছিল তা নয়। ডায়ানা চাপ দেয়ার পরেই কেবল মেনিনজাইটিস আর অর্কাইটিস-এর মত কিছু ভারি ভারি শব্দ উচ্চারণ করল ডাক্তার, সেই সাথে বুঝিয়ে দিল যে এর অর্থ হল মস্তিষ্ক এবং অণ্ডকোষকে ঘিরে থাকা টিস্যুর সংক্রমণ। তবে এটাও বলল যে তেমন কিছু হওয়ার 'সম্ভাবনা এই ক্ষেত্রে খুবই ক্ষীণ।'

তখন আমাকে বই পড়ে শোনাত ডায়ানা, কপালে জলপট্টি দিয়ে দিত। বইটা ছিল দ্য ফোর্থ নাইট ওয়াচ। সংক্রমণের মুখোমুখি মস্তিষ্ক নিয়ে খুব একটা চিন্তাভাবনা করার সুযোগ ছিল না, তাই ডায়ানার কথাগুলোই মনোযোগ দিয়ে শুনতাম আমি। দুটো জিনিস আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। প্রথমটা হল সিজিসমুন্ড নামের এক পাদ্রি, যে মাতালদের এই বলে ক্ষমা করে দিত যে, 'আমরা সবাই আমাদের তৃষ্ণার পরিমাণ বুঝেই পান করি।' ভালো লেগেছিল হয়তো এই কারণে যে কথাগুলোর মাঝে স্বস্তি পেয়েছিলাম আমি; মদ খাওয়া যদি আপনার স্বভাব হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই।

দ্বিতীয় জিনিসটা ছিল 'পন্টোপিডানের ব্যাখ্যা' বলে পরিচিত একটা

BanglaBook.org

লাইন, যেখানে পন্টোপিডান বলেছে, একজন ব্যক্তি আরেকজন মানুষের আত্মাকে এমনভাবে দূষিত করে তুলতে পারে, পাপে ডুবিয়ে দিতে পারে যে তা থেকে মুক্তির কোন আশাই থাকে না। এই কথাটা অবশ্য আমার ততটা ভালো লাগেনি। মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল, অতিরিক্ত আয়ের জন্য আমি যে পথগুলো বেছে নিয়েছি সেগুলো কখনও ডায়ানাকে জানতে দিইনি। এতে কি পরোক্ষভাবে ওকেও পাপের ভাগিদার করছি না?

চার দিন চার রাত ধরে আমার সেবা করল ডায়ানা, ব্যাপারটা একই সঙ্গে আমাকে খুশি এবং বিরক্ত করে তুলল। কারণ আমি জানি, ওর জায়গায় হলে আমি কখনই এটা করতাম না, অন্তত সামান্য মাম্পসের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই না। তাই শেষ পর্যন্ত ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে কাজটা ও কেন করেছে, তখন আমি সত্যিই কৌতূহলি হয়ে উঠেছিলাম। সোজাসাপ্টা জবাব দিয়েছিল ডায়ানা।

'কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'এ তো কেবল মাম্পস।'

'কে জানে, পরে হয়তো ভালোবাসা দেখানোর সুযোগ না-ও আসতে পারে। তোমার তো অসুখই হয় না।'

এমনভাবে বলল যেন বড় কোন দোষ করে ফেলেছি আমি।

তবে কথাটা খারাপ বলেনি। বিছানা থেকে ওঠার পরদিনই আলফা নামে একটা রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেলাম আমি, বলে দিলাম যে আমাকে না নিলে অনেক বড় বোকামি করবে তারা। কথাটা এমন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে কেন বলেছিলাম তার কারণও আমার জানা আছে। একজন নারী যখন কোন পুরুষকে ভালোবাসার কথা বলে, তখন সেই পুরুষের আত্মবিশ্বাস যতটা বৃদ্ধি পায় ততটা আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। সেই নারী যদি ডাহা মিথ্যে কথাও বলে থাকে, তবুও পুরুষের ভেতরে কোথাও না কোথাও তার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ এবং কিছুটা হলেও ভালোবাসা থাকেই।

BanglaBook.org

ডায়ানার একটা আর্ট বুক নিয়ে রুবেনস এবং দ্য ক্যালিডোনিয়ান বোর হান্ট নিয়ে লেখা কথাগুলো পড়লাম আমি। ছবিটা দেখলাম ভালো করে। তারপর বইটা রেখে দিয়ে পরদিন অস্কার গেটে আমার কাজটার কথা ধাপে

ধাপে চিন্তা করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

একটা অ্যাপার্টমেন্ট, তার মানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। আমাকে দেখে ফেললে পরে সাক্ষি হিসেবে কাজ করতে পারে তারা। তবে দেখাটা হবে বড় জোর কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ওই সময়ের মাঝে কেউ সন্দেহ করবে না। পরণে ওভারঅল থাকবে আমার, এমন একটা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকব যেখানে সব কিছু সাজানোর কাজ চলছে। ফলে আমার চেহারাও কেউ খেয়াল করে রাখবে না। তাহলে আর কিসের ভয়?

ভয়টা কিসের আমি জানি।

ইন্টারভিউয়ের সময় একটা খোলা বইয়ের মত আমাকে পড়ে ফেলেছে লোকটা। কিন্তু কতগুলো পৃষ্ঠা পড়তে পেরেছে সে? কিছু কি সন্দেহ করেছে? না। স্রেফ মিলিটারিতে থাকার সময় একটা জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করত, সেটা চিনে ফেলেছে। এই তো।

মোবাইল ফোনটা তুলে নিয়ে গ্রিভকে একটা ফোন করলাম আমি, বলতে চাই যে ডায়ানা বাইরে গেছে। সুতরাং তার ছবিটা আসল না নকল সেটা জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে তাকে। কিন্তু ইংরেজিতে একটা যান্ত্রিক গলা আমার ফোনের জবাব দিল দয়া করে একটি মেসেজ রেখে দিন,' সুতরাং তাই করলাম আমি। বোতলটা শেষ হয়ে গেছে। হুইস্কি নেবো কি না ভাবলাম, তবে সাথে সাথেই বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। কাল সকালে মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম থেকে ওঠার কোন ইচ্ছে নেই আমার। আরেকটা বিয়ার নেয়া যায়।

ফোনকলটা প্রায় ঢুকেই গিয়েছিল, এই সময় বুঝতে পারলাম যে কি করে বসেছি। তাড়াতাড়ি লাল বোতামে চাপ দিলাম। লোটির নাম্বারে ফোন করে বসেছিলাম আমি, যে নাম্বারটা কেবল একটা এল অক্ষর দিয়ে সেভ করা রয়েছে আমার ফোনে। ইনকামিং কলে ওই অক্ষরটা দেখলেই আমার বুক কাঁপতে শুরু করত। আমাদের নিয়ম ছিল যে আমিই শুধু ওকে ফোন করবো। তাড়াতাড়ি ফোনের অ্যাড্রেস বুকে ঢুকে এল নামটা ডিলিট করে দিলাম আমি।

'ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডিলিট?' প্রশ্ন করল ফোন।

BanglaBook.org

রাস্তাদুটো চিন্তা করলাম আমি। একটা হচ্ছে কাপুরুষোচিত, বিশ্বাসহীন 'না,' আরেকটা হল সত্যের পথ, 'ইয়েস।'

'ইয়েস' বোতামে চাপ দিলাম আমি, যদিও জানি, ওর নাম্বারটা আমার মাথায় এমনভাবে সেভ হয়ে আছে যেখান থেকে ডিলিট করার কোন উপায় নেই। তবে এর মানে কি আমি জানি না, জানতেও চাই না। হয়তো একদিন মুছে যাবে, আপনাআপনি। যেতেই হবে।

মাঝরাতের পাঁচ মিনিট আগে বাড়ি ফিরল ডায়ানা।

'আজ সারা দিন কি করলে, ডার্লিং?' আমার চেয়ারের দিকে এগিয়ে এসে হাতলের উপর বসল ও, তারপর জড়িয়ে ধরল আমাকে।

'তেমন কিছু না,' বললাম আমি। 'ক্লাস গ্রিভের ইন্টারভিউ নিলাম।'

'কেমন হল?'

'লোকটা একেবারে নিখুঁত, কিন্তু সমস্যা হল বিদেশি। পাথফাইন্ডার বলেছে ওরা কোন নরওয়েজিয়ানকে নিজেদের প্রধান হিসেবে দেখতে চায়; সব জায়গায় নাকি ওরা গর্ব করে, ওদের প্রতিটি ইঞ্চিই নরওয়েজিয়ান। সুতরাং এবার ওদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাতে হবে।'

'সেই কাজটায় তুমিই সেরা,' আমার কপালে একটা চুমো খেল ডায়ানা। 'লোকজনের মুখে তোমার রেকর্ডের কথা প্রায়ই শুনি আমি।'

'কিসের রেকর্ড?'

'তোমার প্রার্থিদের চাকরি হয়নি–এমনটা নাকি কখনও ঘটেনি।'

'ওহ আচ্ছা, ওটা,' অবাক হওয়ার ভান করলাম আমি।

'এবারও সফল হবে তুমি, দেখো।'

'ক্যাথরিনের সাথে কেমন সময় কাটল?'

আমার ঘন চুলে হাত বোলাল ডায়ানা। 'দারুণ, বরাবর যেমন কাটে। বলতে পারো তার চাইতে আরও বেশিই ভালো সময় কেটেছে আজ।'

'দারুণ সুখি সে, তাই না?'

আমার চুলে মুখ ডোবাল ডায়ানা। 'ক্যাথরিন মাত্রই জানতে পেরেছে যে ও গর্ভবতি।'

'তাহলে তো সুখটা আর থাকল না।'

'বাজে কথা,' বিড়বিড় করে বলল ডায়ানা। 'মদ খাচ্ছিলে নাকি?'

BanglaBook.org

'একটু। ক্যাথরিনের উদ্দেশ্যে কি এক গ্লাস পান করবো আমরা?'

'আমি শুতে যাচ্ছি। এত সুখের গল্প শুনতে শুনতে ক্লান্তি ধরে গেছে। তুমি ঘুমাবে না?'

বিছানায় ডায়ানাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কথা বুঝতে পারলাম আমি। নিশ্চয়ই গ্রিভের সাথে ইন্টারভিউয়ের পর থেকেই কথাটা ঘুরছে আমার মাথায়। এখন ইচ্ছে করলে ডায়ানাকে একটা বাচ্চা উপহার দিতে পারি আমি। এখন অবশেষে আমার পায়ের নিচে মাটি শক্ত হতে শুরু করেছে, বাচ্চাকাচ্চা হলেও বিপদে পড়তে হবে না আমাকে। রুবেনসটা হাতে পেলে আমি সত্যিই রাজা হয়ে যাবো, যেমনটা ডায়ানা প্রায়ই বলে। নিখুঁত, অতুলনীয় একজন স্বামী। আমাকে নিয়ে যে ডায়ানার সন্দেহ ছিল এমন নয়, কিন্তু আমি নিজেই নিজেকে সন্দেহ করতাম। সন্দেহ হত যে ডায়ানা যে সংসার চায় তার দায়িত্ব নেয়ার যোগ্যতা আমার আছে কি না। সন্দেহ হত, এত কিছুর পরে সন্তান নিলে ওর মানসিক অবস্থার উন্নতি হবে কি না। কিন্তু এখন ইচ্ছে করলেই আমার সবটুকু নিয়ে ডায়ানার সামনে দাঁড়াতে পারি আমি।

খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ঘরে, চামড়ায় কামড় বসাচ্ছে। অনুভব করলাম, উত্তেজিত হয়ে উঠছি আমি।

কিন্তু গভীর, নিয়মিত লয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে ডায়ানার।

হাত সরিয়ে নিলাম আমি। চিত হয়ে শুলো ডায়ানা, একেবারে শিশুর মত সরল আর নিষ্পাপ লাগছে দেখতে।

বিছানা থেকে নেমে পড়লাম এবার।

গতকালের পর থেকে মিজুকো মূর্তিটাকে আর স্পর্শ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু পরিবর্তন আসে এখানে : পানি বদলে দেয়া, নতুন মোম জ্বালানো, নতুন করে ফুল এনে রাখা ইত্যাদি।

লিভিং রুমে এসে একটা হুইস্কি ঢেলে নিলাম। জানালার পাশে ঠাণ্ডা হয়ে আছে মেঝে। হুইস্কিটা ত্রিশ বছরের পুরনো ম্যাকালান, এক সন্তুষ্ট ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পাওয়া উপহার। এখন স্টক এক্সচেঞ্জে নাম উঠে গেছে তাদের। গ্যারেজের দিকে তাকালাম আমি, চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। এতক্ষণে চলে আসার কথা ওভের। অতিরিক্ত চাবি

BanglaBook.org

দিয়ে গ্যারেজে ঢুকবে সে, গাড়ির ভেতর উঠে পড়বে। ইভা মুদোচ্চিকে বের করে নিজের পোর্টফোলিওতে ভরবে, তারপর বের হয়ে চলে যাবে নিরাপদ দূরত্বে রাখা ওর নিজের গাড়িতে। গাড়ি নিয়ে গোটেনবার্গে আর্ট ডিলারের কাছে চলে যাবে সে, ছবিটা জমা দিয়ে ভোরের মাঝে ফিরে আসবে আবার। তবে এখন আর ইভা মুদোচ্চির উপর আগ্রহ নেই আমার, কাজটা ভালয় ভালোই শেষ হলেই বাঁচি। গোটেনবার্গ থেকে ফেরার সময় ওভের কাছে রুবেনসের বোর হান্ট ছবিটার একটা ব্যবহারযোগ্য নকল থাকবে বলে আশা করছি, যেটা আমাদের প্রতিবেশী বা আমরা কেউ জেগে ওঠার আগেই গাড়ির গোপন কুঠুরিতে রেখে সরে পড়বে সে।

এর আগে আমার গাড়ি নিয়েই গোটেনবার্গ যেত ওভ। ডিলারের সাথে আমি নিজে কখনও কথা বলিনি, আশা করি যে ওভ বাদে আরও কেউ যে এই কাজের সাথে জড়িত এটা সে জানে না। আমি ঠিক এটাই চাই, যোগাযোগ যতটা সম্ভব কম থাকবে, আমার দিকে আঙুল তুলতে পারবে এমন মানুষের সংখ্যাও যতটা সম্ভব কম রাখতে হবে। আগে হোক আর পরে, অপরাধিরা ধরা পড়েই যায়। তাই তাদের সাথে আমার দূরত্ব রাখা জরুরি। আর এ জন্যই জনসমক্ষে কখনও ওভ জিকেরুদের সাথে কথা বলি না আমি, ফোন করার সময় পাবলিক ফোন ব্যবহার করি। চাই না, ওভের কল লিস্টে আমার ফোন নাম্বার ঢুকে পড়ুক। টাকা ভাগাভাগি এবং অন্যান্য পরিকল্পনার ব্যাপারগুলো ঠিক করা হয় এলভেরাম এলাকার একটা নির্জন কেবিনে। এক চাষীর কাছ থেকে কেবিনটা ভাড়া নিয়েছে ওভ। সব সময় আলাদা গাড়ি নিয়ে কেবিনে যাই আমরা।

একবার গাড়ি নিয়ে কেবিনে যাওয়ার সময়ই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার গাড়ি নিয়ে ওভকে গোটেনবার্গ পাঠানো কতটা বিপজ্জনক। একটা স্পিড ট্র্যাপকে পাশ কাটানোর সময় সেখানে ওভের প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো কালো রঙের মার্সিডিজ ২৮০ এসই গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম আমি, পাশে ছিল একটা পুলিশের গাড়ি। বুঝতে পেরেছিলাম যে ওভ হচ্ছে সে সব ড্রাইভারের একজন যারা কখনও গতিসীমা মেনে গাড়ি চালাতে পারে না। ওকে পইপই করে বলে দিয়েছিলাম যে আমার ভলভো নিয়ে গোটেনবার্গ যাওয়ার সময় সে যেন উইন্ডস্ক্রিন থেকে অটোপাস

BanglaBook.org

ইউনিটটা খুলে রাখে। বছরের মাঝে কয়েকবার মাঝরাতে গাড়ি নিয়ে আমি কোথায় যাই সেটা পুলিশকে বুঝিয়ে বলার কোন ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু এলভেরাম যাওয়ার পথে ওভের গাড়িটা দেখে বুঝেছিলাম যে আমাদের সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটা আসলে অন্য জায়গায়। ওভ জিকেরুদের মত ড্রাইভারদের পুলিশ আটক করবেই, তখন তাদের মাথায় কৌতূহল জাগবে যে একজন সম্মানিত হেডহান্টার রজার ব্রাউনের গাড়ি এই লোকটার কাছে কেন। সেখান থেকেই হাজার রকম খারাপ খবরের সুচনা হতে পারে, কারণ জিকেরুদ যখন ইনবাউ, রেইড আর বাকলির সামনে পড়বে তখন তার ফলাফল কি হবে আমি খুব ভালো করেই জানি।

মনে হল অন্ধকারে গ্যারেজের কাছে কিছু একটা নড়ছে।

কাল আমার ডি-ডে। ড্রিম ডে। ডুমসডে। যাই হোক না কেন, আমি চাই যে কালকের দিনটাই আমার শেষ কাজ হোক। মুক্ত হতে চাই আমি, ধরা না পড়া একজন অপরাধি হতে চাই।

আমাদের নিচে হাজার প্রতিশ্রুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে রাতের শহর।

পঞ্চম রিং হওয়ার পর ফোন ধরল লোটি। 'রজার?' মৃদু, সতর্ক গলা, যেন ফোনটা ও করেছে আমাকে, আমি নই।

ফোন কেটে দিলাম আমি।

তারপর এক ঢোকে খালি করে ফেললাম গ্লাসটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

জি ইলিভেন সাস ফোর

তীব্র মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল আমার।

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলাম। দেখলাম, ডায়ানার প্যান্টিতে ঢাকা কোমল পেছন দিকটা উঁচু হয়ে আছে, উবু হয়ে হ্যান্ডব্যাগ আর গতকাল পরে থাকা কাপড়গুলোর পকেটে মাঝে কিছু একটা খুঁজছে ও।

'কি খুঁজছো?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'গুড মর্নিং, ডার্লিং,' বলল ও, তবে ওর কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল, সকালটা আসলে মোটেই শুভ নয়। আমি নিজেও একমত হলাম।

কোনমতে বিছানা থেকে নেমে এবার বাথরুমে ঢুকলাম আমি। আয়নায় নিজেকে দেখে বুঝতে পারলাম, বাকি দিনটা এর চাইতে খারাপ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সেটাই হওয়া দরকার, নিশ্চয়ই হবেও। শাওয়ার চালু করে বরফ ঠাণ্ডা পানির ধারার নিচে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম, বেডরুমে নিচু স্বরে কাউকে গালাগালি করছে ডায়ানা।

'আজকের দিনটা হবে...' যেন ওর কথার প্রতিবাদেই চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'দারুণ!'

'যাচ্ছি,' ডায়ানার গলা ভেসে এল। 'আই লাভ ইউ।'

'আমিও,' চেঁচিয়ে জবাব দিলাম আমি, তবে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কথাটা ডায়ানার কানে গেল কি না বুঝতে পারলাম না।

*

সকাল দশটার দিকে নিজের অফিসে বসে কাজে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। মনে হচ্ছিল মাথার মাঝে বিশাল একটা ব্যাঙাচি ঢুকে বসে আছে, কাঁপছে নিয়মিত ছন্দে। খেয়াল করেছি, ফার্ডিনান্ড প্রায় কয়েক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। সেই সময়টার মাঝে বিভিন্ন শব্দ তৈরির ঢঙে তার মুখের আকৃতি বদলেছে ঠিকই, কিন্তু আমি কিছু শুনতে

BanglaBook.org

পাইনি। পরে মুখের নড়াচড়া থেমে গেলেও মুখ বন্ধ করেনি সে, তার বদলে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে যেন কিছু একটা আশা করছে।

'আবার বলো প্রশ্নটা,' বললাম আমি।

'আমি বলেছি গ্রিভ আর ক্লায়েন্টের সাথে দ্বিতীয় ইন্টারভিউটা আমাকে করার সুযোগ দেয়ায় আমি খুবই খুশি, কিন্তু পাথফাইন্ডার সম্পর্কে আগে কিছুটা জানতে হবে আমাকে। কেউ আমাকে কিছু জানায়নি, এই অবস্থায় ওদের সামনে গেলে স্রেফ বোকা বনে যাবো আমি।' এই পর্যায়ে এসে তার গলা কিছুটা উত্তেজিত, উঁচু পর্দায় উঠে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'খুব ছোট ছোট, প্রায় অদৃশ্য ট্রান্সমিটার তৈরি করে পাথফাইন্ডার। সেগুলো মানুষের শরীরে লাগিয়ে দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জিপিএস এর মাধ্যমে তাদের খুঁজে বের করা যায়। বিভিন্ন স্যাটেলাইটের আংশিক মালিক ওরা, সেখান থেকে সুবিধা পায়। উন্নত প্রযুক্তি, ভবিষ্যতে লাভজনক হয়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। ওদের বাৎসরিক রিপোর্টটা পড়ে দেখো। আর কিছু?'

'আমি পড়েছি ওটা! ওদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে সব তথ্যই 'সিক্রেট' ছাপ মারা। তাছাড়া ক্লাস গ্রিভ যে একজন বিদেশি, তার কি হবে? আমাদের পাড় জাতীয়তাবাদি ক্লায়েন্টকে কিভাবে রাজি করাবো আমি?'

'সেটা তোমার চিন্তা নয়, আমি আছি। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না, ফার্ডি।'

'ফার্ডি?'

'হ্যাঁ। ভেবে দেখলাম, ফার্ডিনান্ড নামটা অনেক বেশি লম্বা। তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। 'ফার্ডি?'

'ক্লায়েন্টদের সামনে এই নামে ডাকবো না, ভয় নেই,' হাসলাম আমি, অনুভব করছি, মাথাব্যথাটা কমতে শুরু করেছে। 'আর কোন কথা আছে, ফার্ডি?'

'না।'

লাঞ্চের আগ দিয়ে একটা প্যারালজিন চিবিয়ে খেয়ে নিলাম আমি, তারপর ঘড়ি দেখলাম।

লাঞ্চের সময় হলে চলে গেলাম সুশি অ্যান্ড কফির উল্টোদিকে,

BanglaBook.org

জুয়েলারের দোকানে।

'ওগুলো,' জানালার সামনে রাখা এক জোড়া হীরার কানের দুল দেখিয়ে বললাম আমি।

ক্রেডিট কার্ডের ঘাটতি পূরণ করার মত টাকা আছে আমার কাছে। যত দিন থাকে আর কি। শ্যাময় চামড়ায় মোড়া খয়েরি বক্সটা একেবারে কুকুরছানার শরীরের মত তুলতুলে।

লাঞ্চ শেষ করে আবার প্যারালজিন চিবোতে লাগলাম আমি, সেই সাথে চেয়ে রইলাম ঘড়ির দিকে।

ঘড়িতে যখন পাঁচটা বাজছে, তখন ইনকগনিটোগাটায় গাড়ি পার্ক করছি আমি। গাড়ি রাখার জায়গা খুঁজে পেতে সমস্যা হয়নি, যারা এখানে কাজ করে এবং যারা এখানে বাস করে তারা সবাই নিশ্চয়ই এই মূহূর্তে বাড়ির পথে রয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় মৃদু শব্দ হতে লাগল আমার জুতোয়। বেশ হালকা লাগছে পোর্টফোলিওটা। নকল ছবিটা একেবারেই গড়পড়তা মানের, তবুও প্রায় পনেরো হাজার ক্রোনার লেগে গেছে কিনতে। তবে এই মুহূর্তে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

অসলোতে আধুনিক কোন এলাকার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে অস্কার গেটের নাম। আধুনিক রেনেসাঁ আঁচের সব অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, নানা রকম স্থাপত্যের উদাহরণ। প্রতিটা বাড়ি নিও-গথিক রীতিতে সাজানো, সামনে সুন্দর বাগান। পরিচালক আর উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা এখানেই নিজেদের এস্টেট কিনে রাখে।

দড়িতে বাঁধা একটা পুডল কুকুর নিয়ে এক লোক এগিয়ে আসছে আমার দিকে। এখানে কোন শিকারি কুকুর নেই। খেয়ালই করল না লোকটা আমাকে। এটা শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে কথা।

২৫ নাম্বারের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, ইন্টারনেট সার্চে যেই ব্লকটাকে বলা হয়েছে 'প্রাচীন আঁচের স্থাপত্যের হ্যানোভারিয় সংস্করণ'। স্প্যানিশ এমবাসি এখন আর এই এলাকায় নেই জেনে বেশ খুশি হয়েছিলাম, কারণ এর মানে হল এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা থাকার সম্ভাবনা আরও কমে গেল। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে কাউকে দেখা গেল না। শূন্য, কালো কয়েকটা জানালা আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। ওভ যে চাবিটা দিয়েছিল সেটা বিল্ডিঙের গেট এবং অ্যাপার্টমেন্টের দরজা দুটোতেই

BanglaBook.org

খোলার কথা। গেটে কাজ করল চাবি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম আমি। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠছি, দ্রুতও নয় আবার আস্তেও নয়। এমন একজন মানুষ যে জানে সে কোথায় যাচ্ছে, যার কিছুই লুকানোর নেই। চাবিটা বের করেই রেখেছি যাতে অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়ে সময় নষ্ট করতে না হয়। সেক্ষেত্রে যে শব্দ হতে পারে সেটা এ ধরণের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যেতে পারে।

তৃতীয় তলা। দরজায় কোন নাম নেই, তবে চিনতে কোন অসুবিধে হল না আমার। ঢেউ খেলানো কাঁচ লাগানো ডাবল ডোর। যতটা ভেবেছিলাম ততটা শান্ত নেই আমি। হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে বুকের মাঝে, চাবিটা জায়গামত লাগাতে ব্যর্থ হলাম একবার। ওভ একবার বলেছিল যে মানুষ নার্ভাস হলে প্রথমেই সে তার হাত পায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে। মুখোমুখি লড়াইয়ের উপর লেখা একটা বইতে এই কথাটা পড়েছিল সে। এ কারণেই নাকের সামনে পিস্তল দেখলে নিজের পিস্তলে গুলি ভরতে ব্যর্থ হয় বেশিরভাগ মানুষ। তবে দ্বিতীয় চেষ্টাতেই চাবিটা ঢোকাতে পারলাম আমি। নিঃশব্দে, মসৃণভাবে ঘুরে গেল চাবি। হ্যান্ডেলে চাপ দিয়ে দরজাটা নিজের দিকে টান দিলাম, ঠেলা দিলাম। কিন্তু খুলল না দরজা। আবার টান দিলাম। ধ্যাত্তেরি! গ্রিভ কি অতিরিক্ত তালা লাগিয়েছে নাকি? সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজাটা টান দিলাম আমি, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি প্রায়। এবার একটা জোরালো শব্দের সাথে খুলে এল দরজাটা। ঢেউ খেলানো কাঁচটা কেঁপে উঠল, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল শব্দ। দ্রুত ভেতরে ঢুকে পেছনে দরজা বন্ধ করে দিলাম আমি। গতকাল সন্ধ্যায় যে চিন্তাটা মাথায় এসেছিল সেটা হঠাৎ করেই বোকামি বলে মনে হল। এই যে উত্তেজনা, যার সাথে আমি একেবারেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাকে কি মিস করবো না?

নিঃশ্বাস টানলাম আমি। নাক, মুখ আর ফুসফুস ভরে উঠল ল্যাটেক্স পেইন্ট, বার্নিশ আর আঠার গন্ধে।

রঙের পাত্র আর ওয়ালপেপারের রোল ডিঙিয়ে হলওয়েতে এসে দাঁড়ালাম আমি। ডোরাকাটা ওক কাঠের মেঝের উপর ধূসর কাগজ লাগানো রয়েছে। কাঠের আস্তরণ রয়েছে দেয়ালে, তার সাথে আরও রয়েছে ইটের গুঁড়ো, আর পুরনো কিছু জানালা। এগুলো নিশ্চয়ই সরিয়ে ফেলা হবে। এক

BanglaBook.org

পাশে সারি বেঁধে রয়েছে কয়েকটা কামরা, একেকটা আকারে ছোটখাট বলরুমের সমান।

মাঝখানের কামরাটার পেছনে অর্ধ-সমাপ্ত রান্নাঘরটা খুঁজে পাওয়া গেল। সোজা রেখা, ধাতু আর কাঠ এবং দামি জিনিসের সমন্বয়ে তৈরি। আন্দাজ করলাম পোগেনপোল কোম্পানি বানিয়েছে এটা। মেইড'স রুমে ঢুকে পড়লাম এবার। শেলফের পেছনে খুঁজে পাওয়া গেল দরজাটা। ইতোমধ্যেই আন্দাজ করে নিয়েছি যে তালা দেয়া থাকতে পারে। তবে এটাও জানি যে দরকার হলে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে থাকা যন্ত্রপাতি দিয়েই তালা ভাঙতে পারবো।

তার আর দরকার হল না। মৃদু শব্দে খুলে গেল দরজা।

অন্ধকার, শূন্য, আয়তাকার ঘরটায় প্রবেশ করলাম আমি। ওভারঅলের ভেতর থেকে পকেট ফ্ল্যাশলাইটটা বের করে জ্বালালাম। ম্লান হলুদাভ আলো ছড়িয়ে পড়ল দেয়ালগুলোর উপর। চারটে ছবি ঝুলছে। তিনটে ছবি আমার অপরিচিত, চতুর্থটা নয়।

ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। অনুভব করলাম, গ্রিভ যখন ছবিটার নাম উচ্চারণ করেছিল, তখনকার সেই গলা শুকিয়ে যাওয়ার অনুভূতি আবার ফিরে এসেছে।

দ্য ক্যালিডোনিয়ান বোর হান্ট।

মনে হচ্ছে যেন চার শ বছরের পুরনো রঙের আস্তরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে আলো। ছায়ার সাথে মিলে শিকারের দৃশ্যটায় একটা অদ্ভুত কারুকাজের সৃষ্টি করেছে, যেটার নাম কিয়ারোস্কিউরো বলে ডায়ানার কাছ থেকে জেনেছি আমি। ছবিটার মাঝে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে, যেন চুম্বকের মত টানছে আমাকে। অনেকটা যেন কোন সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হওয়ার মত, যার সাথে এর আগে শুধু ছবিতে আর লোকমুখে পরিচয় ছিল। এমন সৌন্দর্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি। ডায়ানার আর্ট বুকে দেখা অন্যান্য অপেক্ষাকৃত পরিচিত শিকারের ছবিগুলোর রঙ চিনতে পারলাম এখানে–*দ্য লায়ন হান্ট, দ্য হিপোপটেমাস অ্যান্ড ক্রোকোডাইল হান্ট, দ্য টাইগার হান্ট*। বইটায় পড়েছিলাম, এটাই নাকি রুবেনসের প্রথম শিকারের দৃশ্য নিয়ে আঁকা ছবি, পরবর্তি মাস্টারপিসগুলো এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে। নিজের প্রতি মানুষের

BanglaBook.org

অবহেলার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ক্যালিডোনিয়ান বোর অর্থাৎ শুকরকে পাঠিয়েছিলেন দেবি আর্টেমিস, যার উদ্দেশ্য ছিল ক্যালিডোন নগরে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানো। কিন্তু ক্যালিডোনের শ্রেষ্ঠ শিকারি মেলিয়েগার নিজের বর্শা দিয়ে শিকার করে শুকরটিকে। মেলিয়েগারের নগ্ন, পেশিবহুল উর্ধ্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। বর্শাটা শুকরের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়ার সময় ঘৃণায় ভরা একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে তার মুখে, দেখে যেন কারও কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। নাটকিয়, কিন্তু সুন্দর। নগ্ন, কিন্তু গোপনীয়তায় ভরা। কত সাধারণ, অথচ কত অমূল্য।

ছবিটা দেয়াল থেকে নামিয়ে রান্নাঘরের একটা বেঞ্চের উপর এনে রাখলাম। ছবির পেছনদিকে ফ্রেমের সাথে একটা ক্যানভাস স্ট্রেচার লাগানো রয়েছে, যেমনটা আশা করেছিলাম। নিজের সাথে আনা যন্ত্র দুটো বের করলাম এবার- একটা ছেনি আর একটা ওয়ার কাটার। এগুলো ছাড়া আর কিছু দরকার নেই আমার। ছোট পেরেকগুলো তুলে ফেললাম, তারপর স্ট্রেচারটা ঢিল হয়ে আসতে ছেনির সাহায্যে আলাদা করে আনলাম। স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি সময় লাগছে আমার কাজ করতে; হয়তো স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা সম্পর্কে ঠিকই বলেছিল ওভ। তবে বিশ মিনিট পর শেষ পর্যন্ত আসল ছবিটা আমার পোর্টফোলিওতে ঢুকে পড়ল, আর ফ্রেমে তার জায়গা দখল করল নকল ছবিটা।

ছবিটা আগের জায়গায় ঝুলিয়ে রাখলাম আমি, দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। কোন চিহ্ন রেখে যাচ্ছি না নিশ্চিত হয়ে ঘর্মাক্ত হাতে পোর্টফোলিওটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম রান্নাঘর থেকে।

মাঝের কামরা ধরে সামনে এগোচ্ছি, জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়ল এই সময়। একটা গাছের মাথা দেখতে পেলাম। থমকে দাঁড়ালাম আমি। উজ্জ্বল লাল রঙের পাতা দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা সূর্যের আলোয় আগুন ধরে গেছে গাছের মাথায়। রুবেনস। এই উজ্জ্বলতাই হল রুবেনসের রঙ।

অদ্ভুত একটা মুহূর্ত। বিজয়ের গর্বে উদ্ভাসিত। পরিবর্তনের মুহূর্ত, যখন সব কিছু চোখের সামনে এত সহজ হয়ে ধরা দেয় যে আগে যে সিদ্ধান্তগুলো অত্যন্ত কঠিন ছিল, সেগুলো এখন হঠাৎ নিজে থেকেই পরিস্কার হয়ে যায়। বাবা হতে যাচ্ছি আমি। ভেবেছিলাম আজ রাতে বলবো

BanglaBook.org

ডায়ানাকে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যেই এই মুহূর্তেই ওকে জানাতে হবে আমার। এখন, এখানে, এই মুহূর্তে; যখন আমার হাতে রয়েছে রুবেনস, সামনে রয়েছে অদ্ভুত সুন্দর ওই গাছটা। এই মুহূর্তটাকেই স্মৃতির পাতায় ধরে রাখবো আমি আর ডায়ানা, ভবিষ্যতে রোমন্থন করবো। কেবল ডায়ানা আর আমাদের অনাগত সন্তানের প্রতি ভালোবাসার কারণেই ওই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। কেবল আমি, সিংহ পরিবারের প্রধান পুরুষই জানবে ভালোবাসার মানুষগুলোর সামনে যে শিকার এনে রেখেছি তার জন্য রক্ত লাগাতে হয়েছে আমার হাতে। হ্যাঁ, এভাবেই আমাদের ভালোবাসা স্থায়ী হবে। নিজের ফোন বের করলাম আমি, এক হাত থেকে গ্লাভস খুলে ডায়ানার প্রাডা ফোনের নাম্বারটা ডায়াল করলাম। কিভাবে বলবো কথাটা সেটা মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছি আর ফোন ধরার অপেক্ষা করছি। 'আমি তোমাকে একটা বাচ্চা দিতে চাই, ডার্লিং।' অথবা, 'ডার্লিং, আমি চাই...'

গিটারে জি ইলিভেন সাস ফোন কর্ড বাজাচ্ছে জন লেনন।

'ইটস বিন অ্যা হার্ড ডে'জ নাইট...' সত্যিই তো, ভাবলাম আমি। হাসছি।

কিন্তু তারপরেই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকল।

রিং হওয়ার শব্দটা আমি শুনতে পাচ্ছি।

কোথাও কোন গড়বড় আছে।

ফোন নামিয়ে রাখলাম আমি।

দূর থেকে, যদিও স্পষ্টভাবেই শোনা যাচ্ছে বিটল্‌সের গান, *অ্যা হার্ড ডে'জ নাইট*। ডায়ানার রিংটোন।

মনে হল যেন কাঠের মেঝের সাথে কেউ সিমেন্ট দিয়ে আটকে দিয়েছে আমার পা।

তারপর পা গুলো শব্দের দিক লক্ষ্য করে এগোতে শুরু করল। বুকের মাঝে কেউ যেন ড্রাম পেটাচ্ছে আমার।

অ্যাপার্টমেন্টের রিসেপশন রুমের উল্টো পাশে একটা আধ-খোলা দরজা, সেখান থেকেই আসছে শব্দটা।

এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম আমি।

একটা বেডরুম।

কামরার মাঝখানে একটা বিছানা। পরিপাটি, তবে দেখলেই বোঝা যায়

BanglaBook.org

ব্যবহার করা হয়েছে। বিছানার পায়ের কাছে একটা স্যুটকেস, তার পাশে একটা চেয়ারে কিছু কাপড় ঝুলিয়ে রাখা। খোলা ওয়ার্ড্রোবে দেখা যাচ্ছে হ্যাঙারে ঝোলানো একটা স্যুট। যে স্যুটটা পরে ইন্টারভিউয়ে এসেছিল ক্লাস গ্রিভ। কামরার মাঝে কোথাও জন লেনন আর পল ম্যাককার্টনি দারুণ উৎসাহের সাথে গাইছে, যেই উৎসাহ তাদের পরের গানগুলোতে আর কখনই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিক ওদিক তাকালাম আমি। হাঁটু গেঁড়ে বসলাম। এবার পাওয়া গেছে। সেই প্রাডা মোবাইল ফোনটা, বিছানার নিচে। নিশ্চয়ই ডায়ানার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভব গ্রিভ যখন ওর ট্রাউজারটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে সেই সময়। ডায়ানাও বুঝতে পারেনি, ফোনটা উধাও হয়েছে, যতক্ষণ না...যতক্ষণ না...

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা ডায়ানার পেছন দিকটার কথা মনে পড়ল আমার। কাপড়চোপড় আর হ্যান্ডব্যাগের মাঝে হন্যে হয়ে কিছু একটা খুঁজছিল ও।

অ্যানসারিং মেশিন চালু হয়ে গেল। ডায়ানার উচ্ছল গলা শুনতে পেলাম আমি।

'হাই, আমি ডায়ানা। এখন ফোনটা আমার হাতের কাছে নেই...'

সত্যিই তাই।

'কিন্তু আপনি তো জানেনই কি করতে হবে...'

হ্যাঁ, আমি জানি। আমার মস্তিষ্ক কিভাবে যেন বুঝতে পেরেছে, গ্লাভস ছাড়া হাত দিয়ে দেয়াল ধরে নিজের ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছি আমি। এখন আমাকে দেয়ালটা মুছে ফেলতে হবে।

'আপনার দিন শুভ হোক!'

সেটা বেশ কঠিন হয়ে যাবে।

বিপ্।

BanglaBook.org

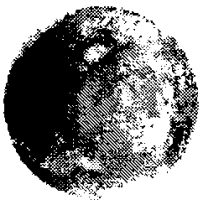

তৃতীয় অংশ

দ্বিতীয় ইন্টারভিউ

অধ্যায় ৯

দ্বিতীয় ইন্টারভিউ

আমার বাবা, ইয়ান ব্রাউন খুব ভালো দাবা খেলোয়াড় ছিলেন না, তবে আগ্রহ ছিল তার। পাঁচ বছর বয়সে নিজের বাবার কাছে দাবা খেলতে শিখেছিলেন তিনি, চেস ম্যানুয়াল আর বিখ্যাত খেলাগুলো নিয়ে গবেষণা করতেন। তবে আমার চৌদ্দ বছর বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি দাবা খেলতে শেখাননি আমাকে, তত দিনে আমার কোনকিছু ভালোভাবে শেখার বয়স পার হয়ে গেছে। তবুও দাবায় বেশ ভালো করছিলাম আমি, ষোল বছর বয়সে প্রথমবারের মত খেলায় হারিয়েছিলাম আমার বাবাকে। গর্বিত হাসি ফুটেছিল তার মুখে, কিন্তু আমি জানি যে ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছিলেন তিনি। গুঁটিগুলো আবার সাজিয়ে খেলতে বসলাম আমরা। সাদা গুঁটিগুলো নিয়ে খেলছিলাম আমি, বাবা আমাকে বোঝাতে চাইছিলেন যে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছি। কয়েক মিনিট পর উঠে রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি, জিনের বোতলে চুমুক দিয়ে এলেন একটা। যখন ফিরে এলেন তখন আমি দুটো গুঁটি সরিয়ে নিয়েছি, কিন্তু কিছুই টের পেলেন না তিনি। চারটে দান দেয়ার পর বাবা দেখলেন আমার সাদা রাণী তার কালো রাজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। পরের চালেই কিস্তিমাত। সেই মুহূর্তে তার চেহারার অবস্থা এমন হয়েছিল যে কিছুতেই হাসি থামাতে পারিনি আমি। আমার হাসি দেখেই হয়তো তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে আসলে কি ঘটেছে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দাবার বোর্ড থেকে সব গুঁটি ফেলে দিলেন তিনি, তারপর চড় মারলেন আমাকে। পড়ে গেলাম আমি, ততটা না মারের চোটে তার চাইতে বেশি ভয়ে। এর আগে কখনও আমার গায়ে হাত তোলেননি বাবা।

'গুঁটি সরিয়েছো তুমি,' হিসহিস করে বলেছিলেন তিনি, 'আমার ছেলে কখনও ঠগবাজি করবে না।'

মুখে রক্তের স্বাদ পাচ্ছিলাম আমি। সামনে, মেঝেত পড়ে ছিল সাদা

BanglaBook.org

রাণী। মাথাটা ভেঙে গেছে। আমার গলা আর বুকের মাঝে জ্বলে যাচ্ছিল তীব্র ঘৃণায়। ভাঙা রাণীটা বোর্ডে তুলে এনে রাখলাম আমি, তারপর এক এক করে অন্যান্য গুঁটিগুলো। ঠিক যেভাবে সাজানো ছিল।

'তোমার চাল, বাবা।'

যে খেলোয়াড়ের রক্তে বরফঠাণ্ডা ঘৃণার স্রোত বইছে, যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিপক্ষ তার গায়ে হাত তুলে বসেছে, যখন প্রকাশ পেয়ে গেছে তার দুর্বলতা; তখন সেই খেলোয়াড়ের পক্ষে আর কিছু করার থাকে না। গুঁটির অবস্থান ভুলে যায় না সে, বরং দুর্বলতাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে পরিকল্পনা অনুযায়ি খেলা চালিয়ে যায়। ধীরে ধীরে দম নেয়, আবার সাজিয়ে নেয় খেলার চাল। বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে যায় সে, তারপর এমনভাবে খেলার মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসে যেন কিছুই ঘটেনি।

টেবিলের এক প্রান্তে বসে দেখছিলাম, নড়ছে ক্লাস গ্রিভের মুখ। গালের পেশিগুলো সংকুচিত এবং প্রসারিত হচ্ছে, শব্দ তৈরি করছে। তার কথা বুঝতে নিশ্চয়ই ফার্ডিনান্ড এবং অন্য দুই পাথফাইন্ডার প্রতিনিধির কোন অসুবিধা হচ্ছে না, তিনজনই গ্রিভকে নিয়ে দারুণভাবে সন্তুষ্ট। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করছি ওই মুখটাকে। ঘৃণা করছি ওর গোলাপি মাড়ি, শক্ত সাদা দাঁত; এমনকি ওর মুখের আকৃতিকে। লম্বা একটা গহবর, দুই প্রান্ত উপরের দিকে বেঁকে গেল; অর্থাৎ হাসছে সে। সেই একই হাসি যেটা দিয়ে বিয়র্ন বোর্গ পুরো দুনিয়াকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে, যেই হাসির সাহায্যে ক্লাস গ্রিভ এখন তার চাকরিদাতা, পাথফাইন্ডারকে পটাচ্ছে। কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি ঘেন্না হচ্ছে ওর ঠোঁটগুলো দেখে। ওই ঠোঁটগুলোই আমার স্ত্রীর ঠোঁটের স্পর্শ পেয়েছে, তার ত্বক ছুঁয়ে দেখেছে। হয়তো ডায়ানার ঈষৎ লালচে নিপল, তার ভেজা যোনিতেও স্পর্শ লেগেছে ওদের। আমার মনে হল, আমি যেন গ্রিভের নিচের ঠোঁটের এক জায়গায় একটা সোনালি রঙের যোনিকেশও আটকে থাকতে দেখলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নীরবে বসে থাকলাম আমি। পুরো সময়টা জুড়ে ইন্টারভিউ গাইড থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন ছুঁড়ে গেল ফার্ডিনান্ড, এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলছে যেন বইটা ওরই লেখা।

ইন্টারভিউয়ের শুরুতে গ্রিভ কেবল আমাকে সম্বোধন করেই কথা

BanglaBook.org

বলছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারল যে আমি কেবল একজন অঘোষিত, নীরব দর্শক হিসেবে এখানে উপস্থিত আছি আজ, আর তার কাজ হচ্ছে বাকি তিনজনকে নিজের বড় বড় বয়ান দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করা। তারপরেও, নির্দিষ্ট সময় পর পর আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছিল সে, যেন আমার ভূমিকাটা বোঝার চেষ্টা করছে।

কিছুক্ষণ পরেই পাথফাইন্ডার থেকে আসা দুই প্রতিনিধি, কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজারের পক্ষ থেকে গ্রিভকে সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা শেষ হয়ে গেল, যেগুলোর বেশিরভাগই হল হোটে'র সাথে গ্রিভের কাজ করার সময়টুকু নিয়ে। গ্রিভ জানাল যে কিভাবে সে এবং হোটে একসাথে কাজ করে প্রতি মিলিমিটারে প্রায় এক শ ট্রান্সমিটারসহ 'ট্রেস' নামে নতুন একটা রঙ বা বার্নিশ তৈরি করেছে, যেটা যে কোন বস্তুর গায়ে লাগিয়ে দেয়া যায়। এর সুবিধাটা হচ্ছে, বার্নিশটা প্রায় অদৃশ্য, যে কোন সাধারণ বার্নিশের মতই বস্তুর গায়ে এমনভাবে লেগে যায় যে তাকে শিরিষ কাগজ ছাড়া তোলা প্রায় অসম্ভব। আর অসুবিধাটা হচ্ছে, ট্রান্সমিটারগুলো এত ক্ষুদ্র যে তাদের সিগন্যাল খুবই দুর্বল, বাতাস ছাড়া অন্য কোন বস্তুর আস্তরণ থাকলে তারা সিগন্যাল পাঠাতে পারে না। সেই বস্তু হতে পারে পানি, বরফ, কাদা অথবা ধুলোর পুরু আবরণ, যেটা সাধারণত মরুযুদ্ধে ব্যবহৃত গাড়িগুলোর উপর তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তবে অন্য দিকে, এমনকি পুরু ইটের তৈরি দেয়ালও খুব একটা অসুবিধের সৃষ্টি করতে পারে না।

'আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যে সব সৈন্যের শরীরে ট্রেস পেইন্ট করে দেয়া হয় তাদের গায়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ময়লা জমার পরে তারা রিসিভারের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে,' বলল গ্রিভ। 'মাইক্রোস্কোপিক ট্রান্সমিটারকে আরও শক্তিশালী করে তোলার মত প্রযুক্তি এখনও আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি।'

'আমাদের কাছে আছে সেটা,' চেয়ারম্যান বলল। লোকটার বয়স হবে পঞ্চাশের কোঠায়, চুল পাতলা হয়ে আসছে। একটু পরপর ঘাড়টা নানা দিকে ঘোরাচ্ছে, যেন তার ভয় যে ঘাড়ে খিঁচ ধরে যাবে, অথবা সে এমন কিছু একটা গিলে ফেলেছে যেটা গলা থেকে নিচে নামানো যাচ্ছে না। আমার সন্দেহ হল, ব্যাপারটা কোন ধরণের অনিয়ন্ত্রিত খিঁচুনি হতে পারে,

BanglaBook.org

পেশির অসুখের কারণে যেগুলো হয়, যার ফলাফল কেবল একটাই। 'কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের কাছে ট্রেসের প্রযুক্তিটা নেই।'

'এক হিসেবে বলতে গেলে, হোটে এবং পাথফাইন্ডার–এই দুইয়ে মিলে একটা নিখুঁত দম্পতি হতে পারে,' বলল গ্রিভ।

'ঠিক তাই,' ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল চেয়ারম্যান, 'পাথফাইন্ডারকে বানানো হবে গৃহিনী, যে কিনা মাসিক আয়ের অংক থেকে সামান্য ছিটেফোঁটা কেবল পাবে।'

গ্রিভ হাসল। 'ঠিকই বলেছেন। তাছাড়া, পাথফাইন্ডার যদি হোটে'র প্রযুক্তি হাতে পেতে চায় তবে এটাই সবচেয়ে সহজ রাস্তা। সে-জন্যই আমি বিশ্বাস করি যে পাথফাইন্ডারের সামনে এখন একটা রাস্তাই খোলা আছে, আর সেটা হচ্ছে–একাই পথ চলা।'

আমি দেখলাম, চোখাচোখি হল পাথফাইন্ডারের দুই প্রতিনিধির মাঝে।

'যাই হোক, আপনার সিভিটা বেশ দারুণ, গ্রিভ,' বলল চেয়ারম্যান। 'কিন্তু পাথফাইন্ডারে আমাদের সবারই একই মতামত–আমাদের সিইও হবে এমন একজন ব্যক্তি যে থাকতে এসেছে...আপনাদের রিক্রুটমেন্টের ভাষায় যেন কি বলেন?'

'ফার্মার,' লাফ দিয়ে তার প্রশ্নের জবাব দিতে এগিয়ে এল ফার্ডিনান্ড।

'হ্যাঁ, ফার্মার। কৃষক। শুনলেই ভালো লাগে, তাই না? সহজভাবে বলতে গেলে, এমন একজন মানুষ যে তার অধীনে থাকা জমিটুকু চাষ করে, ইটের পরে ইট সাজিয়ে তৈরি করে নতুন কিছু। যে কিনা শক্তপোক্ত, ধৈর্যশীল। আর আপনার রেকর্ডগুলো বেশ, কি বলে...দারুণ নাটকিয়; কিন্তু আপনার মাঝে সেই প্রাণশক্তি আর জেদ আছে কি না সেটা জানার কোন উপায় দেখছি না, যেটা আমাদের ডিরেক্টরের মাঝে দরকার।'

গম্ভীর মুখে চেয়ারম্যানের কথাগুলো শুনল ক্লাস গ্রিভ। কথাগুলো শেষ হতে মাথা ঝাঁকাল।

'প্রথমেই আমি বলতে চাই, পাথফাইন্ডারের ডিরেক্টরের যোগ্যতা হিসেবে আপনি যে কথাগুলো বললেন তার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। দ্বিতীয়ত, ওই যোগ্যতাগুলো যদি আমার না থাকত তবে আজ এখানে থাকার মতো কোন আগ্রহ দেখাতাম না আমি।'

'ওই গুণগুলো আপনার আছে?' পাথফাইন্ডার থেকে আসা দ্বিতীয় প্রতিনিধি প্রশ্ন করল। লোকটা কূটনীতিক ধরণের, নিজের পরিচয় দেয়ার

BanglaBook.org

আগেই ওকে চিনে নিয়েছি ঝানু পাবলিক রিলেশনস অফিসার হিসেবে। ওদের কয়েকজন আমার হাতেই নিয়োগ পেয়েছে।

হাসল ক্লাস গ্রিভ। আন্তরিক হাসি, ফলে কঠোর মুখটা কেবল নরমই হয়ে উঠল না, একেবারে বদলে গেল। ইতোমধ্যেই কয়েকবার ওর এই ফন্দিটা দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। ব্যাটা বোঝাতে চাইছে যে দরকার হলে শিশুর মতো দুষ্টুমিও করতে পারে সে। হাসিটার ফলাফল মিলে যায় ইনবাউ, রেইড এবং বাকলিতে বর্ণিত আন্তরিক স্পর্শের ফলাফলের সাথে; যে হাসিতে বলা হয় যে আমার কিছুই লুকোনোর নেই।

'আপনাদের একটা গল্প বলি,' হাসিটা ধরে রেখেই বলল গ্রিভ। 'গল্পটা এমন একটা ব্যাপার নিয়ে, যেটা স্বীকার করতে আমার বেশ অস্বস্তি লাগে। আর সেটা হচ্ছে, আমি হারতে পছন্দ করি না। একেবারেই না। এমনকি কয়েন টসেও হারতে খারাপ লাগে আমার।'

কামরার সবাই হেসে উঠল।

'তবে আশা করি গল্পটা থেকে আমার প্রাণশক্তি এবং জেদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাবেন আপনারা,' বলে চলল সে। 'বিবিই'তে থাকার সময়, সুরিনামে একবার এক ছোটখাট ড্রাগ স্মাগলারের পেছনে লাগতে হয়েছিল আমাকে...'

দেখতে পাচ্ছি যে নিজেদের অজান্তেই পাথফাইন্ডারের লোক দু-জন সামান্য সামনে ঝুঁকে এসেছে। সবার কফির কাপগুলো ভরে দিতে লাগল ফার্ডিনান্ড, আমার দিকে একটা আত্মবিশ্বাসী হাসি ছুঁড়ে দিল এক ফাঁকে।

নড়ে চলেছে ক্লাস গ্রিভের মুখ। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, ক্ষুধার্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন সব জায়গায় যেখানে ওটার থাকার কোন অধিকার নেই। ডায়ানা কি শিৎকার দিয়েছিল? নিশ্চয়ই দিয়েছিল। ডায়ানার পক্ষে ওটা আটকে রাখা কখনই সম্ভব হয় না। কী সহজ একটা শিকার পেয়ে গেছে গ্রিভ। প্রথমবার যখন আমি আর ডায়ানা প্রেম করি তখন করনারো চ্যাপেলে অবস্থিত বার্নিনির তৈরি ভাস্কর্যটার কথা মনে পড়েছিল আমার *দ্য একসট্যাসি অব সেইন্ট তেরেসা ডি আভিয়া*। ডায়ানার আধখোলা মুখ, কষ্টের অভিব্যক্তি, কপালের ভাঁজ আর ফুলে ওঠা শিরা; এগুলোই বোধহয় তার কারণ। তার সাথে আরও একটা কারণ ছিল : ডায়ানার চিৎকার। আমার কাছে সব সময়েই মনে হয়েছে, বার্নিনির ভাস্কর্যে ফুটিয়ে তোলা সেইন্ট তেরেসাও চিৎকাররত, দেবদূতরা তার বুক থেকে

BanglaBook.org

তীর টেনে বের করছে কেবল আরও একবার ঢুকিয়ে দেবে বলে। অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে ভাস্কর্যটাকে; স্বর্গীয় এক যৌনমিলনের দৃশ্য। স্বর্গীয়, কিন্তু যৌনউত্তেজকও বটে। কিন্তু তাই বলে কোন সেইন্টের পক্ষেও ডায়ানার মতো চিৎকার করা সম্ভব বলে মনে হয় না। ডায়ানার চিৎকার যেন এক বেদনার্ত আনন্দ, কানের মাঝে ঢুকে যাওয়া তীরের ফলা যেটা পুরো শরীরে শিহরণ ছড়িয়ে দেয়। একই সাথে বেদনা আর প্রলম্বিত গোঙানি, এমন একটা সুর যেটা ওঠে আর নামে, ঠিক যেন কোন খেলনা এরোপ্লেন। চিৎকারটা এতই মর্মভেদী যে প্রথমবার মিলনের পর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেছিলাম আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। তিন সপ্তাহ প্রেম করার পরেই টিনিটাস বা কানের অসুখের প্রথম লক্ষণগুলো ধরতে পেরেছিলাম আমি। মনে হত যেন জলপ্রপাতের শব্দ শুনছি, বা কোন স্রোতস্বিনী নদী, তার সাথে মাঝে মাঝে যোগ হত একটা শিষের মতো শব্দ।

অনেকটা ঠাট্টা করেই আমার কানের সমস্যাটার কথা ডায়ানার কাছে বলেছিলাম আমি, কিন্তু ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ গুরুত্বের সাথে নিয়েছিল ও। মজা পাওয়ার বদলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কেঁদে ফেলেছিল প্রায়। পরেরবার আমরা যখন প্রেম করলাম, দেখলাম ওর নরম হাতগুলো আমার কানের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো নতুন কোন উপায়ে আদর করছে, কিন্তু পরে যখন দেখলাম যে হাতের তালু দিয়ে আমার কান দুটো ঢেকে দিল ডায়ানা, তখন বুঝলাম যে আসলে ও আমাকে কতটা ভালোবাসে। হাত দিয়ে কান ঢেকে দেয়ায় যে খুব সুবিধা হয়েছিল তা নয়, চিৎকারগুলো তখনও মাথার ভেতর গিয়ে লাগত, কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে সত্যিই অনেক বড় প্রভাব ফেলল আমার উপর। এমনিতে আমি কান্নাকাটি করার মানুষ নই, কিন্তু সে দিন চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌছানো মাত্রই শিশুর মতো কেঁদে ফেললাম। হয়তো বুঝতে পেরেছিলাম, এই নারীর মতো ভালো আর কেউ কখনও বাসবে না আমাকে।

আর তাই, এই মুহূর্তে যখন আমি নিশ্চিত, গ্রিভের বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়েও ঠিক একইভাবে চিৎকার করেছে ডায়ানা, তখন গ্রিভের চেহারার দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্ন বারবার উঠে আসতে চাইছে আমার মনে, আর সেটাকে প্রাণপনে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারছি না নিজেকে ডায়ানা কি গ্রিভের কানগুলোও ঢেকে রেখেছিল?

BanglaBook.org

'প্রায় পুরো রাস্তাটাই জঙ্গল আর জলাভূমির মাঝ দিয়ে পার হতে হয়েছিল আমাদের,' বলে চলেছে গ্রিভ। 'এক নাগাড়ে আট ঘন্টা পায়ে হাঁটতাম আমরা। তারপরেও, একটুর জন্য বারবার ফসকে যাচ্ছিল ব্যাটা, খুব সামান্য সময়ের জন্য ধরতে পারছিলাম না। একে একে আমার দলের বাকিরা হাল ছেড়ে দিতে লাগল। জ্বর, আমাশয়, সাপের কামড়, আর না হয় সর্বগ্রাসী ক্লান্তি। যার পেছনে লেগেছিলাম সে অবশ্য খুবই সাধারণ এক লোক। কিন্তু জঙ্গল আসলে আপনার যুক্তিবোধকে ধ্বংস করে দেয়। সবার ছোট ছিলাম আমি, অথচ শেষপর্যন্ত আমার উপরেই এসে পড়ল নেতৃত্বের ভার। হাতে তুলে নিলাম ম্যাচেটি।'

ডায়ানা আর গ্রিভ। গ্রিভের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ফেরার পর গ্যারেজে ভলভোটা পার্ক করার সময় আমার এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, গাড়ির জানালাটা নামিয়ে রাখি, তারপর ইঞ্জিন চালু করে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা মনোক্সাইড যাই হোক না কেন, সেটা আঁয়ার সাথে টেনে নিই বুকের ভেতরে। হাজার হোক, এভাবে মরলে কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

'কল্পনাতীত রকমের ভয়ানক সব পথ দিয়ে তেষট্টি দিন লোকটাকে অনুসরণ করলাম আমরা, পাড়ি দিলাম প্রায় তিন শ বিশ কিলোমিটার পথ। তত দিনে দলে অবশিষ্ট আছে কেবল আমি আর গ্রোনিনজেনের এক ছোকরা। ছেলেটা এত বোকা ছিল যে ওর পক্ষে এমনকি পাগল হওয়াও সম্ভব নয়। হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে একটা নিদার টেরিয়ার পাঠাতে বললাম আমি। কুকুরের ওই জাতটা আপনারা চেনেন? চেনেন না? এটা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিকারি কুকুর। অত্যন্ত বিশ্বাসী। আপনি যে কোন কিছুর দিকে আঙুল তাক করলেই ছুটে গিয়ে সেটাকে আক্রমণ করবে, তার সাইজ যাই হোক না কেন। সারা জীবনের বন্ধু, আক্ষরিক অর্থেই। হেলিকপ্টারে করে কুকুরটাকে নামিয়ে দিয়ে গেল ওরা। কুকুরটার বয়স হবে এক বছরের একটু বেশি, প্রায় বাচ্চাই বলা যায়। জায়গাটা ছিল জঙ্গলের মাঝে, সিপালিউইনি জেলায়। ওই একই জায়গায় কোকেনের চালানও ফেলা হয়। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে নামানো হয় কুকুরটাকে। ভাবলাম, কুকুরটা যদি এই জঙ্গলে চব্বিশ ঘন্টা টিকে থাকতে পারে তবে সেটাই হবে অলৌকিক ঘটনা, আমাদের খুঁজে বের করা তো দূরে থাক। কিন্তু ঠিক দুই ঘণ্টার মাঝেই আমাদের অবস্থান বের করে ফেলল কুকুরটা।'

BanglaBook.org

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল গ্রিভ। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ এখন সম্পূর্ণভাবে তার হাতে।

'ওর নাম রেখেছিলাম সাইডউইন্ডার। ওই নামে একটা হিট-সিকিং মিসাইল আছে, জানেন তো? কুকুরটাকে দারুণ ভালোবেসে ফেলেছিলাম, সে-জন্যই এখনও একটা নিদার টেরিয়ার পুষি আমি। সত্যি কথা বলতে, ওটা হচ্ছে সাইডউইন্ডারের নাতি। গতকালই হল্যান্ড থেকে এখানে নিয়ে এসেছি ওকে।'

গ্রিভের বাসায় চুরি করার পর আমি যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন ডায়ানা লিভিং রুমে বসে খবর দেখছে। মাইক্রোফোনের জঙ্গলের ওপাশে প্রেস কনফারেন্সে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছিল ইনস্পেক্টর ব্রিড স্পারকে। একটা খুনের ব্যাপারে কথা বলছিল। এমন একটা খুন যেটার সমাধান করা হয়েছে, তার কথা শুনে মনে হচ্ছিল যে কাজটা সে সম্পূর্ণ একাই করেছে। স্পারের কণ্ঠস্বরের মাঝে কেমন একটা পুরুষালী ভাঙা ভাব আছে, মনে হয় যেন কোন রেডিও ঠিকমত সিগন্যাল পাচ্ছে না, অথবা এমন একটা টাইপরাইটার যেটার একটা অক্ষর ভাঙা, ফলে কাগজে কোনমতে পড়া যায় এমন। 'অপরাধিকে আগামিকাল কোর্টে হাজির করা হবে। আর কারও কোন প্রশ্ন?' এখন তার কণ্ঠস্বর থেকে পুব অসলোর সব টান চলে গেছে ঠিক, তবে গুগল বলছে যে অ্যামেরুদের হয়ে আট বছর বাস্কেটবল খেলেছে সে। নিজের ইয়ারে দ্বিতীয় অবস্থান নিয়ে পুলিশ কলেজ ছেড়েছে। একটা মেয়েদের ম্যাগাজিন থেকে তার ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছিল, কিন্তু সেখানে তার কোন প্রেমিকা বা এমন কেউ আছে কি না বলতে অস্বীকার করেছে স্পার, বলেছে এটা তার পেশাগত গোপনীয়তা। তেমন কারও পরিচয় যদি প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে মিডিয়া এবং ক্রিমিনালদের কাছ থেকে তাকে অনেক বেশি ঝামেলা পোহাতে হবে। তবে ওই একই ম্যাগাজিনে সে যে ছবি দিয়েছিল—বোতামখোলা শার্ট, আধবোজা চোখ, মুখে হালকা হাসি—এতে কোনভাবেই বোঝার উপায় নেই যে তার কোন প্রেমিকা আছে।

ডায়ানার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ালাম আমি।

'এখন থেকে ক্রিপোসে কাজ করবে সে,' বলল ডায়ানা। 'খুন এবং এই ধরণের ঝামেলা নিয়ে।'

এটা অবশ্য আমি জানি। প্রতি সপ্তাহেই গুগলে ব্রিড স্পারকে নিয়ে সার্চ করি আমি, দেখি যে সে ছবিচোরদের নিয়ে কিছু বলেছে বা করেছে কি না।

BanglaBook.org

তাছাড়াও সুযোগ পেলে আমি নিজেও স্পারকে নিয়ে নানা তথ্য বের করি। অসলো খুব একটা বড় শহর নয়, ফলে অনেক কিছুই আমি জানি।

'তাহলে তো তোমার বেশ অসুবিধে হয়ে গেল,' স্বস্তির সাথে বললাম আমি। 'গ্যালারিতে আর দেখা যাবে না তাকে।'

হেসে উঠে আমার দিকে তাকাল ডায়ানা। আমিও মুখে হাসি ফুটিয়ে ওর দিকে তাকালাম, ওর মুখের সাথে উল্টো অবস্থানে রইল আমার মুখ। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো যে গ্রিভের সাথে এসব কিছুই ঘটেনি, নিশ্চয়ই আমার অতিকল্পনার ফল, চিন্তাভাবনার উপর একটু অতিরিক্ত রঙ চড়ানো, আর কিছু নয়। মানুষ মাঝে মাঝে এমন কাজ করে না? কোন একটা পরিস্থিতিতে সবচেয়ে খারাপ কি ঘটতে পারে সেটা কল্পনা করে দেখে, বোঝার চেষ্টা করে যে তখন সেটা আসলে সহ্যের সীমার মাঝে থাকে কি না? এবং এটা যে সত্যিই স্বপ্ন ছিল সেটা নিশ্চিত করার জন্যই যেন আমি ওকে বললাম যে আমি সিদ্ধান্ত বদল করেছি। ডায়ানাই ঠিক বলেছিল, সত্যিই ডিসেম্বরে আমাদের টোকিও থেকে ঘুরে আসা উচিত। কিন্তু কথাটা শুনেই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল ও, বলল যে ক্রিসমাসের আগে কোনভাবেই গ্যালারি বন্ধ করা উচিত হবে না। ওটাই তো ব্যবসার মৌসুম, তাই না? আর তাছাড়া ডিসেম্বরে কেউ টোকিও যায় না, তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে ওখানে। তাহলে বসন্তে গেলে কেমন হয়? জানতে চাইলাম আমি। দরকার হলে তখনকার জন্য টিকেট বুক করে রাখতে পারি। তখন ডায়ানা বলল যে এটা একটু বেশিই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হয়ে যায়, বসন্ত তো এখনও অনেক দূরে। তার চেয়ে আমরা কি অপেক্ষা করে দেখতে পারি না যে ভবিষ্যতে কি ঘটে? বেশ, জবাব দিলাম আমি, তারপর বললাম, ঘুমাতে যাচ্ছি, আমি সত্যিই খুব ক্লান্ত।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসার পর নার্সারিতে চলে গেলাম আমি, তারপর মিজুকো জিজো মূর্তিটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। বেদীটা এখনও স্পর্শ করা হয়নি। বেশি বেশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। অপেক্ষা করেই দেখা যাক। এবার পকেট থেকে ছোট্ট লাল বস্ত্রটা বের করলাম, তারপর বক্সের মসৃণ শরীরে একবার আঙুল বুলিয়ে পাথরের তৈরি ছোট্ট বুদ্ধ মূর্তিটার পাশে রেখে দিলাম, যেটা আমাদের জলশিশুর উপর নজর রেখেছে।

'দু-দিন পর সেই ড্রাগ স্মাগলারকে একটা ছোট্ট গ্রামে খুঁজে পেলাম

BanglaBook.org

আমরা। একেবারেই অল্পবয়েসি এক বিদেশি মেয়ে লুকিয়ে রেখেছিল তাকে। পরে জানা গেল, মেয়েটা লোকটার গার্লফ্রেন্ড। এই ধরণের স্মাগলাররা সাধারণত একেবারেই নিষ্পাপ চেহারার মেয়েদের খুঁজে বের করে, তারপর তাদের কুরিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এটাই চলতে থাকে, যত দিন না মেয়েটা কাস্টমসের হাতে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটতে চলে যায়। লোকটার পেছনে ধাওয়া করার পর পয়ষট্টি দিন কেটে গিয়েছিল,' লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল ক্লাস গ্রিভ। 'তবে আমার যেটা মনে হয়, আরও পয়ষট্টি দিন কাজটা করতেও আমার আপত্তি থাকত না।'

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভাঙল সেই পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার। 'তারপর কি লোকটাকে গ্রেফতার করলেন আপনি?'

'শুধু তাকে নয়। ওই স্মাগলার এবং তার গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে আরও তেইশ স্মাগলারকে পরবর্তিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই আমরা।'

'আচ্ছা...' বলতে শুরু করল চেয়ারম্যান। 'এই ধরণের কোন লোককে ঠিক কিভাবে গ্রেফতার করা হয়?'

'এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন নাটকিয় কিছু ছিল না,' মাথার পেছনে দু-হাত বেঁধে জবাব দিল গ্রিভ। 'নারী পুরুষের সম অধিকার এখন সুরিনামেও পৌছে গেছে। আমরা যখন তার বাড়িতে হানা দিলাম তখন সে নিজের অস্ত্রগুলো কিচেন টেবিলের উপর রেখে গার্লফ্রেন্ডকে মাংস কিমা করতে সাহায্য করছে।'

হাসিতে ফেটে পড়ল চেয়ারম্যান, হাসতে হাসতেই এক নজর তাকাল পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজারের দিকে। সেও বাধ্যগতভাবে ম্যানেজারের সাথে হাসিতে যোগ দিল, যদিও তার হাসিটা হলো আরও পরিমিত। তাদের দু-জনের সাথে যোগ হলো ফার্ডিনান্ডের উঁচু পর্দার হাসির শব্দ। চারজনের চকচকে চেহারাগুলো দেখতে লাগলাম আমি, মনে মনে ভাবছি যে এই মুহূর্তে আমার হাতে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড থাকলে কি ভালোই না হতো!

ফার্ডিনান্ডের পক্ষ থেকে ইন্টারভিউয়ের সমাপ্তি ঘোষণার পর ইচ্ছে করেই ক্লাস গ্রিভের সাথে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। বাকি তিনজন একটা সংক্ষিপ্ত বিরতি নিল, তারপর সিদ্ধান্ত নিতে বসবে।

গ্রিভকে সাথে নিয়ে লিফটের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি, বোতামে চাপ দিলাম।

BanglaBook.org

'বেশ ভালো দেখিয়েছ আজ,' হাত দুটো স্যুট ট্রাউজারের সামনে ভাঁজ করে রেখে ফ্লোর ইন্ডিকেটরের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। 'কাউকে পটানোর ব্যাপারে তোমার জুড়ি নেই, স্বীকার করতেই হবে।'

'পটানো...এই কথাটার ব্যাপারে আমি আসলে অতটা নিশ্চিত নই। আশা করি নিজেকে বিক্রি করা জিনিসটাকে তুমি তেমন অসম্মানজনক বলে মনে করো না, রজার।'

'মোটেই না। তোমার জায়গায় আমি হলেও একই কাজ করতাম।'

'ধন্যবাদ। রিপোর্টটা কখন লিখবে?'

'আজ রাতেই।'

'দারুণ।'

লিফটের দরজা খুলে গেল। ভেতরে পা রাখলাম আমরা, অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'তবে একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঘুরছে,' বললাম আমি। 'তুমি যে লোকটার পিছু নিয়েছিলে...'

'হ্যাঁ?'

'ওই লোকটাই কি সেই সেলারে তোমার উপর টর্চার করেছিল?'

হাসি ফুটল গ্রিভের ঠোঁটে। 'কিভাবে বুঝলে?'

'নির্ভেজাল আন্দাজ।' দু-পাশ থেকে বেরিয়ে এল লিফটের দরজাগুলো। 'তারপরেই লোকটাকে গ্রেফতার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলে তুমি?'

একটা ভ্রু উঁচু করল গ্রিভ। 'কথাটা মনে হয় তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। চলতে শুরু করল লিফট।

'আমার ইচ্ছে ছিল ওকে খুন করার,' বলল গ্রিভ।

'এত বড় প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে হয়েছিল তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'ডাচ সেনাবাহিনীতে খুনের অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি?'

'নিশ্চিত করা যে, তুমি যেন কখনও ধরা না পড়ো। কিউরাসিট।'

'মানে বিষ? বিষ-মাখানো তীরের মাথায় যেগুলো থাকে?'

'বিশ্বের যে অংশটায় আমি থাকি, সেখানে হেডহান্টাররা এটাই ব্যবহার

BanglaBook.org

করে।'

ধারণা করলাম, ইচ্ছে করেই দ্ব্যর্থকভাবে শব্দটা ব্যবহার করল সে।

'আঙুরের সাইজের একটা রাবার বলের মাঝে ভরা থাকে কিউরাসিট, আর বলের গায়ে আটকানো থাকে প্রায় বোঝা যায় না এমন একটা সুঁই। টার্গেটের বিছানায় বলটাকে লুকিয়ে রাখতে হয়। সে যখন ঘুমাতে যায় তখন চাপ লেগে সুঁই ঢুকে যায় তার চামড়ায়, আর ওজনের কারণে রাবার বলে থাকা বিষ ঢুকে পড়ে শরীরে।'

'কিন্তু লোকটা তখন তার বাড়িতে ছিল,' বললাম আমি। 'সাক্ষি হিসেবে ওই মেয়েটাও ছিল। ধরা পড়ে যেতে তুমি।'

'ঠিক বলেছো।'

'লোকটার মুখ থেকে বাকিদের সম্পর্কে খবর বের করলে কিভাবে?'

'তাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি। আমার সঙ্গিকে বলেছিলাম লোকটাকে শক্ত করে চেপে ধরতে, তারপর তার একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম মাংস কিমা করার মেশিনে। বলেছিলাম, প্রথমে ওর হাতটাকে কিমা বানানো হবে, তারপর সেই মাংস খাওয়ানো হবে আমাদের কুকুরটাকে। ওর চোখের সামনে। তখনই মুখ খোলে সে।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি, দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। লিফটের দরজা খুলে গেল, বের হয়ে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। দরজাটা খুলে ধরলাম গ্রিভের জন্য। 'আর লোকটা মুখ খোলার পর কি ঘটেছিল?'

'কি ঘটেছিল মানে?' চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল গ্রিভ।

'তোমার কথা রেখেছিলে তুমি?'

'আমি...' বুক পকেট থেকে একটা মাউই জিম টাইটেনিয়াম সানগ্লাস বের করে চোখে পরতে পরতে বলল গ্রিভ, 'আমার কথা সব সময় রাখি।'

'মানে স্রেফ গ্রেফতার করেই ছেড়ে দিলে? দুই মাস ধরে লেগে থাকলে লোকটার পেছনে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিলে, বদলে শুধু এটুকুই?'

মৃদু হাসল গ্রিভ। 'তুমি বুঝতে পারছ না রজার। কোন ধাওয়া থেকে পিছিয়ে আসাটা আমার মতো লোকদের কখনই পছন্দ নয়। আমি আমার কুকুরের মতই, জেনেটিক্স আর প্রশিক্ষণের মিলিত ফলাফল। কখনও ঝুঁকির হিসেব করি না আমি। একবার কাজ শুরু করলে আমি একটা হিট-সিকিং মিসাইলে পরিণত হই, যাকে কখনও থামানো যায় না, যতক্ষণ না সেটা

BanglaBook.org

নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে। এবার এই কথাগুলোর ভিত্তিতে ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে যে সাইকোলজি শিখেছিলে সেটা ব্যবহার করে আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারো, যদি চাও।' আমার কাঁধে হাত রাখলো সে, পাতলা হাসি ফুটল ঠোঁটে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু বিশ্লেষণে কি পেলে সেটা নিজের কাছেই রেখো।'

দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। 'আর মেয়েটা? ওর মুখ থেকে কথা বের করেছিলে কিভাবে?'

'ওর বয়স তখন চৌদ্দ বছর।'

'তো?'

'তোমার কি মনে হয়?'

'জানি না।'

একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গ্রিভ। 'আমার সম্পর্কে তোমার এমন ধারণা কিভাবে হলো আমি জানি না, রজার। বাচ্চা মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদ করি না আমি। ওকে আমার সাথে প্যারামারিবো নিয়ে গিয়েছিলাম, তারপর নিজের বেতনের পয়সা দিয়ে একটা টিকেট করে প্রথম প্লেনেই ওর বাবা-মা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সুরিনামিজ পুলিশ ওর খোঁজ পাওয়ার আগেই।'

কার পার্কে দাঁড়িয়ে থাকা একটা রূপালি লেক্সাস জিএস ফোরথার্টির দিকে এগিয়ে গেল সে। আমার চোখগুলো অনুসরণ করল তাকে।

শরতের আবহাওয়াটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর। আমার বিয়ের দিন অবশ্য বৃষ্টি নেমেছিল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

হার্ট কন্ডিশন

তৃতীয়বারের মতো লোটি ম্যাডসেনের ডোরবেলে চাপ দিলাম আমি। সত্যি কথা বলতে, ওর নাম যে বেলের উপর লেখা আছে তা নয়। তবে আইলার্ট সান্ডটস গেটে এতগুলো দরজার বেল বাজিয়েছি যে, এখন আমি নিশ্চিত, এটাই লোটির ঠিকানা।

একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে নেমেছে অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। থরথর করে কাঁপছি আমি। অফিস থেকে লাঞ্চের পর ওকে ফোন করে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে আটটার দিকে দেখা করতে আসতে পারি কি না, তখন জবাব দিতে দীর্ঘক্ষণ সময় নিয়েছিল ও। অবশেষে দীর্ঘ নীরবতার পর যখন কেবল একটা শব্দ ব্যবহার করে সম্মতি জানাল, বুঝতে পেরেছিলাম, এইমাত্র নিজেকে দেয়া একটা প্রতিশ্রুতি ভাঙল ও; আর সেটা হচ্ছে–যে লোকটা তাকে ছেড়ে একেবারেই চলে গিয়েছিল তার সাথে আর কোন সম্পর্ক না রাখা, দেখা করা তো দূরে থাক।

প্রধান দরজার তালা খোলার শব্দ শোনা গেল। দরজাটা খামচে ধরলাম আমি, যেন ভয় পাচ্ছি যে এই একটা সুযোগই আছে আমার হাতে। দরজা খুলে যেতেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম, চাই না লিফটে এমন কোন প্রতিবেশীর সাথে দেখা হয়ে যাক যার হাতে আমাকে নিয়ে নানা রকম গল্প বোনার মতো যথেষ্ট সময় আছে।

সরু একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে লোটির অ্যাপার্টমেন্টের দরজায়। ওপাশে দেখা গেল ওর ফ্যাকাসে মুখটা।

ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি, দরজাটা বন্ধ করে দিলাম পেছনে।

'আবার এলাম।'

জবাব দিল না লোটি। সাধারণত দেয়ও না।

'কেমন আছো?' প্রশ্ন করলাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকাল লোটি ম্যাডসেন। প্রথমবার যেমন দেখেছিলাম তার

BanglaBook.org

চাইতে একটুও বদলায়নি ও ছোটখাট, অসহায় চেহারা। এলোমেলো হাবভাব, কুকুরছানার মতো ভয়ার্ত, বড় বড় বাদামি দুটো চোখ। মুখের দু-পাশে তেলতেলে চুলগুলো প্রাণহীন ভঙ্গিতে ঝুলে আছে। একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরণের কাপড়গুলো বিবর্ণ, বেসাইজ। দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এই মেয়েটা নিজের শরীরের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার চাইতে ঢেকে রাখতেই বেশি পছন্দ করে। যদিও সেটা করার কোন কারণই নেই ওর; লোটির ফিগার একদম স্লিম, সুগঠিত। মসৃণ, নিখুঁত ত্বক। কিন্তু ওর মাঝে এমন একটা অসহায়ত্ব, আত্মসমর্পণের ভাব রয়েছে যেটা দেখা যায় সেই সব মেয়েদের মাঝে, যারা শুধু মার খায়, একা থাকতে বাধ্য হয়, কখনও নিজের প্রাপ্য অংশটুকু বুঝে পায় না। ওই জিনিসটাই খুব সম্ভব আমার ভেতর এমন একটা জিনিস জাগিয়ে তুলেছিল যেটার অস্তিত্ব ওই মুহূর্তটার আগে কখনও টের পাইনি আমি কাউকে রক্ষা করতে চাওয়ার আকাঙ্খা। তার সাথে অবশ্য শারীরিক কামনাও ছিল, এই দুইয়ে মিলেই তৈরি হয়েছিল আমাদের সংক্ষিপ্ত সম্পর্কটা। অথবা ব্যাপারটা। ব্যাপার। সম্পর্ক কথাটা বর্তমাণ কাল বোঝায়, ব্যাপার বললে তা অতীতে চলে যায়।

প্রথমবার আমি লোটি ম্যাডসেনকে দেখি ডায়ানার আয়োজন করা গ্রীষ্মকালের প্রাইভেট ভিউগুলোর একটায়। কামরার অন্য পাশে একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল লোটি, আমি ব্যাপারটা ধরে ফেলার পর একটু দেরি করে ফেলেছিল চোখ সরিয়ে নিতে। কোন মেয়েকে এ ধরণের কাজ করার সময় ধরে ফেলতে পারলে মজাই লাগে, কিন্তু যখন আমি দেখলাম দ্বিতীয়বার আর আমার দিকে তাকাচ্ছে না সে, তখন নিজেই এগিয়ে গেলাম ছবিটার দিকে, ওর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। এর পেছনে অবশ্য কৌতুহল ছাড়া তেমন কোন কারণ ছিল না, কারণ আমার উপর ডায়ানার বিশ্বাস ভঙ্গ করার কথা কখনও আমার মনেও আসেনি। তবে দুর্জন লোকে হয়তো বলতে পারে যে আমার সততার পেছনে কারণ যতটা না ভালোবাসা, তার চাইতে বেশি বিপদের আশঙ্কা। বলতে পারে যে আমি জানি ডায়ানা আমার ধরাছোঁয়ার বাইরের একটা মেয়ে, অন্তত শারীরিক আকর্ষণের দিক দিয়ে তো বটেই। ফলে ওর বিশ্বাস

BanglaBook.org

ভঙ্গ করার মতো ঝুঁকি আমার পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমি যদি জীবনের বাকি সময়টা আমার চাইতে কম যোগ্যতার মেয়েদের সাথে কাটাতে না চাই।

হয়তো। কিন্তু লোটি ম্যাডসেন ছিল আমার সমান যোগ্যতার।

প্রথম দর্শনে কোন এক পাগলাটে আর্টিস্ট বলে মনে হচ্ছিল ওকে, আমি ধরে নিয়েছিলাম যে তা যদি নাও হয়, তবে নিশ্চয়ই তেমন কোন এক আর্টিস্টের প্রেমিকা। একমাত্র এই দুটো উপায়েই ঢোলা, বাদামি কর্ড জিনস আর একঘেয়ে ধরণের টাইট ধূসর সোয়েটার পরা একটা মানুষ এই প্রাইভেট ভিউতে প্রবেশাধিকার পেতে পারে। কিন্তু পরে জানা গেল, ও আসলে একজন ক্রেতা। যদিও স্বাভাবিকভাবেই নিজের পয়সায় নয়, বরং ডেনমার্কের একটা কোম্পানির জন্য, যারা ওডেনসে নিজেদের নতুন অফিস খুলছে। এছাড়াও নরওয়েজিয়ান আর স্প্যানিশ অনুবাদের কাজ করে সে, যেমন ব্রশিয়ার, আর্টিকেল, ইউজার ম্যানুয়াল, সিনেমা এবং নানা রকমের শখ-বিষয়ক বই। কোম্পানিটা তার অপেক্ষাকৃত নিয়মিত গ্রাহকদের একজন। মৃদু স্বরে কথা বলছিল ও, মুখে ছিল নার্ভাস হাসি; যেন বুঝতে পারছে না যে কেউ ওর সাথে কথা বলে সময় নষ্ট কেন করবে। প্রথম দেখাতেই লোটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম আমি। হ্যাঁ, আকর্ষণ কথাটা ব্যবহার করাই ঠিক হবে। মিষ্টি একটা মেয়ে, ছোটখাট। এক শ ঊনষাট সেন্টিমিটার, মাত্র। জিজ্ঞেস করার দরকার হয়নি অবশ্য, কেবল চোখ দিয়ে দেখেই উচ্চতা মেপে ফেলতে পারি আমি। সেই সন্ধ্যায় যখন বিদায় ওর কাছ থেকে, তখন আমার কাছে ওর ফোন নাম্বারটা রয়েছে, বলেছি আর্টিস্টের অন্যান্য ছবিগুলোর ফটোগ্রাফটা পাঠিয়ে দেবো। তখন পর্যন্ত অবশ্য আমার ধারণা ছিল যে অসৎ কোন উদ্দেশ্য নেই আমার।

পরেরবার আমাদের দেখা হলো সুশি অ্যান্ড কফিতে, কাপুচিনো খেতে খেতে। ওকে আমি বলেছিলাম, ফটোগ্রাফগুলো ইমেইল করার বদলে প্রিন্টআউট দেখাতে পারলেই ভালো হয়, কারণ কম্পিউটার অনেক সময় মিথ্যে বলতে পারে–ঠিক আমার মতো।

ছবিগুলো দ্রুত একবার উল্টেপাল্টে দেখানোর পর লোটিকে বললাম, বিবাহিত জীবনে আমি সুখি নই, কিন্তু তবুও ব্যাপারটা টেনে নিয়ে চলেছি

BanglaBook.org

কারণ আমার স্ত্রী আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। কোন বিবাহিত পুরুষ যখন একটা অবিবাহিত মেয়েকে পটাতে চায়, অথবা একটা বিবাহিত মহিলা কোন অবিবাহিত ছেলেকে; তখন এটাই যে সবচেয়ে সাধারণ অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল অজুহাতটা লোটি আগে কখনও শোনেনি। আমি নিজেও যে, শুনেছি তা নয়, তবে এটার কথা জানতাম, ধরে নিয়েছিলাম এতে কাজ হবে।

ঘড়ি দেখেছিল লোটি, বলেছিল ওর উঠতে হবে। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে আরও একটা সন্ধ্যা ও আমার সাথে সময় দিতে পারবে কি না। অন্য একজন আর্টিস্টের ছবি দেখাতে চাই ওকে, আমার ধারণা যে আজকের আর্টিস্টের চাইতে ওই লোকের ছবি কিনলে লোটির কোম্পানি অনেক বেশি লাভবান হবে। বেশ দ্বিধা করে পরে রাজি হয়েছিল লোটি।

গ্যালারি থেকে কিছু ফালতু ছবি এবং সেলার থেকে দারুণ রেড ওয়াইনের একটা বোতল নিয়ে হাজির হয়েছিলাম আমি। সেই উষ্ণ গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ও যখন দরজা খুলে আমাকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিল, সেই মুহূর্ত থেকেই যেন নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল লোটি।

আমার বিভিন্ন সময়ে করা ভুলগুলো নিয়ে ওকে মজার মজার গল্প বললাম আমি। এমন কিছু গল্প যেগুলো আপনার সম্পর্কে বেশ খারাপ অভিব্যক্তি তৈরি করবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রোতাকে বুঝিয়ে দেবে নিজেকে নিয়ে মজা করার মতো আত্মবিশ্বাস আপনার আছে। লোটি জানাল যে সে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান, তাদের সাথে ছোটবেলায় পুরো পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছে। তার বাবা এক ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারওয়ার্কস কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার। কোন নির্দিষ্ট দেশের নাগরিক নয় লোটি, তবে নরওয়েতে খারাপ লাগে না তার। ব্যস, এটুকুই। তবে বেশ কয়েকটা ভাষা জানে এমন কোন মানুষের তুলনায় কথা খুব কম বলে ও। অনুবাদক, ভাবলাম আমি। নিজের গল্প বলার চাইতে অন্যের গল্প শুনতেই বেশি ভালোবাসে।

আমার স্ত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল ও। সম্বোধন করল তোমার স্ত্রী বলে, যদিও ডায়ানার নাম ও নিশ্চিতভাবেই জানে। তা না হলে এই প্রাইভেট প্রদর্শনীতে ওর থাকার কথা নয়। তবে ওর এই সম্বোধনে আমি নিজে বেশ স্বস্তি পেলাম। ও নিজেও পেল।

BanglaBook.org

ওকে বললাম, আমার স্ত্রী প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছিল, আর আমি বাচ্চা নেয়ার বিপক্ষে মত দিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীর মতে, আমিই নাকি ওকে জোর করে অ্যাবোরশন করিয়েছি। তারপর থেকেই ঠাণ্ডা পর্যায়ে চলে গেছে আমাদের বিয়েটা।

'সত্যিই জোর করেছিলে তুমি?' জানতে চাইল লোটি।

'হবে হয়তো।'

কিছুটা পরিবর্তন আসতে দেখলাম লোটির চেহারায়। জানতে চাইলাম, কি হয়েছে।

'আমার বাবা মা আমাকে জোর করে অ্যাবোরশন করিয়েছিল। আমি তখন কিশোরি ছিলাম, বাচ্চাটার জন্য কোন বাবাকে পাওয়া যেত না। সেই ঘটনার জন্য এখনও তাদের ঘৃণা করি আমি। নিজেকেও।'

ঢোক গিললাম আমি। ঢোক গিললাম এবং নিজের সপক্ষে অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করলাম। 'আমাদের বাচ্চাটার ডাউন'স সিনড্রোম ছিল। যে সব বাবা মায়ের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে তাদের শতকরা পঁচাশি ভাগ অ্যাবোরশন করার সিদ্ধান্ত নেয়।'

কথাটা বলেই আফসোস হলো আমার। কি ভেবেছিলাম আমি? ডাউন'স সিনড্রোমের অজুহাত দিয়ে আমার বাচ্চা না নেয়ার ইচ্ছেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যাবে?

'এমনিতেও তোমার স্ত্রী হয়তো বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারত না,' বলল লোটি। 'ডাউন'স সিনড্রোমের সাথে সাথে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা প্রায় নিশ্চিতভাবেই থাকে।'

হৃৎপিণ্ডের সমস্যা, ভাবলাম আমি। আমার সাথে তাল মেলানোর জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম লোটিকে। আমার জন্য, আমাদের জন্য সব কিছু আবার সহজ হয়ে উঠল। এক ঘণ্টা পর দেখা গেল, আমাদের কারও গায়ে কোন কাপড় নেই। বিজয় উদযাপনের সাথে অভ্যস্ত আমি, সেই হিসেবে লোটিকে জয় করাটা আমার জন্য খুব বড় কোন অর্জন ছিল না। কিন্তু সেদিনের পর থেকে বেশ কয়েক দিন, বেশ কয়েক সপ্তাহ যেন আকাশে উড়তে লাগলাম আমি। সঠিকভাবে বলতে গেলে, সাড়ে তিন সপ্তাহ। অবশেষে একজন প্রেমিকা খুঁজে পেয়েছি আমি। যাকে ঠিক চব্বিশ দিন পর আবার ত্যাগও করেছি।

BanglaBook.org

এখন, এই মুহূর্তে হলরুমে আমার সামনে লোটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার পর সব কিছু কেমন যে অবাস্তব বলে মনে হতে লাগল আমার।

হ্যামসুন লিখেছেন, মানুষ নাকি খুব সহজেই ভালোবাসায় সন্তুষ্ট হতে পারে। খুব বেশি পরিমাণে পরিবেশন করা হয় এমন কোন কিছুই আমরা পছন্দ করি না। সত্যিই কি আমরা এমন নিরামিষ? কোন রহস্য নেই? সেটাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তো এমন কিছু ঘটল না। যা ঘটল তা হচ্ছে, বিবেকের দংশন। লোটির ভালোবাসার জবাব দিতে পারিনি বলে নয়, বরং আমি ডায়ানাকে ভালোবাসি বলে। ব্যাপারটা এমনিতেই ঘটত, কিন্তু সেটা ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপারের মাঝ দিয়ে।

সময়টা তখন গ্রীষ্মের শেষ, আমার পাপের চব্বিশতম দিন। আইলার্ট সান্ডটস গেটে লোটির ছোট্ট দুই কামরার ফ্ল্যাটে মিলিত হয়েছি আমি আর লোটি। তার আগে সমস্ত সন্ধ্যা জুড়ে গল্প করেছি আমরা–মানে, সঠিকভাবে বললে, আমি বকবক করেছি আর ও শুনেছে। জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছি ওকে। এই কাজটা বেশ ভালো পারি আমি, অনেকটা পাওলো কোয়েলহোর মতো। অর্থাৎ, শ্রোতা যদি শান্ত প্রকৃতির হয় তাহলে তার ভালোই লাগে, কিন্তু অন্যদের কাছে বিরক্তিকর মনে হয়।

লোটির বিষন্ন বাদামি চোখজোড়া আমার ঠোঁটের উপর ঝুলে ছিল, প্রতিটা শব্দকে যেন গিলে নিচ্ছিল। দেখছিলাম, কিভাবে আমার হাতে বোনা জাদুর দুনিয়ায় ধীরে ধীরে পা রাখছে ও, আমার মস্তিষ্কের তৈরি করা যুক্তিগুলোকে নিজের বলে মেনে নিচ্ছে ওর মন। আমার চিন্তাচেতনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে ও। আর আমার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, অনেক আগেই ওর ভালোবাসা, ওর বিশ্বস্ত চোখ, নীরবতা, আর প্রেম করার সময় ওর নিচু গলার, প্রায় শোনা যায় না এমন শিৎকারের প্রেমে পড়ে গেছি আমি। ডায়ানার তীক্ষ্ণ চিৎকারের ঠিক যেন উল্টো ওর গলা। আর এই প্রেমে পড়ার কারণেই সাড়ে তিন সপ্তাহ সময় যে কোন দিক দিয়ে উড়ে গেছে আমি টেরও পাইনি। তাই শেষ পর্যন্ত যখন আমার কথা শেষ হলো, তখন শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা। তারপর ঝুঁকে এসে ওর বুকে হাত রাখলাম আমি, ওর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল–অথবা কে জানে, আমার শিরদাঁড়ায়–তারপর দৌড়ে ওর বেডরুমে চলে এলাম দু-জন।

BanglaBook.org

১০১ সেন্টিমিটার চওড়া একটা বিছানা আছে এখানে, নামটা বেশ অদ্ভুত–ব্রেক্কে, অথবা ব্রেক। সেই রাতে লোটির শিৎকারগুলো আগের চাইতে জোরালো হলো, এক পর্যায়ে ডেনিশ ভাষায় আমার কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল ও। কথাটা অবশ্য বুঝতে পারলাম না আমি, কারণ ডেনিশ বেশ কঠিন একটা ভাষা–ইউরোপের যে কোন দেশের তুলনায় ডেনিশ বাচ্চারা দেরিতে কথা বলতে শেখে–কিন্তু তারপরেও সেগুলো দারুণ উত্তেজক বলে মনে হলো আমার কাছে, গতি আরও বাড়িয়ে দিলাম আমি। সাধারণত এভাবে গতি বাড়িয়ে দিল লোটি আমাকে নিষেধ করে, কিন্তু সেই রাতে উল্টো আমার নিতম্ব খামচে ধরে আমাকে আরও কাছে টেনে নিতে চাইল ও। ব্যাপারটাকে শক্তি ও গতি বাড়ানোর প্রতি ওর সম্মতি বলে ধরে নিলাম আমি, সেই অনুযায়ি কাজ করে চললাম, মনে মনে কল্পনা করছি আমার বাবার শেষকৃত্যের সময় দেখা খোলা কফিন, আর ভেতরে শুয়ে থাকা তার মুখ। দ্রুত স্থলন রোধ করার জন্য বেশ কার্যকরি একটা পদ্ধতি, আগেও পরীক্ষা করে দেখেছি। তবে এই ক্ষেত্রে স্থলনের কোন ইচ্ছেই নেই আমার। যদিও লোটি বলেছে, ও নিয়মিত পিল খায়, কিন্তু গর্ভধারণের কথাটা মাথায় আসলেই ভয় লাগতে শুরু করে আমার।

আমি জানি না, আমাদের প্রেম করার সময় লোটি কখনও চরম মুহূর্তে পৌছাতে পেরেছিল কি না। ওর চুপচাপ, নিয়ন্ত্রিত আচরণ দেখে মনে হতো যদি কখনও তেমন কোন মুহূর্ত আসেও, তাহলেও খুব বেশি হলে হালকা কেঁপে উঠবে ওর শরীর–আর কোন লক্ষণ দেখা যাবে না। আর সেটা হয়তো আমার দৃষ্টি এড়িয়েও যেতে পারে। আর আমার কাছে ও খুবই নাজুক একটা মানুষ, ভঙ্গুর কাঁচের মতো; যে কারণে ওকে এই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করতে চাই না। সে-জন্যই, এর পর যা ঘটল তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। শেষ একটা ধাক্কা দেয়ার পর আমার মনে হলো, এবার থামার সময় হয়েছে। একই সাথে অনুভব করলাম, একেবারে ভেতরে কিছু একটায় আঘাত করেছি আমি। শক্ত হয়ে গেল লোটির শরীর, চোখ আর মুখ বড় বড় হয়ে খুলে গেল। তারপরেই থরথর করে কেঁপে উঠল ও। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো, নিশ্চয়ই মৃগী রোগ আছে ওর। তারপরেই গরম কিছু একটা অনুভব করলাম আমি, এমনকি ওর যোনির

BanglaBook.org

চাইতেও গরম; ধীরে ধীরে ডুবিয়ে দিতে শুরু করল আমার পুরুষাঙ্গকে। তারপরেই মনে হলো যেন বন্যার মতো তোড়ে ভেসে গেল আমার তলপেট, কোমর আর অণ্ডকোষ।

তড়াক করে দু-হাতে ভর দিয়ে উঁচু হলাম আমি, আমাদের দু-জনের শরীর যে বিন্দুতে মিলেছে সে দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইলাম। ওর তলপেট এমনভাবে মোচড় খাচ্ছে যা আগে কখনও দেখিনি আমি, মনে হচ্ছে যেন আমাকে বের করে দিতে চাইছে। ভারি গলার গোঙানি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে, যা আগে কখনও শুনিনি। তারপরেই এল পরের ঢেউটা। ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তরল, আমাদের দু-জনের কোমরের মাঝ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বিছানার তোষক ভিজিয়ে দিল। এখনও প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেনি সেটা, তার আগেই ভিজে গেল দ্বিতীয়বার।

ঈশ্বর! মনে মনে ভাবলাম, ওর ভেতরে ফুটো করে ফেলেছি আমি! ভয়ার্ত অবস্থায় এর ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল আমার মস্তিষ্ক। প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছে ও, ভাবলাম আমি। যে জায়গায় ভ্রূন থাকে সেটা ফুটো করে ফেলেছি আমি, এখন সেখান থেকে সব কিছু বের হয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বিছানা। ঈশ্বর! জীবন আর মৃত্যুর মাঝে সাঁতার কাটছি আমরা। এ তো জলশিশু, আরেকটা জলশিশু!

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, মেয়েদের অর্গাজমের ব্যাপারে আমি পড়েছি আগে, কিছু কিছু পর্নো ফিল্মেও দেখেছি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল ওগুলো বানোয়াট, বুজরুকি, পুরুষের অলীক কল্পনার মেকী বাস্তবায়ন। সেই মুহূর্তে এসবের কিছুই মাথায় এল না আমার, খালি মনে হতে লাগল যে ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। ডায়ানাকে জোর করে অ্যাবোরশনে রাজি করিয়েছিলাম আমি, এটা তারই শাস্তি। আরও একটা শিশুকে হত্যা করেছি আমি, এবার আমার পুরুষাঙ্গের খোঁচা দিয়ে।

তড়িঘড়ি করে গড়িয়ে মেঝের উপর নেমে পড়লাম, নামার সময় বিছানার চাদরটা টেনে নিলাম সঙ্গে। চমকে উঠল লোটি, কিন্তু ওর জড়োসড়ো নগ্ন দেহটাকে খেয়াল না করে শুধু চাদরের উপর ছড়িয়ে পড়া ভেজা বৃত্তটার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে

BanglaBook.org

পারলাম কি ঘটেছে। অথবা বলা যায়, সৌভাগ্যক্রমে কি ঘটেনি। কিন্তু যা হওয়ার তা হয়েই গেছে, এখন আর ফেরার কোন পথ নেই।

'আমাকে যেতে হবে,' বললাম আমি। 'এভাবে চলতে পারে না।'

'এসব কি করছো তুমি?' ভ্রূনের মতই কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞেস করল লোটি।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' বললাম তাকে। 'কিন্তু বাড়ি যেতে হবে আমাকে, ডায়ানার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

'ক্ষমা চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না,' ফিসফিস করে বলল লোটি।

বাথরুমে গিয়ে হাত আর মুখ থেকে ওর গন্ধ ধুয়ে ফেললাম আমি। একটা কথাও বলতে শুনলাম না ওকে। তারপর বের হয়ে এলাম ওর ফ্ল্যাট থেকে, পেছনে সাবধানে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা।

আর আজ, তিন মাস পর–আবারও সেই একই ফ্ল্যাটের হলে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কিন্তু জানি, এবার আর লোটি নয়, বরং আমার চোখে খেলা করছে অসহায় দৃষ্টি।

'আমাকে ক্ষমা করে দেয়া যায় না?' বললাম তাকে।

'কেন? তোমার বৌয়ের কাছে ক্ষমা পাওয়া গেল না?' লোটির কণ্ঠে কোন উত্তেজনা নেই। কে জানে, ডেনিশ ভাষার টানই হয়তো এমন।

'যা ঘটেছে তার কথা ওকে কখনও বলিনি আমি।'

'কেন?'

'জানি না,' জবাব দিলাম আমি। 'হতে পারে, আমার হৃৎপিণ্ডে কোন সমস্যা আছে। হার্ট কন্ডিশন।'

দির্ঘ সময় অনুসন্ধিৎসু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। তারপর এক সময় ওর অত্যন্ত বিষন্ন, বাদামি চোখগুলোয় খুব হালকা হাসির আভাস ফুটতে দেখলাম আমি।

'কেন এসেছো এখানে?'

'কারণ তোমাকে ভুলতে পারছিলাম না আমি।'

'কেন এসেছো?' কড়া গলায় আবার প্রশ্ন করল ও, যে গলা আগে কখনও শুনিনি আমি।

'আমার মনে হয় আমরা–'

BanglaBook.org

'কেন এসেছো, রজার?'

'দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। 'এখন আর আমার স্ত্রীর কাছে আমার কোন দায়বদ্ধতা নেই। প্রেমিক আছে ওর।'

দীর্ঘ সময় নীরবতা বিরাজ করল।

নিচের ঠোঁটটা সামনে ঠেলে দিল লোটি। প্রশ্ন করল, 'খুব কষ্ট পেয়েছো, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'এখন চাইছো আমি তোমার সেই কষ্টে হাত বুলিয়ে দেই, তাই তো?'

অত্যন্ত স্বল্পভাষী এই মেয়েটি যে এভাবে আবেগহীন গলায় কথা বলতে পারে, তা আগে কখনও বুঝে উঠতে পারিনি আমি।

'তুমি পারবে না, লোটি।'

'আমারও তাই মনে হয়। ওর প্রেমিকের পরিচয় জানো তুমি?'

'আমাদের সাথে চাকরির জন্য যোগাযোগ করেছিল এমন এক লোক। যদিও চাকরিটা পাবে না সে। আমরা কি অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি না?'

'শুধু কথা বলবে, আর কিছু না?'

সেটা তোমার ইচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে। শুধু কথা। কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া তোমার কাজ।'

'ঠিক আছে। আমি এক বোতল ওয়াইন এনেছি।'

খুব সামান্য মাথা ঝাঁকাল লোটি, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম আমি।

ওয়াইন খেতে খেতে দীর্ঘ সময় কথা বললাম আমরা। এক সময় সোফার উপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে উঠলাম যখন, তখন দেখলাম আমার মাথা রয়েছে লোটির কোলে। আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ও।

'তোমার কোন জিনিসটা প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, জানো?' আমাকে ঘুম থেকে জেগে উঠতে দেখে প্রশ্ন করল লোটি।

'আমার চুল,' বললাম আমি।

'আগেও বলেছি তোমাকে, তাই না?'

BanglaBook.org

'না,' ঘড়ি দেখতে দেখতে জবাব দিলাম আমি। রাত সাড়ে নয়টা। বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। বাড়ি নামের নরক আর কি। একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

'আবার আসতে পারি?' জানতে চাইলাম আমি।

দ্বিধা করতে লাগল লোটি।

'তোমাকে দরকার আমার,' বললাম আমি।

এই অজুহাতের খুব বেশি গুরুত্ব নেই, তা আমি জানি। এমন এক মেয়ের কাছ থেকে এটা ধার করেছি আমি, যে কিউপিআর'কে বেছে নিয়েছিল শুধু এই কারণে যে তাদের ওকে দরকার। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন অজুহাতও নেই আমার হাতে।

'আমি জানি না,' বলল ও। 'ভেবে দেখতে হবে।'

*

আমি যখন ভেতরে ঢুকলাম, তখন সিটিং রুমে বসে বড় একটা বই পড়ছে ডায়ানা। ভ্যান মরিসন গাইছে *সামওয়ান লাইক ইউ মেকস ইট অল ওর্থ হোয়াইল।* যতক্ষণ না ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, বইয়ের নামটা জোরে জোরে পড়লাম, ততক্ষণ আমার উপস্থিতি টেরই পেল না ও।

'এ চাইল্ড ইজ বর্ন?'

চমকে উঠল ডায়ানা, তবে পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা। বইটা পেছনের একটা শেলফে রেখে দিল তাড়াহুড়ো করে।

'অনেক দেরি করে ফেললে যে? কোন কাজ ছিল, নাকি অন্য কিছু?'

'দুটোই, জবাব দিলাম আমি, তারপর লিভিং রুমের জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম। ধবধবে চাঁদের আলোতে ভেসে যাচ্ছে গ্যারেজ। তবে আরও কয়েক ঘণ্টার আগে পেইন্টিংটা নিতে আসবে না ওভ। 'কয়েকটা ফোন কলের জবাব দিতে দিতে দেরি হয়ে গেল, সেই সাথে একটু চিন্তা করছিলাম যে পাথফাইন্ডারের জন্য কোন প্রার্থিকে নির্বাচন করা যায়।'

খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল ডায়ানা। 'বাহ, দারুণ তো! আমি যার কথা বলেছিলাম তোমাকে...কী যেন নাম?'

BanglaBook.org

'গ্রিভ।'

'ক্লাস গ্রিভ! ইদানিং কিছু মনেই থাকে না আমার। আশা করি খবরটা পাওয়ার পর আমার গ্যালারি থেকে দামি একটা পেইন্টিং কিনবে সে। কেনাই উচিত হবে তার, কি বলো?'

আনন্দের হাসি ফুটেছে ওর মুখে। ভাঁজ করে রাখা লম্বা পাগুলো এবার সামনের দিকে টান টান করে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। মনে হলো, আমার হৃৎপিণ্ড একটা পানিভর্তি বেলুন, আর ধারালো নখসহ একটা হাত সেটাকে চেপে ধরেছে শক্ত মুঠোয়। আমার চেহারায় ফুটে ওঠা কষ্টের ছাপ যেন ও দেখতে না পায় সে-জন্য তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে সরে এলাম আমি। যে মেয়ের সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল, সে মিথ্যের ম-ও জানে না, সে যে শুধু আমার সাথে অভিনয় করছে তাই নয়, বরং রীতিমত অস্কার পাওয়ার মতো কাজ দেখাচ্ছে। একটা ঢোক গিললাম আমি, কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার আগ পর্যন্ত বন্ধ রাখলাম মুখ।

'গ্রিভ আসলে সঠিক ব্যক্তি হবে না,' জানালার কাঁচে ওর চেহারার প্রতিফলন খেয়াল করতে করতে বললাম আমি। 'ভাবছি অন্য কাউকে নেবো ওই পদের জন্য।'

এবার হোঁচট খেয়ে গেল। কথাটা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারল না ডায়ানা, ওর মুখটা হাঁ হয়ে ঝুলে পড়তে দেখলাম আমি।

'তুমি মজা করছো নাকি আমার সাথে, ডার্লিং? গ্রিভ হচ্ছে একদম মানানসই। তুমি নিজেই বলেছো...'

'ভুল হয়েছিল আমার।'

'ভুল?' ওর কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণতা খেয়াল করে মনে মনে বেশ খুশি হয়ে উঠলাম আমি। 'কি বলতে চাইছো তুমি?'

'গ্রিভ একজন বিদেশি। উচ্চতা এক শ আশি সেন্টিমিটারের কম। এছাড়াও কিছু মানসিক সমস্যাও আছে ওর।'

'এক শ আশি সেন্টিমিটারের কম? ওই, রজার, তোমার নিজের উচ্চতাই তো এক শ সত্তরের নিচে। সমস্যাটা আসলে তোমার, ওর নয়!'

বেশ খারাপ লাগল। মানসিক সমস্যার কথা বলেছে বলে নয়, কথাটা সত্যি হওয়ারও একটা সম্ভাবনা আছে। তারপরেও নিজের কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম আমি।

BanglaBook.org

'এত রাগ করছো কেন, ডায়ানা? আমিও ক্লাস গ্রিভকে নিয়ে অনেক আশায় ছিলাম। কিন্তু মানুষের উপর ভরসা করেও আশাহত হওয়ার ঘটনা তো এই প্রথমবার ঘটছে না, তাই না?'

'কিন্তু...তোমার ভুল হচ্ছে, রজার। বুঝতে পারছো না তুমি? এই কাজের জন্য আসল লোক হচ্ছে গ্রিভ।'

কর্তৃত্বপূর্ণ হাসি নিয়ে এবার ওর দিকে ফিরে তাকালাম আমি। 'শোনো, ডায়ানা। আমার যে পেশা, সেখানে আমি সেরাদের মধ্যে সেরা। আর সেই পেশাটা হলো মানুষকে বিচার করতে জানা। ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো আমি ভুল করতে পারি...'

দেখলাম, কুঁচকে উঠল ডায়ানার মুখ।

'কিন্তু পেশাগত জীবনে নয়। কখনই নয়।'

চুপ করে রইল ও।

'ক্লান্ত লাগছে আমার,' বললাম তাকে। 'গতকাল রাতে তেমন ঘুমাতে পারিনি। শুভরাত্রি,।'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাথার উপর ওর পায়ের শব্দ শুনতে লাগলাম আমি। অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ডায়ানা। কোন কথার আওয়াজ পেলাম না, কিন্তু আমার জানা আছে, ফোনে কথা বলার সময় পায়চারি করে বেড়ানো ওর অভ্যাস। উপলব্ধি করলাম, এটা এমন এক প্রজন্মের চিহ্ন যারা কর্ডলেস যোগাযোগ আসার আগের সময়ে বেড়ে উঠেছে। ফোনে কথা বলতে বলতে যে হেঁটে বেড়ানো যায় এটা যেন এখনও আমাদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। কোথায় যেন পড়েছিলাম, আধুনিক মানুষেরা তাদের পুর্বপুরুষের চাইতে ছয় গুণ বেশি সময় ব্যয় করে যোগাযোগের পেছনে। আগের চাইতে হয়তো যোগাযোগ বেশি হয় আমাদের, কিন্তু তাতে কি ঘনিষ্ঠতা বাড়ে? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ক্লাস গ্রিভের অ্যাপার্টমেন্টে তার সাথে মিলিত হয়েছে ডায়ানা–এই কথাটা জানার পরেও কেন ওকে কিছু বলিনি আমি? হয়তো ভেবেছিলাম, কারণটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে ব্যর্থ হবে ও, নিজের মতো করে কারণ সাজিয়ে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাকে। হয়তো ডায়ানা আমাকে বলত কাকতালিয়ভাবে দেখা হয়ে গেছে, যা হয়েছে ওই একবারই। কিন্তু আমি

BanglaBook.org

তো জানতামই আসল কারণ অনেক বেশি গুরুতর। কোন মেয়েই তার স্বামীর কাছ থেকে অন্য কোন পুরুষের জন্য একটা ভালো বেতনের চাকরির ব্যবস্থা করতে চায় না, বিশেষ করে যদি সেই পুরুষের সাথে তার স্রেফ কাকতালিয়ভাবে দেখা এবং সেক্স হয়ে থাকে।

আমি যে আমার মুখ বন্ধ রেখেছি তার অন্য কারণও আছে অবশ্য। যতক্ষণ আমি ভান করছি ডায়ানা এবং গ্রিভের ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই, ততক্ষণ ক্লাস গ্রিভের আবেদনটা একটু অবহেলার দৃষ্টিতে দেখলেও কেউ দোষ দিতে আসছে না আমাকে। আলফা'র অ্যাপয়েন্টমেন্টের দায়িত্বটা ফার্ডিনান্ডের হাতে বুঝিয়ে দেয়ার বদলে বরং আরাম করে প্রতিশোধ নিতে পারবো আমি। তার উপরে, মুখ খুলে বসলে তখন ডায়ানাকে এটাও বলা লাগত যে সন্দেহটা কিভাবে জেগেছে আমার মনে। তখন প্রকাশ করতেই হতো আমি একজন চোর, নিয়মিতভাবে চুরি করে মানুষের বাড়িতে ঢোকা আমার পেশার মধ্যেই পড়ে; যেটা ডায়ানার সামনে কোন দিনও প্রকাশ করতে চাই না আমি।

বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম আমি, শুনতে লাগলাম উপর তলায় ডায়ানার স্টিলেটো জুতোর একঘেয়ে ঠক ঠক শব্দ। ঘুমাতে চাই আমি। স্বপ্ন দেখতে চাই। পালাতে চাই সব কিছু থেকে। ঘুম থেকে উঠে সব কিছু ভুলে যেতে চাই। কারণ, ডায়ানাকে কিছু বলতে না চাওয়ার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটাই। যতক্ষণ এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলছি না, ততক্ষণ ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা থাকছে সব কিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবো আমরা। ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখার পর জেগে উঠে দেখবো সব অদৃশ্য হয়ে গেছে, কারণ সবই ছিল আমাদের কল্পনায়। সবচেয়ে প্রেমময় সম্পর্কগুলোতেও অবিশ্বাসের সুযোগগুলো থাকে, তেমনই কিছু একটা ঘটেছে আমাদের চিন্তায়, আর কিছু নয়।

আমার মনে হলো, এখন যদি ও ফোনে কথা বলে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই নতুন একটা ফোন কিনেছে। আর নতুন ওই ফোনটা একবার দেখতে পেলেই আমি নিশ্চিত হয়ে যেতে পারবো যা ঘটেছে তা শুধু আমার কল্পনায় ছিল না।

শেষ পর্যন্ত যখন ও বেডরুমে ঢুকে কাপড় ছাড়তে শুরু করল, আমি

BanglaBook.org

তখন ঘুমের ভান করে পড়ে আছি। তবে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া এক ফালি চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম, শুয়ে পড়ার আগে ফোনটা সুইচ অফ করে ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো ও। হ্যাঁ, সেই একই ফোন। কালো রঙের প্রাডা। কে জানে, হয়তো সত্যিই স্বপ্নে দেখেছি আমি। অনুভব করলাম, ঘুমে জড়িয়ে আসছে আমার চোখ। অথবা কে জানে, গ্রিভ হয়তো ঠিক আগের ফোনটার মতই আরেকটা ফোন কিনে দিয়েছে ওকে। সাথে সাথে আবার চটে গেল ঘুমটা। অথবা এমনও হতে পারে, ফোনটা খুঁজে পেয়েছে ডায়ানা, আরও একবার দেখা হয়েছে ওদের। এবার ঘুম থেকে পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেলাম আমি। বুঝলাম, আজ রাতে আর ঘুম লেখা নেই আমার কপালে।

মাঝরাতের দিকেও আমি সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে রয়েছি। খোলা জানালা দিয়ে একবার যেন গ্যারেজের দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। ওভ হতে পারে, রুবেনসের ছবিটা নিয়ে যেতে এসেছে। কান খাড়া করে রইলাম, তবে ওর বের হওয়ার কোন শব্দ পেলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে সাগরের নিচে একটা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখলাম আমি। হাসিখুশি মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছে চার দিকে, মুখ থেকে বুদবুদের আকারে বেরিয়ে আসছে তাদের কথা। ঘুম থেকে জেগে উঠেই যে দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি আমাকে হতে হবে, তার কোন লক্ষণই টের পাওয়া গেল না স্বপ্নটার মাঝে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

কিউরাসিট

সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠলাম আমি। নিজেই বানিয়ে নিলাম নাস্তা। মানতেই হবে যে অপরাধি মানসিকতার কোন মানুষের তুলনায় দারুণ আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে ডায়ানা। আমি নিজে তো স্রেফ ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোতে পেরেছি। নয়টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি থাকতে গ্যারেজের সামনে নেমে এলাম আমি, দরজাটা খুলে দিলাম। কাছের একটা খোলা জানালা থেকে ভেসে আসছে টার্বোনেগ্রোর মিউজিক। সুরটা শুনে অবশ্য চিনলাম না আমি, চিনলাম ইংরেজি উচ্চারণ শুনে। অটোমেটিক লাইট জ্বলে উঠল, দেখা গেল মনিবের জন্য নিঃশব্দে, কিন্তু রাজকিয় ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে আমার ভলভো এস এইট্টি। দরজার হাতলে হাত রাখলাম আমি, চমকে উঠলাম সাথে সাথে। ড্রাইভারের সিটে কে যেন বসে আছে! ভয়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর দেখলাম, লোকটা আর কেউ নয়, ওভ জিকেরুদ। গত কয়েক রাত নিশ্চয়ই ঘুমানোর সুযোগ পায়নি ব্যাটা, কারণ দেখলাম যে তার চোখগুলো বন্ধ, মুখটা আধ-খোলা। ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে, আমি যখন দরজা খুললাম তখনও তার মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে একবার তিন মাসের একটা সার্জেন্ট কোর্সে অংশ নিয়েছিলাম আমি। সেখান থেকে শেখা গম্ভীর গলাটা এবার ব্যবহার করে বলে উঠলাম, 'গুড মর্নিং, জিকেরুদ!'

এক চুলও নড়ল না ব্যাটা। এবার চেঁচিয়ে তার কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে বুক ভরে দম নিলাম আমি, তখনও চোখে পড়ল ব্যাপারটা। গাড়ির ছাদের আবরণের মুখটা হাঁ হয়ে খুলে আছে, তার মাঝ দিয়ে অর্ধেক বেরিয়ে আছে রুবেনসের সেই মাস্টারপিস। হঠাৎ করেই ভয়ের একটা আবরণ ঘিরে ধরল আমাকে, ঠিক যেভাবে সূর্যের সামনে হঠাৎ করে ভেসে এসে আড়াল করে দেয় এক টুকরো মেঘ। শিউরে উঠলাম আমি। আর

BanglaBook.org

কোন শব্দ না করে ওভের কাঁধ চেপে ধরলাম এবার, তারপর ঝাঁকি দিলাম আস্তে করে। কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

আরও জোরে ঝাঁকি দিলাম আমি। কলের পুতুলের মতো এদিক ওদিক ঝাঁকি খেল ওভের মাথা, কিন্তু আর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল না তার কাছ থেকে।

এবার ওভের গলায় যেখানে প্রধান ধমনীটা থাকার কথা সেখানে তর্জনি আর বুড়ো আঙুল রেখে স্পন্দন টের পাওয়ার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলাম না যে মৃদু স্পন্দনটা কি তার শরীর থেকে আসছে, নাকি আমার পাগলের মতো লাফাতে থাকা হৃৎপিণ্ড থেকে। কিন্তু ব্যাটার শরীর খুব বেশি ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে না? কাঁপা কাঁপা আঙুলে তার একটা চোখের পাতা খুলে ধরলাম। সাথে সাথেই বুঝে গেলাম যা বোঝার। প্রাণহীন চোখটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, দেখে নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।

নিজেকে আমি সব সময়ই এমন মানুষ বলে ভেবেছি যে বিপদের মুখে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারে, যে কখনও ভয় পায় না। তবে সেটার একটা কারণ হতে পারে এই যে, জীবনে কখনও ভয় পাওয়ার মতো তেমন বড় কোন বিপদের মুখে পড়তে হয়নি আমাকে। ডায়ানার গর্ভবতি হয়ে পড়ার সেই মুহূর্তটা ছাড়া আর কি, তখন তো খুব সহজেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। সুতরাং, এটাও হতে পারে যে আমি সত্যিই একটু ভীতু ধরণের মানুষ। তবে যাই হোক না কেন, এই মুহূর্তেই যত সব অযৌক্তিক চিন্তা ভাবনা এসে ভীড় জমাতে শুরু করল আমার মাথায়। এই যেমন–গাড়িটাকে ওয়াশ করাতে হবে। জিকেরুদের শার্টটা–যাতে সেলাই করে একটা ডিওর লেবেল লাগানো হয়েছে–খুব সম্ভব থাইল্যান্ডে ছুটি কাটাতে গিয়ে কিনেছিল ও। আর টার্বোনেগ্রো আসলেই খুব ভালো একটা ব্যান্ড, যদিও খুব কম মানুষই সেটা স্বীকার করতে চায়। তবে একই সাথে বুঝতে পারলাম যে আমার সাথে কি ঘটছে। নিজের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছি আমি, তাই এবার চোখ বন্ধ করে সব ধরণের আজেবাজে চিন্তা দূর করে দিলাম মাথা থেকে। তারপর আবার চোখ খুললাম। মনে হলো, সামান্য আশার আলো যেন এবার দেখা দিতে শুরু

BanglaBook.org

করেছে। কিন্তু না, বাস্তবতা এখনও আগের মতই নির্মম, এখনও ওভ জিকেরুদের শরীরটা বসে আছে আমার গাড়ির সিটে।

প্রথমেই যে সমাধানের কথা আমার মাথায় এল সেটা একেবারেই সাধারণ সরিয়ে ফেলতে হবে জিকেরুদকে। কেউ যদি ওকে এখানে দেখতে পায় তাহলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাই এবার জিকেরুদকে স্টিয়ারিং হুইলের উপর চেপে ধরে তার উপর দিয়ে ঝুঁকে এলাম আমি, তারপর দু-হাতে চেপে ধরে টেনে বের করে আনতে গেলাম। বেশ ভারি ব্যাটার শরীরটা, হাত দুটো এমনভাবে উপরে উঠে এল যেন আমার আলিঙ্গণ থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে। আবার ওকে চেপে ধরলাম আমি, টেনে আনতে চাইলাম। আবার সেই একই ঘটনা ঘটল, উপরে উঠে যাওয়া একটা হাতের কড়ে আঙুলটা ঢুকে গেল আমার মুখে। দাঁত দিয়ে কাটা একটা নখের অমসৃন মাথা ঘষা খেল আমার জিভের সাথে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি থুতু ফেললাম আমি, কিন্তু নিকোটিনের তেঁতো স্বাদটা রয়েই গেল। তারপর ওভকে গ্যারেজের মেঝেতে ফেলে রেখে গাড়ির বুটটা খুলে ফেললাম। কিন্তু আবার যখন ফিরে এসে ওকে তুলতে যাবো, দেখা গেল ওর নকল ডিওর শার্ট আর জ্যাকেট ছাড়া আর কিছু উঠে আসতে চাইছে না। গাল বকে উঠে ওর ট্রাউজারের বেল্টের ভেতর একটা হাত ঢুকিয়ে দিলাম আমি, তারপর এক হ্যাঁচকা টান মেরে তুলে এনে আছড়ে ফেললাম চার শ আশি লিটার সাইজের বুটের ভেতর। থ্যাপ করে বুটের মেঝেতে বাড়ি খেল ওর মাথা। তারপর দড়াম করে ঢাকনা লাগিয়ে দিলাম আমি। হাত দুটো ঘষে নিলাম কয়েকবার, কায়িক পরিশ্রমের কাজ শেষে যেভাবে ঘষে লোকে।

তারপর আবার ফিরে এলাম ড্রাইভারের সিটের কাছে। রক্তের কোন চিহ্ন নেই এখানে। কাঠের তৈরি বল দিয়ে বানানো এক ধরণের ম্যাট পাওয়া যায় না, গাড়ির সিটে লাগায় লোকে? আমার গাড়িতেও তাই লাগানো আছে। কিন্তু ওর উপর রক্তের কোন দাগ পাওয়া গেল না। তাহলে ওভের মৃত্যু হলো কিসে? হার্ট ফেইল? মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ? কোন মাদকের ওভারডোজ? তারপর বুঝতে পারলাম, এখন এসব নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। অগত্যা সিটে উঠে বসলাম আমি, আবিষ্কার করলাম, এখনও

BanglaBook.org

গরম হয়ে আছে সেখানে। আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এই ম্যাটটা। পাইল্‌সে আক্রান্ত থাকার কারণে এই ম্যাটটা ব্যবহার করত সে। আমার অবশ্য তেমন কিছু নেই, তবে এসব ব্যাপার বংশানুক্রমেও আসতে পারে বলে ম্যাটটা এখনও রেখে দিয়েছি। হঠাৎ করেই নিতম্বের কাছে সুঁই ফোটানোর মতো একটা ব্যথা লাগল, লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের সাথে বাড়ি খেল আমার হাঁটু। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ব্যথাটা যেমন হঠাৎ করে অনুভব করেছিলাম তেমন হঠাৎ করেই রয়ে গেছে, কিন্তু কিছু একটা যে, ফুটেছে আমার পেছন দিকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সিটের উপর ঝুঁকে এসে উঁকি দিলাম আমি, কিন্তু কিছু দেখা গেল না। গাড়ির ভেতরে আলো এমনিতেও কম। বোলতা নাকি? না, শরতকালের এই সময়ে তাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। হঠাৎ কাঠের বলগুলোর মাঝে কিছু একটা চকচক করে উঠতে দেখা গেল। ঝুঁকে এলাম আমি। সরু, প্রায় অদৃশ্য একটা ধাতব সুঁইয়ের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মানুষের মস্তিষ্ক এত দ্রুত কাজ করে যে সচেতন মন তার সাথে তাল মেলাতে পারে না। কথাটা এবার আমি বিশ্বাস করলাম, কারণ ম্যাটটা তুলে ধরে জিনিসটা ভালো করে দেখার আগেই ধুপ ধাপ করে লাফাতে শুরু করেছে আমার হৃৎপিণ্ড। নিশ্চয়ই আমার মস্তিষ্ক চিনতে পেরেছে জিনিসটাকে, বিপদ সংকেত পাঠিয়েছে।

আসলেই জিনিসটা বিপজ্জনক। রাবারের তৈরি, খুব বেশি হলে একটা আঙুরের সমান হবে। ঠিক যেমনটা বলেছিল গ্রিভ। সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, গোঁড়ার দিকটা চ্যাপ্টা। সম্ভবত এটা নিশ্চিত করার জন্য যে সুঁইয়ের মাথাটা যেন সব সময় উপরের দিকে মুখ করে থাকে। রাবারের বলটা কানের কাছে ধরে ঝাঁকালাম আমি, কিন্তু কোন শব্দ শোনা গেল না। আমার সৌভাগ্য ওভ জিকেরুদ যখন এই সিটে বসেছে তখন তরলের সবটুকু ঢুকে গেছে তার শরীরে। তাড়াতাড়ি নিতম্ব ডললাম এক হাতে, অনুভব করার চেষ্টা করলাম যে নিজেকে কোন রকম অসুস্থ মনে হচ্ছে কি না। হ্যাঁ, একটু একটু মাথা ঘুরছে। তবে সহকর্মির মৃতদেহকে এইমাত্র গাড়ির বুটে তুলেছি আমি, সেই সাথে কিউরাসিট সুঁইয়ের খোঁচা খেয়েছি, যেটার বিষ আমার শরীরেই

BanglaBook.org

ঢোকার কথা ছিল। এই অবস্থায় একটু মাথা ঘুরতেই পারে। হঠাৎ করেই হাসি পেতে লাগল আমার, ভয় পেলে এমনটা হয়। চোখ বন্ধ করে একটা বড় নিঃশ্বাস নিলাম আমি, মাথা ঠাণ্ডা করলাম। হাসিটা কেটে গেল এবার, তার জায়গা দখল করল ক্রোধ। কি ভয়ানক! এ তো একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু, সত্যিই কি তাই? এমনটাই তো আশা করা উচিত ছিল আমার। ক্লাস গ্রিভের মতো একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত লোক যে তার প্রেমিকার স্বামীকে সরিয়ে দিতে চাইবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? গাড়ির টায়ারে দড়াম করে লাথি মারলাম আমি। একবার, দু-বার। আমার জন লব জুতোর মাথায় একটা ধূসর দাগ দেখা দিল।

কিন্তু, গ্রিভ আমার গাড়ির ভেতর জিনিসটা রাখলো কিভাবে? কখন সুযোগ পেল সে...?

গ্যারেজের দরজা খুলে গেল। পায়ে হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করল আমার প্রশ্নের জবাব।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

নাতাশা

গ্যারেজের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ডায়ানা। বোঝাই যাচ্ছে তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরতে হয়েছে ওকে, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। যখন কথা বলল, ফিসফিসে স্বরে বেরিয়ে এল কথাগুলো। শোনার জন্য কান পাততে হলো আমাকে।

'কি হয়েছে?'

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি, একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমার নিজের মাথাতেও। ইতোমধ্যেই বুঝতে শুরু করেছি, প্রশ্নটার উত্তরও আমার কাছেই আছে, সেটা আমার হৃদয়কে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

ডায়ানা। আমার ডায়ানা। আর কেউ হতে পারে না। সিটের নিচে বিষভর্তি গোলকটা ও-ই রেখেছে। গ্রিভের সাথে হাত মিলিয়েছে ও।

'সিটে বসতে যাবো, এই সময় দেখি এই সুঁইটা বের হয়ে আছে সিটের মাঝ থেকে,' রাবারের বলটা ওকে দেখিয়ে বললাম আমি।

আমার দিকে এগিয়ে এল ডায়ানা, আরপর খুনে জিনিসটা নিল আমার হাত থেকে। খুব সাবধানে, একটু যেন বেশিই সাবধানে কাজটা করল ও।

'এটাকে দেখতে পেলে তুমি?' কণ্ঠস্বরে পরিস্কার সন্দেহ ফুটে উঠেছে ওর।

'আমার চোখ খুব তীক্ষ্ণ,' বললাম আমি। তবে কথার মধ্যে লুকানো অর্থটা ও ধরতে পারল বা ধরার চেষ্টা করল বলে আমার মনে হলো না।

'কপাল ভালো যে এর উপর বসে পড়োনি,' খুদে জিনিসটা দেখতে দেখতে বলল কি। 'কি জিনিস এটা?'

বাহ, মানতেই হবে যে দারুণ অভিনয়।

'তা জানি না,' হালকা গলায় বললাম আমি। 'তুমি হঠাৎ নেমে এলে

BanglaBook.org

কী মনে করে?'

চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল ও, এক মুহূর্তের জন্য হাঁ হয়ে গেল মুখটা। মনে হলো, শূন্য একটা গহ্বরের দিকে তাকিয়ে আছি আমি।

'আমি...'

'হ্যাঁ, বলো?'

'আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম, শুনতে পেলাম গ্যারেজের দিকে যাচ্ছ তুমি। কিন্তু গাড়ির ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ পাচ্ছিলাম না। তাই মনে হলো কোন সমস্যা হয়েছে কি না। সেটা দেখার জন্যই নেমে এসেছি। এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে ঠিকই মনে হয়েছিল আমার।'

'আসলে, তেমন কিছু ঘটেনি। ছোট্ট একটা সুঁই এটা, আর কিছু নয়।'

'এমন সুঁই অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, ডার্লিং!'

'তাই নাকি?'

'সে কি, তুমি জানো না? এইচআইভি, জলাতঙ্ক, আরও কত রকমের ভাইরাস ছড়াতে পারে এসব থেকে তার ইয়ত্তা নেই।'

আমার কাছে এগিয়ে এল ও। ওর চোখের নড়াচড়া, ঠোঁটের নরম হয়ে ওঠা...দেখে বুঝতে পারলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে ও। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কি মনে করে থমকে গেল। হয়তো আমার চোখের মাঝে এমন কিছু একটা দেখেছে যেটা থেমে যেতে বাধ্য করেছে ওকে।

'ওহ, ডার্লিং,' বলে উঠল ও, তারপর হাতের রাবার বলটার দিকে এক নজর তাকিয়ে সেটাকে নামিয়ে রাখলো পাশের একটা ওয়ার্কবেঞ্চের উপর। এবার দ্রুত পায়ে এক পা এগিয়ে এল আমার দিকে, তারপর দু-হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। উচ্চতার ব্যবধানটা কমিয়ে আনার জন্য ঝুঁকে এল একটু, তারপর আমার কাঁধে মাথা রেখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল চুলে।

'তোমাকে নিয়ে ভয় হয় আমার, তুমি জানো বাবু?'

মনে হলো যেন একজন আগন্তুকের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছি আমি। ওর সব কিছুই কেমন নতুন নতুন লাগছে, এমনকি ওর গন্ধ পর্যন্ত। নাকি গন্ধটা গ্রিভের? কথাটা ভাবতেই মাথায় আগুন জ্বলে উঠতে চাইল আমার। আমার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর বাম হাতটা, যেন শ্যাম্পু করে দিচ্ছে এমন

BanglaBook.org

ভঙ্গিতে। আমার চুলের জন্য যেন নতুন করে ভালোবাসা জেগে উঠেছে ওর মনে। ইচ্ছে হলো হাতের তালু খোলা রেখে ঠাস করে এক থাপ্পড় মারি ওর মুখে। হাতের তালু খোলা রাখবো, যাতে করে ওর চামড়ার সাথে আমার হাতের সংঘর্ষটা ভালোভাবে অনুভব করা যায়। ওর ব্যথা, ওর চমকে ওঠাকে যেন আরও ভালোভাবে অনুভব করতে পারি আমি।

কিন্তু তা না করে শুধু চোখ বন্ধ করে রাখলাম, বাঁধা দিলাম না ডায়ানাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম আমার প্রতি ওর ভালোবাসার অভিনয়। কে জানে, সত্যিই হয়তো মানসিক সমস্যা আছে আমার।

'কাজ আছে আমার,' ওর হাত বোলানো আর শেষই হচ্ছে না বলে শেষ পর্যন্ত বলে উঠলাম আমি। 'বারোটার মধ্যে প্রার্থিদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে হবে।'

কিন্তু তারপরেও আমাকে ছাড়তে চাইল না ও, তাই শেষ পর্যন্ত প্রায় জোর করেই ওর আলিঙ্গণ থেকে ছাড়িয়ে নিতে হলো নিজেকে। ওর চোখের কোণে হালকা চকচকে ভাব চোখে পড়ল আমার।

'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল ও।

'ডায়ানা...'

'যাও তাহলে,' ফিসফিস করে, সামান্য কাঁপা গলায় বলে উঠল ও। 'আই লাভ ইউ।'

তারপরেই বেরিয়ে গেল ও।

দৌড়ে গিয়ে থামাতে ইচ্ছে হলো ওকে, কিন্তু নিজেকে থামিয়ে রাখলাম আমি। যে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে তাকে সান্ত্বনা দিতে দৌড়ানোর কি কোন অর্থ আছে? সত্যি কথা বলতে সব কিছুই এখন অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। তাই গাড়িতে উঠে বসলাম আমি, তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে রিয়ারভিউ মিররের মাঝ দিয়ে তাকালাম নিজের দিকে।

'বেঁচে থাকতে হবে, রজার,' মৃদু গলায় বললাম নিজেকে উদ্দেশ্য করে। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো। বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে।'

তারপর রুবেনসের ছবিটা লাইনিঙের নিচে ভালো করে গুঁজে দিলাম

BanglaBook.org

আমি, সেটার মুখটা বন্ধ করে স্টার্ট দিলাম গাড়িতে। পেছন থেকে গ্যারেজের দরজা উপরে উঠে যাওয়ার শব্দ ভেসে এল। গাড়ির ইঞ্জিন রিভার্স গিয়ারে দিয়ে বের হয়ে এলাম গ্যারেজ থেকে, তারপর ধীর গতিতে চালাত্তে শুরু করলাম অসলো অভিমুখে।

চার শ মিটার দূরে, পেভমেন্টের উপর পার্ক করা রয়েছে ওভের গাড়িটা। ভালোই হলো। ওখানে আরও কয়েক সপ্তাহ পড়ে থাকলেও কারও নজরে পড়বে না। তুষারপাত শুরু হলে স্নো প্লাউ গাড়িগুলো আসবে তুষার সরাতে, একমাত্র তখনই গাড়িটা খেয়াল করবে তারা। ওর চাইতে এখন নিজের গাড়িতে যে লাশটা রয়েছে সেটার ব্যবস্থা করা নিয়েই বেশি চিন্তা হচ্ছে আমার। সমস্যাটা নিয়ে ভেবে দেখলাম আমি। অদ্ভুত হলেও সত্যি, জিকেরুদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমি যে সব সতর্কতা অবলম্বন করতাম সেগুলোর সুফল মিলবে এখন, তার মৃত্যুর পর। একবার লাশটা কোন এক জায়গায় ফেলে দেয়ার পর তার সাথে আমার কোন ধরণের সংযোগ তৈরি করতে সক্ষম হবে না কেউ।

প্রথম যে সমাধানটা মাথায় এল সেটা হচ্ছে গ্রোনমোর ওয়েস্ট ইনসিনারেশন প্ল্যান্ট। সবার প্রথমে লাশটাকে কোন কিছু দিয়ে ভালো কররে মোড়াতে হবে, তারপর গাড়ি নিয়ে সরাসরি প্ল্যান্টের কাছে গিয়ে বুট খুলে লাশটাকে বের করে ছুঁড়ে দিতে হবে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে। তবে এখানে যে ঝুঁকিটা আছে সেটা হলো, ওই একই সময়ে অন্য কেউ যদি ময়লা ফেলতে আসে তাহলে তার চোখে পড়ে যেতে পারি আমি। প্ল্যান্টের কর্মচারিরাও আমাকে দেখে ফেলতে পারে। দূরে, নির্জন কোন জায়গায় গিয়ে লাশটাকে নিজেই পুড়িয়ে ফেললে কেমন হয়? তবে জ্বালানি হিসেবে মানুষের শরীর খুব একটা সুবিধের নয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভারতে যখন মৃতদেহ পোড়ানো হয় তখন সেটা সম্পূর্ণ পুড়ে শেষ হতে প্রায় দশ ঘণ্টা সময় লাগে। আচ্ছা, ডায়ানা যখন গ্যাল্লারির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবে তখন আবার গ্যারেজে ফিরে গেলে কেমন হয়? শশুরের কাছ থেকে ক্রিসমাসের উপহার হিসেবে যে ওয়ার্কবেঞ্চ এবং করাতটা উপহার হিসেবে পেয়েছিলাম সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারি

BanglaBook.org

লাশটা, তারপর সেগুলোকে প্লাস্টিকে মুড়িয়ে পাথর বেঁধে ফেলে দিতে পারি অসলোর আশপাশের কোন একটা লেকে।

কথাটা মনে হতেই মুঠো পাকিয়ে কয়েকবার কয়েকবার ঠুকলাম কপালে। এসব কি উল্টোপাল্টা চিন্তা করছি আমি? সিএসআই'র অনেকগুলো এপিসোড দেখা হয়ে গেছে আমার, এখন তো এটা বোঝা উচিত যে এসব কাজ করলে আসলে পুলিশকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে আসা হবে? অসাবধানে রয়ে যাওয়া এক ফোঁটা রক্ত, করাতের দাঁতের দাগ–এগুলোই আমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া, মৃতদেহ লুকানোর জন্য এত কষ্টই বা কেন করতে যাবো আমি? তার চাইতে নির্জন দেখে একটা ব্রিজ খুঁজে নিয়ে তার উপর থেকে লাশটা ফেলে দিলেই তো হয়। হ্যাঁ, পরে নিশ্চয়ই ফুলে ভেসে উঠবে লাশটা। কিন্তু তাতে কি, কেউ যদি খুঁজে পায়ও তাহলেও এই খুনের সাথে আমাকে জড়াতে পারে এমন কিছুই নেই। ওভ জিকেরুদ বলে কাউকে আমি চিনি না, 'কিউরাসিট' শব্দটা কিভাবে বানান করতে হয় তাও জানা নেই আমার।

ভেবেচিন্তে মেরিডাল লেককেই বাছাই করলাম। শহর থেকে গাড়িতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগে, সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ের এই সকালে কেউ থাকবে না ওখানে। আইডা/ওডাকে ফোন করে বলে দিলাম আজ আসতে দেরি হবে আমার, তারপর রওনা দিলাম নির্দিষ্ট জায়গা লক্ষ্য করে।

আধ ঘণ্টার মত গাড়ি চালালাম আমি, বেশ কয়েক লক্ষ ঘনমিটার জঙ্গল এবং দুটো কুটির পার হয়ে এলাম। নরওয়ের রাজধানী থেকে এত অল্প দূরত্বে এমন বিশাল জঙ্গল রয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তবে অনেকটা পথ চলার পর অবশেষে একটা ব্রিজের দেখা মিলল, যেমনটা আমি খুঁজছিলাম। গাড়ি থামিয়ে দাঁড়ালাম আমি, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলাম। কোন মানুষ, গাড়ি অথবা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না, কারও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল দূর থেকে ভেসে আসছে কি একটা পাখির ডাক। দাঁড়কাক? হবে হয়তো। কালো রঙেরই কিছু একটা, ডাক শুনে মনে হচ্ছে। কাঠের তৈরি নিচু ব্রিজটার মাত্র এক মিটার নিচেই শুরু হওয়া পানির মতোই কাল। এর চাইতে সঠিক জায়গা আর হয় না।

BanglaBook.org

গাড়ি থেকে বেরিয়ে বুট খুললাম আমি। যেভাবে রেখেছিলাম সেভাবেই পড়ে আছে ওভের লাশ। উপুড় অবস্থায়, হাত দুটো চেপে রয়েছে দুপাশে। কোমরটা বেঁকে রয়েছে উপর দিকে। শেষবারের মতো একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলাম আমি সত্যিই একা। তারপর কাজে নেমে পড়লাম। দ্রুত এবং দক্ষ হাতে।

লাশটা পানিতে পড়ার পর শব্দটা হলো বেশ আস্তে, মনে হলো যেন ওভকে নিঃশব্দে গিলে নিতে চাইল পানি। এই বেআইনি কাজটায় যেন আমার সাথে সহযোগিতা করতে চাইছে লেক মেরিডাল। ব্রিজের রেলিঙে ভর দিয়ে নিচে, লেকের কালো পানির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। এরপর কি করবো চিন্তা করে নিলাম মনে মনে। আনমনে তাকিয়ে আছি পানির দিকে, মনে হচ্ছে যেন ওভ জিকেরুদের মুখটা উঠে আসছে আমার দিকে। চোখগুলো বিস্ফারিত, চুলে লেগে আছে শ্যাওলা। চোখের ভুল, বুঝতে পারলাম আমি। এই মুহূর্তে নার্ভগুলো দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে আমার, একটা হুইস্কি হলে ভালো হতো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই পানির উপর উঠে এল ওভের চেহারা, উঠতেই লাগল!

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। যেন আমার চিৎকারে সাড়া দিয়েই লাশটাও চেঁচিয়ে উঠল কর্কশ, কাঁপা গলায়। মনে হলো, আমার চারপাশের বাতাস থেকে অক্সিজেন শুষে নিয়েছে কেউ।

তারপরেই আবার তলিয়ে গেল লাশটা। কালো পানি যেন দ্বিতীয়বারের মতো গিলে নিল তাকে।

অন্ধকার পানির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম আমি। ঘটনাটা কি সত্যিই ঘটেছে? ঘটেছে মানে? অবশ্যই ঘটেছে! ওভের চিৎকারের প্রতিধ্বনি এখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি জঙ্গলের মাঝ থেকে।

এক লাফে রেলিং টপকে পানিতে পড়লাম আমি, দম আটকে অপেক্ষা করতে লাগলাম বরফ ঠাণ্ডা পানিতে সম্পূর্ণ শরীর ডুবে যাওয়ার জন্য। মনে হলো যেন পায়ের গোড়ালি থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত বিদ্যুতের শক বয়ে গেল একটা। তারপরেই টের পেলাম, এখানে পানির গভীরতা হবে খুব বেশি হলে আমার কোমর পর্যন্ত। আমার পায়ের নিচে কিছু একটা নড়ছে।

BanglaBook.org

ঘোলাটে পানিতে হাত ডুবিয়ে দিলাম আমি। প্রথমে মনে হলো জলজ শ্যাওলা ছাড়া আর কিছুই ঠেকছে না তার হাতে। কিন্তু তারপরেই মানুষের মাথার মতো কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেলাম, হ্যাঁচকা টান দিয়ে উপরে তুলে আনলাম সেটাকে। আবার ভেসে উঠল ওভ জিকেরুদের মুখ। চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিস্কার করতে চাইল ও, একই সঙ্গে ঘড়ঘড় শব্দে শ্বাস টানতে শুরু করল; যেন দুনিয়ার সবটুকু বাতাস এখনই ফুসফুসে ভরা দরকার ওর।

সহ্যের শেষ সীমায় পৌছে গেলাম আমি। মনে হলো ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে এখনই পালিয়ে যাই দূরে কোথাও।

কিন্তু সেটা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, ভালো করেই জানি।

তাই এবার ওকে টেনে টেনে ব্রিজের শেষ মাথায়, তীরের দিকে নিয়ে আসতে শুরু করলাম। আরও একবার চেতনা হারাল ওভ, ফলে ওর মাথাটা পানির উপর রাখতে গিয়ে ঘাম ছুটে যাওয়ার জোগাড় হলো আমার। বেশ কয়েকবার পিচ্ছিল মাটির কারণে পা হড়কে যেতে যেতে বেঁচে গেলাম। জন লব জুতোজোড়ার দফা রফা হয়ে গেছে। তবে বেশ কয়েক মিনিট পর অবশেষে নিজেকে এবং ওভকে তীরে তুলে আনতে পারলাম আমি। তারপর গাড়িতে এনে তুললাম তাকে।

হুইলের উপর মাথাটা রেখে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। সেই বদমাশ পাখিটা যেন আমাকে ব্যঙ্গ করেই ডেকে উঠল আবার। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ব্রিজের কাছ থেকে সরে আসতে শুরু করলাম আমি।

আগেই বলেছি, ওভের বাড়িতে কখনও যাওয়া হয়নি আমার। তবে ঠিকানাটা জানি। গ্লোভ কঅ্যাপার্টমেন্ট খুলে ভেতর থেকে কালো রঙের জিপিএস ডিভাইসটা বের করলাম এবার, তারপর তাতে রাস্তার নাম এবং নাম্বার লিখে দিলাম। কাজটা করতে গিয়ে আরেকটু হলেই আরেকটা গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে যেতে বসেছিল আর কি। হিসেব নিকেশ করে জায়গাটার দূরত্ব জানিয়ে দিল জিপিএস। সম্পূর্ণ যান্ত্রিক, কোন আবেগের ছোঁয়া নেই তার মাঝে। এমনকি যন্ত্রটার মাঝ থেকে যে নারীকণ্ঠে নির্দেশ ভেসে আসতে লাগল তাকেও আমার বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসিন বলে

BanglaBook.org

মনে হলো। এখন থেকে আমাকেও এমন আচরণ করতে হবে, নিজেকে বললাম আমি। যন্ত্রের মতো কাজ করে যেতে হবে, কোন ভুল করলে চলবে না।

আধ ঘণ্টা পর নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে পৌছালাম আমরা। চুপচাপ, সরু একটা রাস্তা। একেবারে শেষ মাথায় রয়েছে জিকেরুদের পুরনো, ছোট্ট বাড়িটা। পেছনে গজিয়েছে ঘন জঙ্গল। সিঁড়ির সামনে এসে গাড়ি থামালাম আমি, বাড়িটার উপর চোখ বোলালাম। এই ভয়ানক চেহারার বাড়িটা যে আধুনিক স্থাপত্যের কোন উদাহরণ নয় সেটা নিশ্চিত হতে বেশ সময় লেগে গেল আমার।

পাশের সিটে বসে আছে ওভ। বিভৎস চেহারা হয়ে উঠেছে তার, ছাই বর্ণ ধারণ করেছে। তার পকেট হাতড়ে চাবি খুঁজতে লাগলাম আমি, ভেজা শব্দ বের হতে লাগল কাপড়ের ভেতর থেকে।

ঝাঁকি দিয়ে তার ভেতরে কিছুটা প্রাণ ফিরিয়ে আনতে চাইলাম আমি। শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ওভ।

'হাঁটতে পারবে?' প্রশ্ন করলাম তাকে।

ব্যাটা এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন ভিনগ্রহের প্রাণীকে দেখছে। স্বাভাবিকের চাইতেও আরও ঠেলে বেরিয়ে এল তার নিচের চোয়াল, ব্রুস স্প্রিংস্টিন এবং ইস্টার আইল্যান্ডের মূর্তিগুলোর মাঝামাঝি কিছু একটা বলে মনে হতে লাগল।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে উল্টো পাশে চলে এলাম আমি, তারপর টেনে বের করে দেয়ালের সাথে দাঁড় করালাম ওভকে। চাবির রিঙের প্রথম চাবিটা দিয়েই খুলে গেল তালাটা। মনে হলো, অবশেষে হয়তো ভাগ্য আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে শুরু করেছে। এবার ভেতরে টেনে নিয়ে এলাম ওভকে।

বাড়িটার ভেতরের দিকে এগোতে যাবো, এই সময় মনে পড়ল আমার। অ্যালার্মটা বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে এই সময় ট্রিপোলিসের নিরাপত্তা বাহিনী বাড়িটার চারপাশে ভীড় জমাক সেটা আমি একেবারেই চাই না, এটাও চাই না যে ক্যামেরার চোখে ধরা পড়ে যাক আমার এবং আধমরা জিকেরুদের চেহারা।

BanglaBook.org

'পাসওয়ার্ডটা কি?' ওভের কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

লাফ দিয়ে উঠল ও, সরে যাওয়ার চেষ্টা করল আমার কাছ থেকে।

'ওভ! পাসওয়ার্ড!'

'অ্যাঁ?'

'অ্যালার্ম বাজতে শুরু করার আগেই বন্ধ করতে হবে ওটাকে।'

'নাতাশা...' আধবোজা চোখে বিড়বিড় করে বলল ও।

'ওভ! আমার কথা শুনতে পাওনি?'

'নাতাশা...'

'আরে পাসওয়ার্ডটা বলো!' ঠাস করে ওর মুখে চড় কষালাম আমি। সাথে সাথে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ওভের চোখজোড়া।

'আরে গাধা, সেটাই তো বলছি তোমাকে! নাতাশা!'

ওকে ছেড়ে দিলাম আমি, সাথে সাথে মেঝেতে এলিয়ে পড়ল ও। এবার এক দৌড়ে এগিয়ে গেলাম বাড়ির সামনের দিকে। দরজার পেছনে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেল অ্যালার্ম বক্সটাকে। এত দিনে বুঝতে শুরু করেছি যে ট্রিপোলিসের লোকেরা এগুলোকে কিভাবে সাজাতে পছন্দ করে। একটা লাল রঙের বাতি জ্বলছে আর নিভছে, দেখাচ্ছে যে অ্যালার্ম বাজতে আর কতক্ষণ বাকি। রাশিয়ান পতিতার নামটা টাইপ করলাম আমি। শেষ অক্ষরটা টাইপ করার সময় হঠাৎ করেই মনে পড়ল, ওভ ডিজলেক্সিক, অর্থাৎ কোন কিছু সঠিকভাবে পড়তে পারে না। নাতাশা বানানটা ও কিভাবে লেখে কে জানে! কিন্তু হাতে মাত্র পনেরো সেকেন্ড সময় ছিল, তা এখনই শেষ হয়ে যাবে। ওভকে জিজ্ঞেস করার সময় নেই আর। 'এ' অক্ষরটায় চাপ দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি, দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছি। কোন শব্দ পাওয়া গেল না। আবার চোখ খুললাম, দেখলাম লাল বাতি টা আর জ্বলছে না। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা এবার ছেড়ে দিলাম আস্তে করে, হিসেবে ভুল হলে কি হতো সেই চিন্তাটা জোর করে সরিয়ে দিলাম মাথা থেকে।

আবার যখন ঘুরে তাকালাম, দেখলাম অদৃশ্য হয়েছে ওভ। ভেজা

BanglaBook.org

পায়ের ছাপগুলো অনুসরণ করে বসার ঘরে চলে এলাম এবার। কামরাটা নিশ্চয়ই একাধারে বসার ঘর, কাজের ঘর, খাওয়া এবং শোয়ার ঘর হিসেবেও কাজ করে। ঘরের এক কোণে জানালার পাশে একটা ডাবল বেড দেখা যাচ্ছে। অপর প্রান্তে দেয়ালের সাথে ঝোলানো একটা প্লাজমা টিভি, দুটোর মাঝখানে একটা কফি টেবিল। একটা আধ খাওয়া পিজ্জার অবশিষ্টাংশ দেখা যাচ্ছে টেবিলের উপর। আরেকটা দেয়ালের পাশে রয়েছে একটা ভাইস বেঞ্চি, তার উপর একটা নলকাটা শটগান। খুব সম্ভব ওটা নিয়ে কাজ করছিল ওভ। এই মুহূর্তে বিছানার উপর পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে তাকে, গোঙাচ্ছে অল্প অল্প। ব্যথায়, আন্দাজ করলাম আমি। কিউরাসিট যে মানুষের শরীরের উপর কি প্রভাব ফেলে তা আমার জানা নেই, তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সেটা ভালো কিছু নয়।

'কেমন লাগছে এখন?' কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। পায়ের সাথে কিছু একটা বাড়ি লেগে গড়িয়ে গেল মেঝের উপর। চোখ নামিয়ে দেখতে পেলাম, বিছানার এই পাশটায় পড়ে আছে অনেকগুলো খালি কার্তুজ।

'মরে যাচ্ছি আমি,' গুঙিয়ে উঠল ও। 'কি হয়েছিল?'

'গাড়িতে ওঠার পর কিউরাসিট ভর্তি একটা সিরিঞ্জের উপর বসে পড়েছিলে তুমি।'

'কিউরাসিট মানে?' মাথা তুলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল ওভ। 'কিউরাসিট নামের ওই বিষটার কথা বলছো? আমার শরীরে কিউরাসিট ঢুকেছে, তাই বলতে চাইছো তুমি?'

'হ্যাঁ। তবে বোঝাই যাচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে ঢুকতে পারেনি।'

'যথেষ্ট মানে?'

'তোমাকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট ছিল না। পরিমাণ ঠিক করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই।'

'কে গুলিয়ে ফেলেছে?'

'ক্লাস গ্রিভ।'

ধপ করে আবার বালিশের উপর পড়ে গেল ওভের মাথা। 'উফ! তুমি

BanglaBook.org

আবার ভজঘট পাকিয়ে ফেলেছো নাকি? আমাদের পরিচয় ফাঁস করে দাওনি তো ওর কাছে, ব্রাউন?'

'মোটেই না,' একটা চেয়ার টেনে বিছানার পায়ের কাছে বসতে বসতে বললাম আমি। 'গাড়ির ভেতরে সিরিঞ্জ রাখার কারণ ছিল...অন্য কিছু।'

'লোকটার কাছ থেকে চুরি করেছি আমরা, এ ছাড়া আর কি কারণ হতে পারে? বলো আমাকে?'

'কারণটা তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে না আমার। তবে ক্লাস গ্রিভ আসলে আমাকে মারতে চেয়েছিল, তোমাকে নয়।'

কঁকিয়ে উঠল ওভ। 'কিউরাসিট! আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো, ব্রাউন! না হলে মরেই যাবো আমি। এখানে কেন নিয়ে এসেছো আমাকে? ফোন করে একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকো!' বিছানার এক পাশে মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিত করল ও। টেবিলের উপর একটা জিনিস রয়েছে, যেটাকে প্রথম দেখায় তথাকথিত সিক্সটি-নাইন পজিশনে থাকা দুটো মেয়ের প্লাস্টিক মডেল বলে ভেবেছিলাম আমি। তবে এখন বুঝতে পারলাম, ওটা আসলে একটা ফোন।

ঢোক গিললাম আমি। বললাম, 'তোমাকে হাসপাতালে নেয়া উচিত হবে না, ওভ।'

'উচিত হবে না মানে? আমাকে যেতেই হবে! মরতে বসেছি আমি, গাধা কোথাকার!'

'আমার কথা তো আগে শোনো। ডাক্তাররা যখন দেখবে তোমার শরীরে কিউরাসিট পাওয়া গেছে, তখন এক মুহূর্তও দেরি না করে পুলিশে ফোন করবে ওরা। সাধারণ ফার্মেসিতে কিনতে পাওয়া যায় না এই জিনিস। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক বিষগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম, কর্মক্ষমতা প্রায় প্রুসিক এসিড এবং এনথ্রাক্সের জীবানুর সমান। তখন ক্রিপোস এসে ধরবে তোমাকে, পেট থেকে কথা বের করার চেষ্টা করবে।'

'তাতে কি হয়েছে? মুখ বন্ধ রাখবো আমি।'

'তাই নাকি? আর তোমার এই অবস্থা কিভাবে হলো, তার জবাবে কি বলবে?'

BanglaBook.org

'বানিয়ে বলে দেবো কিছু একটা।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'কোন দরকার নেই, ওভ। ওরা যদি ইনবাউ, রেইড আর বাকলির পদ্ধতি ব্যবহার করতে শুরু করে তখন তার সামনে দাঁড়াতেই পারবে না তুমি।'

'অ্যাঁ?'

'ওদের জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি তোমার সহ্য হবে না। তার চাইতে এখানেই থাকো, বোঝা গেছে? তাছাড়া ইতোমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করেছ তুমি।'

'আমি সুস্থ হয়ে উঠছি কি না তুমি কিভাবে বুঝলে, ব্রাউন? তুমি কি ডাক্তার? না, তুমি হচ্ছ একজন হেডহান্টার। জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে আমার ফুসফুস। প্লিহা ফেটে গেছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কিডনিগুলোও গোল্লায় যাবে। এখনই হাসপাতালে নিয়ে চলো আমাকে, এখনই!'

বলতে বলতে বিছানায় উঠে বসতে চাইল ও, কিন্তু সাথে সাথে ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে ওকে চেপে ধরে আবার শুইয়ে দিলাম আমি।

'শোনো, আমি দেখছি ফ্রিজে দুধ পাওয়া যায় কি না। দুধ খেলে বিষক্রিয়া কমে আসে। হাসপাতালে গেলেও ওরা এই একই কাজ করবে।'

'তাই? ফিডারে করে দুধ খাওয়াবে আমাকে, তাই না?'

আবার উঠে বসার চেষ্টা করল ও, আবারও চেপে ধরে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম আমি। হঠাৎ যেন দম বেরিয়ে গেল ওর বুক থেকে। চোখগুলো উল্টে গেল, আধখোলা হয়ে গেল মুখটা। ধপ করে মাথাটা পড়ে গেল বালিশের উপর। মুখটা ঘুরিয়ে নিজের মুখের কাছে নিয়ে এলাম আমি, নিশ্চিত হলাম যে তামাকের গন্ধ মেশানো নিঃশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে কি না এখনও। তারপর নেমে এলাম বিছানা থেকে, ওর ব্যথা কমানো যায় এমন কিছুর খোঁজে তল্লাশি চালাতে শুরু করলাম বাড়ির ভেতর।

কিন্তু গোলাগুলি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। তার পরিমাণ প্রচুর। মেডিসিন কাপবোর্ডের উপর রেড ক্রসের অফিসিয়াল চিহ্ন রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভেতরে গাদা করে রাখা রয়েছে কেবল বাক্স ভর্তি নাইন মিলিমিটার বুলেট। রান্নাঘরের ড্রয়ারে আরও অনেকগুলো বুলেটের বাক্স

BanglaBook.org

পাওয়া গেল। কয়েকটার উপর লেখা রয়েছে 'ব্ল্যাংকস', যেগুলোকে সার্জেন্টস কোর্সে থাকার সময় আমরা 'রেড ফার্ট' বলে ডাকতাম। শুধু খোসা, বুলেট নেই ভেতরে। টিভিতে অপছন্দের কোন অনুষ্ঠান চলার সময় নিশ্চয়ই এগুলোই ফায়ার করে ওভ। ব্যাটা আস্ত একটা উন্মাদ। ফ্রিজ খুললাম আমি। একটা তাকে পাওয়া গেল এক কার্টন দুধ, তার ঠিক পাশেই একটা চকচকে রূপালি রঙের পিস্তল। সেটা বের করে আনলাম আমি। বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আছে পিস্তলটার বাঁট। একপাশে মডেলটা খোদাই করে লেখা রয়েছে–গ্লক সেভেনটিন। হাতের উপর নিয়ে অস্ত্রটার ওজন আন্দাজ করে দেখলাম। কোন সেফটি ক্যাচ নেই, তবে চেম্বারে একটা বুলেট রয়েছে ঠিকই। সোজা কথায়, খপ করে পিস্তলটা তুলে নিয়েই গুলি করা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রান্নাঘরে থাকাকালীন যদি হুট করে অপ্রত্যাশিত কোন অতিথি চলে আসে তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে এই পিস্তলটা দিয়ে। সিলিঙে টাঙানো সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোর দিকে তাকালাম একবার। বুঝতে পারলাম, যতটা ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি অহেতুক ভয়ে ভোগে ওভ জিকেরুদ। খুব সম্ভব মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার সময় হয়েছে ওর।

দুধের কার্টনের সাথে সাথে পিস্তলটাও নিয়ে নিলাম আরেক হাতে। আর কিছু না হোক, অন্তত বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওভকে সামলে রাখার জন্য হলেও কাজে আসবে অস্ত্রটা।

আবার সিটিং রুমে এসে ঢুকলাম আমি, দেখলাম ব্যাটা সোজা হয়ে বসে আছে বিছানার উপর। তার মানে, অজ্ঞান হওয়ার ভান করেছিল শুধু। প্লাস্টিকের মেয়েদুটোর একটা ধরা রয়েছে হাতে।

'এক্ষুনি একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠান,' রিসিভারে মুখ রেখে জোরালো গলায় বলে উঠল সে। উদ্ধত চোখে পরিস্কার রাগ, আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, আমাকে আর কেয়ার করতে চাইছে না, তার কারণটাও পরিস্কার। অন্য হাতে একটা অস্ত্র ধরা রয়েছে তার, এক নজরেই যেটাকে চিনতে পারলাম আমি। অনেক সিনেমায় দেখেছি জিনিসটা। ওই যে, কালো চামড়ার লোকজন নিজেদের এলাকাভিত্তিক মারামারিতে যে ধরণের অস্ত্র

BanglaBook.org

ব্যবহার করে একটা উজি। ছোট্ট একটা সাবমেশিনগান, দারুণ যুৎসই। একই সঙ্গে অত্যন্ত কুৎসিত এবং ভয়ঙ্কর। এখন সেটার নল আমার দিকেই তাক করা।

'না!' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'এই কাজ কোরো না, ওভ! ওরা পুলিশকে খবর দে–'

গুলি করল ওভ।

মনে হলো সসপ্যানের মধ্যে ফুটতে শুরু করল অনেকগুলো পপকর্ন। ব্যাপারটা চিন্তা করার সময় পেলাম আমি, ভাবলাম যে এই মরার আগে এটাই তাহলে আমার শোনা সর্বশেষ শব্দ। পেটের কাছে ভেজা ভেজা স্পর্শ পেতে চোখ নামিয়ে তাকালাম সে-দিকে। দেখলাম, পেটের পাশ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার হাতে ধরা দুধের কার্টনটাকে। কিন্তু, রক্তের রঙ সাদা কেন? তারপর বুঝতে পারলাম, ঘটনা আসলে উল্টো। আমার পেট নয়, ফুটো হয়েছে দুধের কার্টনটা। সেখান থেকে দুধ বেরিয়ে এসে আমার পেটের কাছটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। নিজের অজান্তেই পিস্তল ধরা হাতটা উপরে উঠে এল আমার। এখনও হাত নাড়াতে পারছি দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম আমি, সেই অবস্থাতেই গুলি করলাম। কান ফাটানো শব্দ হলো, একই সাথে অবাক ভাব কেটে গিয়ে জিঘাংসা কাজ করতে শুরু করল আমার মধ্যে। উজির চাইতে অন্তত গ্লকের শব্দটা অনেক বেশি জোরালো। আমার গুলি করার সাথে সাথে অস্ত্র নামের ইজরায়েলি কলংকটাও চুপ হয়ে গেল। পিস্তল নামিয়ে নিলাম আমি। দেখলাম, ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ওভ। তার কোঁচকানো ভ্রু'র ঠিক উপরে তৈরি হয়েছে একটা ছোট্ট, নিখুঁত ফুটো। তারপরেই ধপ করে পড়ে গেল সে, বালিশে বাড়ি খেল মাথাটা। যেমন হঠাৎ তৈরি হয়েছিল, তেমনই হঠাৎ ক্রোধের লাল পর্দাটা সরে গেল আমার চোখের সামনে থেকে। চোখ পিটপিট করতে লাগলাম আমি, যেন সামনে কি দেখছি বুঝে উঠতে পারছি না। নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছি, এবার আর জেগে ওঠার সম্ভাবনা নেই ওভ জিকেরুদের।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

মিথেন

ই সিক্স হাইওয়ে ধরে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছি আমি। উইন্ডস্ক্রিনের উপর হাতুড়ি পিটিয়ে চলেছে বৃষ্টির ফোঁটা, জিকেরুদের টু এইট্টি এসই মডেলের মার্সিডিজের ওয়াইপারগুলো প্রাণপণে লড়াই করছে সেগুলোর সাথে। এখন বাজে সোয়া একটা। পাঁচ ঘন্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছি আমি। তারপর থেকে এ পর্যন্ত আমার স্ত্রীর পাতা ফাঁদে পা দিতে দিতে বেঁচে গেছি, পার্টনারের লাশকে ফেলে দিয়েছি একটা লেকে, সে জ্যান্ত হয়ে উঠলে তাকে আবার উদ্ধার করেছি, আবিষ্কার করেছি আমার জীবিত হয়ে ওঠা পার্টনার আমাকেই গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিতে চায়। তাই, আমি নিজেই একটা গুলি করে নিশ্চিত করেছি যেন সে আবার লাশে পরিণত হয়, আমি পরিণত হই খুনিতে। অথচ এলভেরাম আসতে এখনও অর্ধেক পথ বাকি।

টগবগ করে ফুটতে থাকা দুধের মতো ধোঁয়া উঠছে রাজপথের উপর আছড়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা থেকে। মোড় নেয়ার সাইনটা যেন আমার চোখ এড়িয়ে না যায় সে-জন্য স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝুঁকে এলাম আমি। যে জায়গায় এখন যাচ্ছি তার কোন ঠিকানা নেই, ফলে পাথফাইন্ডারের ওই জিপিএস মেশিনটার সাহায্য নেয়ারও কোন উপায় নেই আমার।

জিকেরুদের বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে কেবল নিজের ভিজে কাপড় খুলে ওয়ার্ডরোবে পাওয়া কিছু শুকনো কাপড় পরে নিয়েছিলাম আমি। তারপর তার গাড়ির চাবি এবং ওয়ালেট থেকে সমস্ত নগদ টাকা আর ক্রেডিট কার্ড বের করে নিয়েছিলাম। যেভাবে বিছানায় পড়েছিল ওভ, ওভাবেই ওকে রেখে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। কোন কারণে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করলেও সমস্যা হবে না আশা করি, কারণ পুরো বাড়িতে একমাত্র বিছানাটাই সিসিটিভি ক্যামেরার আওতার বাইরে রয়েছে। বের

BanglaBook.org

হওয়ার সময় গ্লকটাও সাথে নিয়ে নিয়েছি, কারণ খুন হওয়ার জায়গায় যে অস্ত্র দিয়ে খুনটা করা হয়েছে সেটা ফেলে আসা একেবারেই যৌক্তিক মনে হয়নি। চাবির রিঙে রয়েছে ওভের বাড়ির চাবি, সেই সাথে আমাদের নিয়মিত দেখা হয় যে কেবিনে তার চাবি। জায়গাটা এলভেরামের ঠিক পরেই। নির্জন একটা জায়গা; ধ্যান, পরিকল্পনা এবং বিশ্রামের জন্য আদর্শ। ওখানে কেউ খুঁজতে আসবে না আমাকে, কারণ আমি যে ওই জায়গার কথা জানি সেটা কেউ জানে না। তাছাড়া, ওটা ছাড়া যাওয়ার মতো আর কোন জায়গাও নেই আমার, যদি না লোটিকেও এই ঝামেলায় জড়াতে চাই। আচ্ছা, এই ঝামেলাটা আসলে কোন দিক দিয়ে শুরু হয়ে গেল? এই মুহূর্তে আমার পেছনে লেগেছে এক খুনে ডাচ, যার পেশাই হচ্ছে লোকজনের গন্ধ শুঁকে তাদের খুঁজে বের করা। খুব তাড়াতাড়িই হয়তো পুলিশও আমার পেছনে লাগবে, অন্তত তাদের মাথায় আমার ধারণার চাইতে একটু বেশি বুদ্ধি থাকলেই এটা সম্ভব। যদি বাঁচতে হয় তাহলে ওদের কাজটা যত বেশি সম্ভব কঠিন করে তুলতে হবে আমাকে। সেটা করার জন্য প্রথমেই বদলে ফেলতে হবে নিজের গাড়িটা, কারণ সাত সংখ্যার একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বারকে খুঁজে পাওয়া আর তার মালিককে খুঁজে পাওয়া প্রায় একই কথা। ওভের বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরেই আপনা থেকে চালু হয়ে গেছে অ্যালার্ম সিস্টেম। তারপর নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছি আমি। গ্রিভ যে সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারে সে ধারণা আগেই ছিল আমার মাথায়, তাই কিছুটা দূরে একটা গলির মধ্যে পার্ক করেছি গাড়ি। ভেজা কাপড়গুলো রেখেছি গাড়ির বুটে, ছাদের লাইনিং থেকে বের করে নিয়েছি রুবেনসের পেইন্টিংটা। তারপর সেটাকে পোর্টফোলিও ব্যাগে ঢুকিয়ে এবং গাড়িতে তালা দিয়ে পায়ে হেঁটে সরে এসেছি। ওভের গাড়িটাকে যেখানে দেখে গিয়েছিলাম সেখানেই পাওয়া গেছে। তাতে উঠে বসে ব্যাগটা রেখেছি পাশের সিটে, তারপর রওনা দিয়েছি এলভেরামের পথে।

ওই তো, দেখা যাচ্ছে মোড় নেয়ার সংকেত। হুট করেই যেন উদয় হলো সাইনটা, ফলে নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে ব্রেক কষার জন্য সবটুকু দক্ষতা

BanglaBook.org

খাটাতে হলো আমাকে। এই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে গাড়িটা খুব সহজেই পিছলে ঝোপের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। পুলিশ বা দুর্ঘটনা–কোনটাই এই মুহূর্তে দরকার নেই আমার।

তারপরেই গ্রাম্য এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ল আমার গাড়ি। রাস্তার দু-পাশে ফসলের ক্ষেত আর খামারবাড়িগুলোর উপর ঝুলে আছে কুয়াশার আস্তরণ। ক্রমেই সরু হয়ে আসছে পথের প্রস্থ। সিগডাল কিচেনের বিজ্ঞাপন নিয়ে একটা লরি চলে গেল পাশ দিয়ে, পানি ছিটিয়ে গেল আমার উপর। আরও একটা মোড় পার হওয়ার পর যখন দেখলাম যে রাস্তায় আমার গাড়ি ছাড়া আর কোন গাড়ি নেই তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস এললাম। তবে এই রাস্তাটায় খানাখন্দের পরিমাণ অনেক বেশি, আর ফসলের ক্ষেতের পরিমাণও কম। আরও একটা মোড়। কংক্রিটের বদলে স্রেফ কংকর বিছানো পথে নেমে এল গাড়ি। চার নাম্বার মোড়। এবার আর রাস্তার কোন বালাই নেই। স্রেফ জঙ্গল। বৃষ্টির পানিতে ভারি হয়ে থাকা গাছের ডালগুলো ছুঁয়ে যেতে লাগল গাড়ির ছাদ, যেভাবে মানুষের চেহারায় হাত বোলায় অন্ধ মানুষ। আরও বিশ মিনিট এভাবে শামুকের গতিতে চলার পর অবশেষে জায়গাটায় পৌছাতে পারলাম আমি। এই বিশ মিনিটের মধ্যে পথে একটাও বাড়িঘর চোখে পড়েনি।

ওভের সোয়েটারের হুডটা এবার মাথার উপর টেনে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে দৌড় দিয়ে চলে এলাম সামনে। গোলাঘরের সামনে দিয়ে আসার সময় কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো ঘাড়ের কাছে। ওভের মতে, এর কারণ হচ্ছে সিনড্রে আ নামের এক কৃষক, যে এখানেই বাস করে। বদমেজাজি, গম্ভীর এক কৃষক, প্রচণ্ড কিপটে। এতই কিপটে যে বাড়িটার ভিত্তি ঠিক মতো বানায়নি, ফলে প্রতি বছর ইঞ্চি ইঞ্চি করে দেবে যাচ্ছে বাড়িটা। লোকটার সাথে কখনও কথা হয়নি আমার, ওভই এসব ব্যাপার সামলাত। তবে বেশ কয়েকবার তাকে দূর থেকে দেখেছি আমি, যে কারণে ফার্মহাউজটার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা ঢ্যাঙা লোকটাকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। এই বৃষ্টির মধ্যে আমার গাড়ির শব্দ সে টের পেল কি করে কে জানে। লোকটার পায়ের সাথে গা ঘষছে একটা মোটাসোটা

BanglaBook.org

বেড়াল।

'হ্যালো!' সিঁড়ি থেকে বেশ দূরে থাকতেই চিৎকার করে সম্ভাষণ জানালাম আমি।

কোন জবাব নেই।

'হ্যালো, সিনড্রে!' আবার ডাক দিলাম আমি। এবারও কোন জবাব মিলল না।

সিঁড়ির মুখে এসে বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। বেড়ালটা এবার গা ঘষাঘষি বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। অথচ আমি কি না ভাবতাম, বেড়াল বৃষ্টি অপছন্দ করে। বড় বড় চোখ বেড়ালটার, ঠিক ডায়ানার মতো। এমনভাবে আমার গা ঘেষে দাঁড়াল, মনে হলো কতদিনের বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছে। অথবা সবার সাথেই হয়তো এমন আচরণ করে প্রাণীটা। রাইফেল নামিয়ে নিল কৃষক। ওভ বলেছিল, পুরনো রাইফেলটার মাথায় একটা টেলিস্কোপিক সাইট বসিয়ে নিয়েছে সিনড্রে, ওটা দিয়েই লক্ষ্য রাখে কারা এল বা গেল। বাইনোকুলার কেনার ইচ্ছে নেই তার, এতটাই কিপটে। তবে কিপটেমীর কারণেই কখনও গোলাবারুদও কেনে না বলে শুনেছি, যেটা অবশ্যই স্বস্তির কারণ। এদিকে যেন বেশি লোকজন না আসে সেটাও নিশ্চয়ই রাইফেলটার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা যায়। থোক করে এক দলা থুতু ফেলল কৃষক।

'ওই জিকেরুদটা কখন আসবে, ব্রাউন?' তেল না দেয়া পুরনো দরজার মতো ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল লোকটার গলা। 'জিকেরুদ' শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করল যেন ভুত তাড়ানোর মন্ত্র পড়ছে। আমার নাম কিভাবে জানলো তা ঈশ্বরই ভালো জানেন, তবে ওভের কাছ থেকে যে জানেনি এটা নিশ্চিত।

'পরে,' বললাম আমি। 'আমার গাড়িটা তোমার গোলাঘরে রাখতে পারি?'

আবার থুতু ফেলল সে। 'পয়সা দিতে হবে। আর গাড়িটা তো তোমার নয়। জিকেরুদের। সে কিভাবে আসবে?'

লম্বা একটা দম নিলাম আমি। 'স্কি করে আসবে। কোন সমস্যা? কত

BanglaBook.org

দিতে হবে তোমাকে?'

'প্রতি দিন পাঁচ শ।'

'পাঁচ...শ?'

দাঁত বের করে হাসল চাষা। ইচ্ছে করলে রাস্তার উপরে রাখতে পারো। সে ক্ষেত্রে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না তোমাকে।'

ওভের ওয়ালেট থেকে নিয়ে আসা টাকাগুলোর মাঝ থেকে তিনটে দুই শ ক্রোনারের নোট আলাদা করলাম আমি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে গেলাম সিনড্রের দিকে। হাড্ডিসর্বস্ব হাত বাড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষার করছিল সে। টাকাগুলো ভরে রাখলো একটা পেটমোটা ওয়ালেটে, তারপর থুতু ফেলল আবার।

'বাকি টাকাটা পরে ফেরত দিয়ে দিও,' বললাম আমি।

কোন কথা বলল না সে, কেবল ঘরের ভেতরে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

গাড়িটা পেছন দিকে চালিয়ে গোলাঘরের ভেতর ঢোকালাম আমি। অন্ধকার হয়ে থাকায় আরেকটু হলেই গাড়িটাকে ধারালো কিছু কাঁটার সাথে লাগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। ফসল তোলার কাঁটা ওগুলো, সিনড্রে আ'র নীল রঙের ম্যাসি ফার্গুসন ট্রাক্টরের সাথে লাগানো রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে কাঁটাগুলো তখন ওপরে তোলা অবস্থায় ছিল। তাই গাড়ির পেছনের ফেন্ডার বা টায়ার ফুটো করে দেয়ার বদলে স্রেফ বুটের ঢাকনার কিছুটা রঙ তুলে নিল ওগুলো। কর্কশ শব্দে সতর্ক হয়ে গেলাম আমি, ফলে পেছনের জানালা ফুটো করার সুযোগ পেল না কাঁটাগুলো।

ট্রাক্টরের পাশে গাড়ি পার্ক করলাম আমি, তারপর পোর্টফোলিওটা নিয়ে আবার এক দৌড়ে ফিরে এলাম কেবিনে। সৌভাগ্যক্রমে বন এখানে এত ঘন যে বৃষ্টির পানি খুব বেশি ঢুকতে পারছে না, তাই সাধারণ চেহারার কাঠের কাবিনটার ভেতরে যখন ঢুকে পড়তে পারলাম তখনও আমার চুল শুকনোই আছে। আগুন জ্বালানোর কথা ভাবলাম একবার, কিন্তু তারপরেই বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। গাড়িটা লুকিয়ে রাখার জন্য অনেক কষ্ট করেছি। এখন ধোঁয়ার সিগন্যাল পাঠিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেয়ার কোন অর্থ

BanglaBook.org

হয় না যে কেবিনে লোক আছে।

এবার আমার খেয়াল হলো, কতটা ক্ষুধার্ত হয়ে আছি আমি।

ওভের ডেনিম জ্যাকেটটা কিচেনের একটা চেয়ারের সাথে ঝুলিয়ে রাখলাম, তারপর কাপবোর্ডগুলো খুঁজতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত স্রেফ একটা স্ট্যু'র ক্যান পাওয়া গেল। আমি আর ওভ শেষবার এখানে আসার সময় নিয়ে এসেছিলাম ওটা। থালাবাসন বা ক্যান ওপেনার কিছুই পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত গ্লকের ব্যারেল দিয়ে ধাতব ঢাকনায় একটা ফুটো করতে পারলাম, তারপর আঙুল দিয়ে বের করে এনে খেতে শুরু করলাম ভেতরের আঠাল, নোনতা পদার্থগুলো।

খাওয়া শেষ হতে জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। জঙ্গল, কেবিন, কেবিনের সামনের ছোট্ট এক চিলতে উঠোন এবং তার পরে দাঁড়িয়ে থাকা টয়লেটটাকে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ধারা। বেডরুমে এসে ঢুকলাম এবার। রুবেনসের পোর্টফোলিওটাকে ম্যাট্রেসের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে নিচের বাংকে শুয়ে পড়লাম, কিছু চিন্তাভাবনা করা দরকার। তবে খুব বেশি চিন্তা করার সুযোগ পেলাম না। নিশ্চয়ই সমস্ত দিন ধরে শরীরে জমা হওয়া অ্যাড্রেনালিনের ফল, কারণ কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

চোখ খোলার পরেই কেবল বুঝতে পারলাম নিজের অজান্তেই ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলাম। ঘড়ি দেখলাম, বিকেল চারটে বাজে। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে এনে দেখলাম আটটা মিসড কল এসেছে। চারটে ফোন ডায়ানার। অনুগত স্ত্রী সাজতে চাইছে আর কি, ওদিকে গ্রিভ নিশ্চয়ই

তিনটে ফোন এসেছে ফার্ডিনান্ডের কাছ থেকে। প্রার্থিদের মনোনয়ন সম্পর্কে শুনতে চাইছে খুব সম্ভব, অথবা পাথফাইন্ডারের চাকরিটা নিয়ে এখন কি করবে তাই জানতে চাইছে। আর আরেকটা নাম্বার আমি সাথে সাথে চিনতে পারলাম না, কারণ ফোনবুক থেকে নাম্বারটা মুছে ফেলেছিলাম। তবে মন থেকে বা হৃদয় থেকে মোছা যায়নি। ওই নাম্বারটা দেখতে দেখতেই আমার মনে হলো, আমি এমন একজন মানুষ, যে তার ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়ের এই জীবনে প্রচুর বন্ধুবান্ধব, ছাত্র, প্রাক্তন

BanglaBook.org

প্রেমিকা, সহকর্মি এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করেছে। এত বেশি যে আউটলুকে দুই মেগাবাইট জায়গা ভর্তি হয়ে গেছে তাদের দিকে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল একজনই আছে যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। এমন একটা মেয়ে, যার সাথে আমার পরিচয় স্রেফ তিন সপ্তাহের। পরিচয় বলতে বোঝাতে চাইছি, তিন সপ্তাহের প্রেম আর কি। বাদামি চোখের একটা অল্পবয়েসি মেয়ে, যে কিনা পোশাক পরে কাকতাড়ুয়াদের মতো, কথা বলে অত্যন্ত কম, নামটা যার পাঁচ অক্ষরে। আমাদের দু-জনের মধ্যে কার জন্য এটা অপেক্ষাকৃত বেশি করুণার ব্যাপার সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি।

টেলিফোন এনকয়ারিতে ফোন করলাম এবার, তারপর বিদেশের একটা নাম্বার চাইলাম তাদের কাছে। নরওয়ের বেশিরভাগ টেলিফোন সুইচবোর্ডই বেলা চারটের দিকে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, রিসেপশনিস্টদের বেশিরভাগই এই সময় বাড়ি ফিরে যায়, অজুহাত দেখায় যে তাদের স্বামী বা স্ত্রী অসুস্থ। পৃথিবীতে এই দেশেই অফিসে উপস্থিত থাকার বাধ্যতামূলক সময় সবচেয়ে কম, হেলথ বাজেট সবচেয়ে বেশি, অসুস্থতাজনিত কারণে ছুটি নেয়ার অনুপাতও সবচেয়ে উঁচুতে। তবে ফোন করার সাথে সাথেই হোটের সুইচবোর্ড জবাব দিল, যেন এটাই পৃথিবীত সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন ডিপার্টমেন্ট বা ব্যক্তির নাম জানা নেই আমার, তাই এখানে একটা ঝুঁকি নিতে হবে বলে মনস্থির করলাম।

'নতুন যে লোকটা এসেছে তার সাথে একটু কথা বলার দরকার আমার।'

'নতুন লোক মানে, স্যার?'

'ওই যে, টেকনিক্যাল ডিভিশনের হেড যে।'

'ওহ, ফেলসেনব্রিংক। কিন্তু তাকে তো ঠিক নতুন বলা যায় না, স্যার।'

'আমার কাছে সে নতুনই। ফেলসেনব্রিংক আছে না অফিসে?'

চার সেকেন্ড পরেই ডাচ লোকটার সাথে কথা হলো আমার। লোকটা যে কেবল অফিসে আছে তাই নয়, বরং চারটে বেজে যাওয়ার পরেও তার গলার স্বর একদম শান্ত, ভদ্র।

BanglaBook.org

'আলফা রিক্রুটিং থেকে বলছি আমি, নাম রজার ব্রাউন,' এটা সত্যি কথা। 'মি ক্লাস গ্রিভ তার রেফারেন্সে আপনার নাম জানিয়েছেন আমাদের।' এটা মিথ্যে।

'আচ্ছা,' বলল লোকটা, গলার স্বরে বিস্ময়ের কোন চিহ্ন নেই। 'আমার কর্মজীবনে আমি যত জন ম্যানেজারকে দেখেছি তাদের মধ্যে মি. ক্লাস গ্রিভই সেরা।'

'তার মানে আপনি...' বলতে শুরু করলাম আমি।

'হ্যাঁ, স্যার, ক্লাস গ্রিভ সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই উঁচু। পাথফাইন্ডারের জন্য তিনি সেরা ব্যক্তি হতে পারেন। সত্যি কথা বলতে, যে কোন কোম্পানিই তাকে পেলে গর্বিত বোধ করবে।'

দ্বিধা করতে লাগলাম আমি, তারপর কি মনে করে মন বদলে ফেললাম আবার। 'থ্যাংক ইউ, মি. ফেনসেলব্রিংক।'

'ফেলসেনব্রিংক। ইউ আর ওয়েলকাম।'

ফোনটা ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম আমি। জানি না কেন, কিন্তু কিছু একটা আমার মনের ভেতর থেকে বলতে লাগল, এইমাত্র কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে আমার।

বাইরে বৃষ্টির কোন বিরাম নেই। হাতে আর কোন কাজ না থাকায় রুবেনসের পেইন্টিংটা বের করলাম আমি, তারপর কিচেনের জানালা দিয়ে আসা আলোতে খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখলাম সেটাকে। শিকারি, অর্থাৎ মেলিয়েগারের চেহারা তীব্র আক্রোশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, জন্তুটার দেহে বর্শার ফলা ঢুকিয়ে দিচ্ছে সে। ছবিটা প্রথমবার দেখার পর তাকে দেখে কার কথা মনে হয়েছিল আমার এবার মনে করতে পারলাম ক্লাস গ্রিভ। তারপরেই একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়, যদিও কোন সন্দেহ নেই যে ব্যাপারটা কাকতালিয়। ডায়ানা একবার আমাকে বলেছিল যে রোমানদের শিশু জন্ম এবং শিকারিদের পৃষ্ঠপোষক দেবির নাম হচ্ছে ডায়ানা, গ্রিক ভাষায় যে আর্টেমিস হিসাবে পরিচিত। আর আর্টেমিসই তো মেলিয়েগারকে পাঠিয়েছিল, তাই না? হাই তুলে ছবিটার চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজের অবস্থান নিয়ে ভাবতে লাগলাম আমি। তারপর মনে পড়ল, গোলমাল পাকিয়ে

BanglaBook.org

ফেলছি। আর্টেমিস আসলে মেলিয়েগারকে পাঠায়নি, শুকরটাকে পাঠিয়েছিল। চোখ ডললাম আমি : ক্লান্তি এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ খেয়াল করলাম, কিছু একটা বদলে গেছে, কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু পেইন্টিংটার মধ্যে এত বেশি ডুবে গিয়েছিলাম যে, খেয়ালই করিনি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম আমি, ধরতে পারলাম পরিবর্তনটা কি। বৃষ্টির একঘেয়ে সেই শব্দটা নেই আর। থেমে গেছে বৃষ্টি।

ছবিটা আবার পোর্টফোলিওতে ঢুকিয়ে রাখলাম আমি, ঠিক করলাম, এটাকে লুকিয়ে রাখার মতো একটা জায়গা দরকার। কেবিন থেকে বের হতে হবে আমাকে, কিছু টুকটাক কেনাকাটা করতে হবে। ওই সাপের মতো ধূর্ত লোকটা, অর্থাৎ সিনড্রেকে আমার একটুও বিশ্বাস হয় না।

এদিক ওদিক তাকালাম আমি, লুকানোর জায়গার খোঁজে। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা টয়লেটটার উপর স্থির হলো আমার দৃষ্টি। বেশ কিছু বোর্ড সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে টয়লেটের ছাদ। বাইরে নেমে এলাম আমি। উঠোনের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, জ্যাকেটটা পরে নেয়া দরকার ছিল।

টয়লেটটা আসলে আর কিছুই নয়, একেবারে ন্যাড়া চেহারার একটা ছাউনিমাত্র। চারপাশে চারটে দেয়াল তোলা হয়েছে বোর্ড দিয়ে, উপরের দিকটায় এক চিলতে করে ফাঁকা জায়গা। সেখান দিয়ে বাতাস আসা যাওয়া করতে পারে। নিচে একটা কাঠের বক্স, তার উপরে গোল করে কাটা। এখন সেটার উপরে একটা চারকোণা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। টয়লেট রোলের টিউব এবং রুন রুডবার্গের ছবিওয়ালা কয়েকটা ম্যাগাজিন পড়ে রয়েছে তার উপর। সেগুলোকে সরিয়ে ঢাকনার উপরে উঠে দাঁড়ালাম আমি। এই নিয়ে বোধহয় অন্তত কয়েক লক্ষ বারের মতো মনে হলো যে আরেকটু লম্বা হতে পারলে মন্দ হতো না। তবে শেষ পর্যন্ত ছাদের বোর্ডগুলোর মধ্যে থেকে একটাকে ঢিলে করে আনতে পারলাম। সেটার ফাঁকে পোর্টফোলিওটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার লাগিয়ে দিলাম বোর্ডটা। কাজ শেষ হতে হঠাৎ ছাদের কাছাকাছি তৈরি করা ফাঁকা জায়গাগুলো দিয়ে বাইরে নজর পড়ল আমার, বরফের মতো জমে গেলাম সাথে সাথে।

BanglaBook.org

বাইরে এখন আগের চাইতে অনেক বেশি নিস্তব্ধ, গাছের ডাল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ার টুপটাপ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তারপরেও কোন শব্দ শুনতে পাইনি আমি–একটা গাছের ডাল ভাঙা, কর্দমাক্ত পথের উপর পা ফেলার ভেজা শব্দ–কিচ্ছু না। জঙ্গলের কিনারে মালিকের সাথে যে কুকুরটা এসে দাঁড়িয়েছে তার মুখ থেকেও কোন শব্দ ভেসে আসেনি আমার কানে। কেবিনে বসে থাকলে ওদের দেখতে পাওয়ার কোন উপায় ছিল না আমার, কারণ জানালা থেকে এদিকটা দেখা যায় না। কুকুরটাকে দেখে মনে হচ্ছে কোন পেশিবহুল মুষ্টিযোদ্ধার দেহে কেউ চোয়াল আর দাঁত বসিয়ে দিয়েছে; সেই সাথে আরও ছোট এবং শক্তিশালী করে তৈরি করেছে তাকে। আরও একবার তাহলে আপনাদের মনে করিয়ে দিই এখানে কুকুর জিনিসটা আমার দুই চোখের বিষ। ক্লাস গ্রিভের পরণে একটা ক্যামোফ্লেজের ছাপ মারা জ্যাকেট, আর মাথায় সবুজ আর্মি হ্যাট। হাতে কোন অস্ত্র নেই, তবে জ্যাকেটের নিচে কিছু আছে কি না আন্দাজ করা অসম্ভব। হঠাৎ করেই মনে পড়ল, এই জায়গাটা গ্রিভের কাজের জন্য আদর্শ। জনমানবহীন, নিরজন, কোন সাক্ষি নেই। এখানে একটা লাশ লুকানো একেবারেই ছেলেখেলা।

একই সাথে পা বাড়াল মনিব এবং ম্যাস্টিফ, যেন দু-জনই কোন অদৃশ্য ব্যক্তির নিঃশব্দ নির্দেশ শুনতে পেয়েছে।

ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল আমার হৃৎপিণ্ড। তা সত্ত্বেও, জঙ্গলের কিনার থেকে সামনে এগিয়ে আসার সময় ওদের ক্ষিপ্রতা এবং নিঃশব্দ পদচারণা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না আমি। সরাসরি কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল ওরা, তারপর কেবিনের দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে খোলা দরজা দিয়ে একটুও দ্বিধা না করে সরাসরি ঢুকে পড়ল ভেতরে। খোলাই রইল দরজাটা।

কেবিনটা যে শূণ্য এটা বুঝতে গ্রিভের কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগবে না, ওই কয়েক মুহূর্তই সময় আছে আমার হাতে। রান্নাঘরের চেয়ারের উপর ঝোলানো আমার জ্যাকেটটা দেখলেই সে বুঝে ফেলবে যে ধারে কাছেই আছি আমি। আর...ধ্যাত! গ্লকটাও নজরে পড়ে যাবে তার,

BanglaBook.org

যেটা টেবিলের উপর রেখে এসেছি আমি, স্ট্যুর খালি ক্যানের পাশে। ঝড়ের বেগে কাজ করছে আমার মস্তিষ্ক, সব চিন্তার শেষে একটাই উপসংহারে পৌছাল কোন সুযোগ নেই আমার হাতে। না অস্ত্র, না পালানোর উপায়, না কোন পরিকল্পনা, না কোন সময়–কিচ্ছু নেই। দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে খুব বেশি হলে দশ সেকেন্ডের মধ্যেই নিদার টেরিয়ারটা কামড়ে ধরবে আমার গোড়ালি, আর একটা নাইন মিলিমিটার বুলেট ঢুকে যাবে আমার মাথায়। সোজা কথায়, সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে আমার। মস্তিষ্ক একবার বলতে চাইল, ভয় পেয়ে মাথা গরম করে ফেললে কেমন হয়? কিন্তু তারপরেই এমন একটা ব্যাপার ঘটল যা একেবারেই অবিশ্বাস্য। ভয় পেল না সে, বরং নতুন একটা বুদ্ধির সন্ধান দিল আমাকে। বুদ্ধিটা অবশ্য আগে থেকেই ছিল, কিন্তু আমি দেখতে পাইনি আর কি–এই যা।

বুদ্ধিটা একাধারে যেমন ঘিনঘিনে, তেমনি বেপরোয়া। তবে এর পক্ষে সবচেয়ে বড় যে যুক্তিটা সেটা হল : এটা ছাড়া আর কোন পথ নেই আমার সামনে।

টয়লেট রোল টিউবগুলোর মধ্য থেকে একটা তুলে নিলাম আমি, তারপর এক মাথা মুখে পুরে কামড়ে ধরলাম। বুঝে নিলাম যে শক্ত করে মুখ দিয়ে চেপে ধরলেও ওটা দুমড়ে যাবে কি না। তারপর টয়লেটের ঢাকনাটা উঁচু করলাম, সাথে সাথে তীব্র দুর্গন্ধের ধাক্কা এসে বাড়ি মারল আমার নাকে। দেড় মিটার নিচেই রয়েছে টয়লেটের ট্যাংক। ভেতরে দেখা যাচ্ছে দুর্গন্ধময় মল, মুত্র, টয়লেট পেপার এবং চারপাশ থেকে গড়িয়ে আসা বৃষ্টির পানির মিলিত মিশ্রণ। ট্যাংকটা তুলে নিয়ে জঙ্গলে খালি করে আসতে দু-জন মানুষের দরকার হবে, কাজটা নিঃসন্দেহে খুব একটা সুখকর নয়। আক্ষরিক অর্থেই দুঃস্বপ্নের সমান। ওভ আর আমি শুধু একবার কাজটা করার দায়িত্ব নিয়েছিলাম, পরের তিন তিনটে রাত আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে আকাশ থেকে মলবৃষ্টি হচ্ছে। সিনড্রে লোকটা নিজেও খুব সম্ভবত কাজটা পছন্দ করে না, কারণ ট্যাংকটা এখন কানায় কানায় ভর্তি। তাতে অবশ্য এই মুহূর্তে আমার সুবিধাই হলো। এই দুর্গন্ধময় তরলের মাঝ থেকে

BanglaBook.org

অন্য কিছুর গন্ধ খুঁজে বের করা জীবনেও সম্ভব নয়, এমনকি নিদার টেরিয়ার জাতের কোন গর্বিত সদস্যের পক্ষেও নয়।

টয়লেটের ঢাকনাটা এবার মাথার উপর রাখলাম আমি, তারপর বক্সের মাঝে তৈরি করা গোলাকার ছিদ্রের দু-পাশে দু-হাত রেখে মাঝখান দিয়ে গলিয়ে দিলাম নিজের শরীরটা।

মলমূত্র ভর্তি একটা ট্যাংকে ডুব দেয়ার অনুভূতিটা অদ্ভুত, প্রায় অবাস্তব। হাত পা নেড়ে আরও নিচে নেমে যেতে চাইলাম আমি, অনুভব করছি যে ঈষৎ নরম এবং অপেক্ষাকৃত শক্ত মলের দলাগুলো বাড়ি খাচ্ছে আমার গায়ে। ছিদ্রের কিনারা গলে নেমে এল আমার মাথা, তবে ঢাকনাটা ছিদ্রের মুখেই আটকে রইল। ইতোমধ্যেই আমার ঘ্রাণশক্তি ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে, ফলে কোন গন্ধ পাচ্ছি না আমি। শুধু টের পাচ্ছি যে চোখ থেকে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে। ট্যাংকের উপরের অংশে, যেখানে তরলের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, সে জায়গাটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। তবে তার নিচে যেখানে কঠিনের পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে, সে জায়গাটা বেশ গরম হয়ে আছে, খুব সম্ভবত এখানে চলমান নানা ধরণের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে। এই ধরণের জায়গাগুলোতে মিথেন গ্যাস তৈরি হয় বলে কোথায় যেন পড়েছিলাম না? খুব বেশি মিথেন ফুসফুসে ঢুকলে নাকি মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। পায়ের নিচে এবার শক্ত মাটি পাওয়া গেল, অর্থাৎ ট্যাংকের তলদেশের নাগাল পেয়ে গেছি। উবু হয়ে বসে পড়লাম এবার। গাল বেয়ে পানি নেমে আসছে চোখ থেকে, নাক দিয়ে ঝর্ণার মতো সর্দি গড়াচ্ছে। পেছন দিকে হেলান দিয়ে বসলাম একটু, নিশ্চিত করলাম যেন মুখে ধরা টিউবটা উপরের দিকে তাক করা থাকে। তারপর চোখ বন্ধ করে প্রতিবাদ জানাতে থাকা শরীরটাকে শান্ত করতে চাইলাম, কারণ তা না হলে যে কোন মুহূর্তে বমি করে ফেলতে পারি। তারপর খুব সাবধানে আরও একটু নিচে নেমে গেলাম। মল এবং নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করছে না আমার কানে। কার্ডবোর্ডের তৈরি টিউবটার মাঝ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য করছি নিজেকে। কাজ হয়েছে, আর নিচে নামার প্রয়োজন নেই। এভাবে নাক এবং মুখের মধ্যে ওভের এবং নিজের বিষ্ঠা নিয়ে, সেই একই

BanglaBook.org

বিষ্ঠার পুকুরে ডুবে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে সেটাকে নিঃসন্দেহে আমার জন্য সঠিক বিচার বলে গন্য করা যায়। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার, সেটা যতই সঠিক হোক না কেন। আমি বাঁচতে চাই।

মনে হলো, বহু দূর থেকে যেন দরজা খোলার শব্দ ভেসে এল।

এবার।

ভারি পায়ের শব্দ এবং তার সাথে টয়লেটের মেঝেতে তৈরি হওয়া কম্পন টের পেলাম আমি। ধুপ, ধাপ। তারপরই থেমে গেল হঠাৎ। খচমচ শব্দ, তার মানে সেই কুকুরটা। টয়লেটের ঢাকনা উঠে গেল উপরে। বুঝতে পারলাম, ঠিক এই মুহূর্তেই গ্রিভ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যি কথা বলতে আমার ভেতরে চলে যাচ্ছে তার দৃষ্টি। একটা টয়লেট পেপার রোলের খোলা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার কথা তার, সেই হিসেবে আমার দেহের ভেতরেও চলে যাওয়ার কথা তার দৃষ্টি। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে শ্বাস নিতে চেষ্টা করলাম আমি। টিউবের কার্ডবোর্ডটা নরম হয়ে এসেছে, বুঝতে পারছি যে খুব তাড়াতাড়িই দুমড়ে মুচড়ে যাবে, পানি ঢুকে পড়বে ভেতরে।

ভোঁতা একটা শব্দ শুনতে পেলাম। কিসের শব্দ?

তবে পরের শব্দটা চিনতে কোন ভুল হলো না। আচমকা যেন ছোটখাট একটা বিস্ফোরণ ঘটল, তারপরেই আরও কয়েকটা ছোট ছোট শব্দ। মানুষের পেট থেকে সবেগে বর্জ্য নির্গত হওয়ার সময় এমন শব্দই তৈরি হয়। সব শেষে শোনা গেল একটা তৃপ্তির আওয়াজ।

ওহ, শিট! মনে মনে ভাবলাম আমি। সত্যিই, শিট।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কয়েক সেকেন্ড পর পানিতে কিছু পড়ার শব্দ পেলাম আমি, টের পেলাম যে আমার চেহারার উপর পানিতে নতুন করে কিছু একটা যোগ হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো এর চাইতে মৃত্যুও বোধহয় ভালো ছিল। কিন্তু চিন্তাটা সাথে সাথেই সরে গেল মাথা থেকে। অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে রয়েছি আমি বেঁচে থাকার জন্য বলতে গেলে কোন কারণই নেই আমার সামনে। অথচ এই মুহূর্তে আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে যতটা তীব্র, তা আগে কখনও হয়নি।

অপেক্ষাকৃত প্রলম্বিত গোঙানির শব্দ পাওয়া গেল এবার, নিশ্চয়ই চাপ

BanglaBook.org

বাড়াচ্ছে ব্যাটা। আমার টিউবের মুখে এসে পড়বে না তো ওর বর্জ্য? ভয় মাথাচাড়া দিতে শুরু করল আমার মনে। মনে হলো, টিউবটা দিয়ে যথেষ্ট বাতাস ঢুকছে না ভেতরে। আরও একবার পানিতে কিছু পড়ার শব্দ হলো।

মাথা ঘুরছে আমার, কুঁজো হয়ে বসে থাকার কারণে উরুর পেশিতে মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে। একটুখানি সোজা হয়ে বসতে চাইলাম আমি, ফলে পানির উপরে উঠে এল আমার মুখের উপরের অংশ। চোখ পিট পিট করলাম আমি। ক্লাস গ্রিভের লোমশ, সাদা নিতম্ব জোড়া দেখা যাচ্ছে সামনে, সেই সাথে বেশ বড় সড়, মানে স্বাভাবিকের চাইতেও বড় সড় একটা পুরুষাঙ্গ। কোন পুরুষের প্রতি এই জিনিসটা নিয়ে হিংসা জাগলে সম্ভবত মৃত্যুভয়ও সেটা দূর করতে পারে না, কারণ সাথে সাথেই ডায়ানার কথা মনে পড়ল আমার। সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম, ক্লাস গ্রিভ যদি আমাকে খুন করতে না পারে, তাহলে আমিই ওকে খুন করবো। এতে কোন ভুল নেই। সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রিভ। হঠাৎ করেই আমি দেখলাম, কোথাও কিছু একটা ঝামেলা আছে। কিছু একটা নেই। চোখ বন্ধ করে আবার ডুব দিলাম আমি। মনে হলো বনবন করে ঘুরে উঠল মাথাটা। আমি কি মিথেন গ্যাসের কারণে মারা যাচ্ছি তাহলে?

বেশ কিছুটা সময় পার হয়ে গেল। সব শেষ হয়ে গেল নাকি? আরেকটা দম নিতে যাবো, এই সময় টের পেলাম যে আমার নিঃশ্বাসের সাথে কিছুই ঢুকছে না, বন্ধ হয়ে গেছে বাতাসের সরবরাহ। বাঁচার সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করতে শুরু করল এবার, দম বন্ধ হয়ে এল আমার। উপরে উঠতেই হবে আমাকে, না হলে মরতে হবে! পানির উপর উঠে এল আমার মাথা। ঠিক একই মুহূর্তে ধপ করে একটা শব্দ শুনলাম। চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি স্বাভাবিক করতে চাইলাম, দেখলাম কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব অন্ধকার। তারপরেই ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খোলার শব্দ হলো, তারপরেই আবার বন্ধ হওয়ার শব্দ। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল পায়ের আওয়াজ। মুখ থেকে টয়লেট পেপার রোলটা ফেলে দিলাম আমি, এবার বুঝতে পারলাম কি ঘটেছে। রোলের মুখে কিছু একটা এসে আটকে গিয়েছিল, ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বাতাস ঢোকার পথ। জিনিসটা আর

BanglaBook.org

কিছুই নয়, ক্লাস গ্রিভের ফেলে দেয়া ব্যবহৃত টয়লেট পেপার।

নিজেকে ট্যাংকের ভেতর থেকে টেনে তুললাম আমি। বোর্ডের উপরের ফাঁকা জায়গা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, কুকুরটাকে জঙ্গলের দিকে পাঠাচ্ছে গ্রিভ। তারপর নিজে কেবিনের দিকে ফিরে গেল সে। পাহাড়ের চূড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কুকুরটা। সেটা জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলাম ওদিকে। আর সেই মুহূর্তে, হয়তো মিনিটখানেকের জন্য নিজেকে স্বস্তি পাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম বলেই বেঁচে থাকার আশায় আবার নতুন উৎসাহের সঞ্চার হলো। নিজের অজান্তেই ফোঁপানির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল আমার গলা দিয়ে। না, তারপরেই ভাবলাম আমি। কোন আশা করা যাবে না। অনুভূতির চিহ্ন রাখা যাবে না। আবেগি হওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করতে হবে। ভাবো, ব্রাউন। চিন্তা করো। মৌলিক সংখ্যাগুলো বলো তো? দাবার বোর্ড কিভাবে সাজাতে হয়? আচ্ছা, এবার ঠিক আছে। এবার ভাবা যাক, গ্রিভ কিভাবে আমাকে খুঁজে পেল। আমি যে এখানে আছি তা কিভাবে জানলো সে? ডায়ানা কখনও এই জায়গার কথা শোনেনি। তাহলে কার কাছ থেকে জানলো গ্রিভ? কোন জবাব নেই। বেশ। আমার সামনে এখন কি কি উপায় আছে? এখান থেকে পালাতে হবে, অন্তত দুটো সুবিধা আছে আমার হাতে। এক, রাত নামবে একটু পরেই। দুই, পা থেকে মাথা পর্যন্ত মলমূত্রে মাখামাখি থাকায় আমার গন্ধ পাবে না কেউ। কিন্তু মাথাব্যথা শুরু হয়েছে আমার, ঘুরছেও প্রচণ্ডভাবে। কখন অন্ধকার নামবে? আর সহ্য করতে পারছি না আমি।

ট্যাংকের কিনার টপকে বাইরে নেমে পড়লাম আমি। টয়লেটের পেছনে ঢালু জায়গার উপর নামল আমার পা দুটো। সেখানেই উবু হয়ে বসে মনে মনে জঙ্গলের দূরত্বটা পরিমাপ করে নিলাম। একবার ওখানে পৌছে যেতে পারলে সেখান থেকে গোলাঘরে পৌছাতে খুব একটা কষ্ট হবে না, গাড়িটায় উঠে বসে পালানোর চেষ্টা করতে পারবো। গাড়ির চাবিগুলো তো আছে আমার পকেটে, তাই না? পকেট হাতড়াতে শুরু করলাম আমি। বাম পকেটে পাওয়া গেল বেশ কিছ ভেজা ব্যাংকনোট, ওভের ক্রেডিট কার্ড, আমার নিজের ক্রেডিট কার্ড, ওভের বাড়িটার চাবি। ডান পকেট? মোবাইল

BanglaBook.org

ফোনের নিচে গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঠেকতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

মোবাইল ফোন।

তাই তো!

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায় যে ওগুলো কোন বেস স্টেশনের নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট জায়গা হয়তো নয়, তবে একটা এলাকাকে চিহ্নিত করা যায়। টেলিনরের বেস স্টেশনগুলো কোন একটা যদি আমার ফোনকে এই এলাকায় চিহ্নিত করে থাকে, তাহলে অবশ্য আমাকে খুঁজে পেতে কারও খুব বেশি কষ্ট হবে না। আশেপাশের এক কিলোমিটার ব্যসার্ধের মধ্যে সিনড্রে আ'র বাড়িটা ছাড়া আর কোন জনবসতি নেই। যার অর্থ হচ্ছে, টেলিনরের অপারেশনস ডিপার্টমেন্টে গ্রিভের কোন একজন বন্ধু আছে। কিন্তু এখন কোন কিছুই অবাক করতে পারছে না আমাকে। কী ঘটেছে তা এখন বুঝতে শুরু করেছি আমি। আর ফেলসেনব্রিংক, যার গলা শুনে মনে হয়েছিল, আমার কাছ থেকে ফোন পাওয়ার জন্যই সে অপেক্ষা করছিল, তার কাছ থেকে আমার সন্দেহগুলো আরও দৃঢ় রূপ পেয়েছে। আমার আন্দাজ যদি সত্যি হয় তাহলে এটা আমি, ডায়ানা এবং এক ডাচ ইতরের মাঝে ত্রিভুজ প্রেমঘটিত সমস্যা নয়। তার চাইতে অনেক বড় বিপদের মাঝে এসে পড়েছি আমি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

ম্যাসি ফার্গুসন

খুব সাবধানে টয়লেটের পাশ দিয়ে উঁকি দিলাম আমি, কেবিনটার দিকে তাকালাম। জানালাগুলো সব কালো হয়ে আছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বাইরে থেকে। তার মানে ভেতরে লাইটগুলো জ্বালায়নি গ্রভি। বেশ। কিন্তু এখানে আর থাকা যাবে না। গাছপালার মাঝে একটা বাতাসের ঝাপটা বইতে শুরু করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর দৌড়াতে শুরু করলাম। সাত সেকেন্ডের মাথায় পৌছে গেলাম জঙ্গলের কিনারে, গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে নিলাম নিজেকে। কিন্তু এই সাত সেকেন্ডের মধ্যেই আমার ফুসফুস ব্যথা হয়ে গেছে, মাথায় কে যেন হাতুড়ি পেটাতে শুরু করেছে। এমনভাবে মাথা ঘুরছে, মনে হচ্ছে যেন ছোটবেলার সেই দিনটায় ফিরে গেছি আমি, যে দিন আমার বাবা আমাকে প্রথম এবং শেষবারের মতো আমাকে অ্যামিউজমেন্ট পার্কে গিয়েছিল। সে দিন ছিল আমার নবম জন্মদিন। আমি এবং বাবা ছাড়া পার্কে আর একমাত্র দর্শক বলতে ছিল তিন আধ-মাতাল কিশোর, কোকের বোতলে স্বচ্ছ তরল ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল তারা। পার্কে তখন কেবল একটা মাত্র রাইড বাদে আর সবগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে। ভাঙা ভাঙা নরওয়েজিয়ানে ঝগড়া করে করে সেটার টিকিটের দাম অর্ধেকে নামিয়ে আনল বাবা। রাইডটা সম্ভবত নরক থেকে তুলে আনা হয়েছিল, কারণ সেটার একমাত্র কাজ ছিল যে লোক ওতে চড়বে তাকে কেবল এলোপাথাড়ি এদিক ওদিক পুলিয়ে বেড়ানো। যতক্ষণ না সেই লোক বমি করে দেয় ততক্ষণ তার মাঝে থামাথামির কোন লক্ষণ দেখা যেত না। ভাঙাচোরা মেশিনটায় উঠে প্রাণের ঝুঁকি নিতে অস্বীকৃতি জানালাম আমি, কিন্তু বাবা প্রায় জোর করেই উঠিয়ে দিল আমাকে। বেল্টগুলো বেঁধে দিয়ে বলল, ওগুলো নাকি আমাকে রক্ষা করবে। আজ, প্রায় পঁচিশ বছর পর এসে আমার মনে হচ্ছে আবার সেই অ্যামিউজমেন্ট পার্কটায় ফিরে গেছি আমি, যেখানে সব কিছুতে প্রস্রাব আর

BanglaBook.org

আবর্জনার গন্ধ। পুরো সময়টা যেমন তীব্র ভয় আর দুর্গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, এখনও তাই হয়েছে।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে একটা ছোট নালা দিয়ে পানি বয়ে যাচ্ছে, দেখতে পেলাম আমি। মোবাইল ফোনটা বের করে ফেলে দিলাম তাতে। এবার আমাকে খুঁজে বের কর দেখি, ব্যাটা রেড ইন্ডিয়ান কোথাকার! তারপর নরম ঘাসে ঢাকা জঙ্গলের মাঝ দিয়ে ফার্মহাউজের দিকে দৌড়ে চললাম আমি। পাইন গাছগুলোর মাঝে রাত নেমে আসতে শুরু করেছে, তবে আর কোন গাছ না থাকায় পথ চিনতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। মিনিট দুয়েক পর ফার্মহাউজটার বাইরের আলো ধরা পড়ল আমার চোখে। আরও একটু সামনে এগিয়ে গেলাম আমি, যাতে জঙ্গল থেকে বের হওয়ার সময় গোলাঘরটা থাকে আমার এবং সিনড্রে'র ফার্মহাউজের ঠিক মাঝখানে। আমাকে এই অবস্থায় দেখতে পেলে যে সিনড্রে একের পর এক প্রশ্ন ছুড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার মনে। আর তারপরেই সে যে কাজটা করবে সেটা হলো স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে ফোন করা।

গালাঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, আস্তে করে নামিয়ে ফেললাম বাইরের হুড়কোটা। তারপর ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে প্রবেশ করলাম ভেতরে। আমার মাথা, আমার ফুসফুস, সব ব্যথা করছে। অন্ধকারে চোখ পিটপিট করতে লাগলাম আমি, ট্রাক্টর এবং গাড়িটার অবস্থান চিহ্নিত করতে চাইছি। মিথেন গ্যাস আসলে মানুষের শরীরে ঠিক কি ধরণের প্রভাব ফেলে? অন্ধ করে দেয় না তো? মিথেন। মিথানল। দুটোর ভেতর নামে যখন মিল আছে, কাজেও মিল থাকার কথা।

আমার পেছনে মৃদু হাঁপানোর শব্দ পাওয়া গেল, সেই সাথে নখওয়ালা পায়ের মৃদু খচমচ শব্দ। তারপরেই মিলিয়ে গেল শব্দটা। জিনিসটা কি সেটা ঠিকই বুঝতে পারলাম আমি, কিন্তু পেছন ফিরে তাকানোর সময় পেলাম না, তার আগেই লাফ দিল কুকুরটা। সব কিছু যেন চুপচাপ হয়ে গেল, এমনকি আমার হৃৎপিণ্ডও বন্ধ করে দিল লাফানো। তার পরের মুহূর্তেই উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম আমি। একটা নিদার টেরিয়ারের পক্ষে এক লাফে কোন বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের কাঁধে উঠে তার ঘাড় কামড়ে ধরা সম্ভব নয় কি না আমি জানি না। তবে আগেই বলেছি, আমি কোন বাস্কেটবল খেলোয়াড়

BanglaBook.org

নই, তেমন যোগ্যতাও নেই আমার। ফলে পড়ে গেলাম সামনে, ব্যথায় অনেকগুলো বাতি জ্বলে উঠল আমার মাথার ভেতর। নখের আঁচড় টের পেলাম পিঠের উপর। অনুভব করলাম, হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে আসছে। আমার হাড়, আমার মাংস। প্রাণীটাকে চেপে ধরার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু হাতগুলো যেন হঠাৎ করে আমার কথা শুনতে অস্বীকৃতি জানাল। মনে হলো, ঘাড়ের উপর যে চোয়ালদুটো চেপে বসেছে তাদের কারণেই যেন মস্তিষ্ক থেকে হাত পর্যন্ত পৌছাতে পারছে না কোন সংকেত। মাঝপথে আটকে যাচ্ছে নির্দেশগুলো। উপুড় হয়ে পড়ে আছি আমি, এমনই বেকায়দা অবস্থা যে মুখের ভেতর ঢুকে যাওয়া কাঠের গুড়োগুলো পর্যন্ত থু থু করে ফেলতে পারছি না। ঘাড়ের মাঝে প্রধান ধমনীর উপর চাপ পড়েছে আমার। অক্সিজেন পাচ্ছে না মস্তিষ্ক। সরু হয়ে আসছে দৃষ্টিসীমা। খুব শীঘ্রই চেতনা হারিয়ে ফেলবো আমি। এভাবেই তাহলে মরণ হচ্ছে আমার, কুৎসিত চেহারার একটা কুকুরের কামড়ে। মন খারাপ করার মতই ব্যাপার। হ্যাঁ, শুধু মন নয়, মেজাজও খারাপ হয়ে উঠল আমার। মাথার ভেতরটা জ্বলে উঠল, অন্য দিকে বরফ ঠাণ্ডা ক্রোধের স্রোত ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে, আমার আঙুলগুলোর মাথা দিয়ে চুইয়ে পড়তে লাগল। মরার আগে যেন শেষবারের মতো আসুরিক শক্তিতে উঠে বসতে চাইলাম আমি।

নিজের পায়ে উঠে দাড়ালাম কোন মতে, কুকুরটা আমার ঘাড় কামড়ে ধরে ঝুলে রইল ভারি কোটের মতো। টলোমলো পায়ে দাঁড়িয়ে সেটাকে দু-হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু নাগাল পেলাম না। ভালো করেই বুঝতে পারছি যে হাল ছেড়ে দেয়ার আগে শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখছে আমার শরীর, খুব শীঘ্রই এই শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলবো আমি। তখন আর কোন উপায় থাকবে না। আমার দৃষ্টিসীমা এখন সরু হতে হতে পরিণত হয়েছে প্রতিটি জেমস বন্ড সিনেমার শুরুতে দেখানো দৃশ্যটায়। তফাতটা হলো, সিনেমায় ওটা শুরুর দৃশ্য, আর আমার জন্য শেষ দৃশ্য। সিনেমায় দেখা যায়, সব কিছু কালো হয়ে গেছে, শুধু একটা গোলাকার ছোট্ট ফুটোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ডিনার জ্যাকেট পরা এক লোককে, হাতে উদ্যত পিস্তল। আমার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটল, তবে ডিনার জ্যাকেট পরা জেমস বন্ডের বদলে সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আমি দেখতে পেলাম

BanglaBook.org

একটা নীল রঙের ম্যাসি ফার্গুসন ট্রাক্টর। শেষ একটা চিন্তা উঁকি দিয়ে গেল আমার মাথায় : কুকুর ঘেন্না করি আমি।

এবার টলতে টলতে ট্রাক্টরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালাম, কুকুরটার ওজনকে কাজে লাগিয়ে পিছু হঠতে শুরু করলাম। হঠাৎ করে পা হড়কে গেল আমার, ধারালো স্টিলের কাঁটাগুলো এগিয়ে এল আমাদের দু-জনকে স্বাগত জানাতে। জ্ঞান হারানোর আগে কুকুরের চামড়া ছেঁড়ার শব্দ ভেসে এল আমার কানে। বুঝতে পারলাম, পৃথিবী থেকে অন্তত একাকি বিদায় নিতে হচ্ছে না আমাকে। তার পরেই অন্ধকার নেমে এল আমার সামনে।

নিশ্চয়ই বেশ কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম আমি।

জ্ঞান ফিরে পেতে দেখলাম, মেঝের উপর পড়ে আছি, আর আমার নাকের সামনে ঝুলছে কুকুরটার হাঁ করা মুখ। মনে হলো যেন শূন্যে ভাসছে প্রাণীটার শরীর, কুঁকড়ে ভ্রূণের আকৃতি ধারণ করেছে। পিঠের ভেতর ঢুকে গেছে দুটো স্টিলের কাঁটা। উঠে দাঁড়ালাম আমি, সাথে সাথে দুলে উঠল পুরো গোলাঘর। তাল সামলানোর জন্য কয়েক পা পিছিয়ে যেতে হলো আমাকে। ঘাড়ে হাত দিতে অনুভব করলাম, কুকুরটার দাঁত যেখানে আমার চামড়া ফুটো করেছে সেখান দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। বুঝতে পারলাম, মাথা ঠিক মতো কাজ করছে না আমার, পাগলামি ভর করেছে। কারণ, গাড়িতে না উঠে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে নিজের কাজের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। সত্যিই, এক শিল্পকর্মের সৃষ্টি হয়েছে আমার হাতে। বর্শাবিদ্ধ ক্যালিডোনিয়ান কুকুর। অসাধারণ সুন্দর এক শিল্পকর্ম। বিশেষ করে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে কুকুরটার মুখ হাঁ হয়ে খুলে যাওয়ায় অন্য এক মাত্রা পেয়েছে যেন। কে জানে, হয়তো মৃত্যু যন্ত্রণার কারণে ঘটেছে এমন, অথবা এই জাতের কুকুররা এভাবেই মারা যায়। তবে কারণটা যাই হোক না কেন, কুকুরটার মুখের ক্রুদ্ধ অথচ যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তিটা দেখতে সত্যিই দারুণ লাগছে আমার। মনে হচ্ছে, একাধারে অপঘাতে মৃত্যু এবং সেই মৃত্যুর এমন অপমানজনক পদ্ধতির কারণেই ক্ষেপে গেছে সে। ইচ্ছে হলো একবার থুতু ছিটাই ওটার মুখে, কিন্তু শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে আমার মুখের ভেতরটা।

তার বদলে এবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে গাড়ির চাবিগুলো বের করে

BanglaBook.org

আনলাম আমি, তারপর টলতে টলতে গিয়ে ওভের মার্সিডিজের পাশে দাঁড়ালাম। দরজাটা খুলে ইগনিশনে চাবি লাগিয়ে মোচড় দিলাম, কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেল না। আবারও চাবি ঘোরালাম আমি, অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলাম। মরে কাঠ হয়ে আছে গাড়িটা। এবার বাইরে এসে বনেট উঁচু করে উঁকি দিলাম ভেতরে। বেশ অন্ধকার ভেতরে, তা সত্ত্বেও বনেটের মধ্য থেকে উঁকি দেয়া ছেঁড়া ধাতব পাতগুলো ঠিকই চোখে পড়ল। ওগুলোর কাজ কি আমি জানি না, তবে নিশ্চয়ই ইঞ্জিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে। হারামজাদা গ্রিভের কাজ! ভেবেছিলাম এখনও কেবিনে বসে আছে ব্যাটা, আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তবে এতক্ষণে নিশ্চয়ই কুকুরটার অনুপস্থিতি খেয়াল করতে শুরু করেছে সে। মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ব্রাউন। আচ্ছা, এখন এখান থেকে পালানোর একটাই উপায়, সিনড্রে আ'র ট্রাক্টর। না, অনেক বেশি ধীর গতির ওটা। খুব তাড়াতাড়িই আমাকে ধরে ফেলতে পারবে গ্রিভ। সেক্ষেত্রে আগে তার গাড়িটাকে অচল করতে হবে আমার, ঠিক যেভাবে মার্সিডিজটাকে অচল করে দিয়েছে সে। রূপালি ধূসর রঙের লেক্সাসটাকে নিশ্চয়ই রাস্তার উপরেই কোথাও পাওয়া যাবে।

দ্রুত পায়ে ফার্মহাউজের কাছে ফিরে এলাম আমি, আশা করছি যে সিনড্রে বেরিয়ে আসবে যে কোন মুহূর্তে। দরজাটা হাট করে খোলা, কিন্তু কৃষকের কোন চিহ্ন নেই। টোকা দিলাম আমি, তারপর ঢুকে পড়লাম ভেতরে। বারান্দার উপর টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো সেই রাইফেলটা পড়ে থাকতে দেখা গেল। পাশে রয়েছে একজোড়া নোংরা রাবার বুট।

'আ?'

নামটা মোটেই কারও নামের মতো শোনায় না, বরং মনে হয় যেন কারও প্রশ্ন প্রথমবারে ঠিক মতো শুনতে পাইনি আমি, দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার জন্য অনুরোধ করছি। কিন্তু কি আর করা, তাই ওই এক শব্দের নামটা ধরেই ডাকতে ডাকতে ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমি। মনে হলো যেন নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখের কোণে। চরকির মতো পাক খেয়ে সে দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, থমকে গেলাম। এমনিতেই রক্তক্ষরণে ভুগছি, তার উপর শরীরে যে টুকু রক্ত ছিল তাও মনে হলো বরফের মতো জমে গেল। দু-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো রঙের দানব

BanglaBook.org

তাকিয়ে আছে আমার দিকে, কালো চেহারার মাঝে ঝকঝকে সাদা দুটো চোখ। ডান হাত উঁচু করলাম আমি। বাম হাত উঁচু করল সে। আমি বাম হাত উঁচু করলে সে উঁচু করল ডান হাত। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, একটা আয়না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। শরীরে যে সব বর্জ্য লেগেছিল সেগুলো শুকিয়ে এখন এই চেহারা হয়েছে আমার। জুতো, শরীর, মুখ, চুল–সব জায়গায় লেগে আছে ওগুলো। আবারও এগোতে শুরু করলাম আমি, তারপর সিটিং রুমের কাছে এসে দরজাটা ঠেলা দিয়ে খুলে ফেললাম।

রকিং চেয়ারে বসে আছে কৃষক, মুখে দাঁত বের করা হাসি। মোটাসোটা বেড়ালটা তার কোলের উপর বসে আছে। ডায়ানার মতো বড় বড় চোখগুলো ঘুরে গেল আমার দিকে। কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে মেঝেতে নামল ওটা, তারপর হেলেদুলে এগিয়ে আসতে শুরু করল আমাকে লক্ষ্য করে। তবে মাঝপথেই থমকে গেল আবার। স্বাভাবিক ব্যাপার, আমার গা দিয়ে তো আর গোলাপ বা অন্য কোন ফুলের সুবাস বের হচ্ছে না। তবে একটু দ্বিধা করে আবার আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, গলা দিয়ে বন্ধুত্বের গরগর আওয়াজ বের হচ্ছে। বেড়াল খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী, বোঝে যে কখন তাদের নতুন মালিকের কাছে যেতে হবে। হাজার হোক, তার আগের মালিক তো আর বেঁচে নেই।

সিনড্রে আ'র হাসিটা আসলে তৈরি হয়েছে তার ঠোঁটের দু-পাশে দুটো রক্তাক্ত রেখার কারণে। কাটা গালের এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে কালচে-নীল রঙের জিভটা, নিচের চোয়ালের মাড়ি আর দাঁত দেখতে পাচ্ছি আমি। লোকটার হাসি দেখে পুরনো আমলের প্যাক-ম্যান গেমের প্রধান চরিত্রের কথা মনে পড়ে গেল আমার। তবে গাল কেটে যাওয়ার কারণে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়নি তার, কারণ গলার উপর দুটো একই রকম লালচে রেখা দেখা যাচ্ছে, পরস্পরকে ক্রস করেছে। পেছন থেকে সরু নাইলনের দড়ি অথবা স্টিলের তারের ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাকে। নাক দিয়ে একটা শ্বাস ছাড়লাম আমি, কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি কি ঘটেছে। গাড়ি নিয়ে ফার্মহাউজের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে গ্রিভ, কাদামাখা মাটিতে আমার গাড়ির টায়ারের ছাপ দেখতে পেয়েছে। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা

BanglaBook.org

লুকিয়ে রেখেছে এক জায়গায়, তারপর গোলাঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে আমার গাড়িটা ভেতরে আছে কি না। সিনড্রে আ নিশ্চয়ই ততক্ষণে সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিল। সদা সতর্ক লোকটা, সন্দেহপ্রবণ। গ্রিভের প্রশ্নের জবাবে নিশ্চয়ই দায়সারা গোছের কোন একটা জবাব দিয়েছিল সে। গ্রিভ কি তাকে টাকার লোভ দেখিয়েছিল? বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল ওরা? যাই হোক না কেন, গ্রিভ যখন সুযোগ বুঝে সিনড্রের গলায় ফাঁস পরিয়ে দেয় তখনও সতর্ক ছিল কৃষক, কারণ সাথে সাথেই থুতনি নামিয়ে আনে সে; যাতে ফাঁসটা তার গলায় আটকাতে না পারে। এরপর ধস্তাধস্তি হয় দু-জনের মধ্যে, ফাঁসটা সিনড্রের মুখের মধ্যে ঢুকে আটকে যায়। টান দেয় গ্রিভ, ফলে কেটে দু'ফাঁক হয়ে যায় কৃষকের দুই গাল। কিন্তু গ্রিভের গায়ে শক্তি অনেক বেশি ছিল, ফলে শেষ পর্যন্ত মাঝবয়েসি কৃষকের গলায় ফাঁস পরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় সে। সাক্ষি ছিল কেবল বেড়ালটা, নীরবে ঘটে যায় হত্যাকাণ্ড। কিন্তু গ্রিভ কেন এত ঝামেলা করতে গেল? লোকটার কপালে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলেই তো কাজ হয়ে যেত। সবচেয়ে কাছের বসতিটা এখান থেকে কয়েক কিলো দূরে, শব্দ শুনে কেউ চলে আসবে এমন ভয়ও নেই। তারপরেই উত্তরটা চলে এল আমার মাথায়। সাথে করে কোন আগ্নেয়াস্ত্র আনেনি গ্রিভ! দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে গালি দিলাম আমি। সাথে না আনলেও এখন একটা পেয়ে গেছে সে। কেবিনের টেবিলের উপর গ্লক পিস্তলটা রেখে এসেছি আমি, নিঃসন্দেহে ওটা এতক্ষণে দখল করেছে সে। এতটা বোকা হলাম কি করে আমি!

চুক চুক শব্দে মনোযোগের জাল ছিঁড়ে গেল আমার। দেখলাম, বেড়ালটা আমার দু-পায়ের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার শার্ট চুইয়ে রক্ত পড়ে জমা হচ্ছে মেঝের উপর, তাতে জিভ লাগিয়ে চাটছে সে। হঠাৎ করেই দারুণ ক্লান্তি এসে ভর করতে শুরু করল আমার শরীরে। তিনটে লম্বা নিঃশ্বাস নিলাম আমি। মাথা ঠিক রাখতে হবে আমাকে। চিন্তা করতে হবে, কাজ করতে হবে সে অনুযায়ি। যে ভয় আমাকে চেপে ধরতে চাইছে তাকে সরিয়ে রাখার জন্য এর চাইতে ভালো কোন পথ নেই। প্রথমেই ট্রাক্টরের চাবিটা খুঁজে বের করা দরকার। এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম

BanglaBook.org

আমি, ড্রয়ারগুলো খুলে খুলে তল্লাশি চালালাম। বেডরুমে একটা শূন্য কার্ট্রিজ বক্স পাওয়া গেল। হলরুমে পাওয়া গেল একটা স্কার্ফ, সেটাকে ঘাড়ে জড়িয়ে নিলাম আমি। রক্তক্ষরণ কিছুটা হলেও আটকানো গেল এতে। কিন্তু ট্রাক্টরের চাবির কোন চিহ্ন নেই। ঘড়ি দেখলাম আমি। গ্রিভ নিশ্চয়ই কুকুরটার কথা চিন্তা করছে। শেষ পর্যন্ত আবার সিটিং রুমে ফিরে এলাম আমি, শেষ চেষ্টা হিসেবে সিনড্রে আ'র শরীরটাই তল্লাশি করলাম। হ্যাঁ, এখানেই পাওয়া গেল চাবিগুলো। চাবির রিঙে এমনকি ম্যাসি ফার্গুসন কথাটাও লেখা আছে। সময় নেই বেশি হাতে, কিন্তু এখন তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুলচুক করে বসলে চলবে না। সব কিছু ঠিকভাবে করতে হবে আমাকে। যার অর্থ হলো, সিনড্রে আকে যখন পুলিশ খুঁজে পাবে, তখন ক্রাইম সিনে পরিণত হবে এই জায়গাটা। ডিএনএ-র নমুনা খুঁজবে ওরা। দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে আমার রক্ত মুছে ফেললাম সবগুলো কামরা থেকে। যে জিনিসগুলো স্পর্শ করেছি সেগুলো থেকে মুছে ফেললাম আমার হাতের ছাপ। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, পালানোর জন্য প্রস্তুত; এই সময় রাইফেলটা চোখে পড়ল। আচ্ছা, ভাগ্য তো আমার সহায়ও হতে পারে? রাইফেলের চেম্বারে একটা গুলি তো থাকতেও পারে। অস্ত্রটা তুলে নিয়ে গুলি ভরার ধাপগুলো অনুসরণ করলাম আমি। বোল্ট টেনে ধরে সকেট না কি যেন বলে, তাতে আঘাত করার ক্লিক শব্দ শুনলাম। শেষ পর্যন্ত চেম্বারটা খুলতে পারলাম ঠিকই, কিন্তু ভেতরটা শূণ্য। কোন গুলি নেই ভেতরে। একটা শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালাম আবার। রান্নাঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে বেড়ালটা, চোখে একটু দুঃখ, একটু অভিযোগ। আমি কি সত্যিই তাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছি? মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার। বেঈমান প্রাণীটার দিকে একটা লাথি কষাতে গেলাম, কিন্তু লাফ দিয়ে সরে গেল বেড়ালটা, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে পালাল সিটিং রুমের দিকে। রাইফেলের শরীর থেকে নিজের হাতের ছাপগুলো মুছে ফেললাম আমি, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা।

গর্জনসহকারে স্টার্ট নিল ট্রাক্টর। গর্জাতে গর্জাতেই বেরিয়ে এল গোলাঘর থেকে, সামনে এগিয়ে চলল। দরজাটা বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ

BanglaBook.org

করলাম না আমি, কারণ ট্রাক্টরটা গর্জন করতে করতে কি বলছে তা বেশ ভালোই বুঝতে পারছি 'ক্লাস গ্রিভ! ব্রাউন পালিয়ে যাচ্ছে! তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি!'

অ্যাক্সিলারেটরে চাপ বাড়ালাম আমি। যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সে পথেই এগিয়ে চললাম। কালিগোলা অন্ধকার নেমেছে চার দিকে, ট্রাক্টরের হেডল্যাম্পের আলো নেচে বেড়াচ্ছে রাস্তার উপর। লেক্সাসটার খোঁজে এদিক ওদিক তাকালাম আমি, কিন্তু কোথাও কিছু চোখে পড়ল না। নিশ্চয়ই আশেপাশেই কোথাও পার্ক করে রাখা আছে! না, এই চিন্তাটা ভুল হলো। হয়তো আরও সামনে গাড়ি রেখেছে গ্রিভ। নিজের গালে একটা চড় কষালাম আমি। লম্বা করে একটা শ্বাস নাও, মাথা পরিস্কার রাখো। ক্লান্তি চেপে ধরেনি তোমাকে। সম্পূর্ণ সুস্থ আছ তুমি।

আরও জোরে চাপ দাও অ্যাক্সিলারেটরে। একটানা, একঘেয়ে গর্জন করে চলেছে ইঞ্জিন। কোথায় চলেছি আমি? পালাচ্ছি, এখান থেকে বহু দূরে।

হেডল্যাম্পের আলোগুলো সরু হয়ে এল ধীরে ধীরে, অন্ধকার যেন চেপে ধরতে চাইছে চারপাশ থেকে। আবারও সেই ছিদ্রের মতো হয়ে আসছে আমার দৃষ্টিসীমা। খুব তাড়াতাড়িই চেতনা হারাতে চলেছি, বুঝতে পারলাম। বড় বড় নিঃশ্বাসে যত বেশি সম্ভব অক্সিজেন পাঠাতে চাইলাম মস্তিষ্কে। ভয় পেতে হবে আমাকে, সতর্ক থাকতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে!

ট্রাক্টরের ইঞ্জিনের একঘেয়ে গর্জনের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে আরেকটু তীক্ষ্ণ পর্দার আরেকটা শব্দ।

শব্দটা কিসের, আমি জানি। আরও শক্ত করে চেপে ধরলাম ট্রাক্টরের হুইল।

আরেকটা ইঞ্জিন।

ট্রাক্টরের রিয়ারভিউ মিররে ঝলসে উঠল আলো।

পেছন থেকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে গাড়িটা। আসবেই তো, এই জঙ্গলে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। আমাকে ধরার জন্য যথেষ্ট সময় আছে গ্রিভের হাতে।

এখন আমার একমাত্র আশা হচ্ছে ওকে সামনে আসতে না দেয়া,

BanglaBook.org

কারণ তাহলে আমার পথ বন্ধ করে দিতে পারবে সে। তাই নুড়ি বিছানো পথের ঠিক মাঝখানে ট্রাক্টর চালাতে লাগলাম আমি, সেই সাথে হুইলের উপর ঝুঁকে পড়লাম যতটা সম্ভব। গ্লকের সামনে নিজেকে যতটা ছোট করে আনা যায় ততই ভালো। একটা মোড় নিলাম আমরা, হঠাৎ করেই রাস্তাটা আরও চওড়া এবং সোজা হয়ে গেল। এবার আমার গাড়ির গতি বাড়িয়ে আমার পাশে চলে এল গ্রিভ, এমনভাবে গাড়ি চালাচ্ছে যেন এই এলাকা তার কত দিনের চেনা। ট্রাক্টরটা ডান দিকে চাপিয়ে তাকে খাদে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু দেরি হয়ে গেল কাজটা করতে, পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল সে। আর তার বদলে আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম খাদের দিকে। তাড়াহুড়ো করে হুইল ঘুরিয়ে রাস্তার উপর রাখতে চেষ্টা করল ট্রাক্টরকে। কাজ হলো ঠিকই, কিন্তু আমার সামনে একটা নীল রঙের লাইট জ্বলে উঠতে দেখলাম। অথবা দুটো লাল বাতি বললেও ভুল হবে না। সামনের গাড়িটার ব্রেক লাইটদুটো জ্বলে উঠেছে, সংকেত দিচ্ছে যে থেমে গেছে সে। আমি নিজেও থামলাম, তবে তাই বলে ইঞ্জিন বন্ধ করলাম না। এই ফাঁকা মাঠে, বোবা জন্তুর মতো অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করার কোন ইচ্ছে নেই আমার। এখন একমাত্র যে কাজটা করা যায় তা হলো কোনভাবে ব্যাটাকে গাড়ি থেকে বের করে আনা, তারপর ট্রাক্টরের পেছন দিকের বিশাল চাকাগুলোর নিচে চাপা দিয়ে খুন করা।

গাড়ির ড্রাইভারের দিকের দরজাটা খুলে গেল। পায়ের আঙুল দিয়ে আলতো করে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলাম আমি, বুঝতে চাইছি প্রয়োজনের সময় কত দ্রুত সাড়া দিতে পারবে বিশাল গাড়িটা। খুব বেশি দ্রুত গতি পাওয়া যাবে বলে মনে হলো না। আবার মাথা ঘুরতে শুরু করল আমার, চোখের দৃষ্টি ঝপসা হয়ে এল। তবে তার মধ্যেই দেখলাম, একটা অবয়ব এগিয়ে আসছে আমার দিকে। চেতনা ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে তার দিকে ট্রাক্টর ঘোরাতে চাইলাম আমি। কিন্তু যতটুকু বুঝতে পারছি, লোকটা দীর্ঘদেহী এবং শুকনো। দীর্ঘদেহী, শুকনো? গ্রিভের শরীরের গঠন তো এমন নয়?

'সিনড্রে?'

'কি?' বলে উঠলাম আমি, যদিও আমার বাবা আমাকে পই পই করে

BanglaBook.org

শিখিয়ে দিয়েছিল যে, এ ধরণের পরিস্থিতিতে সব সময় বলতে হবে 'মাফ করবেন, স্যার,' 'দুঃখিত,' অথবা 'আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, ম্যাডাম?' সিটের উপর এলিয়ে পড়ল আমার শরীর। মাকে নিষেধ করে দিয়েছিল বাবা, বলেছিল আমাকে যেন কখনও কোলে না নেয়। বলেছিল, এতে নাকি বাচ্চাদের মানসিক গঠন পরিপূর্ণ হয় না। আমাকে দেখতে পাচ্ছ, বাবা? আমি কি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ গড়ে উঠতে পারিনি? আমাকে একটু কোলে নেবে, বাবা?

অন্ধকারে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল আমার কানে। সুরেলা নরওয়েজিয়ান টান লোকটার গলায়, আমার কানে যেন মধু বর্ষণ করল।

'আপনি কি...আশ্রয়প্রার্থিদের অভ্যর্থনা কেন্দ্র থেকে আসছেন?'

'আশ্রয়প্রার্থিদের অভ্যর্থনা কেন্দ্র?' তার কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলাম আমি।

ট্রাক্টরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে রেখেই চোখের কোণ দিয়ে তার দিকে তাকালাম এবার।

'ওহ, দুঃখিত,' বলল সে। 'আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল...আপনি কি ময়লার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম আমি।'

'সেটা আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আপনাকে থামালাম দুটো কারণে। প্রথমটা হলো, এটা সিনড্রের ট্রাক্টর, চিনতে পেরেছি আমি। আরেকটা কারণ হচ্ছে, ট্রাক্টরের পেছন থেকে একটা কুকুর ঝুলছে।'

এতক্ষণ ধরে বেশ ভালোই মাথা ঠাণ্ডা রেখেছি আমি। হা হা। কুত্তাটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম একেবারেই শুনতে পাচ্ছ, বাবা? মস্তিষ্কে যথেষ্ট রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না আমার, অক্সিজেন যাচ্ছে না। খুব বেশি...

আঙুলের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি আমি, অনুভব করতে পারলাম। দেখলাম, স্টিয়ারিং হুইল থেকে খসে পড়ল হাত দুটো। তারপর নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারালাম আমি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

হাসপাতাল

জ্ঞান ফিরে আসতে মনে হলো, স্বর্গে চলে এসেছি আমি। সব কিছু ধবধবে সাদা, দয়ালু চোখের এক দেবদূত তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মেঘের উপর শুয়ে থাকা আমার কাছে জানতে চাইছে, আমি কোথায় আছি জানি কি না। মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ বললাম আমি। এবার দেবদূত বলল, কেউ একজন আমার সাথে কথা বলতে চায়, কিন্তু সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। ইচ্ছে করলে পরেও তার সাথে কথা বলতে পারি আমি। হ্যাঁ, মনে মনে ভাবলাম, পরে কথা বলাই ভালো। কারণ আমার কাজকর্মের কথা সেই কেউ একজন যখন শুনবেন, তখন নিঃসন্দেহে আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন তিনি। এই ধবধবে সাদা, কোমল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গিয়ে পড়তে হবে কামারের গনগনে হাতুড়ির নিচে, যেখানে ফুটন্ত গরম পানির চৌবাচ্চা নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে শয়তানের চেলারা।

চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি, ফিসফিস করে বললাম যে এই মুহূর্তে যেন আমাকে বিরক্ত না করা হয়, একটু শান্তিতে থাকতে দেয়া হয়।

মাথা ঝাঁকাল দেবদূত, তারপর আমাকে ঘিরে থাকা মেঘগুলোকে আরও ভালোভাবে গুঁজে দিয়ে একটা কাঠের দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে করিডোর থেকে কিছু কণ্ঠস্বর ভেসে এল আমার কানে।

গলার চারপাশে জড়ানো ব্যান্ডেজের উপর আঙুল ছোঁয়ালাম আমি। কয়েকটা স্মৃতির টুকরো মনে পড়তে শুরু করেছে এবার। সেই লম্বা, ঢ্যাঙা লোকটা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আঁকাবাঁকা পথ ধরে দ্রুত গতিতে ছুটে চলা একটা গাড়ির পেছনের সিট, সাদা নার্সের ইউনিফর্ম পরা দু-জন লোক আমাকে একটা স্ট্রেচারে তুলছে। আর হ্যাঁ, শাওয়ার! একবার শাওয়ারে গোসল করানো হয়েছে আমাকে। হালকা গরম পানি ছিল, বেশ আরাম লেগেছিল তাতে। তারপরেই আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আমি।

ইচ্ছে করছে এখনও তাই করি, আরও একবার ডুব দিই সব কিছু ছেড়ে। কিন্তু আমার মস্তিষ্ক সাবধান করে দিল যে ওই আরামটুকু এখন আর

BanglaBook.org

উপভোগ করা যাবে না, দ্রুত বয়ে চলেছে সময়। পৃথিবী এখনও ঘুরছে, ঘটনাপ্রবাহকে আটকে রাখার কোন উপায় নেই। হয়তো একটু সময়ের জন্য বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া গেছে, এটুকুই।

চিন্তা করতে হবে আমাকে।

হ্যাঁ, এই মুহূর্তে মাথা খাটাতে কষ্ট হচ্ছে ঠিক, তার চাইতে হাল ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারে তলিয়ে দিতে অনেক আরাম লাগবে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে থাকাই সহজ। কিন্তু ভাগ্য আমার কপালে এমন সব ঘটনা লিখেছে যে তাতে মেজাজ খুব সহজেই গরম হয়ে ওঠে।

তাই, আমাকে চিন্তা করতে হবে।

বাইরে আমার জন্য যে অপেক্ষা করছে সে আর যাই হোক, ক্লাস গ্রিভ নয়। কিন্তু পুলিশ তো হতে পারে। ঘড়ি দেখলাম আমি। সকাল আটটা বাজে। পুলিশ যদি ইতোমধ্যেই সিনড্রে আ'র লাশ পেয়ে গিয়ে থাকে, আমাকে সন্দেহ করে বসে, তাহলে তারা স্রেফ একজনকে পাঠাবে এমনটা চিন্তা করা বোকামি। আর একজনকে যদি পাঠায়ও, সে নিশ্চয়ই ভদ্রভাবে অপেক্ষা করবে না আমার জন্য। কে জানে, হয়তো এমনিই কোন অফিসার এসেছে সব ঘটনা শোনার জন্য, হয়তো রাস্তার উপর ট্রাক্টরটা রেখে এসেছিলাম বলে আমাকে খুঁজতে এসেছে, হয়তো...হয়তো আমি আশা করছি যে লোকটা পুলিশ হলেই ভালো হয়। হয়তো অনেক সহ্য করেছি আমি, এখন শুধু নিজের চামড়া বাঁচানোর কথা চিন্তা করা উচিত আমার। হয়তো সব কিছু বলে দেয়া উচিত পুলিশকে। শুয়ে শুয়ে চিন্তাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম আমি। অনুভব করলাম, হাসির বুদবুদ পাকিয়ে উঠছে পেটের ভেতর থেকে। হ্যাঁ, হাসির বিস্ফোরণ!

সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল আবার। করিডোর থেকে ভেসে আসা শব্দগুলো আবার প্রবেশ করল আমার কানে, সাদা কোট পরা এক লোক প্রবেশ করল ভেতরে। হাতে একটা ক্লিপবোর্ড, গভীর মনোযোগে সেটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কুকুরে কামড়েছে?' মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে প্রশ্ন করল লোকটা।

সাথে সাথে তাকে চিনতে পারলাম আমি। তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। কামরার ভেতর একা হয়ে পড়লাম আমরা।

BanglaBook.org

'আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলাম না, দুঃখিত,' ফিসফিস করে বলল সে।

ডাক্তারের সাদা কোটে বেশ মানিয়েছে ক্লাস গ্রিভকে। কাপড়টা কোথা থেকে জোগাড় করেছে ঈশ্বরই জানেন। আমাকে কিভাবে খুঁজে বের করল সেটাও ঈশ্বর জানেন নিশ্চয়ই। আমার তো যত দূর খেয়াল আছে, জঙ্গলের মাঝে একটা নালার ভেতর ফেলে এসেছিলাম আমার ফোনটা। কিন্তু একটা জিনিস অন্তত আমার জানা আছে, আর সেটা হলো আমার ভাগ্যে কি অপেক্ষা করছে। যেন আমার ভয়টাকে বাস্তব প্রমাণিত করতেই জ্যাকেটের পকেটে একটা হাত ভরে দিল গ্রিভ, একটা পিস্তল বের করে আনল। আমার পিস্তলটা। অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ওভের পিস্তলটা। অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে বললে বলা যায় : একটা গ্লক সেভেনটিন, নাইন মিলিমিটার বুলেটসহ। যে বুলেটগুলো মানুষের শরীরের সাথে সংঘর্ষ হওয়া মাত্র ছড়িয়ে যায়, সীসার টুকরোগুলো বেশ ভালো পরিমাণে রক্ত, মাংস এবং হাড়ের গুঁড়ো বের করে নিয়ে যায় শরীরটা থেকে। আপনার দেহের মাঝ দিয়ে যাওয়ার পর পেছনের দেয়ালে বিমূর্ত কোন চিত্রকর্ম এঁকে দিতে পারে এই বুলেটগুলো, যেটা দেখলে অনেকটাই বার্নাবি ফার্নাসের ছবিগুলোর মতো লাগতে পারে। সেই পিস্তলের নলটা এখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শুনেছি এই ধরণের পরিস্থিতিতে নাকি মানুষের মুখ শুকিয়ে শিরিষ কাগজ হয়ে যায়। কথাটা মিথ্যে নয়।

'আশা করি তোমার পিস্তলটা তোমার উপরেই ব্যবহার করছি বলে কিছু মনে করোনি, রজার,' বলল গ্রিভ। 'আমার পিস্তলটা নরওয়ে আসার সময় নিয়ে আসতে পারিনি। ইদানিং অস্ত্র নিয়ে প্লেনে ওঠা অনেক ঝামেলার কাজ হয়ে গেছে। যাই হোক–' দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল সে, 'ঘটনাগুলো যে এদিকে মোড় নেবে তা অবশ্য আমি আন্দাজ করতে পারিনি মোটেই। তাছাড়া, পিস্তলের বুলেটগুলো থেকে আমাকে জীবনেও চিহ্নিত করতে পারবে না কেউ। ভালোই হয়েছে, কি বলো?'

জবাব দিলাম না আমি।

'কি হলো, কিছু বলো?'

'কেন...?' নিজের গলা শুনে নিজেই চিনতে পারলাম না আমি, মনে হলো মরুভূমির মধ্য দিয়ে ঝোড়ো বাতাসের শব্দ বের হচ্ছে আমার গলা দিয়ে।

BanglaBook.org

মুখে সত্যিকার আগ্রহের চিহ্ন ফুটিয়ে আমার প্রশ্নের বাকি অংশটুকু শোনার জন্য দাঁড়িয়ে রইল ক্লাস গ্রিভ।

'এসব কেন করছো তুমি?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম আমি। 'তোমার সাথে স্রেফ পাঁচ মিনিটের জন্য পরিচয় হয়েছে এমন একটা মেয়ের কারণে?'

ভ্রু কোঁচকাল গ্রিভ। 'ডায়ানার কথা বলছো? তুমি কি জেনে গেছো ও আর আমি–'

কথাটার বাকি অংশ শুনতে ইচ্ছে করল না আমার, তাই বাঁধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ।'

হেসে উঠল গ্রিভ। 'তুমি কি গাধা নাকি, রজার? সত্যিই কি তোমার ধারণা হয়েছিল যে এসব ঘটনা আমাদের তিনজনকে জড়িয়ে ঘটছে?'

জবাব দিলাম না আমি। আমার ধারণাই ঠিক ছিল তাহলে। জীবন, আবেগ এবং ভালোবাসার মানুষের মতো তুচ্ছ বিষয়ের কারণে সূত্রপাত হয়নি এই ঝামেলার।

'ডায়ানা ছিল আমার একটা লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম মাত্র, রজার। তোমার কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য ওকে ব্যবহার করেছিলাম আমি। কারণ, তোমার সামনে প্রথম যে টোপটা ঝুলিয়েছিলাম সেটা ব্যর্থ হয়েছিল।'

'আমার কাছাকাছি আসতে চেয়েছিলে? কেন?'

'হ্যাঁ, তোমার কাছাকাছি। পাথফাইন্ডারের একজন নতুন সিইও দরকার, এই খবরটা জানার পর থেকে গত চার মাস ধরেই এই পরিকল্পনা সাজাচ্ছি আমরা।'

'আমরা বলতে?'

'আন্দাজ করো দেখি?'

'হোটে?'

'হ্যাঁ, সেই সাথে আমাদের নতুন আমেরিকান মালিকপক্ষ। এই বসন্তে যখন আমেরিকানরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করল, তখন সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে আমাদের একটু অর্থনৈতিক মন্দা যাচ্ছে। তাই ওদের এমন দুটো শর্ত আমরা মানতে বাধ্য হলাম যেগুলো বাইরে থেকে দেখলে যে কেউ ভাববে ওরা আমাদের কিনে নিচ্ছে। আসলে আমাদের সাহায্য করছে ওরা। শর্তগুলোর একটা হচ্ছে, পাথফাইন্ডারকেও ওদের হাতে তুলে দিতে হবে।'

BanglaBook.org

'ওদের হাতে তুলে দিতে হবে মানে? কিভাবে?'

'সত্যি কথাটা আমি যেমন জানি, রজার, তেমন তুমিও জানো। আর সেটা হলো, যদিও কাগজে কলমে একদল শেয়ারহোল্ডার এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরসই যে কোন কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার মালিক, কিন্তু বাস্তবে সেগুলো দেখার দায়িত্ব থাকে সিইও'র হাতে। সর্বশেষ এনালাইসিসে সে-ই সিদ্ধান্ত নেয় যে কোম্পানিকে আদৌ বিক্রি করা হবে কি না, করলে সেটা কার কাছে করা হবে। ডিরেক্টরদের বোর্ডকে ইচ্ছে করেই খুবই সামান্য তথ্য এবং অনেক বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেছিলাম আমি, ফলে প্রতিটা মুহূর্তে আমার উপর ভরসা করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না ওদের। তাতে অবশ্য যাই ঘটুক না কেন, ওদের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। মোদ্দা কথা হলো, ডিরেক্টর বোর্ডের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে এমন যে, কোন সিইও-ই সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে পারে। এক দল শেয়ারহোল্ডারকে নিজের ইচ্ছে মতো নাচানো তার জন্য কোন ব্যাপারই নয়।'

'বাড়িয়ে বলছো তুমি।'

'তাই নাকি? আমি তো যত দূর জানি, ঠিক এই কাজটা করেই জীবিকা অর্জন করো তুমি। মানে, ওই সব তথাকথিত ডিরেক্টরদের কথার মারপ্যাঁচে ফেলে পটাও।'

ঠিকই বলেছে সে। ফেলসেনব্রিংককে ফোন করার পর তার মুখে গ্রিভের সরাসরি প্রশংসা শুনেই ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলাম আমি। ফেলসেনব্রিংক চাকরি করে হোটে'তে, অথচ ক্লাস গ্রিভকে সে নির্দ্বিধায় সুপারিশ করছে হোটে'র সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বি কোম্পানি পাথফাইন্ডারের সিইও পদ্রে জন্য। এখন গ্রিভের কথাগুলো শোনার পর সেই সন্দেহটা আরও দৃঢ় রূপ নিল আমার মনে।

'তার মানে হোটে চাইছে...' বলতে শুরু করলাম আমি।

'হ্যাঁ, হোটে চাইছে পাথফাইন্ডারের মালিকানা পেতে।'

'কারণ পাথফাইন্ডারকে উপহার হিসেবে দিতে না পারলে আমেরিকানদের কাছে তোমাদের শর্ত পূরণ হচ্ছে না, তাই তো?'

'হোটে'র দাম হিসেবে শেয়ারহোল্ডারদের ওরা টাকা দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু শর্তগুলো পূরণ হওয়ার আগ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে থাকবে সবার অ্যাকাউন্ট, টাকা তোলা যাবে না। যদিও এই মুহূর্তে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেগুলো কোথাও কাগজে কলমে লেখা নেই।'

BanglaBook.org

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'তার মানে নতুন মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে চাকরিতে ইস্তফা দেয়া সম্পর্কিত কথাগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট ছিল তোমার। কথাগুলো তুমি বলেছিলে যাতে আমরা তোমাকে পাথফাইন্ডারের সিইও'র চেয়ারে বসাতে আগ্রহি হয়ে উঠি, তাই না?'

'ঠিক তাই।'

'আর পাথফাইন্ডারের সিইও'র পদটা পাওয়ার পরেই তোমার প্রথম কাজটা হবে কোম্পানিটাকে জোর করে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেয়া।'

'জোর করে কথাটা আসলে ঠিক হলো না। পাথফাইন্ডার যখন কয়েক মাসের মধ্যেই জানতে পারবে, তাদের প্রযুক্তি এখন আর গোপন নেই, হোটে'র হাতে চলে গেছে, তখন তারা নিজেরাই স্বীকার করবে এই অবস্থায় একা একা এগিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই তাদের। তখন বাধ্য হয়েই আমাদের সাথে কাজ করতে চাইবে ওরা।'

'কারণ তাদের প্রযুক্তি গোপনে গোপনে তুমিই হোটে'র হাতে তুলে দেবে।'

কাগজের মতো পাতলা, একই রকম সাদা একটা হাসি ফুটল গ্রিভের মুখে। 'ঠিক ধরেছো। আমার ভাষায় এটা হচ্ছে একটা নিখুঁত বিয়ের মতো। একেবারে সোনায় সোহাগা।'

'অথবা বলতে পারো জোর করে দেয়া নিখুঁত বিয়ে।'

'তোমার যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু হোটে আর পাথফাইন্ডারের প্রযুক্তি যদি একসাথে করা যা তাহলে কি হবে ভেবে দেখেছো? পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যত জিপিএস সামগ্রির দরকার হবে সবগুলোর কনট্রাক্ট পাবো আমরা। সেই সাথে মধ্য এবং দূর প্রাচ্যেরও কয়েকটা তো আসবেই...এই পরিমাণ লাভের জন্য একটু বেআইনি পথে হাঁটাই যায়, কি বলো?'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, চাকরিটা যে আমিই তোমাকে পাইয়ে দেবো এটা তুমি আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলে।'

'এমনিতেও অন্য সবার চাইতে আমার যোগ্যতা বেশিই ছিল। তুমি নিশ্চয়ই একমত হবে আমার কথার সাথে?' বিছানার পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে গ্রিভ, পিস্তলটা কোমরের কাছে ধরা। দরজার দিকে পেছন ফিরে আছে সে। 'কিন্তু তারপরেও আমরা চেয়েছিলাম পুরোপুরি নিশ্চিত হতে। খুব তাড়াতাড়িই জানতে পারলাম যে এ ধরণের কাজে কোম্পানিটা কোন

BanglaBook.org

রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির সাহায্য নেয়, তারপর তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। জানা গেল, তোমার সুনামই সবার চাইতে বেশি, রজার ব্রাউন। তুমি কোন ক্যান্ডিডেটকে সুপারিশ করেছ, অথচ তার চাকরি হয়নি–এমনটা কখনও ঘটেনি। সত্যি কথা বলতে এটা তোমার একটা রেকর্ড। তাই স্বাভাবিকভাবেই তোমার মাধ্যমে কাজ করতে চাইলাম আমরা।'

'সম্মানিত বোধ করছি। কিন্তু সরাসরি পাথফাইন্ডারের সাথে যোগাযোগ করে বললেই তো হতো যে তোমরা আগ্রহি? এত ঝামেলার কি দরকার ছিল?'

'বোকার মতো কথা বোলো না, রজার! আমি হচ্ছি এমন এক কোম্পানির প্রাক্তন সিইও, যারা ছোট কোম্পানিগুলোকে কিনে নিতে খুবই আগ্রহি। ভুলে গেছো তুমি? আমার কাছ থেকে দরখাস্ত পেলে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় চলে যেত ওরা সবাই? তাই এমন ব্যবস্থা করতে হয়েছিল যেন ওরাই আমাকে খুঁজে বের করে। সেটা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো কোন হেডহান্টারের সাহায্য নেয়া। তারপর তাকে পটানো। কোন ধরণের অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়াই পাথফাইন্ডারে ঢুকছি আমি–এটা সবার কাছে তুলে ধরার জন্য তোমার মাধ্যমে এগোনোর বিকল্প কোন পথ ছিল না আমাদের সামনে।'

'বুঝলাম। কিন্তু ডায়ানাকে জড়ালে কেন? সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করলে না কেন?'

'এবার তুমি সত্যিই বোকামি করছো, রজার। আমি নিজে সামনে এগিয়ে এলে তোমার মনেও সেই একই সন্দেহ দেখা দিত। আমার কাছ থেকে তখন এক শ ফিট দূরত্ব বজায় রাখতে তুমি।'

কথাটা ঠিকই বলেছে সে। সত্যিই বোকামি করছি আমি। এটাও ঠিক, সে নিজেও বোকার মতো আচরণ করছে। এর বেশি বোকা আর অহংকারি হয়ে উঠেছে যে, নিজের পরিকল্পনা নিয়ে লম্বা চওড়া লেকচার দিয়েই চলেছে, দরজা দিয়ে যে কোন মুহূর্তে অন্য কেউ ঢুকে পড়তে পারে সে দিকে কোন খেয়ালই নেই। কেউ এখনও আসছে না কেন? হাজার হোক, অসুস্থ একটা মানুষ আমি!

'আমার পেশা এবং চরিত্রের উপর খুব বেশি সততা আরোপ করছো তুমি, ক্লাস,' বললাম আমি। মনে মনে ভাবছি, বন্ধুর মতো কথা বললে

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই আমাকে গুলি করার আগে একটু হলেও চিন্তা করবে ব্যাটা। করবে না? 'আমি যাদের বাছাই করি তারা চাকরিটা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে বলেই বেছে নিই–এ কথা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারাই ওই কোম্পানির জন্য সেরা ব্যক্তি।'

'তাই নাকি?' ভ্রু কুঁচকে বলল গ্রিভ। 'তাহলে তোমার মতো একজন দক্ষ হেডহান্টারও কিছুটা অসৎ পথের আশ্রয় নেয়, কি বলো?'

'হেডহান্টারদের সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে তেমন কিছুই জানো না তুমি। এসব ব্যাপারে ডায়ানাকে জড়ানো উচিত হয়নি তোমার।'

কথাটা শুনে মনে হলো বেশ মজা পেল গ্রিভ। 'তাই নাকি?'

'ওকে পটালে কিভাবে?'

'তুমি কি সত্যিই জানতে চাও, রজার?' পিস্তলটা সামান্য উঁচু করেছে সে। মিটারখানেকের দূরত্ব। গুলিটা কোথায় লাগবে, দুই চোখের মাঝখানে?

'জানতে খুবই ইচ্ছে করছে আমার, ক্লাস।'

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে।' আবার নেমে গেল পিস্তলটা। 'ওর গ্যালারিতে মাঝে মাঝে যেতাম আমি। কয়েকটা পেইন্টিংও কিনেছি। পরের দিকে কিনেছি ওর মতামত অনুসারেই। তারপর কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। বিভিন্ন ধরণের ব্যাপার নিয়ে আলাপ হয়েছে আমাদের মধ্যে, সেগুলোর মাঝে অত্যন্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত আলাপও আছে–যেটা শুধু দু-জন আগন্তুকের পক্ষেই করা সম্ভব। বৈবাহিক সমস্যা নিয়েও...'

'আমাদের বিয়ে নিয়েও কথা বলেছো তোমরা?' চেষ্টা করেও প্রশ্নটা আটকাতে পারলাম না আমি।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। হাজার হোক, আমি একজন ডিভোর্সড মানুষ, ফলে সহানুভূতির কোন অভাব নেই আমার মধ্যে। ডায়ানার মতো একজন সুন্দরি, প্রাপ্তবয়স্ক এবং সক্ষম নারী যখন শোনে যে তার স্বামী সন্তান নিতে ইচ্ছুক নয় তখন তার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে সেটা আমি খুব সহজেই আন্দাজ করতে পারি। এটাও বুঝতে পারি যে স্রেফ ডাউন'স সিনড্রোমের কারণে যখন তাকে গর্ভপাত করাতে বাধ্য করা হয় তখন তার কেমন লাগে।' রকিং চেয়ারে বসে থাকা সিনড্রে আ'র মতই চওড়া, একান-ওকান বিস্তৃত হাসি ফুটেছে ক্লাস গ্রিভের ঠোঁটে। 'বিশেষ করে, আমি নিজেও যখন বাচ্চাকাচ্চা খুবই ভালোবাসি।'

BanglaBook.org

যৌক্তিক চিন্তার শেষ বিন্দুটুকুও বিদায় নিল আমার মাথার ভেতর থেকে, থাকল কেবল একটা চিন্তা : আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে আমি খুন করবো। 'তুমি...তুমি ওকে বলেছো যে তোমার একটা সন্তান চাই?'

'না,' মৃদু স্বরে জবাব দিল গ্রিভ। 'আমি ওকে বলেছি, ওর গর্ভে একটা সন্তান চাই আমার।'

নিজের কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবটুকু ইচ্ছেশক্তি ব্যবহার করতে হলো আমাকে। 'ডায়ানা কখনও তোমার মতো একটা জোচ্চোরের সাথে–'

'ওকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেছি আমি, আমার হাতে থাকা তথাকথিত সেই রুবেনসের পেইন্টিংটা দেখিয়েছি।'

'তথাকথিত মানে...?' বিভ্রান্ত গলায় প্রশ্ন করলাম আমি।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো। পেইন্টিংটা আসল নয়। তবে নকল হলেও খুবই ভালো একটা নকল, রুবেনসের সময়েই আঁকা হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে, দীর্ঘদিন ধরে জার্মানরা ওটাকেই আসল ভেবে এসেছে। ছোটবেলায় যখন ওই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম আমি, তখনই আমার দাদি ওটা দেখান আমাকে। ছবিটার ব্যাপারে তোমার কাছে মিথ্যে বলার জন্য দুঃখিত।'

খবরটা শুনলে এমনিতে হয়তো কিছুটা প্রভাব পড়ত আমার উপর। কিন্তু ইতোমধ্যেই আমার মাথার ভেতর এত বেশি আবেগ কাজ করতে শুরু করেছে যে নতুন করে আর কিছু হলো না, সাধারণ একটা খবরের মতই এটাকে গ্রহণ করলাম আমি। একই সাথে বুঝতে পারলাম, পেইন্টিংটা যে বদলে গেছে এটা এখনও টের পায়নি ক্লাস গ্রিভ।

'তবে নকল হলেও ছবিটা কাজে এসেছে আমার,' বলল গ্রিভ। 'ডায়ানা যখন ওটা দেখল, তখন আসল রুবেনস বলেই ভেবেছিল। নিশ্চয়ই তখন ধরে নিয়েছিল আমি শুধু ওকে সন্তানই দেবো না, বরং সেই সন্তানের ভরণপোষণের ভারও বেশ ভালোভাবেই চালাতে পারবো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ও যেই জীবনের স্বপ্ন দেখে তা আমিই এনে দিতে পারবো ওর সামনে।'

'আর ডায়ানা...'

'হ্যাঁ, ডায়ানাও তখন খুব সহজেই তার ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্য একটা ভালো চাকরি–মানে সিইও পদটার জন্য একটু কলকাঠি নাড়তে রাজি হয়ে

BanglaBook.org

গেল। শুধু টাকা হলেই তো চলে না, সাথে সম্মানজনক একটা চাকরিও লাগে।'

'তার মানে তোমার কথা অনুযায়ি...সেই দিন গ্যালারিতে...শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু আগে থেকেই সাজানো ছিল?'

'অবশ্যই। তবে এটা ঠিক, আমাদের উদ্দেশ্যটা যতটা ভেবেছিলাম ততটা সহজে সফল হয়নি। ডায়ানা যখন ফোন করে আমাকে বলল তুমি আমাকে চাকরিটা দিতে রাজি নও...' কথা শেষ না করে নাটকিয় হতাশা ফুটিয়ে তোলার জন্য চোখ ঘোরাল গ্রিভ। 'কল্পনা করতে পারো, রজার, আমি কি পরিমাণে অবাক হয়েছিলাম? আমার বিরক্তি, রাগ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল বুঝতে পারছো? কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছিল না, আমাকে কেন পছন্দ হয়নি তোমার। কেন, রজার, কেন? তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম আমি?'

ঢোক গিললাম আমি। ব্যাটা এত নিশ্চিন্তে রয়েছে কিভাবে? মনে হচ্ছে হাতে সময়ের অভাব নেই, ইচ্ছেমতো একটা সময়ে বুলেটটা ঢুকিয়ে দিতে পারবে আমার খুলি, হৃৎপিণ্ড অথবা শরীরে অন্য যে কোন অংশে।

'তুমি একটু বেশিই খাটো,' বললাম আমি।

'বুঝলাম না।'

'তাহলে তুমিই ডায়ানাকে দিয়ে ওই কিউরাসিটভর্তি রাবার বলটাকে রেখেছিলে আমার গাড়িতে? আমাকে খুন করে ফেলতে চেয়েছিল ডায়ানা, যাতে তোমার সম্পর্কে নেগেটিভ রিপোর্ট জমা দিতে না পারি আমি?'

ভ্রু কোঁচকাল গ্রিভ। 'কিউরাসিট? তোমার মনে তাহলে এই সন্দেহ যে, তোমার বৌ কেবল একটা সন্তান আর কিছু টাকাপয়সার লোভে তোমাকেও খুন করে ফেলতে পারে। ভালো। অবশ্য বলা যায় না, তোমার সন্দেহ ঠিকও হতে পারে। তবে আমি ওকে বলিনি তোমাকে খুন করতে, এটা নিশ্চিত থাকতে পারো। রাবার বলটার ভেতরে ছিল কেটালার এবং ডরমিকামের একটা মিশ্রণ। জিনিসটা একটা অ্যানেসথেটিক, তবে এত দ্রুত কাজ করে যে আরও খারাপ কিছু হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, সকালবেলা গাড়িতে উঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে তুমি। তারপর তোমাকে নিয়ে আগে থেকে ঠিক করে রাখা একটা জায়গায় চলে আসবে ডায়ানা।'

BanglaBook.org

'কি ধরণের জায়গা?'

'ভাড়া করা একটা কেবিন। গত রাতে তোমাকে যেখানে খুঁজতে গিয়েছিলাম তেমনই একটা জায়গা। যদিও আমি যার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলাম সেই লোকটা আরও ভালো মানুষ, অন্যদের ব্যাপারে নাকও গলাতে আসে না।'

'আমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর...'

'তোমার মতামত বদলানোর চেষ্টা করা হতো।'

'কিভাবে?'

'কিভাবে আবার। একটু তেল মালিশ করতাম। প্রয়োজন হলে ছোটখাটো হুমকি।'

'টর্চার?'

'টর্চার করতে বেশ মজা লাগে, ঠিক। কিন্তু কোন মানুষের উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো আমার একেবারেই পছন্দ নয়। আর তাছাড়া, একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর টর্চারে আর কাজ হতে চায় না। সুতরাং, না, টর্চার বলতে যা বোঝায় সেটা তোমার উপর চালানো হতো না। সামান্য একটু নির্যাতন করা হতো শুধু তোমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা সেই অপ্রতিরোধ্য ভয়টাকে বের করে আনার জন্য। জানো তো, মানুষ আসলে ব্যথার কারণে নয়, বরং ব্যথা পাবে এই ভয়ের কারণেই হার মেনে নেয়। সে কারণেই যারা পেশাদার ইন্টারোগেটর তারা কখনও বাধ্য না হলে শারীরিক নির্যাতন চালায় না, তার বদলে মানসিক চাপ দিতেই বেশি পছন্দ করে...' দাঁত বের করে হাসল সে। 'অন্তত সিআইএ ম্যানুয়ালে সেটাই বলা হয়েছে। তুমি যে এফবিআই মডেল ব্যবহার করো তার চাইতে অনেক ভালো ওটা, কি বলো, রজার?'

গলায় জড়ানো ব্যান্ডেজের নিচে ঘাম জমতে শুরু করেছে, টের পেলাম আমি। 'বুঝলাম। তো আমার কাছ থেকে কি আদায় করতে চাইতে তোমরা?'

'আমাদের ইচ্ছে ছিল তোমার কাছ থেকে আমাদের পছন্দ অনুযায়ি একটা রিপোর্ট লিখিয়ে তাতে সাইন করিয়ে নেয়া। তোমার হয়ে রিপোর্টটাকে পাঠানোর কাজ আমরাই করে দিতাম।'

'আর আমি যদি বেঁকে বসতাম? আরও অত্যাচার চালাতে আমার উপর?'

BanglaBook.org

'আমরা পশু নই, রজার। তুমি বেঁকে বসলে তোমাকে স্রেফ ওখানে আটকে রাখা হতো, যতক্ষণ না তোমার কোম্পানি অন্য কারও কাছে দিত রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্বটা। খুব সম্ভব তোমার ওই সহকর্মি, ফার্ডিনান্ডই পেত কাজটা, তাই না? ফার্ডিনান্ডই তো নাম তার?'

'ফার্ডি,' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম আমি।

'ঠিক বলেছো। লোকটাকে দেখে মনে হয়েছে আমার ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই তার। বোর্ডের চেয়ারম্যান, পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার–এরাও কেউ আপত্তি করেনি। কিন্তু তোমার মনোভাব এত বদলে গেল কিভাবে, রজার? তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কেবল তোমার কাছ থেকে, অর্থাৎ সেরা হেডহান্টার রজার ব্রাউনের কাছ থেকে আসা একটা নেগেটিভ রিপোর্ট ছাড়া আর কিছুই আমাকে আটকাতে পারত না। এখন নিশ্চয়ই এটা মেনে নেবে, তোমাকে টর্চার না করেও ঠিকই কাজ আদায় করে নিতে পারতাম আমরা।'

'মিথ্যা বলছো তুমি,' বললাম আমি।

'এ কথা কেন মনে হলো তোমার?'

'আমাকে বাঁচতে দেয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না তোমার। সব কাজ হয়ে যাওয়ার পর আমাকে ছেড়ে দিলে তো সব ফাঁস হয়ে যেত। সেই ঝুঁকি কেন নেবে তুমি?'

'এমনও তো হতে পারে যে তোমাকে এমন একটা প্রস্তাব দিতাম, যেটা তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারতে না? বলতে পারতাম যে মুখ খুললেই মরবে।'

'স্ত্রীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত স্বামীরা এসব ব্যাপারে খুব একটা কেয়ার করে না, গ্রিভ। তোমার সেটা জানা উচিত।'

পিস্তলের নল দিয়ে থুতনি চুলকাল গ্রিভ। 'খারাপ বলোনি। সত্যি কথা বলতে, তোমার কথাই ঠিক। খুব সম্ভব তোমাকে মেরেই ফেলা হতো। তবে সে কথা ডায়ানাকে বলা হয়নি। এতক্ষণ তোমাকে যা বললাম, সেগুলোই বলেছিলাম ওকে, ও বিশ্বাসও করেছিল।'

'কারণ ও তোমাকে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল।'

'এস্ট্রোজেন হরমোন শরীরে বেড়ে গেলে অনেক কিছুই চোখে পড়ে না, রজার।'

BanglaBook.org

আর কিছু বলার মতো ভেবে পেলাম না আমি। এখনও কেউ ঢুকছে না কেন দরজা দিয়ে...?'

'এই কোটটা যেখানে পেয়েছি, সেই একই ওয়ার্ডরোবে একটা ডু নট ডিস্টার্ব সাইনও পেয়েছিলাম,' যেন আমার চিন্তাধারা ধরতে পেরেই বলে উঠল গ্রিভ। 'খুব সম্ভবত রোগিরা যখন বেডপ্যান ব্যবহার করে তখন ওই সাইনটা ঝুলিয়ে দেয়া হয় দরজায়।'

পিস্তলের কালো নলটা এখন সরাসরি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। দেখলাম, ট্রিগারের উপর চেপে বসতে শুরু করল তার আঙুল। এখনও পিস্তলটা উঁচু করে ধরেনি সে। চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের আমেরিকান গ্যাংস্টার আঁচের সিনেমাগুলোতে জেমস ক্যাগনি যেভাবে কোমরের কাছে পিস্তল ধরে অবিশ্বাস্য নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করত, নিশ্চয়ই সেভাবেই গুলি করতে যাচ্ছে গ্রিভ। আমার মনের ভেতর থেকে কেউ একজন ফিসফিস করে বলে উঠল, গ্রিভের হাতের টিপও সেই একই রকম অবিশ্বাস্য নিখুঁত।

'অবশ্য এই কাজটার জন্যেও সাইনটা ব্যবহার করা যায়,' বলে উঠল গ্রিভ। ইতোমধ্যেই চোখ কুঁচকে উঠেছে তার, পিস্তলের জোরালো আওয়াজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 'খুনও তো গোপনে করার মতই একটা কাজ, তাই না?'

চোখ বন্ধ করলাম আমি। দেখা যাচ্ছে, শুরুতে যে ধারণাটা জেগেছিল মনের ভেতর সেটাই ঠিক ছিল। স্বর্গেই ছিলাম আমি।

'মাফ করবেন, ডক্টর!'

কামরার ভেতর ভেসে এল তৃতীয় একজন মানুষের কণ্ঠস্বর।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল আমার চোখ জোড়া। দেখলাম, গ্রিভের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মানুষ, আর তাদের পেছনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজাটা।

'আমরা পুলিশের লোক,' তিনজনের মধ্য থেকে বলে উঠল একজন। পরণে সাদা পোশাক তার। 'একটা খুনের তদন্ত করছি। দরজায় ঝোলানো সাইনটাকে অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হয়েছি বলে দুঃখিত।'

যে লোকটা এইমাত্র আমার জীবন বাঁচাল তার সাথে জেমস ক্যাগনির চেহারায় সত্যিই মিল আছে, খেয়াল করলাম আমি। তবে তার কারণ হতে পারে লোকটার পরণের ধূসর রেইনকোট, অথবা আমার শরীরে প্রবেশ করা একগাদা ওষুধের প্রভাব। লোকটার দুপাশে কালো পুলিশ ইউনিফর্ম পরে যে

BanglaBook.org

দু-জন দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে মনে হলো একই বৃন্তের দুটি ফুল। দু-জনই শুকরের মতো মোটা, তালগাছের মতো লম্বা।

লোকটার গলা শুনেই শক্ত হয়ে গেছে গ্রিভের শরীর, পেছন ফিরে না তাকিয়ে জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার হাতে ধরা পিস্তলটা পুলিশদের চোখে পড়েনি, এখনও আমার দিকেই তাক করা রয়েছে সেটার নল।

'আশা করি আমরা এভাবে ঢুকে পড়ায় আপনি কিছু মনে করেননি, ডক্টর?' সাদা পোশাকের অফিসার বলে উঠল এবার। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, বিরক্ত হচ্ছে সে, ডাক্তারের কাছে এভাবে পাত্তা না পাওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না।

'মোটেই না,' এবার জবাব দিল গ্রিভ, তবে পেছনে ফিরে তাকাল না। 'আমার কাজ এইমাত্র শেষ হলো।' সাদা কোটটা একপাশে সরিয়ে পিস্তলটা ট্রাউজারের বেল্টে গুঁজে রাখলো সে, তারপর কোট টেনে সেটাকে ঢেকে দিল আবার।

'আমি...' বলতে শুরু করলাম আমি, কিন্তু আমাকে বাঁধা দিল গ্রিভ।

'উত্তেজিত হবেন না। আপনার অবস্থার কথা আপনার স্ত্রীকে জানানো হবে। আর দুশ্চিন্তা করবেন না, তিনি যেন ঠিক থাকেন সেটা নিশ্চিত করবো আমরা। বুঝতে পেরেছেন?'

কয়েকবার চোখ পিটপিট করলাম আমি। বিছানার উপর ঝুঁকে এল গ্রিভ, তারপর আমার হাঁটুর উপর আস্তে করে চাপড় দিল কয়েকটা।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, কেমন?'

চুপচাপ মাথা ঝাঁকালাম আমি। নিশ্চয়ই ওষুধের প্রভাব, আর কিছুই হতে পারে না। নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি আমি।

সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রিভ, মুখে হাসি। 'ভালো কথা। ডায়ানা ঠিকই বলেছিল। আপনার চুলগুলো সত্যিই সুন্দর।'

ঘুরে দাঁড়াল গ্রিভ, তারপর ক্লিপবোর্ডটার দিকে চোখ রেখে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। পুলিশ অফিসারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'এবার আপনার হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলাম। তবে সেটা সাময়িকভাবে।'

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সামনে এগিয়ে এল জেমস ক্যাগনির বড় ভাই।

BanglaBook.org

'আমার নাম সান্ডেড।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। অনুভব করলাম, গলার চামড়ায় খোঁচা দিচ্ছে ব্যান্ডেজের কিনারা। 'একদম সঠিক সময়ে এসেছেন, সান্ডেট।'

সান্ডেড,' গম্ভীর গলায় নামটা উচ্চারণ করল সে। 'নামের শেষে ডেট, নয়, ডেড। খুনের তদন্ত করছি আমি, অসলোর ক্রিপোস থেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে। ক্রিপোস হচ্ছে–'

'ক্রিমিনাল পোলিটি সেন্ট্রালেন। পুলিশের বেশ শক্তিশালী একটা অঙ্গ সংগঠন, জানি আমি,' তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলাম আমি।

বেশ। এরা হচ্ছে এনড্রিডে মনসেন, এককিল্ড মনসেন। এলভেরাম পুলিশ ফোর্সের সদস্য।'

বেশ আগ্রহ নিয়ে দু-জনকে দেখতে লাগলাম আমি। একই রকম ইউনিফর্ম এবং ঝোলা গোঁফওয়ালা দুই ভাই, মানুষের চাইতে ওয়ালরাসের সাথেই যাদের মিল বেশি। মানতেই হবে, অন্তত ওজনের দিক দিয়ে এলভেরাম পুলিশ কর্তৃপক্ষ বেশ ভালোই জিতেছে।'

'প্রথমে আপনার অধিকারগুলো শুনিয়ে দিচ্ছি,' বলতে শুরু করল সান্ডেড।

'দাঁড়ান! অধিকার শোনাবেন মানে? কি বলতে চান আপনি?' তাকে বাঁধা দিয়ে বলে উঠলাম আমি।

নিরস হাসি ফুটল সান্ডেডের মুখে। 'আমি বলতে চাই, হের জিকেরুদ, আপনাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে।'

'জি–' বলতে শুরু করেই জিভ কাটলাম আমি। সান্ডেডের হাতে একটা ক্রেডিট কার্ড বেরিয়ে এসেছে। নীল রঙের ক্রেডিট কার্ড। জিনিসটা চিনতে পারলাম, ওভের কার্ড। আমার পকেট থেকেই পেয়েছে নিশ্চয়ই। এবার প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে একটা ভ্রু উঁচু করল সে।

'শি.. ট,' বলে উঠলাম আমি। 'কেন অ্যারেস্ট করছেন আমাকে?'

'সিনড্রে আ'কে খুন করার অভিযোগে।'

আমেরিকান সিনেমাগুলোতে যে রকম দেখা যায়, তেমন কাব্যিক এবং সুনির্দিষ্ট কোন শব্দ ব্যবহার করল না সান্ডেড, স্রেফ নিজের ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে দিল যে প্রয়োজন হলে আইনজীবির সাহায্য নিতে পারবো আমি,

BanglaBook.org

চাইলে নিজের মুখও বন্ধ রাখতে পারবো। এর পর এটাও জানাল যে, বাইরের ডাক্তার তাকে অনুমতি দিয়েছে জ্ঞান ফিরলেই আমাকে নিয়ে যাওয়ার। হাজার হোক, ঘাড়ের উপর কয়েকটা সেলাই ছাড়া আর কোন ক্ষত নেই আমার শরীরে। কথাগুলো কেবল হাঁ করে শুনে গেলাম আমি, কিছু বলতে পারলাম না।

'খুব ভালো,' অবশেষে নিজের ভাষা খুঁজে পেতে বললাম আমি। 'আপনাদের সাথে যেতে কোন আপত্তি নেই আমার।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

পেট্রল কার জিরো ওয়ান

বাইরে বের হওয়ার পর চারপাশটা দেখে মনে হলো, এলভেরামের বাইরের দিকে, গ্রাম্য অঞ্চলের মাঝে অবস্থিত হাসপাতালটা। সাদা দালানগুলো আমাদের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে স্বস্তি পেলাম আমি। আরও স্বস্তি পেলাম যখন দেখলাম, আশেপাশে কোন রূপালি ধূসর রঙের লেক্সাস গাড়ি দেখা যাচ্ছে না।

আমরা যে গাড়িটায় চলেছি সেটা একটা পুরনো, কিন্তু বেশ ভালো অবস্থার একটা ভলভো। ইঞ্জিনের শব্দটা এত সুন্দর, মসৃণ যে মনে হচ্ছে সদ্য কারখানা থেকে বের করে এনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে গাড়িতে, তারপর তার উপর চড়ানো হয়েছে পুলিশের গাড়ির নির্দিষ্ট রঙ।

'আমরা কোথায় আছি?' পেছনের সিট থেকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। এনড্রিডে এবং এসকিল্ড মনসেনের মাঝখানে চেপেচুপে বসানো হয়েছে আমাকে। আমার কাপড়চোপড়, মানে ওভের কাপড়গুলোকে ড্রাই ক্লিনারের কাছে পাঠানো হয়েছে ঠিকই, তবে তার বদলে এক নার্স আমার জন্য এক জোড়া টেনিস শু এবং একটা সবুজ ট্র্যাকস্যুটের ব্যবস্থা করেছে। ট্র্যাকস্যুটে হাসপাতালের মনোগ্রাম লাগানো। কাপড়গুলো আমাকে দেয়ার আগে বারবার বলে দিয়েছে যেন ধুয়ে আবার ফেরত দেই। সেই সাথে ওভের ওয়ালেট এবং চাবিগুলোও ফেরত দেয়া হয়েছে আমাকে।

'হেডমার্ক কাউন্টি,' ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে বলল সান্ডেড, যাকে আমেরিকান নিগ্রো গ্যাংগুলোর ভাষায় বলা হয় শটগান সিট।

'আর যাচ্ছি কোথায়?'

'তাতে আপনার কি দরকার?' রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে এক নজর তাকিয়ে প্রশ্ন করল ড্রাইভার। বয়স অল্প তার, ব্রনে ভর্তি মুখ। এই পুলিশটা শয়তান। পরণে কালো নাইলনের

BanglaBook.org

জ্যাকেট, পেছনে হলুদ রঙের অক্ষরে লেখা এলভেরাম কো-দাও-ইং ক্লাব। আন্দাজ করলাম, এটা সম্ভবত কোন নতুন ধরণের রহস্যময়, প্রাচীন আঁচের মার্শাল আর্টের নাম। সারাক্ষণ চুইং গাম চিবোচ্ছে সে, সে কারণেই হয়তো দুই চোয়ালের পেশি এমন বেঢপভাবে ফুলে উঠেছে। ব্যাটা এত হ্যাংলা পাতলা যে স্টিয়ারিঙে রাখা হাতদুটো একটা 'ভি' তৈরি করেছে।

'চোখগুলো রাস্তার দিকে রাখো,' তাকে নিচু গলায় নির্দেশ দিল সান্ডেড।

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল ড্রাইভার, তারপর সামনের রাস্তার দিকে তাকাল। দু-পাশে একদম সমান ফসলের ক্ষেত, তার মাঝ দিয়ে যত দূর চোখ যায় সোজা এগিয়ে গেছে রাস্তা। কোথাও এক চুলও বাঁক নেই।

'এলভেরামের পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছি আমরা, হের জিকেরুদ,' বলল সান্ডেড। 'অসলো থেকে এসেছি আমি, আপনার পেট থেকে কথা বের করার চেষ্টা করবো আজ। দরকার হলে আগামিকালও থাকব, তার পরের দিনও। তবে আশা করি আমাকে খুব বেশি অপেক্ষা করিয়ে রাখবেন না আপনি, কারণ হেডমার্ক জায়গাটা আমার পছন্দ নয়।' কথাগুলো বলতে বলতে কোলের উপর রাখা একটা ওভারনাইট ব্যাগের উপর আঙুল দিয়ে তবলা বাজাতে লাগল সে। ব্যাগটা প্রথমে পেছনেই ছিল, কিন্তু আমরা তিনজন বসার পর আর জায়গা না থাকায় সেটা বাধ্য হয়েই নিজের কাছে রাখতে হয়েছে তাকে।

'তেমন কোন ইচ্ছে নেই আমার,' বললাম আমি। অনুভব করছি, ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে আমার দু-হাত। একই তালে শ্বাস নিচ্ছে দুই ভাই, যার অর্থ হচ্ছে যে প্রতি চার সেকেন্ডের মাথায় ফুরিয়ে আসা টুথপেস্টের টিউবের মতো পেষাই হতে হচ্ছে আমাকে। একবার ভাবলাম দু-জনের মধ্য থেকে একজনকে বলবো তার নিঃশ্বাস নেয়ার ধরণটা বদলাতে, তবে তারপর আবার বাদ দিলাম ইচ্ছেটা। আর যাই হোক, গ্রিভের পিস্তলের মুখোমুখি হওয়ার পর এখন এই অবস্থাতেও অনেক স্বস্তি লাগছে আমার। সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে, যখন মা অসুস্থ থাকত প্রায়ই। তখন বাবার সাথে যেতাম আমি, অ্যাম্বাসির লিমোজিনের পেছনে গম্ভীর, তবে

BanglaBook.org

দয়ালু চেহারার দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসে থাকতাম। সবার পরনে থাকত সুন্দর পোশাক, তবে বাবার চাইতে সুন্দরভাবে আর কেউ পোশাক পরত না। শোফারের ক্যাপ থাকত তার মাথায়, দারুণ দক্ষতার সাথে গাড়ি চালাত সে। কাজ শেষে আমাকে আইসক্রিম কিনে দিত বাবা, বলত, আমি নাকি সত্যিকারের লক্ষ্মী ছেলে হয়ে ছিলাম।

খড়খড় করে উঠল রেডিওটা।

'শশশ,' সবাইকে চুপ থাকতে নির্দেশ দিল ড্রাইভার।

'সব পেট্রল কারের উদ্দেশ্যে মেসেজ,' নাকি গলায় বলে উঠল একটা নারী কণ্ঠ।

'পেট্রল কার আছেই তো দুটো,' বিড়বিড় করে বলে রেডিওর ভলিউম বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার।

'এগমন্ট কার্লসেন জানিয়েছে, তার ট্রাকটা চুরি হয়ে গেছে, ট্রেলার সহ...'

মেসেজের বাকিটুকু চাপা পড়ে গেল মনসেন যমজদ্বয় এবং ড্রাইভারের মিলিত অট্টহাসির শব্দে। হাসির দমকে দুই ভাইয়ের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকায় বেশ আরাম পেতে লাগলাম আমি। ওষুধের প্রতিক্রিয়া সম্ভবত এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি।

রেডিওর রিসিভারটা তুলে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল ড্রাইভার। 'কার্লসেনের গলা শুনে কি তাকে মাতাল মনে হয়েছিল? ওভার।'

'তা কিছুটা মনে হয়েছে,' জবাব দিল নারী কণ্ঠ।

'তাহলে আবার মাতাল হয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে ব্যাটা, তারপর ভুলে ফেলে রেখে এসেছে কোথাও। ব্যামজি'স-এ একটা ফোন করে দেখো। নিশ্চয়ই ওই পাবটার সামনেই পার্ক করে রাখা আছে। আঠারো চাকার গাড়ি, একপাশে সিগডাল কিচেনস লেখা আছে। ওভার অ্যান্ড আউট।'

এই বলে রেডিওটা রেখে দিল সে। আমার মনে হলো সবার মেজাজ নিশ্চয়ই আগের চাইতে একটু হালকা হয়েছে, এবার সুযোগটা কাজে লাগানো উচিত।

BanglaBook.org

'যত দূর বুঝতে পারছি, কেউ একজন খুন হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোথায় জানতে পারি?'

প্রশ্নের জবাবে সাথে সাথে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তবে সান্ডেডের চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম কিছু একটা চিন্তা করছে সে। তারপর পেছন ফিরল সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। 'বেশ। তাহলে এখনই সব কিছু পরিস্কার করে দেয়া যাক। আমরা জানি, খুনটা আপনি করেছেন, হের জিকেরুদ। নিজেকে নির্দোষ সাজানোর চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। লাশ পেয়েছি আমরা, ক্রাইম সিনও পেয়ে গেছি। খুনটা যে আপনিই করেছেন সে সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণও আছে আমাদের কাছে।'

কথাগুলো শুনে আমার উচিত ছিল চমকে ওঠা, ভয় পেয়ে যাওয়া। হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে আসা উচিত ছিল, অথবা পেটের ভেতর নেমে যাওয়ার কথা ছিল। কোন পুলিশ যখন বিজয়ীর কণ্ঠে আপনাকে বলে যে আপনি একজন খুনি এবং এ সম্পর্কে সব প্রমাণ তাদের কাছে আছে, তখন তো এমন অনুভূতি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এগুলোর কিছুই অনুভব করলাম না আমি। তার কারণ হলো, কথাগুলো আমার কাছে কোন বিজয়ী পুলিশ সদস্যের কথা বলে মনে হলো না। তার বদলে পরিস্কার শুনতে পেলাম ইনবাউ, রেইড এবং বাকলির পদ্ধতির চিহ্ন। প্রথম ধাপ সরাসরি আক্রমণ। অথবা একটু পরিস্কার করে ম্যানুয়াল অনুযায়ি বলতে গেলে বলতে হয় জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতেই তদন্ত কর্মকর্তা পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেবে তারা সব কিছু জেনে গেছে। 'আমরা', 'পুলিশ বাহিনী', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে হবে, কখনও 'আমি' বলা যাবে না। 'মনে হয়' এর বদলে বলতে হবে 'জানি'। সোজা কথায়, নিজের সম্পর্কে সন্দেহভাজনের ধারণাকেই বদলে দিতে হবে। নিচু স্তরের লোকজনকে সম্বোধন করার সময় তাদের নামের আগে সম্মানসূচক 'হের' ব্যবহার করতে হবে, আর উঁচুতলার লোকজন হলে চলে আসতে হবে তার ডাকনামে।

'আর চুপি চুপি বলে রাখি আপনাকে,' যেন গোপন কোন তথ্য ফাঁস করছে এমন ভঙ্গিতে গলা নামিয়ে এনে বলল সান্ডেড, 'আমি যতটুকু শুনেছি, সিনড্রে আ লোকটা খুব একটা সুবিধের ছিল না। মরণ ঘুরে

BanglaBook.org

বেড়াচ্ছিল তার চারপাশে। আপনি যদি বুড়োটাকে দড়ি পেঁচিয়ে না-ও মারতেন তাহলে অন্য কেউ নিশ্চয়ই মারত।'

একটা হাই চাপলাম আমি। দ্বিতীয় ধাপ। সন্দেহভাজনের সামনে তার অপরাধকে ছোট করে দেখানো, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ভান করা।

আমার মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছে না দেখে অগত্যা সান্ডেডই আবার বলতে শুরু করল। 'তবে একটা ভালো খবর হচ্ছে, সব কিছু যদি দ্রুত স্বীকার করে নেন তাহলে আপনার শাস্তিটা যেন কম হয় সে দিকে আমি খেয়াল রাখবো।'

আরে সর্বনাশ, এ তো সেই সরাসরি প্রতিশ্রুতির দিকেই চলে যাচ্ছে! ইনবাউ, রেইড এবং বাকলির মেথডে এই কাজটা করতে পরিস্কার ভাষায় নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আইনগত ঝামেলা হতে পারে এতে। শুধুমাত্র খবর বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে এমন কোন ডিটেকটিভই এই কাজ করবে। দেখা যাচ্ছে সান্ডেড লোকটা এই হেডমার্ক জায়গাটাকে সত্যিই পছন্দ করে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে।

'তো এখন বলুন, কাজটা কেন করলেন আপনি?'

পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম আমি। মাঠ। খামার। আবার মাঠ। আবার খামার। নালা। মাঠ। কি শান্তিপূর্ণ দৃশ্য। দেখলেই ঘুম আসে।

'কি হলো, হের জিকেরুদ?' ওভারনাইট ব্যাগের উপর সান্ডেডের আঙুলগুলো আবার তবলা বাজাতে শুরু করেছে, শুনতে পেলাম আমি।

'মিথ্যে বলছেন আপনি,' এবার বললাম তাকে।

তবলা বাজানো থেমে গেল। 'কি বললেন?'

'আপনি মিথ্যে বলছেন, সান্ডেড। সিনড্রে আর নামে কাউকে আমি চিনি না, আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণও নেই আপনার কাছে।'

উচ্চস্বরে হেসে উঠল সান্ডেড, মনে হলো লনমোয়ার চালাচ্ছে কেউ। 'প্রমাণ নেই বলছেন? বেশ তো, গত চব্বিশ ঘণ্টা আপনি কোথায় ছিলেন সেটা কি বলতে পারেন আমাদের? যদি আপনার কোন অসুবিধে না হয়,

BanglaBook.org

হের জিকেরুদ?'

'বলতে পারি,' বললাম আমি। 'যদি এই কেসটার আগাগোড়া সব কিছু খুলে বলেন আমাকে।'

'ব্যাটার মুখে ঘুষি মারো!' খ্যাক খ্যাক করে উঠল ব্রনমুখো ড্রাইভার। 'এনড্রিডে, ঘুষি–'

'চুপ,' শান্ত গলায় বলল সান্ডেড, সাথে সাথে চুপ করিয়ে দিল তাকে। তারপর আমার দিকে ফিরল সে। 'সেটা আপনাকে কেন বলবো আমি, হের জিকেরুদ?'

'কারণ একমাত্র তখনই আপনার কাছে মুখ খুলতে পারি আমি। যদি তা না করেন তাহলে আমার উকিল এসে পৌছানোর আগ পর্যন্ত একটা শব্দও শুনতে পাবেন না আমার মুখ থেকে। আমার উকিল এখন অসলোয় রয়েছে।' দেখলাম, কথাগুলো শুনেই শক্ত হয়ে গেল সান্ডেডের মুখ। এবার শেষ পেরেকটা ঠুকলাম আমি। 'যদি কপাল ভালো হয় তাহলে এই ধরুন আগামিকাল বিকেল নাগাদ...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কেসটার শুরু হয় যখন আপনার পাশে বসে থাকা লোকটার কাছে একটা ফোন আসে। ফোনে বলা হয়, রাস্তার মাঝখানে একটা ট্রাক্টর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। পেছনের দিকে বসে আছে এক দল কাক। ইতোমধ্যেই কুকুরটার নরম অংশগুলো তাদের পেটে গেছে। ট্রাক্টরের মালিক সিনড্রে আ, কিন্তু আমরা যখন তাকে ফোন করলাম তখন কেউ জবাব দিল না। তাই এক পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়, দেখতে পায়, আপনি তার কি হাল করেছেন। গোলাঘরে একটা মার্সিডিজও দেখতে পায় সে ইঞ্জিন নষ্ট। সেটার নাম্বার প্লেট থেকেই আপনার নাম জানা গেছে। মরা কুকুরটার কারণে হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিতে শুরু করে এলভেরাম পুলিশ, জানতে পারে এক হাসপাতালে অর্ধচেতন অবস্থায় এক লোককে ভর্তি করা হয়েছে। সারা শরীরে মলমূত্র লেগে ছিল তার, ঘাড়ের কাছে কুকুরের কামড়ের দাগ। ফোনে ডিউটি নার্স জানায় যে লোকটার পকেটে ওভ জিকেরুদ নাম লেখা একটা ক্রেডিট কার্ড পাওয়া গেছে। তারপরের কাহিনী তো আপনি জানেনই।'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকালাম আমি। তাহলে এভাবেই আমাকে খুঁজে বের করেছে ওরা। কিন্তু গ্রিভ কিভাবে করল কাজটা? এমনিতেই ওষুধের প্রভাবে ঝিম ধরে আছে আমার মাথা, তার মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে এই প্রশ্নটা, কোন জবাব মিলছে না। স্থানীয় পুলিশেও কি গ্রিভের লোক আছে? এমন কেউ যে পুলিশ হাসপাতালে পৌছানোর আগেই গ্রিভকে জানিয়ে দিয়েছিল? না! কাকতালিয়ভাবে কামরায় ঢুকে পড়েছিল পুলিশের লোকজন, আমাকে রক্ষা করেছিল গ্রিভের ভুল থেকে। না, না। আবার ভুল হচ্ছে। কাজটা করেছে সান্ডেড, যার সাথে এলভেরাম পুলিশের কোন সম্পর্ক নেই। অসলো ক্রিপোসের সদস্য সে। তারপরেই আরেকটা প্রশ্ন জেগে উঠল মাথায়, মনে হলো যেন মাথাব্যথার পরিমাণও দ্বিগুণ হয়ে গেল সাথে সাথে। আমি যে ভয় পাচ্ছি তাই যদি ঘটে, তাহলে রিমান্ড সেলে কতটুকু নিরাপত্তা জুটবে আমার ভাগ্যে? হঠাৎ করেই দুই যমজের মাঝখানে আর নিরাপদ বোধ করতে পারলাম না আমি। এখন আর কিছুতেই নিরাপত্তার অনুভূতি আসছে না আমার ভেতর। মনে হচ্ছে যেন এই পৃথিবীতে একটাও মানুষ নেই যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। তবে একজন থাকলেও থাকতে পারে। ওভারনাইট ব্যাগসহ এই লোকটা, যে এখানকার কেউ নয়। তার কাছেই সব খুলে বলতে হবে আমাকে। আশা করা যায়, সব বুঝিয়ে বললে অন্য কোন পুলিশ স্টেশনে আমাকে নিয়ে যাবে সে। এলভেরামের লোকজন যে সব দুর্নীতিবাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে জানে, হয়তো এই গাড়িতেই একাধিক লোক আছে যারা গোপনে আমার বিরুদ্ধে কাজ করছে।

আবার খড়খড় করে উঠল রেডিও। 'পেট্রল কার জিরো-ওয়ান, শুনতে পাচ্ছ?'

রিসিভার তুলে নিল ব্রনমুখো। 'হ্যাঁ, বলো লিসে?'

'ব্যামজি'স-এর বাইরে কোন ট্রাক পাওয়া যায়নি। ওভার।'

অবশ্য সান্ডেডকে সব কিছু খুলে বলতে গেলে এটাও বলতে হবে, আমি একজন চোর। তাছাড়া, তাকে কি করে বোঝাবো, স্রেফ আত্মরক্ষার খাতিরেই ওভকে গুলি করেছি আমি, প্রায় দুর্ঘটনাবশত? গ্রিভের দেয়া ওষুধ বেচারার শরীরে এমনভাবেই ঢুকেছিল যে, সব কিছু চারটে করে দেখছিল

BanglaBook.org

সে।

'মাথা ঠাণ্ডা করো, লিসে। সবাইকে জিজ্ঞেস করে দেখো। আঠারো মিটার লম্বা একটা গাড়িকে অন্তত এই ডিস্ট্রিক্টের কোথাও লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, বোঝা গেছে?'

এবার একটু বিরক্ত শোনাল মেয়েটার গলা। 'কার্লসন বলছে, তার ট্রাক হারালে নাকি তুমিই খুঁজে দাও। হাজার হোক, তুমি একজন পুলিশ, ওর দুলাভাইও বটে।'

'আমার কি ঠেকা পড়েছে, ওর ট্রাক খুঁজতে যাবো আমি? বাজে কথা বোলো না, লিসে।'

'সে বলছে, এটা নাকি তেমন কোন কাজ নয়। হাজার হোক, ওর বোনদের মধ্যে সবচেয়ে কম কুৎসিত বোনটাকেই বিয়ে করেছ তুমি।'

মনসেন ভাইদের মিলিত হাসির চোটে কাঁপতে লাগলাম আমি।

'গাধাটাকে বলো, আজকের জন্য অন্তত ওর ফালতু কাজে সময় নষ্ট করার উপায় নেই আমাদের,' খেকিয়ে উঠল ব্রনমুখো। 'ওভার অ্যান্ড আউট।'

এই খেলাটা কিভাবে খেলতে হবে তার কোন হদিস পাচ্ছি না অনেক চিন্তা করেও। প্রশ্নোত্তরের মুখে আমার আসল পরিচয় বেরিয়ে যাওয়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার। কথাটা কি আমিই ওদের সরাসরি বলে দেবো নাকি পরবর্তিতে কাজে লাগানোর জন্য গোপন রাখবো? বুঝতে পারছি না।

'এবার আপনার পালা, জিকেরুদ,' বলল সান্ডেড। 'আপনার ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর নিয়েছি আমি। পুলিশের খাতায় আপনার নাম আছে, কাগজপত্র বলছে যে আপনি বিয়ে করেননি। তাহলে ওই ডাক্তার যখন বলল যে আপনার স্ত্রীর উপর সে খেয়াল রাখবে, তখন আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিল? ডায়ানা বলে একটা নাম বলেছিল না সে?'

গেল আমার সুযোগটা, তিক্ত মনে ভাবলাম আমি। এখন আর নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখা যাবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম কেবল, কোন কথা বলছি না। খোলা জমি, চাষের ক্ষেত। কোন গাড়ি নেই, বাড়ি নেই। কেবল সামনে, বহু দূরে একটা গাড়ি বা

BanglaBook.org

ট্রাক্টরের চলার পথে ধুলো উড়ছে হালকা।

'জানি না,' জবাব দিলাম এবার। আরও পরিস্কার মাথায় চিন্তা করা দরকার। আরও পরিস্কারভাবে। পুরো দাবার বোর্ডটাকে চোখের সামনে এনে দেখতে হবে এবার।

'সিনড্রে আ'র সাথে আপনার সম্পর্ক কি ছিল, হের জিকেরুদ?'

এই অপরিচিত নামটা বারবার শুনতে বিরক্তি ধরে গেছে আমার। জবাব দিতে যাবো, এই সময় হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আরও একটা ভুল হয়েছে আমার! পুলিশ সত্যিই ভাবছে, আমিই ওভ জিকেরুদ। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লোকটার এই নামই জেনেছে তারা। কিন্তু তারাই যদি গ্রিভকে এই খবর দিয়ে থাকে, তাহলে জিকেরুদকে দেখার জন্য হাসপাতালে কেন আসবে সে? জিকেরুদ নামে কাউকে চেনে না গ্রিভ, এমনকি পুরো দুনিয়াতেই কেউ জানে না আমার সাথে, রজার ব্রাউনের সাথে জিকেরুদের কোন রকম সম্পর্ক আছে। তাহলে তো আবারও ভজঘট পাকিয়ে গেল। নিশ্চয়ই অন্য কোন রাস্তায় আমাকে খুঁজে বের করেছে গ্রিভ।

রাস্তার উপর ধুলোর সেই মেঘটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে।

'আমার প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছেন, জিকেরুদ?'

প্রথমে আমাকে সেই কেবিনে খুঁজে বের করল গ্রিভ। তারপর হাসপাতালে। যদিও তখন আমার সাথে মোবাইল ছিল না। টেলিনর বা পুলিশ–কোন জায়গাতেই গ্রিভের লোক নেই। তাহলে কাজটা কিভাবে করল সে?

'জিকেরুদ! হ্যালো!'

রাস্তার সামনে যে ধুলোর মেঘটা দেখেছিলাম সেটা যেন ক্রমেই আরও দ্রুত গতিতে কাছে এগিয়ে আসছে। সামনে একটা চৌরাস্তা পড়েছে আমাদের। উল্টো দিক থেকে সরাসরি আমাদের দিকেই আসছে গাড়িটা। হঠাৎ করেই মনে হলো, এভাবে আসতে থাকলে আমাদের ধাক্কা দেবে ওটা। মনে মনে আশা করলাম, গাড়িটা যেন আমাদের দেখতে পেয়ে থাকে।

তবে ব্রনমুখো ড্রাইভারেরও উচিত ওই গাড়ির ড্রাইভারকে একটা

BanglaBook.org

সংকেত দেয়া। হর্ন বাজা, ব্যাটা। গ্রিভ যেন হাসপাতালে কি বলেছিল? 'ডায়ানা ঠিকই বলেছিল। আপনার চুলগুলো সত্যিই সুন্দর।' চোখ বন্ধ করলাম আমি, কল্পনায় দেখতে পেলাম সেই দৃশ্যটা–গ্যারেজে দাঁড়িয়ে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ডায়ানা। ওর গায়ের গন্ধটা কেমন আলাদা লেগেছিল। গ্রিভের মতো গন্ধ ছিল ওর গায়ে। না, গ্রিভ নয়। হোটে'র মতো গন্ধ। ওদিকে গাড়িটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। মনে হলো যেন ধীর হয়ে এল সব কিছুর গতি, প্রশ্নের জবাবগুলো পেয়ে গেলাম আমি। এই কথাগুলো আগে বুঝতে পারলাম না কেন? খুলে গেল আমার চোখ।

'চরম বিপদে রয়েছি আমরা, সান্ডেড।'

'এখানে যদি কারও বিপদ হয়ে থাকে তবে সে শুধু আপনি, হের জিকেরুদ। অথবা যাই হোক না কেন আপনার নাম।'

'মানে?'

রিয়ারভিউ মিররের মাঝ দিয়ে আমার দিকে তাকাল সান্ডেড, তারপর হাসপাতালে যে ক্রেডিট কার্ডটা দেখিয়েছিল সেটাই তুলে ধরল আবার।

'ছবিতে যে জিকেরুদকে দেখা যাচ্ছে, তার সাথে আপনার চেহারার মিল নেই। তাছাড়া, ফাইলে যখন জিকেরুদের তথ্যগুলো দেখছিলাম, সেখানে লেখা ছিল যে তার উচ্চতা হচ্ছে এক শ তিয়াত্তর সেন্টিমিটার। কিন্তু আপনি কত...এক শ পয়ষট্টি, খুব বেশি হলে?'

গাড়ির ভেতরটা চুপচাপ হয়ে গেছে। দ্রুত এগিয়ে আসা ধুলোর মেঘটার দিকে তাকালাম আমি। গাড়ি নয় ওটা। বড় একটা ট্রাক, পেছনে ট্রেলার। এত কাছে চলে এসেছে যে ওটার গায়ে লেখা কথাগুলো পড়তে পারছি আমি। সিগডাল কিচেনস।

'এক শ আটষট্টি,' বললাম আমি।

'তাহলে বলুন, আপনার আসল পরিচয় কি?' ভারি গলায় প্রশ্ন করল সান্ডেড।

'আমার নাম রজার ব্রাউন। আর আমাদের সামনে, বাম দিকে রয়েছে কার্লসনের চুরি হওয়া লরিটা।'

সবগুলো মাথা সে দিকে ঘুরে গেল।

BanglaBook.org

'এসব হচ্ছেটা কি?' একই রকম গম্ভীর গলায় বলে উঠল সান্ডেড্য।

'আমি বলছি কি হচ্ছে,' বললাম আমি। 'ওই লরিটা চালাচ্ছে ক্লাস গ্রিভ নামে এক লোক। সে জানে যে আমি এই গাড়িতে রয়েছি। আমাকে খুন করতে চাইছে সে।'

'কিভাবে...?'

'জিপিএস ট্র্যাকার আছে তার কাছে, ফলে আমাকে খুঁজে বের করা তার জন্য কোন সমস্যা নয়। গ্যারেজে আমার স্ত্রী যখন আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিল, তারপর থেকেই আমার উপর লক্ষ্য রাখছে গ্রিভ। আনুবিক্ষণিক ট্রান্সমিটারসহ একটা বিশেষ হেয়ার জেল আমার চুলে লাগিয়ে দিয়েছিল আমার স্ত্রী, সেটার সাহায্যেই আমাকে অনুসরণ করেছে ক্লাস গ্রিভ।'

'বাজে কথা রাখুন!' ধমকে উঠল ক্রিপোসের অফিসার।

'সান্ডেড...' বলে উঠল ব্রনমুখো। 'ওটা তো সত্যিই কার্লসেনের ট্রাক।'

'এখনই গাড়ি ঘোরান,' বললাম আমি। 'না হলে আমাদের সবাইকে খুন করবে সে। ঘোরান গাড়ি!'

কোন দরকার নেই, যেতে থাকো,' বলে উঠল সান্ডেড।

'কি ঘটতে যাচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন না?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'জানে মরবেন আপনি, সান্ডেড!'

সেই লনমোয়ারের মতো ভাঙা ভাঙা হাসিটা আবার হাসতে শুরু করল অফিসার, কিন্তু এবার মাঝপথে থেমে গেল হাসিটা। বুঝতে পেরেছে সে। বুঝতে পেরেছে আর কোন উপায় নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

সিগডাল কিচেনস

দুটো গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, পদার্থবিজ্ঞানের নিতান্তই সাধারণ একটা ঘটনা। সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে জিনিসটা, আর সম্ভাবনার ব্যাপারটাকে আবার শক্তি X সময় = ভর X গতির পার্থক্য–এই সূত্রে ফেলে ব্যাখ্যা করা যায়। এই রাশিগুলোর জায়গায় সংখ্যা বসিয়ে নিন, সাথে সাথে খুব সাধারণ, সত্যি এবং নির্দয় একটা গল্প পেয়ে যাবেন আপনি। উদাহরণস্বরূপ, গল্পটা আপনাকে বলবে যে, যখন পঁচিশ টনের বিশাল এক ট্রাক ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার বেগে একই গতিতে উল্টো দিক থেকে আসা একটা আঠারো শ কেজি ওজনের (দুই যমজের ওজনসহ) সেলুন কারকে ধাক্কা দেয় তখন কি ঘটতে পারে। সংঘর্ষের বিন্দু, গাড়িদুটোর গঠন এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে এই গল্পটা বেশ কয়েকভাবেই শেষ হতে পারে, তবে সমাপ্তিগুলোর মাঝে দুটো বৈশিষ্ট্য থাকবেই। এক, সবগুলোই বিয়োগান্তক। দুই, আসল বিপদ হবে সেলুন কারটার।

সকাল দশটা বেজে তেরো মিনিটে ক্লাস থ্রিভের চালানো ট্রেলারসহ লরিটা এসে ধাক্কা দিল পেট্রল কার জিরো ওয়ানকে। পেট্রল কারটা হচ্ছে ১৯৮৯ সালে তৈরি একটা ভলভো সেভেন ফরটি। ধাক্কাটা লাগল ঠিক ড্রাইভারের সিট বরাবর। সাথে সাথে গাড়ির ইঞ্জিন, সামনের দুই চাকা, ব্রনমুখোর দু-পা পুরো কিমা হয়ে গেল, শূন্যে উড়াল দিল গাড়িটা। কোন এয়ারব্যাগ ফুলে উঠল না, কারণ ১৯৯০ সালের আগে ভলভোর গাড়িগুলোতে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। ইতোমধ্যেই দুমড়ে মুচড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাড়িটা–এবার সেটা রাস্তার উপর দিয়ে উড়াল দিল, তারপর ক্র্যাশ ব্যারিয়ার পার হয়ে চলে এল উল্টো পাশে। রাস্তার নিচ দিয়ে বয়ে গেছে একটা নদী, তার কিনারে জন্মেছে কিছু পাইন গাছের

BanglaBook.org

জঙ্গল। সেগুলোর মাঝে এসে পড়ল গাড়িটা। শূন্যে থাকতে আড়াইটে ডিগবাজি দিয়েছে সে, মোচড় খেয়েছে দেড়বার। আমার কথাগুলোকে সত্যি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য কোন সাক্ষি ছিল না সেখানে, তবে বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে বলছি না। আগে যেমনটা বলেছি ঠিক তাই–পদার্থবিজ্ঞানের নিতান্তই সাধারণ একটা ঘটনা ঘটল এখানে। লরিটার বলতে গেলে কোন ক্ষতিই হয়নি। আরও কিছু দূর সামনে এগিয়ে গিয়ে ধাতব কর্কশ শব্দ তুলে ব্রেক কষল সেটা। মনে হলো যেন নাক দিয়ে ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলল কোন ড্রাগন। বাতাসে বেশ কয়েক মিনিট ধরে ঝুলে রইল পোড়া রাবার এবং ডিস্ক ব্রেক লাইনিঙের ঝাঁঝালো, কটু গন্ধ।

দশটা চোদ্দ মিনিটে থেমে গেল পাইন গাছগুলোর দুলুনি। ধুলো নেমে গেল বাতাস থেকে। ইঞ্জিন চালু রেখেই দাঁড়িয়ে রইল লরিটা। হেডমার্ক এলাকার আদিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেতকে রোদে ধুইয়ে দিতে লাগল সূর্য।

দশটা পনেরো মিনিটে প্রথম গাড়িটা গেল ক্রাইম সিনের পাশ দিয়ে। ড্রাইভার হয়তো কিছুই খেয়াল করেনি, কেবল রাস্তার উপর পড়ে থাকা কাঁচের গুঁড়ো এবং এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লরিটাকে ছাড়া। পথের নিচে, নদীর পাশে জঙ্গলের মাঝে একটা পুলিশের গাড়িকে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকতে দেখার কথা নয় তার।

এই সবই আমি বলতে পারছি, কারণ আমি মরিনি, বেঁচে আছি। গাড়ির ভেতরে, ছাদের সাথে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে আছি আমরা, কারণ গাড়িটা উল্টে গেছে। নদীর ধারে জন্মানো গাছগুলোর কারণে ঢাকা পড়ে গেছে সে, রাস্তা থেকে দেখার কোন উপায় নেই। সান্ডেডের ঘড়িটা ঠিক আমার নাকের সামনেই টিকটিক করছে, সেটা দেখেই সময়ের হিসেবটা দিতে পারছি আমি। যদিও ঘড়িটা সান্ডেডের কি না সে ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। তবে ধূসর রেইনকোটের টুকরোতে জড়ানো একটা কাটা হাতের কব্জিতে রয়েছে ঘড়িটা, ফলে সান্ডেডের হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

এক ঝলক বাতাস বয়ে এল আমাদের দিকে, তার সাথে বয়ে আনল ব্রেক লাইনিঙের পোড়া গন্ধ এবং একটা ডিজেল ইঞ্জিনের স্থির দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

থাকার আওয়াজ।

মেঘহীন আকাশের গায়ে অকৃপণ হাতে রোদ ছড়িয়ে যাচ্ছে সূর্য। কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে আমার চারপাশে। পেট্রল, তেল এবং রক্তের বৃষ্টি। ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে সব, তারপর বের হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ফুটো দিয়ে। মারা গেছে সবাই। ব্রনমুখোর মুখে এখন আর কোন ব্রন নেই। মুখটাই নেই তার, ব্রন কোথা থেকে আসবে? সান্ডেডের শরীরটা কাগজের পুতুলের মতো চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, নিজের দু-পায়ের মাঝ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার চেহারাটা। দুই যমজ ভাইকে বাইরে থেকে দেখলে কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, তবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে তাদের। আমি নিজে যে বেঁচে আছি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে নিজেদের শরীরে চর্বি জমানোর ক্ষেত্রে মনসেন ভাইদের দক্ষতা। আমার জন্য জোড়া এয়ারব্যাগ হিসেবে কাজ করেছে তারা। কিন্তু যে শরীরদুটো আমার জীবন বাঁচিয়েছে, এখন তারাই আবার চেপে ধরে দম বন্ধ করে মারার জোগাড় করেছে আমাকে। দুমড়ে গেছে পুরো গাড়িটা, নিজের সিট থেকে উল্টো হয়ে ঝুলে আছি আমি। একটা হাত মুক্ত আছে ঠিকই, কিন্তু দুই পুলিশের মাঝে এমনভাবে আটকে গেছি যে নিঃশ্বাসই নিতে পারছি না, নড়াচড়া করা তো দূরের কথা। তবে এখন পর্যন্ত আমার ইন্দ্রিয়গুলো সবই ঠিকঠাক কাজ করছে। পেট্রল গড়িয়ে পড়তে দেখছি আমি, অনুভব করছি, আমার ট্রাউজারের ভেতর ঢুকে পড়ছে পেট্রলের ধারা। তারপর পুরো শরীর হয়ে এসে জমা হচ্ছে আমার গলার কাছে। রাস্তার উপর শুনতে পাচ্ছি লরিটার ইঞ্জিনের নানা রকম কাশি আর গলা খাকারি দেয়ার শব্দ, এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে শব্দটা। বুঝতে পারছি, গাড়ির ভেতরে বসে বসে বিভিন্ন ব্যাপারে চিন্তা করে চলেছে গ্রিভ। জিপিএস ট্র্যাকারে দেখতে পাচ্ছে আমি নড়ছি না। নিশ্চয়ই ভাবছে যে একবার নেমে এসে নিশ্চিত হওয়া উচিত, সবাই মরেছে কি না। কিন্তু এটাও চিন্তা করতে হবে, ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসাটা বেশ কঠিন হবে, আরও কঠিন হবে আবার উপরে ওঠা। এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরেও নিশ্চয়ই কারও বেঁচে থাকার কথা নয়? কিন্তু নিজের চোখে একবার দেখে নিশ্চিত হতে পারলে আর কখনও কোন দুশ্চিন্তার অবকাশ থাকবে না...

BanglaBook.org

চলে যাও, মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম আমি। গাড়িটা নিয়ে চলে যাও এখান থেকে।

দুর্ঘটনার পরেও সচেতন আছি আমি, কিন্তু তার একটা খারাপ দিকও আছে। আর তা হলো, আমাকে পেট্রলে ভিজে এমন চুপচুপে অবস্থায় দেখতে পেলে গ্রিভ কি করতে পারে তা আমি সহজেই অনুমান করতে পারছি।

ভাগ এখান থেকে! ভাগ!

লরির ডিজেল ইঞ্জিনটা এমনভাবে শব্দ করছে যেন নিজেই কথা বলছে নিজের সাথে, সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে, এখন তার কি করা উচিত।

এখন সব পরিস্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা সিনড্রে আ'র কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না গ্রিভের। জিপিএস ট্র্যাকারে আমার অবস্থান খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছিল সে। আ'কে খুন করার প্রয়োজন হয়েছিল কারণ গ্রিভ আর তার গাড়িটাকে দেখে ফেলেছিল সে। কিন্তু গ্রিভ যখন কেবিনের দিকে এগিয়ে আসছে, সেই সময়েই হঠাৎ বাইরের টয়লেটে ঢুকে পড়ি আমি। কেবিনের ভেতর আমাকে খুঁজে না পেয়ে আবার জিপিএস ট্র্যাকারটার দিকে তাকায় গ্রিভ, অবাক হয়ে দেখে যে অদৃশ্য হয়ে গেছে আমার সিগন্যালটা। কারণ, আমার চুলের সাথে লাগানো ট্রান্সমিটারগুলো তখন মলমূত্রের নিচে রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, পানির নিচে কাজ করতে পারে না হোটে'র ট্রান্সমিটার। যদিও আমি একটা গাধা, কিন্তু ভাগ্য আমাকে শুরু থেকেই অনেক সাহায্য করে আসছে।

তাই এবার নিজে না এসে কুকুরটাকে পাঠায় গ্রিভ, আমাকে খুঁজে বের করার জন্য। এখনও কোন সিগন্যাল দেখা দেয়নি তার ট্র্যাকারে। ট্রান্সমিটারগুলোর উপর শুকিয়ে লেগে ছিল বর্জ্য, তাই সিগন্যাল পাঠাতে পারছিল না সেগুলো। আমি তখন ওদিকে আ'র মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছি, পালিয়ে গেছি ট্রাক্টর নিয়ে। মাঝরাতের পরে হঠাৎ গ্রিভের জিপিএস ট্র্যাকারটায় আবার সিগন্যাল আসতে শুরু করলো। কারণ, তখন আমাকে হাসপাতালের শাওয়ারের নিচে, একটা স্ট্রেচারের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে, সব ময়লা পরিস্কার করা হচ্ছে আমার শরীর থেকে। দ্রুত গাড়িতে উঠে বসে গ্রিভ, ভোরের দিকে হাসপাতালে এসে পৌছায়। লরিটা কিভাবে চুরি করেছিল তা ঈশ্বরই বলতে পারবেন, তবে আবারও আমাকে খুঁজে বের

BanglaBook.org

করতে কোন সমস্যাই হয়নি তার। নিজের অবস্থান জানিয়ে প্রতি মুহূর্তে নিঃশব্দে চিৎকার করে যাচ্ছিলাম আমি।

সান্ডেডের কাটা হাতের আঙুলগুলো এখনও ওভারনাইট ব্যাগটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। কব্জির ঘড়িটা থেকে টিকটিক শব্দ আসছে। দশটা ষোল। আর মিনিটখানেকের মধ্যেই আমি চেতনা হারিয়ে ফেলবো। মিনিট দুয়েকের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাবে। যা করার তাড়াতাড়ি করো, গ্রিভ। একটা সিদ্ধান্ত নে।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল সে।

ঢেকুর তুলল লরির ইঞ্জিন, তারপর ধীর হয়ে এল তার আওয়াজ। ইগনিশন থেকে চাবি খুলে নিয়েছে ব্যাটা...এদিকেই আসছে!

নাকি...গাড়িটাকে চালাতে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে?

মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ পাওয়া গেল। পঁচিশ টন ওজনের গাড়িটার টায়ারের নিচে পড়ে পিষে যাচ্ছে নুড়ি পাথর। ঘড়ঘড় আওয়াজটা বাড়তে শুরু করল। আরও বাড়ল, তারপর আবার নেমে গেল। দূরে হারিয়ে যাচ্ছে শব্দটা। শেষে এক সময় শোনা গেল না আর।

চোখ বন্ধ করলাম আমি, স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। অন্তত পুড়ে মরতে হচ্ছে না আমাকে, শুধু অক্সিজেনের অভাবে দম আটকে মারা যাব–এই আর কি। এটাকে কোনভাবেই খুব একটা খারাপ উপায় বলা যায় না। এক এক করে প্রকোষ্ঠগুলো বন্ধ করে দেবে মস্তিষ্ক, ঝিমঝিম লাগতে শুরু করবে। তারপর অবশ হয়ে যাবে সব অনুভূতি। চিন্তাগুলো এক এক করে মুছে যাবে মাথা থেকে, সেই সাথে মুছে যাবে সকল সমস্যা। এক দিক দিয়ে চিন্তা করলে ব্যাপারটা অনেকটা কয়েক পেগ কড়া মদ পান করার মতো। হ্যাঁ, ভাবলাম আমি। এভাবে মরতে পারলে বরং আমি বেঁচে যাই!

কথাটা চিন্তা করে এই অবস্থার মধ্যেও হেসে উঠতে ইচ্ছে করল আমার।

সারা জীবন আমি চেষ্টা করেছি আমার বাবার ঠিক উল্টোটা হয়ে উঠতে, অথচ এখন ঠিক তার মতোই একটা ভাঙাচোরা গাড়ির ভেতর মরতে হবে আমাকে। তার চাইতে কতটুকু আলাদা হতে পেরেছি আমি? আমি বড় হয়ে যাওয়ার পর বুড়ো মাতালটা যখন আর আমাকে পেটাতে পারত না, তখন আমিই তাকে পেটাতে শুরু করলাম। মাকে যেভাবে

BanglaBook.org

পেটাত লোকটা ঠিক সেই একইভাবে–মারের কোন দাগ থাকত না শরীরে। আমাকে যখন সে ড্রাইভিং শেখানোর প্রস্তাব দিয়েছিল তখন সরাসরি না করে দিয়েছিলাম আমি, বলেছিলাম যে ড্রাইভার'স লাইসেন্স পাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার। রাষ্ট্রদূতের মুটকি, আহ্লাদি মেয়েটাকে প্রতি দিন স্কুলে নিয়ে যেত বাবা। তার সাথে প্রেম করতে শুরু করেছিলাম শুধু এই কারণে যেন তাকে আমাদের বাড়িতে ডিনারের জন্য নিয়ে আসতে পারি, আর অপমান করতে পারি বাবাকে। ডিনারের সময় এক ফাঁকে যখন দেখলাম যে কিচেনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মা, তখন অবশ্য আফসোস হয়েছিল আমার। লন্ডনের একটা কলেজকে বাবা বলত বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলেপুলের আড্ডা। সেই কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছিলাম আমি। তবে খবরটা শুনে তেমন রাগ করেনি সে, যতটা আমি আশা করেছিলাম। এমনকি হাসিও ফুটেছিল তার মুখে, ব্যাটা বুড়ো শয়তান! এক শরতে যখন জানতে চাইল যে মাকে নিয়ে সে নরওয়ে থেকে লন্ডন আসতে চায়, দেখা করতে চায় আমার সাথে–তখন না বলে দিলাম আমি। কারণ জানতে চাইল সে। বললাম, আমার বাবা যে কোন উচ্চপদস্থ কূটনীতিক নয়, বরং সামান্য এক শোফার–এটা আমার বন্ধুরা জেনে যাক তা আমি চাই না। মনে হয়েছিল এই কথাটায় বেশ আঘাত পেয়েছে সে। সম্ভবত বহু পুরনো কোন ক্ষতের মুখ খুলে দিয়েছিলাম আমি।

বিয়ের দুই সপ্তাহ আগে মাকে ফোন করে বলেছিলাম, পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমি। জানিয়েছিলাম, খুব সাদাসিধেভাবে বিয়ে করবো আমরা, দু-জন সাক্ষি আর পাদ্রি বাদে আর কেউ থাকবে না। তবে মা আসলে কোন অসুবিধে নেই, যদি সে বাবাকে সাথে করে নিয়ে না আসে। ক্ষেপে গিয়েছিল মা, বলেছিল, তার স্বামীকে ছাড়া সে কখনই যাবে না। ভালো মনের মানুষগুলো প্রায়ই তাদের চাইতে অনেক বেশি খারাপ মানুষগুলোর সাথে অদৃশ্য বাঁধনে আটকা পড়ে যায়। সবচেয়ে বেশি খারাপ মানুষগুলোর সাথেই ভালো মানুষগুলোকে বেশি দেখা যায়।

সেই গ্রীষ্মেই সেমিস্টার শেষ হওয়ার পর আমার বাবা মায়ের সাথে দেখা করার কথা ছিল ডায়ানার। কিন্তু লন্ডন ছাড়ার তিন সপ্তাহ আগে অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা পেলাম আমি। পুলিশ জানিয়েছিল, নিজেদের কেবিন থেকে ফেরার পথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল তারা। সন্ধ্যাবেলা, বৃষ্টি হচ্ছিল

BanglaBook.org

তখন। খুব জোরে চলছিল গাড়িটা। পুরনো রাস্তাটাকে মেরামতির কাজ চলার কারণে সাময়িকভাবে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছিল। মোড়টা হয়তো একটু বেশিই তীক্ষ্ণ ছিল, কিন্তু বিপদ সূচক সাইনবোর্ডও ছিল সেখানে। নতুন তৈরি করা রাস্তায় আলো একটু কমই প্রতিফলিত হয়, স্বাভাবিক ব্যাপার। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা রোড-লেয়িং মেশিনে বাড়ি খেয়েছিল গাড়িটা। পুলিশের কথাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আমি বলেছিলাম, আমার বাবার রক্ত পরীক্ষা করা উচিত তাদের, অ্যালকোহল আছে কি না দেখা উচিত। পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে ওরা যখন আবার আমার সাথে যোগাযোগ করল তখন খুব বেশি অবাক হলাম না আমি। মাতাল ছিল আমার বাবা। আমার মাকে খুন করেছে সে।

সেই সন্ধ্যায়, ব্যারনস কোর্টের এক পাবে জীবনে প্রথমবারের মতো অ্যালকোহলের স্বাদ নিলাম আমি। প্রথমবারের মতো খোলা রাস্তায় হাউমাউ করে কাঁদলাম। রাতের বেলা যখন এক পাবলিক টয়লেটে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে ফুলিয়ে ফেলা চোখমুখ ধুয়ে পরিস্কার করছি, তখন সামনের ভাঙা আয়নায় দেখতে পেলাম আমার বাবার মাতাল চেহারা। মনে পড়ল, দাবার বোর্ড থেকে সেই সাদা রাণীটাকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার সময় কেমন জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল তার চোখে। আড়াই ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়েছিল গুঁটিটা। তারপর আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল সে। শুধু একবার, কিন্তু আমার গায়ে হাত তুলেছিল। কানের নিচে লেগেছিল থাপ্পড়টা। আর সেই মুহূর্তেই তার চোখে দেখতে ওই চিহ্নটা দেখতে পেয়েছিলাম আমি যাকে মা বলত অসুখ। বাবার চোখের পেছনে যেন লুকিয়ে ছিল এক বিভৎস অথচ সুন্দর, রক্তপিপাসু এক দানব। কিন্তু সে-ই তো আমার বাবা, আমার রক্ত মাংসের বাবা।

রক্ত।

বহু দিন ধরে একটা উপলব্ধিকে সযত্নে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম মনের অনেক গভীরে, আজ সেটা উপরে উঠে এল। মস্তিষ্কের ভেতর লুকিয়ে ছিল সে, কিন্তু আর লুকিয়ে থাকতে রাজি নয়। আরও জোরালো হয়ে এবার উঠে এল আমার চোখের সামনে। ব্যথার মধ্য দিয়েই যেন তার প্রকাশ ঘটছে। সত্যের প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে, যে সত্যকে এত দিন ধরে নিজের কাছেই মিথ্যে বলে বলে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমি। আর সেই সত্যটা

BanglaBook.org

হলো–আমার বাবা হতে না চাওয়ার পেছনে অন্য একটা কারণ আছে। ডায়ানার বাচ্চা হলে ওর ভালোবাসা হারাতে হবে আমাকে–এটা আসলে আমার বানানো অযুহাত। আসল কারণটা হলো সেই অসুখের ভয়। বাবার সেই অসুখ আমার ভেতরেও আছে–এই ভয়। আমার চোখের পেছনেও লুকিয়ে আছে সে। সবাইকে মিথ্যে বলেছি আমি। লোটিকে বলেছি, বাচ্চাটাকে নিতে চাইনি কারণ একটা অসুখ ধরা পড়েছিল তার, ক্রোমোজোমে একটা সমস্যা ছিল। কিন্তু সত্যি কথাটা হলো, সেই সমস্যাটা আসলে আমার ভেতরে।

সব কিছু এখন পরিস্কার হয়ে ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া বেওয়ারিশ সম্পত্তি হয়ে সারাটা জীবন কাটিয়েছি আমি। এখন আমার মস্তিষ্ক বলছে, সব কিছুতে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার সময় হয়েছে। আসবাবগুলোর উপর মেলে দিচ্ছে চাদরের আবরণ, বন্ধ করে দিচ্ছে দরজা। এখন শুধু বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করে দেয়া বাকি। ঢুলু ঢুলু হয়ে এল আমার চোখ, উল্টে যেতে চাইল। দুটো মানুষ আকৃতির বেলুনের চাপে দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছি আমি। লোটির কথা মনে পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আলো দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম...ডায়ানা? ও এখানে কি করছে? বেলুন...

আমার মুক্ত হাতটা এগিয়ে গেল ওভারনাইট ব্যাগটার দিকে। অবশ আঙুলগুলো কোনমতে সান্ডেডের হাত থেকে কেড়ে নিল ব্যাগটা, তারপর মুখ খুলল। ভেতরটা হাতড়াতে লাগলাম আমি। আমার শরীর থেকে পেট্রল গিয়ে পড়ছে ওটার ভেতরে। একটা শার্ট, এক জোড়া মোজা, আন্ডারপ্যান্ট এবং একটা টয়লেট ব্যাগ পাওয়া গেল। আর কিছুই না। টয়লেট ব্যাগটা খুললাম আমি, ভেতরের জিনিসগুলো গাড়ির ছাদের উপর ছড়িয়ে ফেললাম। টুথপেস্ট, একটা ইলেকট্রিক শেভার, প্লাস্টার, শ্যাম্পু, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ, ভ্যাসলিন...এই তো! একটা কাঁচি। ছোট, সূচালো মাথার কাঁচিগুলো, অনেকেই যেগুলো নখ কাটার জন্য ব্যবহার করতে ভালোবাসে।

এবার দুই যমজের একজনের শরীরটা হাতড়াতে শুরু করলাম আমি। তার ভুঁড়ি, বুক ইত্যাদি জায়গায় হাত বুলিয়ে খুঁজতে চাইছি চেইন বা বোতাম ধরণের কিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু আঙুলের উপর থেকে

BanglaBook.org

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি খুব দ্রুত, এখন আর আমার নির্দেশ মানতে চাইছে না ওরা। অগত্যা এবার কাঁচিটা শক্ত করে ধরে ভ্যাচাত করে ঢুকিয়ে দিলাম...ধরা যাক, এনড্রিডের ভুঁড়িতে।

হালকা নীল রঙের নাইলনের পোশাক চড়চড় করে ছিঁড়ে গেল, সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে এল থলথলে চর্বিদার পেটের একটা অংশ। শার্টটাকে আরও কিছুটা ছিঁড়ে ফেললাম আমি। লোমশ, নীলচে সাদা চামড়ায় ঢাকা চর্বির পরত বেরিয়ে এল এবার। এবার সবচেয়ে গা ঘিনঘিনে কাজটা করতে হবে আমাকে। কিন্তু তার বদলে যে পুরস্কার মিলবে–নিঃশ্বাস নিতে পারা, বেঁচে থাকতে পারা–সেটার কথা চিন্তা করতেই সব ঘেন্না দূর হয়ে গেল মন থেকে। গায়ের জোরে কাঁচি দিয়ে খোঁচা মারলাম আমি, নাভির ঠিক উপরে ঢুকিয়ে দিলাম সেটার সূচালো মাথা। তারপর বের করে আনলাম আবার। কিছুই ঘটল না।

অদ্ভুত। ভুঁড়ির উপর একটা পরিস্কার ফুটো তৈরি হয়েছে, কিন্তু কিছুই বের হচ্ছে না সেখান দিয়ে। ভেবেছিলাম পেটটা ফুটো হয়ে গেলে আমার উপর চাপ কিছুটা কমবে। কিন্তু আগের মতোই টাইট হয়ে আটকে আছে বেলুন।

আবার খোঁচা মারলাম আমি। আরেকটা ফুটো তৈরি হলো। এটাও আগেরটার মতোই শূন্য রইল।

পাগলের মতো কাঁচি দিয়ে খোঁচা মারতে লাগলাম আমি। খ্যাচ, খ্যাচ, খ্যাচ। কিন্তু কিছুই ঘটল না। এই যমজ ভাইদের শরীর আসলে কি দিয়ে তৈরি? পুরোটাই কি শুধু এমন চর্বি, আর কিছুই নেই? হালকা পাতলা শরীরের অধিকারি হওয়ার পরেও কি শুধু অতিরিক্ত ওজনের কারণেই মরতে হবে আমাকে?

আরও একটা গাড়ি চলে গেল উপরের রাস্তা দিয়ে।

চিৎকার করতে চাইলাম আমি, কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না মুখ দিয়ে।

শেষ শক্তিটুকু ব্যবহার করে আরও একবার কাঁচিটা ঢুকিয়ে দিলাম ব্যাটার ভুঁড়িতে, তবে এবার আর বের করে আনলাম না। সেই শক্তি আর নেই আমার গায়ে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর একটু শক্তি ফিরে পেতে বুড়ো আঙুল এবং তর্জনি ছড়িয়ে দিলাম একটু, তারপর আবার

BanglaBook.org

একসাথে করার চেষ্টা করলাম। কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে ঢুকতে চাইলাম ভেতরেও। এবার রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে এল ফুটোর ভেতর থেকে। পেট বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নামতে লাগল, কাপড়ের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আবার দাড়িতে ভর্তি গলার উপর দেখা গেল রক্তের ধারাটাকে, থুতনি ভিজিয়ে দিয়ে ঢুকে যেতে লাগল নাকের ফুটোর ভেতর। কেটে চললাম আমি, যন্ত্রের মতো। কি করছি তার কোন হুঁশ নেই। বুঝতে পারলাম, বাস্তবে মানুষ খুবই নাজুক প্রাণী। টিভিতে যেভাবে তিমি মাছ কাটতে দেখেছি, ঠিক একইভাবে কেটে দুই ফাঁক হয়ে যাচ্ছে লোকটার দেহ। আর সেটা আমি করছি শুধু ছোট্ট একটা নখ কাঁটার কাঁচি দিয়ে! ভুঁড়িটা কোমর থেকে পাঁজর পর্যন্ত খুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত থামলাম না আমি। তবে রক্ত আর নাড়িভুড়ি যেভাবে হড়হড় করে বেরিয়ে আসবে বলে ভেবেছিলাম তেমন কিছু হলো না। ওদিকে আমার হাতের সব শক্তিও ফুরিয়ে এসেছে। কাঁচিটা পড়ে গেল আমার হাত থেকে। পুরনো বন্ধুর মতো আবার ফিরে এসেছে জেমস বন্ড সিনেমার শুরুতে দেখানো সেই দৃশ্য। বিন্দুর মাঝ দিয়ে দেখতে হচ্ছে আমাকে, গাড়ির ছাদের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। ধূসর রঙের দাবার বোর্ডের মতো একটা নকশা তৈরি হয়েছে সেখানে। চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা গুটিগুলো। হাল ছেড়ে দিলাম আমি। চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আহ, হাল ছেড়ে দিতে কি আরাম! মধ্যাকর্ষণের টান অনুভব করলাম আমি, টেনে নিচে নামাচ্ছে আমাকে। ছাদের সাথে ঠকাস করে বাড়ি খেল আমার চাঁদি। মায়ের গর্ভ থেকে যেভাবে শিশু বেরিয়ে আসে সেভাবেই বেরিয়ে এসেছি আমি, প্রথমে মাথা বাইরে দিয়ে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেন পুণর্জন্ম হয়েছে আমার। এমনকি প্রসব বেদনার কিছুটা যেন আমি নিজেও অনুভব করতে পারছি, সারা শরীরে ব্যথার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সাদা রাণীটাকে দেখতে পেলাম এবার। গাড়ির ছাদের উপর তরল পদার্থ আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম আমি।

সেই সাথে দুর্গন্ধ।

বাপ রে বাপ, এ কি ভয়ানক গন্ধ!

পুণর্জন্ম হয়েছে আমার। গর্ভ থেকে পতিত হয়েছি নিচে, বাড়ি খেয়েছি মাথায়। তারপর সব অন্ধকার।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

BanglaBook.org

অন্ধকার।

অক্সিজেন?

আলো।

চোখ খুললাম আমি। চিত হয়ে শুয়ে আছি, মাথার উপর দেখা যাচ্ছে সেই সিটটা, যেখানে দুই যমজের মাঝে আটকে ছিলাম আমি। গাড়ির ছাদের ভেতরের অংশে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছি নিশ্চয়ই, নিঃশ্বাস নিতে পারছি। বাতাসে ভাসছে মৃত্যুর গন্ধ, মানুষের নাড়িভুঁড়ির গন্ধ। এদিক ওদিক তাকালাম এবার। মনে হচ্ছে কোন কসাইখানায় এসে ঢুকেছি আমি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই অবস্থায় মানুষের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক–এসব বিভৎস দৃশ্য থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরে যাওয়া, ভুলে যাওয়া–তা না করে বরং আরও যেন বেড়ে গেল আমার মস্তিষ্কের ক্ষমতা। চারপাশের প্রতিটি খুঁটিনাটি বস্তুকে দারুণ মনোযোগের সাথে অনুভব করতে শুরু করল সে। ভেতরেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। বুক ভরে টেনে নিলাম সেই দুর্গন্ধ। চোখ ভরে দেখলাম, কান পেতে শুনলাম। নিচ থেকে তুলে নিলাম দাবার গুঁটিগুলো, এক এক করে। সেগুলোকে আবার সাজিয়ে রাখলাম ছকের উপর। সব শেষে তুলে নিলাম চিড় ধরে যাওয়া সাদা রাণীকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম তাকে। তারপর তাকে রাখলাম কালো রাজার ঠিক উল্টো দিকে।

BanglaBook.org

তুর্থ অংশ

নির্বাচন

অধ্যায় ১৮

সাদা রাণী

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গাড়িটার ভেতরে বসে বসে হাতের ইলেকট্রিক শেভারটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। মানুষের মাথায় খুব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা খেলা করতে পারে। সাদা রাণীটা ভেঙে গেছে। আমার সমস্ত জীবন, আমার বাবার সমস্ত স্মৃতিকে সরিয়ে রাখার জন্য যাকে আমি ব্যবহার করতাম সে আর নেই। যার কাছে আমি ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম, মিথ্যে করে হলেও যাকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কেবল এই প্রতিশ্রুতির কারণেই আমার মনের একটা অংশ আজীবন ওকে ভালোবেসে যাবে। যাকে আমি আমার বেটার হাফ বলে ডেকেছি, কারণ আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম, আমার মধ্যকার ভালো অংশটুকুই হচ্ছে ও। কিন্তু ভুল হয়েছিল আমার। ওকে ঘৃণা করি আমি। না, শুধু ঘৃণা করি না–ডায়ানা স্ট্রম এলিয়াসেন বলে কারও কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই আমার কাছে।

আমার চুলগুলো না থাকলে কি ডায়ানা আমাকে ভালোবাসত?

একটু আগেই তো বললাম, মানুষের মাথায় খুব অদ্ভুত সব চিন্তা খেলা করতে পারে। সুতরাং চিন্তাগুলো এবার মাথা থেকে সরিয়ে দিলাম আমি, তারপর চালু করলাম শেভারটা। শেভারের মালিক, সান্ডেড নামের লোকটা নিজের নামের স্বার্থকতা প্রকাশ করতেই যেন এখন 'ডেড্ড'–মৃত অবস্থায় পড়ে আছে আমার সামনে।

নিজেকে বদলাতে হবে আমার। আর কোন উপায় নেই। পুরনো রজারের সব চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। তাই, কাজ শুরু করলাম আমি।

পনেরো মিনিট পর গাড়ির রিয়ারভিউ মিররের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে দেখে নিলাম নিজেকে। যা ভেবেছিলাম তাই–খুব একটা সুদর্শন লাগছে না আমাকে, বরং উল্টো। আমার মাথাটা দেখে মনে হচ্ছে খোসাসহ একটা চীনাবাদাম–লম্বাটে, মাঝখানে একটু দেবে গেছে। কামানো খুলি

BanglaBook.org

চকচক করছে, ফ্যাঁকাসে সাদা। তার নিচে অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের চামড়া। কিন্তু তারপরেও এই মানুষটা আমি : নতুন রজার ব্রাউন।

চুলগুলো পড়ে আছে আমার দু-পায়ের মাঝখানে। সেগুলোকে একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরলাম আমি, তারপর ঢুকিয়ে দিলাম এসকিল্ড মনসেনের ট্রাউজারের পেছনের পকেটে। একটা ওয়ালেট পাওয়া গেল সেখানে। সেটা খুলে ভেতরে কিছু নগদ টাকা এবং একটা ক্রেডিট কার্ড পাওয়া গেল। জিকেরুদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে একবার ধরা খেয়েছি আমি, আর ধরা পড়ার ইচ্ছে নেই। তাই ওয়ালেটটা সাথে নিয়ে নেবো বলে ঠিক করলাম। ব্রনমুখো ড্রাইভারের কালো নাইলন জ্যাকেটের পকেটে একটা লাইটার পাওয়া গেল। পেট্রলে ভিজে একাকার হয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপটায় আগুন ধরিয়ে দেবো কি না ভাবলাম একবার। তাতে মৃতদেহগুলো সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়বে, হয়তো এক দিনের মতো অতিরিক্ত সময় পাবো আমি। কিন্তু অসুবিধেও আছে। ধোঁয়া দেখে সতর্ক হয়ে যেতে পারে লোকজন। এই এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে যেতে পারি আমি। ধোঁয়া না থাকলে, যদি আমার কপাল ভালো থাকে, তাহলে কয়েক ঘণ্টার আগে কেউ খুঁজে পাবে না গাড়িটা, ততক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারবো আমি। ব্রনমুখোর মুখটা যেখানে ছিল সেই ক্ষতবিক্ষত মাংসপিণ্ডের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম আমি, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। প্রায় বিশ মিনিট সময় খরচ করে তার ট্রাউজার আর জ্যাকেটটা খুলে ফেললাম, তারপর আমার পরণের সবুজ ট্র্যাকস্যুটটা পরিয়ে দিলাম তাকে। মানুষ কাটাকাটির সাথে খুব দ্রুতই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি আমি, দেখে অবাক হলাম বেশ। ব্রনমুখোর ডান এবং বাম হাতের তর্জনি কেটে ফেললাম তারপর, (আঙুলের ছাপ কোন হাত থেকে নেয়া হয় ঠিক মনে পড়ছে না, তাই) এবং কাজটা করলাম সার্জনের অভ্যস্ত নিপুণতার সাথে। তারপর বুড়ো আঙুলটারও একই হাল করলাম, যাতে ব্যাপারটাকে নিছক দুর্ঘটনা বলেই মনে হয়। কাজ শেষে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে দু-পা পিছিয়ে ভালো করে দেখলাম সব। রক্ত, মৃত্যু, নিস্তব্ধতা। এমনকি পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটাও যেন এই বিভৎস মৃত্যু দেখে চুপ হয়ে গেছে। অনেকটা মরটেন ভিসকামের আঁকা ছবিগুলোর

BanglaBook.org

মতো। সাথে ক্যামেরা থাকলে একটা ছবি তুলে রাখতাম। ডায়ানাকে পাঠিয়ে দিয়ে বলতাম, ওর গ্যালারিতে ঝুলিয়ে রাখতে। বলতাম, ওর কপালে যা ঘটতে যাচ্ছে এটা তার একটা চিহ্ন। ওই যে, গ্রিভ একটা কথা বলেছিল না? মানুষ আসলে ব্যথা নয়, বরং ব্যথা পাবে এই ভয়ের কারণেই হার মেনে নেয়।

প্রধান সড়ক ধরে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। যদিও গ্রিভ যদি এই পথ দিয়ে আরেকবার ঘুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তার চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। প্রথমত, এলভেরাম কো-দাও-ইং ক্লাব লেখা কালো জ্যাকেট পরা একটা টেকো মাথার লোককে তার চিনতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বিতীয়ত, এই লোকটার হাঁটার ভঙ্গি তার পরিচিত রজার ব্রাউনের চাইতে অনেক আলাদা। আরও সোজা হয়ে, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে হাঁটে সে। তৃতীয়ত, জিপিএস ট্র্যাকারে পরিস্কারভাবে দেখাবে যে আমি এখনও সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই রয়েছি, এক মিটারও নড়িনি। নড়ার কথাও নয়, মরার পর তো আর কেউ নড়াচড়া করে না।

একটা খামার পার হয়ে এলাম আমি, তবে না থেমে হাঁটতেই থাকলাম। পাশ দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল। একবার ব্রেক কষল, হয়তো ভাবছে যে এই চিড়িয়াটা আবার কোথা থেকে এল। তবে আমি কাছাকাছি যাওয়ার আগেই আবার গতি বাড়িয়ে হারিয়ে গেল শরতের রোদের মাঝে।

সুন্দর একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। মাটি, ঘাস, পাইন বন এবং গরুর গোবরের মিশ্র একটা গন্ধ। ঘাড়ের ক্ষতস্থানে একটু একটু ব্যথা করছে, তবে আস্তে আস্তে কেটে যেতে শুরু করেছে শরীররের আড়ষ্ট ভাব। হালকা পায়ে হেঁটে চললাম আমি। বুক ভরে টেনে নিচ্ছি তাজা বাতাস, জীবনের প্রতিশ্রুতি মিশে আছে তাতে।

আধ ঘণ্টার মতো হাঁটার পরেও সেই একই রাস্তাতেই রইলাম আমি। তবে এবার একটা নীলচে সাইনবোর্ড এবং দূরে একটা ছোট্ট বাড়ি চোখে পড়ল। একটা বাস স্টপ।

পনেরো মিনিট পর ধূসর রঙের একটা বাসে উঠে বসলাম আমি। এসকিল্ড মনসেনের ওয়ালেটে পাওয়া টাকা দিয়ে ভাড়া মেটালাম। আমাকে

BanglaBook.org

বলা হলো যে বাসটা এলভেরামের দিকে যাচ্ছে, সেখান থেকে ট্রেন ধরে অসলোতে যাওয়া যাবে। বছর ত্রিশেক বছর বয়সের সোনালি চুলের দুই সুন্দরির উল্টো দিকে বসলাম আমি। কেউই আমার দিকে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না।

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি চলে এসেছিল, তবে সাইরেনের শব্দে কেটে গেল সেটা। দেখলাম, বাসটা গতি কমিয়ে এনেছে। নীল বাতি জ্বালিয়ে একটা পুলিশ কার চলে গেল আমাদের পাশ দিয়ে। নিশ্চয়ই পেট্রল কার জিরো টু, মনে মনে ভাবলাম আমি। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, সুন্দরিদের একজন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এবার আমিও তাকালাম তার দিকে, সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিতে চাইল সে–কিন্তু পারল না। সম্ভবত আমার চেহারা এত বেশি কুৎসিত যে সম্মোহিত হয়ে গেছে। তাকে একটা বাঁকা হাসি উপহার দিলাম আমি, তারপর মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলাম জানালা দিয়ে।

পুরনো রজার ব্রাউনের শহরে তখনও সূর্য ডোবেনি। তিনটে দশ মিনিটে ট্রেন থেকে নেমে সেই শহরে পা রাখলো নতুন রজার ব্রাউন। তবে সূর্য না ডুবলেও বরফ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। অসলো সেন্ট্রাল স্টেশনের সামনে বাঘের মূর্তিগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে বের হয়ে এলাম আমি, তারপর স্কয়ার ধরে স্কিপারগাটার দিকে এগোতে শুরু করলাম।

টোলবুগাটা এলাকার মাদক বিক্রেতা এবং পতিতারা তাকিয়ে রইল আমার দিকে, তবে পুরনো রজার ব্রাউনকে দেখলেই যেমন তারা চেঁচিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত, আমার বেলায় সেটা হলো না। হোটেল লিওনের প্রবেশদ্বারের সামনে থমকে দাঁড়ালাম আমি। হোটেল বিল্ডিঙের শরীর থেকে জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে প্লাস্টার, সাদা ক্ষতের মতো লাগছে দেখতে। একটা জানালার নিচে ঝুলছে পোস্টার, তাতে লেখা রয়েছে যে এখানে চার শ ক্রোনারের বিনিময়ে রুম ভাড়া পাওয়া যায়।

রিসেপশন রুমের ভেতরে ঢুকলাম আমি। 'রিসেপশন' বানানটা ভুল লেখা রয়েছে ডেস্কের উপরে। কাউন্টারের পেছনে বসে আছে একটা লোক।

'বলুন?' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে। পুরনো রজার ব্রাউনের সাথে যে সব হোটেলের পরিচয় ছিল তারা কখনই তার সাথে এমন ঠাণ্ডা আচরণ করেনি।

BanglaBook.org

রিসেপশনিস্ট লোকটার সারা মুখ ঘামে ভিজে রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র খুব পরিশ্রমের কোন কাজ করে এল। অথবা অনেক বেশি কফি খেয়েছে সে, অথবা কে জানে, তার স্বভাবই এমন উদ্বিগ্ন প্রকৃতির। অস্থির চোখগুলো দেখে মনে হলো শেষেরটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

'সিংগেল রুম হবে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'হ্যাঁ। কতক্ষণের জন্য?'

'চব্বিশ ঘন্টা।'

'চব্বিশ ঘন্টা সময়ের পুরোটাই লাগবে?'

এর আগে কখনও হোটেল লিওনের মতো জায়গায় পা রাখিনি আমি। তবে পাশ দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেছি কয়েকবার, জানি যে পেশাদার প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য এসব জায়গায় ঘণ্টা-ভিত্তিতে রুম ভাড়া দেয়া হয়। এসব রুমে আসে সে সব মেয়েরা, যারা নিজেদের সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ওভ ব্যাঙের ডিজাইন করা বাড়ি এবং ফ্রগনার এলাকায় নিজস্ব গ্যালারির মালিক হতে পারে না।

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'চার শ,' বলল লোকটা। 'অগ্রিম দিতে হবে পুরোটা।' কথায় সুইডিশ টান রয়েছে তার, যেমনটা কোন এক অজানা কারণে শোনা যায় ব্যান্ডের ভোকাল এবং গির্জার পাদ্রিদের গলায়।

এসকিল্ড মনসেনের ক্রেডিট কার্ডটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলাম আমি। অভিজ্ঞতা থেকে জানি সাক্ষর মিলল কি না সে ব্যাপারে হোটেলগুলো খুব একটা মাথায় ঘামায় না। তাও সাবধানের মার নেই ভেবে ট্রেনে বসেই মনসেনের সাক্ষরটা নকল করতে শিখে নিয়েছি আমি। সমস্যাটা হলো ছবি নিয়ে। ক্রেডিট কার্ডে দেখা যাচ্ছে গোলগাল চেহারার একটা লোক, যার মাথায় লম্বা কোঁকড়ানো কালো চুল এবং মুখে দাড়ি। এই আবছা অন্ধকারেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে যে মানুষটা এই কার্ড ব্যবহার করছে তার সাথে ছবির লোকটার কোন মিল নেই। বর্তমান মালিকের চেহারা একহারা, মাথায় এবং মুখে চুল বা দাড়ি কিছুই নেই। কার্ডটা উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল রিসেপশনিস্ট।

'আপনাকে দেখে তো এই লোকটার মতো মনে হয় না,' কার্ড থেকে

BanglaBook.org

মুখ না তুলেই এক সময় বলল সে।

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি, কিছু বললাম না। অগত্যা কার্ড থেকে মুখ তুলে আমার দিকে চাইল সে।

'ক্যান্সার,' বললাম আমি।

'কি?'

'সাইটোটক্সিন।'

চোখ পিটপিট করল লোকটা। তিনবার।

'তিন কোর্সের ট্রিটমেন্ট চলছে আমার,' বললাম আমি।

ঢোক গিলল রিসেপশনিস্ট, কণ্ঠার হাড়টা উঁচু নিচু হলো একবার। বুঝতে পারলাম, সন্দেহে ভুগছে। জলদি কর ব্যাটা! তাড়াতাড়ি একটু শুয়ে পড়া দরকার আমার। গলায় দারুণ ব্যথা করছে। লোকটার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম আমি। কিন্তু আমার দিকে তাকিয়েই রইল সে।

'দুঃখিত,' এক মুহূর্ত পর কার্ডটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকটা। 'আমি কোন ঝামেলায় পড়তে চাই না। এমনিতেই নজর রাখা হচ্ছে আমার উপর। নগদ নেই আপনার কাছে?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। ট্রেনের টিকেট কাটার পর আমার পকেটে কেবল একটা দুই শ ক্রোনারের নোট আর একটা দশ ক্রোনারের মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নেই।

'দুঃখিত,' আবার বলল সে, হাত বাড়িয়ে কার্ডটা আমার বুকে ঠেকাল।

সেটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি।

অন্যান্য হোটেলে চেষ্টা করে লাভ নেই; লিওনে যখন নিচ্ছে না তখন অন্য কোথাও নেবে না। কপাল খারাপ হলে বরং আমাকে পুলিশেও ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে।

তাই এবার দ্বিতীয় প্ল্যান অনুযায়ি কাজ করতে শুরু করলাম।

শহরে আমি একজন নতুন মানুষ, একজন আগন্তুক। টাকা, বন্ধুবান্ধব, অতীত ইতিহাস বা পরিচয়–কোনটাই নেই আমার। রাস্তার দুপাশের দোকানপাট, ভবন এবং সেগুলোর ভেতর ঢুকতে এবং বের হতে থাকা লোকজনকে দেখতে আলাদা মনে হচ্ছে আমার কাছে, রজার ব্রাউনের কাছে যেমন লাগত তার চাইতে আলাদা। সূর্যের উপর এক ফালি মেঘ এসে

BanglaBook.org

আড়াল করেছে কখন যেন। কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল তাপমাত্রা।

অসলো সেন্ট্রাল স্টেশনে ফিরে এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম যে টনসেনহাগেন যায় কোন বাসগুলো। বাসে ওঠার পর ড্রাইভার ইংরেজিতে কথা বলল আমার সাথে, কেন কে জানে।

বাস স্টপ থেকে ওভের বাড়ি পর্যন্ত পথে বেশ কয়েকটা খাড়া টিলা আছে। সেগুলো টপকে আসতে হলো আমাকে, তার পরেও যখন বাড়িটায় পৌছালাম তখন দেখা গেল, শীতে প্রায় জমে গেছি আমি। কয়েক মিনিট চক্কর দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলাম কোন পুলিশ নেই আশেপাশে। তারপর উপরে উঠে দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম ভেতরেও।

বেশ গরমটা হয়ে আছে ভেতরে। অটোমেটিক রেডিয়েটরের কাজ, সময় এবং তাপমাত্রা–দুটোই বুঝে কাজ করতে পারে।

অ্যালার্ম বক্সে নাতাশা লিখে অ্যালার্ম বন্ধ করলাম আমি, তারপর চলে এলাম সিটিং রুম কাম বেডরুমে। আগের মতোই দুর্গন্ধ হয়ে আছে জায়গাটা। ময়লা কাপড়চোপড়, বিছানার চাদর, বন্দুকের তেল এবং সালফারের মিলিত গন্ধ ভাসছে বাতাসে। যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম, সেভাবেই বিছানায় পড়ে আছে ওভ। মনে হলো যেন এক সপ্তাহ আগের ঘটনা সেটা।

রিমোট কন্ট্রোলটা খুঁজে বের করলাম আমি। তারপর ওভের পাশে বিছানায় উঠে বসে ছেড়ে দিলাম টিভিটা। কয়েকটা চ্যানেল ঘুরিয়ে দেখলাম, কিন্তু কোথাও এমন কোন খবর পাওয়া গেল না যেখানে হারানো পেট্রল কার অথবা মৃত পুলিশের কথা বলা হচ্ছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সন্দেহ করতে শুরু করেছে এলভেরাম পুলিশ, সার্চ পার্টিও নামিয়ে দিয়েছে। তবে ব্যাপারটা যে নিছক ভুল বোঝাবুঝি নয় এটা নিশ্চিত করতে হবে ওদের, সে-জন্য নিখোঁজ সংবাদ ঘোষণা করার আগে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করবে তারা। তবে আগে হোক আর পরে, গাড়িটা ওরা খুঁজে পাবেই। সবুজ ট্র্যাকস্যুট পরা যে লাশটা রয়েছে সেটা যে সন্দেহভাজন আসামি ওভ জিকেরুদের নয়, এটা বুঝতে কতক্ষণ সময় লাগবে ওদের? চব্বিশ ঘণ্টা? খুব বেশি হলে আটচল্লিশ।

তবে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলোর সম্পর্কে আন্দাজ করার কোন

BanglaBook.org

সুযোগ নেই আমার। যেগুলো সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। নতুন রজার ব্রাউনও যে সে সব ব্যাপারে কিছু জানে তা নয়, তবে তার অন্তত এটুকু জানা আছে, এখন অনিশ্চিত সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়। দ্বিধার বদলে সরাসরি কাজে নামতে হবে তাকে, যথেষ্ট পরিমাণে ভয় পেতে হবে যাতে তার ইন্দ্রিয়গুলো আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তাই বলে আবার এত বেশি ভয় নয় যাতে শরীর অসাড় হয়ে যায়।

আর সে কারণেই চোখ বন্ধ করলাম আমি, ঘুমিয়ে পড়লাম।

জেগে ওঠার পর দেখলাম, টিভির ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে রাত আটটা তিন। আর তার নিচে দেখা যাচ্ছে চারজন মানুষ, অথবা চারটে লাশকে। যাদের ভেতর তিনজন হচ্ছে পুলিশ অফিসার, এলভেরামের বাইরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে তারা সবাই। সকালে যে পেট্রল কারটাকে নিখোঁজ বলে ধরা হয়েছিল সেটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে বিকেল নাগাদ, ট্রেক নদীর তীরে। পঞ্চম ব্যক্তি, যে নিজেও একজন পুলিশ ছিল, সে এখনও নিখোঁজ। পুলিশের ধারণা, সে গাড়ি থেকে ছিটকে নদীতে পড়ে গেছে। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। দুর্ঘটনার জায়গা থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে একটা সিগডাল কিচেনস লরি পাওয়া গেছে, যেটার ড্রাইভারের খোঁজ জানতে চেয়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

ওরা যখন জানবে নিখোঁজ ব্যক্তিটা আসলে জিকেরুদ, তখন এখানে আসবেই, আগে হোক আর পরে। আজ রাতে অন্য কোথাও ঘুমানোর জায়গা খুঁজে নিতে হবে আমাকে।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম আমি। তারপর ওভের শরীরের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিলাম, তারপর ডায়াল করলাম আমার মুখস্ত করে রাখা একমাত্র নাম্বারে।

তৃতীয়বার রিং হওয়ার পর ফোন ধরল সে।

সাধারণত যেভাবে ফোন ধরে, লাজুক কিন্তু উষ্ণ গলায় 'হাই' বলল না লোটি। কেবল নিচু গলায় বলল, 'ইয়েস?'

সাথে সাথে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম আমি। আমার শুধু জানা দরকার ছিল যে ও বাড়িতে আছে কি না। আশা করি আজ রাতেও থাকবে, অন্য কোথাও চলে যাবে না।

BanglaBook.org

টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

মিনিট দুয়েক খোঁজাখুঁজির পরেই দুটো পিস্তল পাওয়া গেল। একটা বাথরুমে, আরেকটা টিভির পেছনে। টিভির পেছনে পাওয়া ছোট, কালো রঙের পিস্তলটা বেছে নিলাম আমি। তারপর কিচেন ড্রয়ারের কাছে গিয়ে দুটো বক্স বের করে আনলাম। একটায় তাজা বুলেট রয়েছে, আরেকটা রয়েছে কেবল খোসা। পিস্তলের ম্যাগাজিনটা তাজা বুলেট দিয়ে ভর্তি করে সেটা আবার পিস্তলে ভরলাম, অন করলাম সেফটি ক্যাচ। তারপর গ্রিভকে যেভাবে দেখেছি সেভাবে বেল্টের মধ্যে গুঁজে রাখলাম পিস্তলটা। এবার বাথরুমে গিয়ে প্রথম পিস্তলটা আবার রেখে দিলাম জায়গামতো, তারপর বন্ধ করে দিলাম কিচেন কেবিনেটের দরজা। এবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম নিজেকে। চেহারার সুগঠিত আকৃতি, গভীর খাঁজ, নিষ্ঠুর রকমের নগ্ন মাথা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, লাল হয়ে ওঠা চামড়া। মুখের ভঙ্গিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাস। চুপচাপ, ভাবলেশহীন।

কাল সকালে আমার ঘুম কোথায় ভাঙবে তা এখনও জানি না আমি। কিন্তু একটা জিনিস জানি : খুনের ইচ্ছে নিয়ে ঘুম থেকে উঠব আমি। ঠাণ্ডা মাথায় খুন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

ঠাণ্ডা মাথায় খুন

নিজের ঠিকানায় পরিচিত রাস্তা ধরে হেঁটে এলেন আপনি। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে এক দল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন নিজের বাড়ির দিকে। জানালায় আলো জ্বলছে, পর্দার ওপাশে কারও নড়াচড়ার আভাস–সম্ভবত আপনার স্ত্রী।

কুকুর নিয়ে হাঁটতে বের হয়েছে এক প্রতিবেশী, আপনাকে দেখতে পেল সে। এটা এমন এক এলাকা যেখানে মোটামুটি সবাই সবাইকে চেনে, অথচ আপনি এক আগন্তুক। সন্দেহপ্রবন হয়ে উঠল লোকটা, নিচু গরগর আওয়াজ বের হয়ে এল কুকুরটার গলা দিয়ে। আপনি যে কুকুর পছন্দ করেন না সেটা কুকুর এবং তার মনিব দু-জনই বুঝতে পারছে। মানুষের মতোই পশুরাও অপরিচিত আগন্তুকের বিরুদ্ধে একসাথে হয়ে থাকতে পছন্দ করে। নিচের শহরের চাইতে এই পাহাড়ি এলাকায় ঝামেলা কম, তা সত্ত্বেও মানুষ এবং পশুপাখির মনোভাব বদলায় না। এখানে সবাই চায় জীবন যেভাবে চলে যাচ্ছে সেভাবেই চলুক। কারণ এভাবেই সবাই ভালো আছে, সব কিছু শান্তিতে আছে। নতুন করে ঝামেলা বাঁধানোর কোন দরকার নেই, খেলার দরকার নেই নতুন কোন তাস। না, তাসের রাজা আর টেক্কারা তাদের খেলোয়াড়ের হাতেই থাকুক। অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে পারে, অন্য দিকে শক্ত অর্থনীতি নিশ্চিত করতে পারে উৎপাদনশীলতা, যার ফলে হতে পারে সামাজিক উন্নয়ন। কোন কিছু বিপননের আগে তা উৎপাদন করার দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত।

ভাবতেই অবাক লাগে, আমার দেখা সবচেয়ে রক্ষনশীল মানসিকতার মানুষটা ছিল একজন শোফার, যে কিনা তার চাইতে চার গুণ বেশি আয় করে এমন মানুষদের গাড়ি চালাত। যারা অত্যন্ত ভদ্র এবং পরিশীলিত, কিন্তু উদ্ধত ভাষায় কথা বলত তার সাথে।

বাবা একবার বলেছিল, আমি যদি সমাজতন্ত্রকে বেছে নিই তাহলে যেন আর কখনও তার বাড়িতে পা না রাখি। একই কথা আমার মায়ের জন্যেও

BanglaBook.org

প্রযোজ্য। কথাটা যখন সে বলেছিল তখন অবশ্য পাড় মাতাল ছিল সে, তবে আমার মনে হয়, এ কারণেই কথাটাকে সত্যি বলে ধরে নেয়া উচিত। তার ধারণা ছিল, ভারতে যে বর্ণপ্রথা বিদ্যমান তা অনেক দিক দিয়েই অনুকরণযোগ্য। ঈশ্বরের ইচ্ছে অনুযায়ি বিভিন্ন স্তরে জন্ম নেয় মানুষ, তাদের উচিত সেই স্তরেই জীবন কাটিয়ে দেয়া। জোহান ফকবার্জেটের *দ্য ফোর্থ নাইট ওয়াচ*-এ সেক্সটন নামের চরিত্রটা যেমন বলে 'সেক্সটনরা হচ্ছে সেক্সটন। আর পাদ্রিরা পাদ্রিই।'

আমার বিদ্রোহ, একজন শোফারের ছেলের বিদ্রোহের প্রকাশ ছিল তাই উচ্চশিক্ষিত হওয়া, ধনী লোকের মেয়েকে বিয়ে করা, ফার্নার জ্যাকবসন ব্র্যান্ডের স্যুট পরা এবং ভকসেনকোলেনে একটা বাড়ি কেনার মাধ্যমে। বাবা অবশ্য অভিনয় করত যে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, এমনকি খুশি হওয়ারও ভান করত সে। কিন্তু আমি তো জানি, তাদের ফিউনেরালে যখন শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদছিলাম; তখন সেটা আমার মায়ের জন্য শোকের কারণে ছিল না, ছিল আমার বাবার প্রতি রাগের কারণে।

কুকুর এবং তার মালিক সেই প্রতিবেশী লোকটার নাম মনে করতে পারছি না আমি, কি অদ্ভুত) এতক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। রাস্তা পার হলাম আমি। রাস্তায় কোন অপরিচিত গাড়ি চোখে পড়ল না। গ্যারেজের জানালায় চোখ ঠেকিয়ে দেখতে পেলাম, ভেতরটাও ফাঁকা।

দ্রুত বাগানের মধ্যে, রাতের ঘন অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম আমি। তারপর লুকিয়ে বসে পড়লাম আপেল গাছগুলোর নিচে, জানি লিভিং রুম থেকে এই জায়গাটা দেখতে পাবে না কেউ।

কিন্তু আমি ওকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছি।

পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ডায়ানা। অধৈর্য, দ্রুত পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরেরে ভেতর, কানের সাথে চেপে ধরা সেই প্রাচ্য ফোনটা। দেখে মনে হলো কাউকে ফোন করতে চাইছে ও, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি ফোন ধরছে না। জিনস পরে আছে ডায়ানা। ওর মতো করে আর কাউকে জিনস পরতে দেখিনি আমি। সাদা উলের জাম্পার পরনে, তারপরেও অন্য হাতটা বুকের সাথে এমনভাবে ভাঁজ করে রেখেছে যেন শীত লাগছে ওর। ত্রিশের দশকে তৈরি বিশাল একটা বাড়ি এটা, তাই সম্পূর্ণ গরম হতে একটু সময় লেগেই যায়। অনেকগুলো রেডিয়েটর চালু করেও ফল হয় না।

BanglaBook.org

ডায়ানা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই–এটা নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত জায়গা থেকে নড়লাম না আমি। কোমরে গোঁজা পিস্তলটা স্পর্শ করলাম একবার। লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম। সবচেয়ে কঠিন কাজটা এবার করতে হবে আমাকে। কিন্তু সফল হবো আমি, জানা আছে আমার। নতুন রজার সফল হবেই। সে-জন্যই হয়তো চোখ বেয়ে অশ্রু নামল আমার, কারণ কাজের ফলাফলটা ইতোমধ্যেই কল্পনা করতে পারছি আমি। অশ্রু আটকানোর কোন চেষ্টা করলাম না। কারও উষ্ণ স্পর্শের মতো আমার দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল লোনা পানির ধারা। ওদিকে আমি চেষ্টা করতে লাগলাম নড়াচড়া না করার, নিঃশ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার। পাঁচ মিনিট পর কান্না ফুরিয়ে গেল আমার। এবার গাল মুছলাম আমি। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে, যতটা নিঃশব্দে পারা যায় প্রবেশ করলাম ভেতরে। ভেতরে, করিডোরে ঢোকার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম। মনে হলো যেন বাড়িটাও তার দম আটকে রেখেছে, উপর তলায় লিভিং রুমে ডায়ানার পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না কোথাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই শব্দও থেমে যাবে।

এখন বাজে রাত দশটা। খুব সামান্য ফাঁক হওয়া দরজার ও পাশে একটা ফ্যাঁকাসে মুখ, এক জোড়া বাদামি চোখ নজরে পড়ল আমার।

'আজ রাতে এখানে ঘুমাতে দেবে আমাকে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

কোন জবাব দিল না লোটি। সাধারণত দেয়ও না। তবে এমনভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, যেন ভুত দেখছে। সাধারণত এমন ভয়ার্ত দৃষ্টিও দেখা যায় না ওর চোখে।

তিক্ত হাসি ফুটল আমার ঠোঁটে। কামানো চাদির উপর হাত বোলালাম একবার।

'চুলগুলো সব...' একটু থেমে কথাটা শেষ করলাম আমি। '...কামিয়ে ফেলেছি।'

দু-বার চোখের পলক ফেলল লোটি। তারপর দরজাটা খুলে ধরল। ভেতরে প্রবেশ করলাম আমি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

পুণর্জন্ম

ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘড়ি দেখলাম আমি। আটটা বাজে। কাজে নামার সময় হয়ে গেছে। অনেক লম্বা একটা দিন অপেক্ষা করছে আমার জন্য, অনেক কাজ করতে হবে আজ। আমার পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে লোটি, পিঠটা দেখা যাচ্ছে। চাদরে মোড়ানো রয়েছে ওর শরীরটা। বিছানা থেকে নেমে পড়লাম আমি, কাপড় পরে নিলাম দ্রুত হাতে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাইরে, মনে হচ্ছে হাড় পর্যন্ত জমে যাবে। হলওয়েতে চলে এলাম এবার। জ্যাকেট, হ্যাট এবং গ্লাভস পরে নিলাম, তারপর ঢুকলাম রান্নাঘরে। ড্রয়ারগুলোর একটাতে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ পাওয়া গেল। সেটাকে ঢুকিয়ে নিলাম ট্রাউজারের পকেটে। তারপর ফ্রিজ খুললাম, মনে মনে ভাবছি, খুনি হিসেবে ঘুম থেকে জেগে ওঠার প্রথম দিন আজ। এক নারীকে গুলি করে খুন করেছি আমি। খবরের কাগজ থেকে তুলে আনা কোন খবরের হেডলাইন বলে মনে হতে পারে, যে ধরণের খবরগুলোকে আমি খুব বেশি একঘেয়ে বলে সব সময় এড়িয়ে যাই। একটা গ্রেপফ্রুট জুসের ক্যান বের করে মুখে ঢালতে গেলাম আমি, তারপর কি মনে করে থমকে গিয়ে মাথার উপরের ক্যাবিনেট থেকে একটা গ্লাস নামিয়ে নিলাম। খুনি হয়েছি বলেই যে, রুচি জিনিসটাকে ত্যাগ করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। জুস শেষ করার পর গ্লাসটা ধুয়ে আবার তুলে রাখলাম, কার্টনটা রেখে দিলাম আগের জায়গায়। তারপর লিভিং রুমে গিয়ে সোফায় বসলাম। জ্যাকেটের পকেটে থাকা ছোট্ট পিস্তলটা পেটে খোঁচা দিতে বের করে আনলাম সেটাকে। এখনও বারুদের গন্ধ লেগে আছে, বুঝতে পারছি ওই গন্ধটা সারা জীবন এই খুনের কথা মনে করিয়ে দেবে আমাকে।

হত্যাকাণ্ড।

একটা গুলিই যথেষ্ট ছিল। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছিলাম, ও আমাকে জড়িয়ে ধরতে আসার ঠিক আগ মুহূর্তে। ওর বাম চোখে লেগেছিল গুলিটা। ইচ্ছে করেই কি কাজটা করেছি? হয়তো। হয়তো ওর কাছ থেকেও কিছু একটা কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম আমি, ঠিক যেভাবে

BanglaBook.org

আমার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল ও। বিশ্বাসঘাতিনী মেয়েটা তার শরীরে প্রবেশ করা বুলেটকে একইভাবে গ্রহণ করেছিল, ঠিক যেভাবে আমি ওর ভেতরে প্রবেশ করার সময় পরম ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরত আমাকে। আর কখনও কাজটা করতে হবে না ওকে। এখন ও মৃত। এসব চিন্তার ঝড় একের পর ধাক্কা দিয়ে যেতে লাগল আমার মাথার ভেতর, ছোট ছোট এবং দৃঢ় সব বাক্যে। ভালো। এভাবেই চিন্তা করা শিখতে হবে আমাকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, আবেগকে কোন সুযোগ দেয়া যাবে না। এখনও মূল্যবান কিছু একটা আছে আমার কাছে, সেটাকে হারিয়ে ফেলতে চাই না।

রিমোট কন্ট্রোল তুলে নিয়ে টিভি ছাড়লাম আমি। নতুন কিছুই দেখাচ্ছে না, এত সকালে বোধহয় নিউজ এডিটররা আসে না অফিসে। এখনও বলা হচ্ছে যে আগামিকাল, অর্থাৎ আজকের মধ্যেই চারটে মৃতদেহের সবগুলোকেই সনাক্ত করা সম্ভব হবে, একজন ব্যক্তি এখনও নিরুদ্দেশ।

একজন ব্যক্তি। গতকাল তো বলছিল একজন পুলিশ, তাই না? কথাটা বদলে গেল কিভাবে? তাহলে কি ওরা জেনে গেছে নিরুদ্দেশ মানুষটা আসলে সেই সন্দেহভাজন আসামি? হয়তো, হয়তো না। কাউকে খোঁজা হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে খবরে কিছু বলছে না।

চেয়ারের পাশ থেকে লোটির হলুদ রঙের ল্যান্ডলাইন ফোনটা তুলে নিলাম আমি। ওকে ফোন করার সময় এই রিসিভারটার সাথেই ওর লাল ঠোঁটগুলো কল্পনা করতাম। মনে হতো যেন কানের ভেতর ওর জিভের ডগাটাকে অনুভব করতে পারছি। ১৮৮১ নাম্বারে ডায়াল করলাম আমি, তারপর দুটো ফোন নাম্বার জানতে চাইলাম। মেয়েটা যখন বলল, নাম্বারদুটো অটোমেটিক ভয়েসে জানিয়ে দেয়া হবে আমাকে, তখন তাকে বাধা দিলাম।

'নাম্বারগুলো আপনি নিজে বললে ভালো হয়, কারণ মেশিনের কথা যে ঠিকমতো শোনা যাবে এমন নাও হতে পারে,' বললাম আমি।

নাম্বারদুটো জানানো হলো আমাকে। এবার সেগুলো মুখস্ত করে ফেললাম, প্রথম নাম্বারটায় ডায়াল করতে বললাম মেয়েটাকে। দ্বিতীয়বার রিং হওয়ার পরেই ফোন রিসিভ করল ক্রিপোসের সেন্ট্রাল সুইচবোর্ড।

নিজেকে রুনার ব্রাটলি হিসেবে পরিচয় দিলাম আমি, বললাম আমি এনড্রিডে এবং এসকিল্ড মনসেনের আত্মীয়। তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে

BanglaBook.org

আমাকে বলা হয়েছে হাসপাতাল থেকে তাদের পোশাকগুলো সংগ্রহ করতে। কিন্তু কোথায় যেতে হবে সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি আমাকে।

'একটু দাঁড়ান,' সুইচবোর্ডের মহিলা বলল আমাকে।

অপেক্ষার সময়টা প্যান পাইপের বাজনায় 'ওয়াণ্ডারওয়াল' মিউজিকের সুর শুনে কাটালাম আমি, রুনার ব্রাটলির কথা ভাবলাম। লোকটা একবার এক উঁচু দরের ম্যানেজমেন্ট পদের জন্য দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু চাকরিটা তাকে দিইনি আমি। যদিও তার যোগ্যতা কোন অংশেই কম ছিল না। উচ্চতাও ঠিক ছিল তার। সত্যি কথা বলতে এত বেশি লম্বা ছিল সে, ইন্টারভিউয়ের সময় কথায় কথায় অভিযোগ করে বলেছিল, নতুন একটা ফেরারি কিনেছে সে, সেটাতে নাকি কুঁজো হয়ে বসতে হয় তাকে। কথাটা বলার সময় বাচ্চাদের মতো হাসি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। কথাটাকে হালকাভাবেই নিয়েছিলাম আমি, নোটবুকে লিখেছিলাম খোলামেলা, নিজের বোকামি স্বীকার করার মতো আত্মবিশ্বাস আছে। সোজা কথায় সবই ছিল একেবারে সোজাসাপ্টা, শুধু শেষের কথাটা ছাড়া। সে বলেছিল, 'গাড়ির ছাদের সাথে মাথায় বাড়ি খাওয়ার কথা যখন মনে হয় আমার, তখন আপনার মতো–'

এখানেই থেমে গিয়েছিল সে, তারপর আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্য এক কর্মকর্তার দিকে তাকিয়েছিল। বলতে শুরু করেছিল, ফেরারিটা বদলে এসইউভি কেনার ইচ্ছে আছে তার, যে ধরণের গাড়িগুলোকে স্ত্রী-র হাতেও তুলে দেয়া যায়। কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠেছিল। আমি নিজেও। আমার অভিব্যক্তিতে এমন কোন পরিবর্তন আসেনি যাতে বোঝা যায় যে লোকটার অসমাপ্ত বাক্যটাকে মনে মনে সম্পূর্ণ করতে কোন সমস্যা হয়নি আমার '...আপনার মতো খাটো লোকদের প্রতি খুব হিংসা লাগে।' আর সে কারণেই সম্ভাব্য নির্বাচিত প্রার্থিদের তালিকা থেকে তার নামটা এক টানে কেটে দিয়েছিলাম আমি। দুর্ভাগ্যক্রমে লোকটার হাতে তেমন কোন দামি চিত্রকর্ম ছিল না।

'তাদের রাখা হয়েছে প্যাথলজি ইউনিটে,' সুইচবোর্ড থেকে কথা বলে উঠল সেই মেয়েটা। 'অসলোর রিকসহসপিটালে।'

'ওহ, তাই নাকি?' গলায় নিষ্পাপ ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে করতে বললাম আমি। 'কেন, কেন?'

BanglaBook.org

'যখন কোন ধরণের অপরাধের সম্ভাবনা থাকে, তখন এই কাজগুলো করতেই হয়। ধারণা করা হচ্ছে যে গাড়িটাকে ট্রাক দিয়ে ধাক্কা দেয়া হয়েছিল।'

'বুঝলাম,' বললাম আমি। 'এ জন্যই মনে হয় আমাকে কাজটা করতে বলেছে ওরা। আমিও তো অসলোতেই থাকি।'

কোন জবাব দিল না মহিলা। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম, নেইলপলিশ দিয়ে রাঙানো লম্বা নখগুলো দিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে টেবিলের উপর তবলা বাজাচ্ছে সে। তবে কে জানে, আমার ধারণায় ভুলও হতে পারে। আমি একজন হেডহান্টার বলেই যে মানুষের চরিত্র সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা করতে পারবো এমন কিছু নয়। এই লাইনে সবার উপরে উঠতে গেলে বরং এই গুণটা বেশ ঝামেলা তৈরি করতে পারে বলেই আমার ধারণা।

'আচ্ছা, ওখানে দায়িত্বে আছে যে লোক তাকে একটু ফোন করে বলে দিতে পারবেন যে আমি আসছি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

মেয়েটা দ্বিধা করছে, বুঝতে পারলাম। এই কাজটা তার চাকরির দায়িত্বের ভেতরে পড়ে বলে মনে হয় না। সরকারি চাকরিতে কোনটা আপনার দায়িত্ব আর কোনটা নয়–এটা বোঝা খুব কঠিন। আমি ব্যাপারটা জানি, কারণ এখনও এসব চাকরিতে দায়িত্বের বিবরণগুলো পড়তে হয় আমাকে।

'এসবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' আবার বললাম আমি। 'আমি শুধু একটু সাহায্য করতে চাইছি ওদের। বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না, গিয়েই আবার চলে আসতে পারলে সবচেয়ে খুশি হই।'

'দেখছি, কি করা যায়,' বলল মহিলা।

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম আমি, তারপর দ্বিতীয় নাম্বারটায় ডায়াল করলাম। পঞ্চম রিং হওয়ার পর ফোন ধরল সে।

'কে?' বিরক্ত মনে হলো তার গলা, অধৈর্য হয়ে আছে কোন কারণে।

ওপাশ থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনে বোঝার চেষ্টা করলাম যে এখন সে কোথায় রয়েছে–আমার বাড়িতে, নাকি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে।

তারপর বললাম, 'হালুম!' এবং রেখে দিলাম ফোন।

ক্লাস গ্রিভকে সাবধান করা হয়ে গেছে।

এখন সে কী করবে আমি জানি না। নিশ্চয়ই জিপিএসটা চালু করে

BanglaBook.org

খোঁজার চেষ্টা করবে যে ভুতটা কোথায় লুকিয়ে আছে।

খোলা দরজার কাছে ফিরে এলাম আমি। অন্ধকার বেডরুমে চাদরের নিচে মেয়েটার শরীরের আবছায়া অবয়ব দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ইচ্ছে জেগে উঠল; মনে হলো কাপড়চোপড় ছেড়ে আবার বিছানায় উঠি, গিয়ে জড়িয়ে ধরি ওকে। ইচ্ছেটাকে শক্ত হাতে দমন করলাম। তার বদলে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগল মনে, কেন যেন মনে হতে লাগল যে এখন পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তা আসলে ডায়ানার কারণে নয়, আমার কারণেই হয়েছে। দ্রুত বেডরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে এলাম আমি। আসার সময় যেমনটা দেখেছিলাম, এখনও তাই সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে আছে সিঁড়ি। রাস্তায় বের হওয়ার পরেও এমন কাউকে পাওয়া গেল যে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি বা মাথা ঝাঁকানো দেখে জবাব দিল। মনে হলো যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছে না কেউ। এবার ব্যাপারটা ঢুকল আমার মাথায় আমার কোন অস্তিত্বই নেই।

সময় হয়েছে, আবার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার।

পাহাড়ি শহর অসলোর অনেকগুলো পাহাড়ের একটার মাথায় অবস্থিত রিকসহসপিটাল, শহরের বাকি অংশ থেকে বেশ উঁচুতে। হাসপাতালটার জায়গায় আগে একটা পাগলাগারদ ছিল। বেশ কয়েকবার নাম বদলেছে ওটা, শেষ পর্যন্ত মানসিক হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের অবশ্য ধারণা যে নতুন নামটার অর্থ হচ্ছে ওখানে এখন ছোটখাট মানসিক সমস্যারও চিকিৎসা করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে কখনও এসব কথার খেলা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। তবে হাসপাতালের দায়িত্বে যারা আছে তাদের নিশ্চয়ই ধারণা, সাধারণ মানুষরা সবাই বোকা, যাদের সব ধরণের খারাপ জিনিস থেকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের দায়িত্ব। হয়তো ঠিকই ভাবে তারা। তবে কাঁচের পার্টিশনের ওপাশের মেয়েটা যখন বলল, 'লাশ রাখার ঘরগুলো নিচতলায়, ব্রাটলি'–তখন বেশ স্বস্তি পেলাম আমি।

মানুষ যখন লাশে পরিণত হয় তখন সেটা নিয়ে কারও কোন আপত্তি হতে দেখিনি আমি। জ্বলজ্যান্ত একটা মানুষকে মরার পরেই তাকে লাশ বলে ডাকার মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পায় না কেউ। এটাও বলে না যে লাশ বলার চাইতে মৃত মানুষ বললে তাদের বেশি সম্মান দেখানো হয়, অথবা 'লাশ' কথাটা বললে মানুষের বদলে বোঝায় একটা জড় মাংসপিণ্ডকে, যার মাঝে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে

BanglaBook.org

অসুবিধেই বা কি? অথবা এমনও হতে পারে যে লাশেরা কখনও সংখ্যালঘুত্বের বিচারে অধিকার দাবি করতে পারে না। হাজার হোক, পৃথিবীতে ওরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

'সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে ওই দিকে,' বলে আঙুল দিয়ে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল মেয়েটা। 'আমি ফোন করে বলে দিচ্ছি যে আপনি যাচ্ছেন।'

তার কথামতোই কাজ করলাম আমি। ধবধবে সাদা, ন্যাড়া দেয়ালের মাঝে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আমার পায়ের শব্দ। তাছাড়া আর কোন শব্দ নেই আশেপাশে। নিচ তলায় নেমে আসার পর লম্বা, সরু এবং সাদা একটা করিডোরের শেষ মাথায় পাওয়া গেল একটা খোলা দরজা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক, পরণে হাসপাতালের সবুজ ইউনিফর্ম। প্রথম দেখায় সার্জন বলে ভুল হতে পারে, তবে তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি অথবা তার গোঁফ দেখে আমার মনে হতে লাগল যে অত উঁচু পদের কেউ নয় সে।

'ব্রাটলি?' আমাকে দেখে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল সে। মনে হলো, আশেপাশে যে সব মৃতেরা ঘুমিয়ে রয়েছে তাদের সচেতনভাবে অপমান করার চেষ্টা করছে লোকটা। করিডোরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল তার চিৎকারের প্রতিধ্বনি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি। দ্রুত পায়ে এগোতে শুরু করেছি লোকটার দিকে, যাতে আর চেঁচামেচি করার সুযোগ না পায় সে।

দরজাটা আমার জন্য খুলে ধরল সে, ভেতরে প্রবেশ করলাম আমি। জায়গাটাকে বলা যায় একটা লকার রুম। লোকটা রয়েছে আমার সামনে। একটা লকারের দিকে এগিয়ে গেল সে, খুলে ধরল সেটাকে।

'ক্রিপোস থেকে ফোন করে বলা হয়েছিল, আপনি আসবেন মনসেন ভাইদের কাপড়গুলো নিয়ে যেতে,' সেই আগের মতোই জোরালো গলায় বলল সে।

মাথা ঝাঁকালাম আমি। যতটা ভেবেছিলাম, তার চাইতে দ্রুত লাফাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড। তবে যতটা ভয় পেয়েছিলাম ততটা বেশিও নয় অবশ্য। হাজার হোক, আমার পরিকল্পনার একটা দরকারী অংশ এটা। নার্ভাস বোধ করা স্বাভাবিক।

'তো আপনার পরিচয়?'

'ওদের খালাতো ভাইয়ের ফুপাত ভাই,' হালকা গলায় বললাম আমি। এক আত্মীয় বলল যে কাপড়চোপড়গুলো নিয়ে আসতে। শুধু কাপড়,

BanglaBook.org

মূল্যবান বস্তুগুলো এখন নেবো না।'

'আত্মীয়' কথাটা বেশ সতর্কতার সাথে বাছাই করেছি আমি। কথাটা শুনলে সন্দেহ জাগতে পারে, কিন্তু আমি জানি না যে মনসেন ভাইদের কেউ এখনও বিয়ে করেছে কি না, অথবা তাদের বাবা-মা জীবিত আছে কি না। তাই এমন একটা শব্দ বেছে নিতে হয়েছে যাতে এ ধরণের কোন ঝামেলায় পড়তে না হয়।

'মিসেস মনসেন নিজে এসে ওদের কাপড়গুলো নিয়ে নিলেই তো পারতেন,' বলল লোকটা। 'এমনিতেও নাকি বারোটার দিকে আসছেন তিনি?'

ঢোক গিললাম আমি। 'আমার মনে হয় রক্তমাখা কাপড়গুলো দেখে সহ্য করতে পারবেন না তিনি, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন।'

দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'আপনি পারবেন?'

'হ্যাঁ,' স্বাভাবিক গলায় বললাম আমি, মনে মনে আশা করছি, আর কোন প্রশ্ন করবে না ব্যাটা।

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা, তারপর ক্লিপবোর্ডে লাগানো একটা কাগজ এগিয়ে দিল। 'প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য এখানে একটা সাক্ষর করতে হবে আপনাকে।'

একটা 'আর' লিখলাম আমি, তারপর একটা হিজিবিজি টান দিয়ে লিখলাম 'বি'। শেষে আরেকটু হিজিবিজি টেনে যে জায়গাটায় 'আই' থাকার কথা তার উপর একটা ফোঁটা দিয়ে দিলাম।

সাক্ষরটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল লোকটা। 'আপনার কাছে কোন ধরণের পরিচয়পত্র আছে?'

কেঁপে উঠেছে আমার পরিকল্পনার ভিত্তি।

ট্রাউজারের পকেট চাপড়ে মুখে ক্ষমাপ্রার্থনার একটা হাসি ফুটিয়ে তুললাম আমি। 'ইশ, মনেই নেই। ওয়ালেটটা ফেলে এসেছি গাড়ির ভেতর, নিচের পার্কিংলটে।'

'উপর দিকে যে পার্কিংলটটা রয়েছে ওখানে গাড়ি রাখেননি?'

'না, নিচে যেটা আছে–রিসার্চ কার পার্ক–ওখানে রেখেছি।'

'সেখান থেকে এত দূর হেঁটে হেঁটে এলেন?'

লোকটার মধ্যে দ্বিধার অস্তিত্ব বুঝতে পারছি আমি। এই ব্যাপারটা আগে থেকেই মাথার ভেতর সাজানো ছিল আমার। ঠিক করেছিলাম,

BanglaBook.org

আমাকে যদি বলা হয় পরিচয়পত্র নিয়ে আসতে, তাহলে বের হয়ে যাবো ঠিকই, তবে আর ফিরব না। তাতে হয়তো তেমন কোন বিপদ হবে না, তবে যে কাজে এসেছিলাম সেটাও সফল হবে না। অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। লোকটার মুখ থেকে বের হওয়া প্রথম দুটো শব্দ শুনেই বুঝতে পারলাম যে ভাগ্য আমাকে সহায়তা করতে চাইছে না।

'দুঃখিত, ব্রাটলি, কিন্তু আমাদের অনেক কিছু ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না, তবে এ ধরণের মার্ডার কেসে অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক এসে হাজির হতে পারে। তাদের উদ্দেশ্যগুলো থাকে আরও অদ্ভুত।'

অবাক হওয়ার ভান করলাম আমি। 'আপনি বলতে চাইছেন...খুন বা দুর্ঘটনায় পড়া মানুষের কাপড় সংগ্রহ করে বেড়ায় এমন লোকও আছে?'

'কিছু কিছু লোক যে কত অদ্ভুত হতে পারে আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না,' বলল সে। 'এমনও তো হতে পারে যে আপনি কখনও ওই দুই ভাইকে দেখেননি, শুধু খবরের কাগজে দুর্ঘটনার খবর পড়েই এখানে চলে এসেছেন। দুঃখিত, কিন্তু বুঝতেই পারছেন, আর কোন উপায় নেই আমার।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এখনই আসছি আমি,' বলতে বলতে দরজার দিকে এগোতে শুরু করলাম আমি। দরজা দিয়ে বের হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালাম, যেন হঠাৎ করেই কিছু মনে পড়ে গেছে। তারপর আমার শেষ কার্ডটা চাললাম। মানে, ক্রেডিট কার্ডটা বের করলাম।

'এইমাত্র মনে পড়ল,' পেছনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে উঠলাম আমি। 'শেষবার যখন এনড্রিডে আমার বাড়িতে গিয়েছিল, ওর ক্রেডিট কার্ডটা ফেলে রেখে গিয়েছিল সেখানে। মিসেস মনসেন আসলে তাকে এটা দিয়ে দিতে পারবেন না?'

বলে পকেট থেকে কার্ডটা বের করে লোকটার দিকে এগিয়ে দিলাম আমি। সেটাকে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে, নাম এবং ছবি মিলিয়ে দেখল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার দরজার দিকে এগোতে শুরু করলাম আমি। শেষ পর্যন্ত শুনতে পেলাম, আমাকে ডাক দিয়ে উঠেছে সে।

'এতেই চলবে, ব্রাটলি। আলাদা করে কোন পরিচয়পত্র দেখাতে হবে না আপনাকে। এই যে, কাপড়গুলো নিন।'

BanglaBook.org

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তার কাছে ফিরে গেলাম আমি। তারপর ট্রাউজারের পকেট থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগটা বের করে তাতে ভরতে শুরু করলাম কাপড়গুলো।

'সব পেয়েছেন?'

এনড্রিডের ইউনিফর্ম ট্রাউজারের পেছনের পকেটগুলো হাতড়ে দেখলাম একবার। আমার কামিয়ে ফেলা চুলগুলোসহ সেই প্লাস্টিকের ব্যাগটার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। এবার মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম যে সব ঠিক আছে।

বের হওয়ার সময় অনেক কষ্টে দৌড়ানো থেকে বিরত রাখলাম নিজেকে। আরও একবার জীবিত হয়ে উঠেছি আমি, ফিরে পেয়েছি আমার অস্তিত্ব। নিজের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে। আবার ঘুরতে শুরু করেছে চাকা, লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। রক্ত বইছে শিরায়-উপশিরায়, বদলে যাচ্ছে ভাগ্য। একবারে দুটো করে সিঁড়ি টপকে উঠতে শুরু করলাম আমি, কাচের পার্টিশনের ওপাশে বসে থাকা মেয়েটার সামনে দিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে পৌছে গেলাম দরজার কাছে। ঠিক এই সময় একটা পরিচিত গলা শুনতে পেলাম পেছন থেকে, আমাকেই ডাকছে।

'এই যে, মিস্টার! এক মিনিট দাঁড়ান তো?'

স্বাভাবিক ব্যাপার। এত সহজে পার পেয়ে যাবো আমি, কিভাবে ভাবলাম?

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। একটা মানুষ এগিয়ে আসছে আমার দিকে, যার চেহারাটা খুব ভালো করেই চিনি আমি। একটা আইডি কার্ড তুলে ধরে রেখেছে সে। ডায়ানার গোপন ভালোবাসা। যে ভালোবাসাটা পেয়েছি আমি–কথাটা না ভেবে পারলাম না।

'ক্রিপোস,' আমার কাছে এসে ভারি গলায় বলল লোকটা। প্লেন থেকে ভেসে আসা পাইলটের কথা যেমন হয়–তেমনি ভারি কণ্ঠস্বর, কাটা কাটা, খসখসে। 'আপনার সাথে কয়েকটা কথা বলতে পারি, মিস্টার?' সেই ভাঙা টাইপরাইটারের মতো পরিচিত গলা, মনে হয় যেন দু-একটা অক্ষর ঠিকভাবে উঠছে না লেখার সময়।

বলা হয়ে থাকে যে টিভি বা সিনেমায় যাদের আমরা দেখি, অবচেতন মনে তাদের একটা লম্বা-চওড়া অবয়ব তৈরি করে নিই। যদিও বাস্তবে তারা অনেক বেশি সাধারণ চেহারার। কিন্তু ব্রিড স্পারের ক্ষেত্রে তেমন কিছু

BanglaBook.org

ঘটেনি। আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও লম্বা সে, একই অনুপাতে চওড়া। সে যখন আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, তখন বেশ কষ্ট করে নিজেকে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করতে হলো আমাকে। আমার সামনে এসে দাঁড়াতে মনে হলো একটা উঁচু দালান এসে দাঁড়িয়েছে। কোঁকড়ানো সোনালি চুলের নিচ থেকে এক জোড়া ধূসর চোখ তাকাল আমার দিকে। চুলগুলো সযত্নে এলোমেলো করে কাটা হয়েছে। স্পার সম্পর্কে আমি যে বিষয়গুলো জানি তার একটা উৎস থেকে জানা গেছে, সুপরিচিত এবং খুব বেশি সুপুরুষ এক নরওয়েজিয় রাজনীতিবিদের সাথে নাকি তার প্রেম চলছে। ইদানিং অবশ্য সেলিব্রিটি হওয়ার সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে নামের সাথে সমকামিতার অপবাদ জড়ানো, একজন মানুষ যে তারকাখ্যাতি লাভ করেছে তার সর্বশেষ প্রমাণ। সমস্যাটা হলো, কথাটা আমি যার কাছ থেকে শুনেছিলাম–ডায়ানার প্রাইভেট ভিউতে প্রায় জোর করেই ঢুকে পড়া এক ডিজাইনার, ব্যারন ভন বুলডগের সাথে কাজ করে এমন এক পুরুষ মডেল–সে বলেছিল যে তথাকথিত 'পুলিশ দেবতা' নাকি তার সাথেও একই সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

'ওহ, শুধু কথা বলবেন? তাহলে ঠিক আছে,' মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটানোর চেষ্টা করতে করতে বললাম আমি। আশা করছি, মনের ভেতর ফুটে ওঠা যুগপৎ ভয় এবং বিরক্তি আমার চোখে প্রকাশ পায়নি।

'হ্যাঁ, মিস্টার। এইমাত্র শুনলাম আপনি নাকি মনসেনদের আত্মীয়, ওদের বেশ ভালো করেই চেনেন। লাশদুটোর কোনটা কার, এটা সনাক্ত করতে যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন, খুব ভালো হয়।'

ঢোক গিললাম আমি। মুখে ভদ্রতার অভাব নেই লোকটার, কিন্তু চোখগুলো নিরুত্তাপ। ব্যাটা কি এভাবেই কথা বলে, নাকি এই মুহূর্তে ইচ্ছে করেই করছে? কোন ধরণের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে না তো আমাকে? নিজের মুখ থেকে কয়েকবার 'সনাক্ত' শব্দটা বের হতে শুনলাম আমি, যেন কথাটার অর্থ কি তা মোটেই জানা নেই আমার।

'ওদের মা অবশ্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসবে,' বলল স্পার। 'কিন্তু সময় যতটা বাঁচানো যায় ততই ভাল...আপনি যদি কাজটা করেন তাহলে খুব উপকার হয় আমাদের। এই মিনিটখানেকের ব্যাপার।'

উপকারটা করার কোন ইচ্ছে নেই আমার। আমার শরীর এবং মস্তিষ্ক দুটোই নিঃশব্দে চিৎকার করে বলছে যে এক দৌড়ে এখান থেকে পালিয়ে

BanglaBook.org

দিতে। কারণ, পুনরুত্থান ঘটেছে আমার। আমি–মানে চুলভর্তি প্লাস্টিকের যে ব্যাগটা আমার পকেটে রয়েছে, সেটা এখন সম্পূর্ণ জীবিত হয়ে ক্লাস গ্রিভের জিপিএস ট্র্যাকারে নড়াচড়া শুরু করেছে। আবার শিকারে নামবে সে, এখন হোক আর পরে হোক। ইতোমধ্যেই বাতাসে তার গন্ধ পেতে শুরু করেছি আমি, ভয়ের মাত্র বাড়ছে আমার ভেতরে। কিন্তু আমার মস্তিষ্কের আরেকটা অংশ, অর্থাৎ নতুন রজার ব্রাউনের কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে যে পালানো উচিত হবে না। স্পারের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবো না আমি, তাতে নিজের উপর সন্দেহ ডেকে আনা হবে। কয়েক সেকেন্ডই তো সময় লাগবে, তার বেশি নয়।

'অবশ্যই,' বলে মুখে হাসি ফোটাতে গেলাম আমি। তারপরেই মনে পড়ল যে এই পরিস্থিতিতে মুখে হাসি রাখা উচিত হবে না। হাজার হোক, পরিচিত মানুষের মৃতদেহ সনাক্ত করতে গেলে কারও মুখে হাসি ফোটে না।

যে দিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম সে দিকেই আবার ফিরে গেলাম আমরা।

লকার রুমে ঢুকতেই আমাকে দেখে হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল সেই লোকটা।

'নিজেকে শক্ত করুন। লাশগুলোর অবস্থা খুব একটা ভালো নয়,' একটা ভারি ধাতব দরজা খুলতে খুলতে বলল স্পার। মর্গের ভেতর প্রবেশ করলাম আমরা। শিউরে উঠল আমার শরীর। কামরাটার ভেতরে ঢুকলে মনে হয় কোন ফ্রিজের ভেতরে এসে ঢুকেছি। সাদা দেয়াল, ছাদ এবং মেঝে। তাপমাত্রা শূন্যের কয়েক ডিগ্রি উপরে, মেয়াদোত্তীর্ণ মাংসে ভর্তি–এমন একটা ফ্রিজ।

চারটে ধাতব টেবিলের উপর শুয়ে আছে মৃতদেহগুলো, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা টেবিলে। সাদা চাদরের নিচ থেকে বেরিয়ে আছে তাদের পাগুলো। এত দিন ধরে সিনেমায় দেখে আসা দৃশ্যগুলো এবার বাস্তব হয়ে ধরা দিল আমার চোখে প্রত্যেকটা মৃতদেহের পায়ের বুড়ো আঙুলের সাথে সত্যিই একটা করে ধাতব ট্যাগ ঝোলানো রয়েছে।

'আপনি প্রস্তুত?' প্রশ্ন করল স্পার।

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে এক টানে দুটো লাশের উপর থেকে সাদা আবরণ তুলে ফেলল সে। 'সড়ক দুর্ঘটনা,' এক পা পিছিয়ে এসে বক্তৃতা

BanglaBook.org

দেয়ার ঢঙে বলতে শুরু করল, 'হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ। সনাক্ত করা খুবই মুশকিল, কারণটা তো দেখতেই পাচ্ছেন।' হঠাৎ করেই আমার মনে হতে লাগল যে খুব বেশি ধীরে ধীরে কথা বলছে স্পার। 'গাড়িতে পাঁচজন লোক থাকার কথা ছিল, কিন্তু কেবল চারটে লাশ পেয়েছি আমরা। পাঁচ নাম্বার লোকটা নিশ্চয়ই ছিটকে নদীতে পড়ে ভেসে গেছে।'

লাশদুটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি, একটা ঢোক গিলে লম্বা নিঃশ্বাস নিলাম নাক দিয়ে। অভিনয় করছি, বলাই বাহুল্য। কারণ এখন এমনকি এই ন্যাংটো অবস্থাতেও মনসেন ভাইদের দেখতে অনেক ভালো লাগছে, অন্তত সেই গাড়ির ভেতরে তাদের যে অবস্থা হয়েছিল তার চাইতে অনেক ভালো। তার উপরে, সেই দুর্গন্ধটা নেই এখানে। মলমূত্র, রক্ত, পেট্রল এবং মানুষের নাড়িভুঁড়ির মিলিত দুর্গন্ধ ভেসে নেই এখন বাতাসে। হঠাৎ আমার মনে হলো, শুধু চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমেই মানুষ ভয় পেতে পারে এটা ঠিক নয়। শব্দ এবং গন্ধও মানুষকে একই রকম আতঙ্কিত করে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চোখের বরাবর গুলি খাওয়ার পর একটা মেয়ে যখন ধপ করে পড়ে যায়, তখন শক্ত মেঝেতে বাড়ি খায় তার মাথাটা, ভোঁতা একটা শব্দ হয়। অত্যন্ত আতঙ্কজনক এক শব্দ সেটা।

'হ্যাঁ, ওরাই...দুই যমজ,' ফিসফিস করে বললাম আমি।

'হ্যাঁ, সেটা তো আমরাও বুঝতে পেরেছি। প্রশ্নটা হলো...'

এই পর্যায়ে এসে বিরতি নিল স্পার, দীর্ঘ সময়ের নাটকিয় বিরতি। ওহ, ঈশ্বর।

'এনড্রিডে কোন জন, আর এসকিল্ড কোন জন?'

কামরার ভেতর তাপমাত্র অত্যন্ত কম, তা সত্ত্বেও বগল ঘামে ভিজে উঠল আমার। লোকটা কি ইচ্ছে করেই এত ধীরে ধীরে কথা বলছে? এটা নতুন কোন জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি নয় তো, যা সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি?

নগ্ন শরীরেগুলোর উপরে আটকে রইল আমার দৃষ্টি। একটা শরীরে আমার তৈরি করা সেই দাগটা খুঁজে পেলাম আমি। পাঁজর থেকে তলপেট পর্যন্ত কাটা জায়গাটা এখনও খোলা রয়েছে, কিনারগুলো কালো হয় এসেছে শুকিয়ে।

'ওই যে, ও হচ্ছে এনড্রিডে,' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আমি। 'অপরজন হচ্ছে এসকিল্ড।'

BanglaBook.org

'হুম,' সন্তুষ্ট গলায় বলে উঠল স্পার, নোট করে নিল কয়েকটা কথা। মনে হচ্ছে দুই ভাইকে খুব ভালোভাবেই চিনতেন আপনি। ওদের সহকর্মিরা যারা এখানে এসেছিল তারাও কেউ ঠিক করে বলতে পারেনি যে কোনটা কে।'

বিষন্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'ওদের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আমার। বিশেষ করে গত কয়েক মাসে। এখন কি আমি যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' বলল স্পার, 'কিন্তু নোটবুকে লেখা চালিয়েই যেতে লাগল। হাবভাব দেখে মনে হলো না আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সে।

তার মাথার পেছনে দেয়ালের সাথে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে তাকালাম আমি।

'একই চেহারার দুই যমজ,' লিখতে লিখতেই বলে উঠল স্পার। 'কি অদ্ভুত, তাই না?' কি এত লিখছে ব্যাটা? একজনের নাম এনড্রিডে, আরেকজনের নাম এসকিল্ড। এই সামান্য কথাগুলো লিখতে কয়টা বাক্যের প্রয়োজন হয়?

বুঝতে পারছি যে প্রশ্নটা করা উচিত হবে না, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। 'কোন ব্যাপারটা অদ্ভুত?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

লেখা থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল স্পার। 'একই সময়ে জন্ম হয়েছিল দু-জনের, একই ডিম্বানু থেকে। আবার একই মুহূর্তে, একই গাড়িতে একই সাথে মারা গেল দু-জন।'

'এর মাঝে অদ্ভুত কিছু পাচ্ছি না আমি।'

'কিচ্ছু না?'

'না। আমার চোখে তো ধরা পড়ছে না।'

'কে জানে, হয়তো ঠিকই বলেছেন আপনি। অদ্ভুত না বলে 'রহস্যময়' শব্দটা ব্যবহার করা উচিত ছিল আমার,' হেসে বলল স্পার।

অনুভব করলাম, ফুটতে শুরু করেছে আমার রক্ত। 'এখানে রহস্যেরও কিছু নেই,' বললাম আমি।

'যাই হোক, কিছু একটা তো আছে। আপনার কি মনে হয় না যে এর পেছনে কোন গোপন যুক্তি থাকলেও থাকতে পারে?'

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম আমি। প্যাকেটটার উপর খুব বেশি চেপে বসায় সাদা হয়ে গেল আমার আঙুলের গিঠ। কাঁপা কাঁপা গলায় নিজেকে বলতে শুনলাম, 'কোন রহস্য নেই, কোন গোপন যুক্তিও নেই।' ক্রমেই

BanglaBook.org

চড়ায় উঠতে লাগল আমার কণ্ঠস্বর। 'শুধুমাত্র জীবন এবং মৃত্যুর একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক চক্র কাজ করেছে এখানে। অন্যান্য বেশিরভাগ যমজের মতই পরস্পরের সাথে অনেক বেশি সময় কাটাত ওরা, কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করত। মৃত্যু যখন এলো, তখনও ওরা একসাথেই ছিল। ব্যাস, এখানেই গল্প শেষ।'

শেষ বাক্যটা প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলাম আমি।

চিন্তিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল স্পার। এক হাতের তর্জনি এবং বুড়ো আঙুল উঠে এসেছে ঠোঁটের দু-পাশে। আঙুলদুটোকে ধীরে ধীরে থুতনির কাছে নিয়ে এল সে। এই দৃষ্টির অর্থ আমি জানি। সেই বিরল লোকগুলোর মধ্যে একজন ব্রিড স্পার, যার চোখে মিথ্যাকে উন্মোচন করার মতো ক্ষমতা আছে।

'শান্ত হোন, ব্রাটলি,' বলল সে। 'কোন কারণে খুব বিচলিত হয়ে আছেন আপনি। কারণটা কি?'

'দুঃখিত,' হাসার চেষ্টা করে বললাম আমি। বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তে সত্যি কথাটাই বলতে হবে আমাকে, এমন কিছু যেটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চলমান লাই ডিটেক্টরের চোখে ধরা পড়বে না। 'গত রাতে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয়েছিল আমার। আজ আবার এই এক্সিডেন্টের খবর। বুঝতেই পারছেন, মানসিক অবস্থা বেশি ভালো নয় আমার। মাফ করবেন। এখনই চলে যাচ্ছি আমি।'

বলেই ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, বেরিয়ে এলাম দরজা দিয়ে।

স্পার কিছু একটা বলল, সম্ভবত বিদায় জানাল আমাকে। তবে মর্গের দরজাটা আমার পেছনে বেশ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল, ফলে তার কথাটা বুঝতে পারলাম না আমি। তার বদলে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম করিডোর ধরে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

আমন্ত্রণ

রিকসহসপিটালের বাইরে এসে ট্রাম স্টপ থেকে ট্রামে উঠলাম আমি। কনডাক্টরকে নগদ টাকায় ভাড়া মেটালাম, বললাম যে 'সেন্টারে যাবো।' খুচরো পয়সাগুলো ফেরত দেয়ার সময় বাঁকা হাসল লোকটা। সম্ভবত আমি যেখানেই যাই না কেন, ভাড়া একই থাকবে। এর আগেও ট্রামে উঠেছি আমি, তবে সেটা ছিল সেই ছোটবেলায়। তখনকার নিয়মগুলো এখন আর ভালোভাবে মনে নেই আমার। পেছনের দরজা দিয়ে নামতে হবে, টিকিট প্রস্তুত রাখতে হবে, সময়মতো স্টপ বাটনে চাপ দিতে হবে, ড্রাইভারকে বিরক্ত করা যাবে না। অনেক কিছুই বদলে গেছে। ট্রামের লাইন থেকে তৈরি হওয়া কান ফাটানো শব্দের মাত্রা কমে গেছে অনেক, বেড়ে গেছে বিজ্ঞাপনের শব্দের অত্যাচার। আরও বেশি খোলামেলাও হয়ে উঠেছে সেগুলো, ট্রামের যাত্রিরা হয়ে গেছে আরও অন্তর্মুখি।

সেন্টারে এসে নেমে পড়লাম ট্রাম থেকে, তারপর যাতায়াতের মাধ্যম বদল একটা বাসে উঠে পড়লাম। উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে শুরু করেছি এবার। বাসে উঠে জানতে পারলাম, ট্রামের টিকিটটা দিয়েই বাসে যাতায়াত করা যাবে। দারুণ। এক প্যাকেট চিনাবাদামের পয়সা দিয়ে আমি পুরো শহর ঘুরে বেড়াতে পারছি, যেটা এর আগে কখনও আমার জানাই ছিল না। গতির উপর রয়েছি আমি, গ্রিভের জিপিএস যন্ত্রটায় নড়ছে আমাকে চিহ্নিতকারি বিন্দুটা। তার বিভ্রান্তিকে বেশ ভালোমতোই অনুভব করতে পারলাম আমি এসব হচ্ছেটা কি? ব্রাউনের লাশটা কি অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

আরভোলে আসার পর ছেড়ে দিলাম বাস, তারপর পাহাড় বেয়ে টনসেনহাগেনের দিকে এগোতে শুরু করলাম। ইচ্ছে করলে ওভের বাড়ির আরও কাছাকাছি গিয়ে নামা যেত বাস থেকে, কিন্তু এখন আমার সবগুলো কাজেরই একটা উদ্দেশ্য আছে। এসব আবাসিক এলাকাগুলোতে এখনও সকাল শেষ হয়নি। কুঁজো হয়ে আসা এক বুড়ি তার পেছনে একটা শপিং

BanglaBook.org

ট্রলি টানতে টানতে হাঁটছে ফুটপাত ধরে। চাকাগুলো ক্যাঁচকোঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তারপরেও আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল সে, যেন দিনটা কতো সুন্দর, পৃথিবীটা কত সুন্দর। জীবনটাও অনেক আনন্দময়। গ্রিভ এখন কি ভাবছে? নিশ্চয়ই ব্রাউনের ছোটবেলার গ্রামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওর লাশটাকে, বা এমন কিছু। কিন্তু লাশটার গতি হঠাৎ ধীর হয়ে গেল কেন? ট্রাফিক জ্যামে পড়েছে নাকি?

চুইং গাম চিবোতে চিবোতে ভারি মেকআপ করা চেহারা নিয়ে দুই কিশোরি হেঁটে গেল আমার পাশ দিয়ে। কাঁধে স্কুল ব্যাগ, পরণে আঁটো প্যান্ট আর মাফিন টপ। মুহূর্তের জন্য তাদের দৃষ্টি স্থির হলো আমার উপর, তবে কথা থামল না। কোন একটা ব্যাপারে দারুণ বিরক্ত হয়ে আছে তারা, যতটুকু বোঝা গেল। একটা কথা ভেসে এল আমার কানে, '...কি খারাপ, বল তো!' আন্দাজ করলাম, নিশ্চয়ই স্কুল ফাঁকি দিয়েছে, এখন আরভোলের কোন একটা কেকের দোকানের দিকে যাচ্ছে। আর কিছু একটা ওদের কাছে খারাপ লেগেছে ঠিকই। তবে একটু পর ওরা যে ক্রিম রুটিগুলো খেতে যাচ্ছে সেগুলো খাওয়ার সামর্থ্য পৃথিবীর আশি শতাংশ মানুষের নেই–এটা ভেবে খারাপ লাগেনি ওদের, আমি নিশ্চিত বলতে পারি। আমার মনে হলো, ডায়ানা আর আমার সেই বাচ্চাটা যদি জন্ম নিত, তাহলে কেমন হতে পারত সব কিছু? যদিও ডায়ানা ওর জন্য নাম ঠিক করেছিল ডেমিয়েন, কিন্তু আমি ধরেই নিয়েছিলাম, মেয়ে হবে আমাদের। সেই মেয়েটাও নিশ্চয়ই এমন পুরু মাসকারা দেয়া চোখে একদিন তাকাত আমার দিকে, বলত কোন কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না, আমরা খুব খারাপ। বলত, বন্ধুদের সাথে ইবিজা যেতে চায় সে, এখন সে যথেষ্ট বড় হয়েছে, আমাদের উচিত তাকে আটকে না রাখা...ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমি...আমিও হয়তো মেনেই নিতাম। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

রাস্তার পাশে বড় একটা পার্ক রয়েছে, যেটার মধ্যে আছে বড় একটা পুকুর। এবার পথ ছেড়ে পার্কে ঢুকে পড়লাম আমি, সরু পায়ে চলা পথগুলোর একটা ধরে এগিয়ে চললাম অন্য পাশে জটলা পাকিয়ে থাকা কিছু গাছের দিকে। পথ সংক্ষিপ্ত করছি না, শুধু চাইছি গ্রিভের জিপিএস ট্র্যাকারের বিন্দুটা যেন রাস্তা ছেড়ে নেমে আসে। লাশ হলে সেটাকে গাড়িতে করে এদিক ওদিক নিয়ে বেড়ানো যায়, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই পার্ক বা মাঠের

BanglaBook.org

মধ্যে যেতে পারবে না। আজ সকালে লোটির নাম্বার থেকে ফোন পাওয়ার মাধ্যমে ক্লাস গ্রিভের মাথায় যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, তাকে আরও দৃঢ় করে তোলার জন্যই আমার এই ব্যবস্থা। আমি তাকে বিশ্বাস করাতে চাই যে রজার ব্রাউন সত্যিই মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে এসেছে। জিপিএসে যেমন দেখাচ্ছিল, রিকসহসপিটালে সে ছিল ঠিকই। তবে মর্গে নয়, বরং একই বিল্ডিঙের কোন একটা বিছানায়। কিন্তু খবরে তো দেখাচ্ছিল, গাড়ির সবাই মারা গেছে। তাহলে কিভাবে...?

মানুষের সাথে খুব বেশি মিশি না আমি, তবে তারপরেও তাদের বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করতে আমার দক্ষতা সর্বোচ্চ মাপের। এই কাজটায় আমি এতই দক্ষ যে নরওয়ের প্রধান প্রধান কোম্পানিগুলো তাদের উঁচু উঁচু পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাকেই কাজে লাগায়। তাই পার্কের মাঝখানে পুকুরটার চারপাশে হাঁটতে হাঁটতে এবার আমি গ্রিভের চিন্তাভাবনাগুলো এই মুহূর্তে কি হতে পারে তা চিন্তা করে দেখলাম। খুব বেশি কষ্ট করতে হলো না ব্যাপারটা কল্পনা করতে। আমার পিছু নিতে হবে তাকে, আমাকে খুন করতে হবে। যদিও আগের চাইতে এখন কাজটায় ঝুঁকি অনেক বেশি। কারণ এখন আর আমি এমন কোন ব্যক্তি নই যে, স্রেফ পাথফাইন্ডারের দখল নেয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রাখে। এখন আমি খুব সহজেই সিনড্রে আ'র খুনের অভিযোগে গ্রিভকে জেলে ঢোকাতে পারি। অবশ্য যদি ওই কেসটা আদালত পৌছানো পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতে পারি তাহলেই সেটা সম্ভব।

সোজা কথায়, গ্রিভকে আমি এমন একটা আমন্ত্রণ পাঠিয়েছি, যেটা অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব।

পার্কের অন্য পাশে পৌছে গেছি। বার্চ গাছের সেই জটলাটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম এক মুহূর্তের জন্য, হাত বোলালাম পাতলা, সাদা বাকলে। নখ দিয়ে চাপ দিলাম আলতো করে, আঁচড় কাটলাম সেগুলোর উপর। তারপর নখগুলো নাকের কাছে এনে গন্ধ নিলাম। ছোটবেলার সেই খেলাধুলা, হাসি, আনন্দ, ভয় আর নতুন আবিষ্কারের উত্তেজনা–সব অনুভূতি যেন গন্ধের সাথে সাথে ফিরে আসতে চাইল আবার। স্মৃতিগুলো কখনই মুছে যায়নি আমার মন থেকে, জলশিশুর মতোই লুকিয়ে ছিল। পুরনো রজার ব্রাউনের কাছে তারা ধরা দেয়নি কখনও, কিন্তু নতুন রজার

BanglaBook.org

ব্রাউন খুব সহজেই তাদের নাগাল পেয়েছে। নতুন রজারের আয়ু আর কতক্ষণ? খুব বেশিক্ষণ হওয়ার কথা নয়। তবে তাতে অসুবিধে নেই। পুরনো রজার ব্রাউন তার পঁয়ত্রিশ বছরের জীবন যেভাবে কাটিয়েছে, নতুন রজার ব্রাউন তার জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টাতেই তার চাইতে অনেক বেশি তীব্রভাবে বাঁচবে।

জিকেরুদের বাড়িটা যখন দেখতে পেলাম তখন আমার শরীর ঘামতে শুরু করেছে। জঙ্গলের কিনারায় বেরিয়ে এলাম আমি, একটা গাছের গুড়ির উপর বসলাম। এখান থেকে রাস্তার পাশের বাড়িঘর এবং অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলো খুব সহজেই চোখে পড়ে। বুঝতে পারলাম, পশ্চিম অসলোর বাসিন্দারা যে বিস্তৃত দৃশ্যের মাঝে বাস করার সুযোগ পায়, সেটা পুব অসলোর বাসিন্দাদের জন্য কম। পোস্ট জিরো বিল্ডিং, প্লাজা হোটেল–ইত্যাদি খুব সহজেই দেখতে পাই আমরা। এখান থেকে যে শহরটার চেহারা কম কুৎসিত বা বেশি আকর্ষণীয় মনে হয় তা না। তফাতটা হচ্ছে, এখান থেকে শহরের পশ্চিম অংশটা দেখা যায়। এই কথার সূত্র ধরে গুস্তাভ আইফেল এবং ১৮৮৯ সালের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সপো উপলক্ষ্যে তার তৈরি করা আইফেল টাওয়ারকে নিয়ে প্রচলিত একটা গল্প মনে পড়ল আমার। সমালোচকরা বলেছিল, প্যারিসের মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় আইফেল টাওয়ারের থেকে। কারণ ওটাই প্যারিসের একমাত্র জায়গা যেখান থেকে প্যারিসকে দেখা যায় না।

ক্লাস গ্রিভ হিসেবে বেঁচে থাকাটাও অনেকটা এমন কি না; প্রশ্ন জাগল আমার মনে। পৃথিবীটা নিশ্চয়ই তার কাছে অপেক্ষাকৃত কম কুৎসিত, কম ভয়ানক বলে মনে হয়। কারণ আরেকজন মানুষের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখার কোন সুযোগ নেই তার। আমার দৃষ্টিভঙ্গির কথাই ধরা যাক না কেন। আমি তাকে দেখেছি। তার জন্য তীব্র ঘৃণা কাজ করছে আমার মনে। সেই ঘৃণার তীব্রতা এত বেশি যে আমি নিজেই মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যাই। কিন্তু এটা এমন কোন অনুভূতি নয় যা সব কিছুকে ঘোলাটে করে দেয়, বরং উল্টো। তার জন্য আমার মনের ভেতর রয়েছে বিশুদ্ধ, একমুখি, প্রায় নিষ্পাপ এক ঘৃণা। ক্রুসেডাররা যেভাবে ধর্মদ্রোহীদের ঘৃণা করত, আমার ঘৃণাও ঠিক তেমনি। আর সে কারণেই সেই একই রকম ঠাণ্ডা, নিষ্পাপ ঘৃণার সাহায্যে ক্লাস গ্রিভকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারি আমি;

BanglaBook.org

যেভাবে ধার্মিক আমেরিকান তার বিধর্মী প্রতিবেশীকে মৃত্যুর মুখে পাঠাত। অনেক দিক দিয়ে চিন্তা করলে এই ঘৃণা আসলে মানুষকে আরও বিশুদ্ধ করে তোলে।

এই যেমন এটা আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে, বাবার জন্য আমার অনুভূতিটা আসলে কেমন ছিল। ঘৃণা ছিল না তা। রাগ? হ্যাঁ। অবজ্ঞা? হয়তো। করুণা? অবশ্যই। কিন্তু কেন? অনেকগুলো কারণ আছে তার। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, এই সব অনুভূতিরই জন্ম হয়েছিল শুধু একটা জায়গা থেকে। মনের গভীরে আমি জানতাম, এই লোকটার ঔরসেই আমার জন্ম। এর মতো একজন মাতাল, কপর্দকহীন, বৌ-পেটানো কাপুরুষ হয়ে ওঠার সব যোগ্যতাই আছে আমার। এমন একজন মানুষ, যে ভাবত যে পুব চিরকাল পুবই থাকবে, কখনও পশ্চিম হতে পারবে না। আর এখন আমি সত্যিই তার মতো হয়ে উঠেছি, প্রতিটি দিক থেকে, পূর্ণাঙ্গভাবে।

হাসির দমক উঠে এল আমার পেটের ভেতর থেকে, তাকে বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা করলাম না আমি। হাসতেই থাকলাম, যতক্ষণ না সেই হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলের ভেতর, মাথার উপরের একটা ডাল থেকে উড়াল দিল একটা পাখি, আর একটা গাড়িকে এগিয়ে আসতে দেখলাম রাস্তা ধরে।

রূপালি-ধূসর রঙের একটা লেক্সাস জিএস ফোর থার্টি।

যতটা ভেবেছিলাম তার চাইতে আগেই চলে এসেছে সে।

দ্রুত সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিকেরুদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চাবির ফুটোয় চাবি ঢোকানোর আগ মুহূর্তে নিজের হাতের দিকে তাকালাম। দেখলাম, খুব সূক্ষ্ম একটা কম্পন কাজ করছে সেখানে। প্রায় ধরা যায় না, কিন্তু আমার চোখে ঠিকই ধরা পড়ল।

ভয়টা উঠে আসছে মনের গভীর থেকে, সহজাত প্রবৃত্তি থেকে। ক্লাস থ্রিভ হচ্ছে এক শিকারি পশুর মতো, যার উপস্থিতিতে অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়।

ফুটোর মধ্যে চাবি ঢোকাতে অবশ্য কোন অসুবিধে হলো না আমার, এক চেষ্টাতেই পারলাম। চাবিতে মোচড় দিয়ে দরজা খুলে দ্রুত ঢুকে পড়লাম ভেতরে। এখনও কোন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। এবার বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লাম তাতে। হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে বসলাম, হেলান দিলাম হেডবোর্ডের সাথে। নিশ্চিত হয়ে নিলাম, আমার

BanglaBook.org

পাশে শুয়ে থাকা ওভের মৃতদেহটা চাদর দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা আছে কি না।

এবার অপেক্ষার পালা। একটা একটা করে কেটে যাচ্ছে মুহূর্ত। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ছে প্রতিটা মুহূর্তের সাথে সাথে। প্রতি সেকেন্ডে দুবার করে লাফাচ্ছে সে।

গ্রিভ অত্যন্ত সতর্ক মানুষ, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথমেই সে নিশ্চিত করতে চাইবে, আমি ছাড়া আর কেউ নেই বাড়ির ভেতরে। আর যদি আমি একা থাকিও, তবুও এখন তার জানা হয়ে গেছে আমাকে দেখে যতটা মনে হয় ততটা নিরীহ আমি নই। তার প্রথম কারণ হচ্ছে, ওর কুকুরটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, নিশ্চয়ই তার পেছনে হাত আছে আমার। আর দ্বিতীয়ত, এখানে নিশ্চয়ই আগেও পা রেখেছে সে, বুঝতে পেরেছে যে খুন করার অভিজ্ঞতা আছে আমার।

দরজা খোলার কোন শব্দ পেলাম না আমি। তার পায়ের শব্দও পেলাম না। শুধু দেখলাম, হঠাৎ করেই আমার সামনের দরজায় এসে হাজির হয়েছে সে। মৃদু স্বরে কথা বলল গ্রিভ, মুখে সত্যিকার ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি।

'এভাবে হুট করে এসে পড়ে তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, রজার।'

কালো পোশাক পরে আছে গ্রিভ। কালো ট্রাউজার, কালো জুতো, কালো রোল-নেক সোয়েটার, কালো গ্লাভস। মাথায় একটা কালো উলের টুপি। একমাত্র যে জিনিসটা কালো নয় সেটা হচ্ছে তার হাতে ধরা চকচকে রূপালি রঙের গ্লক পিস্তলটা।

'কোন অসুবিধে নেই,' বললাম আমি। 'অতিথিদের জন্য এটাই নির্ধারিত সময়।'

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

নির্বাক সিনেমা

একটা মাছি যে তার দিকে ছুটে আসা হাতকে অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে দেখে, তার কারণ হচ্ছে সময়ই তার কাছে ধীর হয়ে ধরা দেয়। অসংখ্য চোখ আছে তার, সেগুলো দিয়ে সে এত বেশি পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে যে, সেই তথ্যগুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য প্রকৃতি তাকে অত্যন্ত শক্তিশালী, দ্রুতগতির এক মস্তিষ্ক বা প্রসেসর দিয়েছে। তা না হলে বাস্তব পৃথিবীর সাথে কখনই তাল মিলিয়ে চলতে পারত না সে।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করল সিটিং রুমের ভেতরে। ঠিক কতক্ষণ, তা আমি বলতে পারবো না। আমি যেন একটা মাছি, দেখতে পাচ্ছি হাতটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। জিকেরুদের গ্লক পিস্তলটা এখন আমার বুকের দিকে তাক করা, গ্রিভের চোখগুলো তাক করা আমার চকচকে মাথার দিকে।

'আচ্ছা,' অবশেষে বলল সে।

এই একটা শব্দ দিয়েই অনেক কিছু প্রকাশ পেয়ে গেল। মানুষ কিভাবে পৃথিবী শাসন করছে, প্রতিটি বস্তুকে কাজে লাগাতে পারছে, নিজেদের চাইতে অধিক গতিশীল এবং শক্তিশালী প্রাণীকেও হার মানাতে পারছে তার জবাব রইল ওই শব্দটায়। জবাবটা হলো মস্তিষ্কের ক্ষমতা। অজস্র চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা এবং সফলতা, এক ঘটনা থেকে আরেক ঘটনাকে আন্দাজ করতে পারার ক্ষমতা–এই সব কিছুর শেষে একটামাত্র সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হলো সে, যেটা প্রকাশ পেল তার পরের কথায় 'মাথা কামিয়ে ফেলেছো তুমি, রজার।'

আগেই বলেছি, গ্রিভ একজন বুদ্ধিমান লোক। কথাটা বলে সে শুধু এটাই বোঝাতে চায়নি যে আমি আমার চুল ফেলে দিয়েছি, কিন্তু সেই সাথে কেন, কিভাবে এবং কোথায় কাজটা করেছি সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছে সে। কারণ এখন তার সব বিভ্রান্তি, সব প্রশ্ন দূর হয়ে গেছে। সে কারণেই এর পরেই সে যোগ করল 'আমি তোমাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার পরেই,

BanglaBook.org

তাই না?' কথাটা শুনতে প্রশ্ন মনে হলেও বাস্তবে যেন নিজেকে উদ্দেশ্য করেই বলল সে।

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

এবার বিছানার পায়ের কাছে রাখা চেয়ারটায় বসল সে, তারপর সেটাকে ঠেলে দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে আমার দিক থেকে এক ইঞ্চিও নড়ল না তার পিস্তলের ব্যারেল।

'আর তারপর? লাশগুলোর কোন একটার সাথে রেখে এলে চুলগুলোকে?'

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালাম আমি।

'খবরদার!' চেঁচিয়ে উঠল গ্রিভ। দেখলাম, ট্রিগারের গায়ে বাড়ল আঙুলের চাপ। হ্যামার কক করার ঝামেলা নেই। গ্লক সেভেনটিন। লক্ষ্মী ছেলে একটা।

'এটা আমার বাম হাত,' বললাম আমি।

'ঠিক আছে। যা করার খুব আস্তে আস্তে।'

ধীরে ধীরে বাম হাতটা বের করে আনলাম আমি, তারপর প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা চুলগুলো ছুঁড়ে দিলাম টেবিলের উপরে। আমার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই একবার মাথা ঝাঁকাল গ্রিভ।

'তারমানে তুমি জানতে,' বলল সে। 'জানতে যে ট্রান্সমিটারগুলো তোমার চুলেই আছে। আমার হয়ে ও-ই তোমার চুলে লাগিয়ে দিয়েছিল ওগুলো। সে-জন্যই ওকে খুন করেছ তুমি, তাই না?'

'তাতে কি তোমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে, ক্লাস?' আরেকটু হেলান দিয়ে শুয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে পাগলের মতো, কিন্তু এই শেষ সময়ে এসে কেন যেন একটুও নার্ভাস বোধ করছি না আমি। দেহ ভয় পায় মরতে, কিন্তু আত্মার তো সে ভয় নেই।

কোন জবাব দিল না ক্লাস গ্রিভ।

'নাকি তোমার কাছে ও ছিল–কি বলে, লক্ষ্য অর্জনের একটা মাধ্যম মাত্র? ব্যবসায় লাভ করার জন্য একটা বিনিয়োগ?'

'কেন জানতে চাইছো, রজার?'

'কারণ আমি নিশ্চিত হতে চাই যে তোমার মতো মানুষের অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে, নাকি তারা শুধুই কাল্পনিক।'

BanglaBook.org

'আমার মতো বলতে?'

'তোমার মতো মানুষ, যারা ভালোবাসতে অক্ষম।'

হাসল গ্রিভ। 'প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞেস না করে আয়নার দিকে তাকালেই জবাব পেয়ে যাবে তুমি, রজার।'

'আমি একজনকে ভালোবাসতাম,' জবাব দিলাম আমি।

'বলো যে ভালোবাসার ভান করতে,' বলল ক্লাস। 'কিন্তু সত্যিই কি ভালোবেসেছিলে? কোন প্রমাণ আছে তোমার কাছে? আমি তো বরং এর উল্টো ব্যাপারটারই প্রমাণ দেখতে পাই। তোমাকে ছাড়া আর মাত্র একটা জিনিস চেয়েছিল ডায়ানা; একটা বাচ্চা। অথচ সেটা থেকেই ওকে বঞ্চিত করেছ তুমি।'

'ভবিষ্যতে যে দিতাম না এমন তো নয়।'

আবার হাসল সে। 'সিদ্ধান্ত বদল করেছ তাহলে? কখন ঘটল এটা? অনুতপ্ত স্বামীতে পরিণত হলে কবে থেকে? যখন থেকে জানলে অন্য পুরুষের সাথে শুয়ে বেড়াচ্ছে তোমার স্ত্রী, তখন থেকে?'

'অনুতাপে বিশ্বাস করি আমি,' নিচু স্বরে বললাম আমি। 'অনুতাপ এবং ক্ষমায়।'

'যদিও তার জন্য এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে,' বলল গ্রিভ। 'ডায়ানা তোমার ক্ষমাও পায়নি, তোমার সন্তানও পায়নি।'

'তোমার কাছ থেকেও তো পায়নি ও।'

'ওকে সন্তান দেয়ার কোন ইচ্ছে আমার কখনই ছিল না, রজার।'

'তা ছিল না। কিন্তু চাইলেও কখনও দিতে পারতে না। পারতে?'

'অবশ্যই পারতাম। তোমার কি মনে হয়, আমি পুরুষত্বহীন?'

দ্রুত জবাব দিল গ্রিভ। এত দ্রুত যে জবাবটা দেয়ার আগে তার কণ্ঠস্বরে চুল পরিমাণ দ্বিধার অস্তিত্ব কেবল মাছির মতো দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটা প্রাণীর পক্ষেই টের পাওয়া সম্ভব। একটা নিঃশ্বাস নিলাম আমি। 'তোমাকে দেখেছি আমি, ক্লাস গ্রিভ। তোমার ওই জায়গাটা...দেখেছি আমি।'

'কি সব উল্টোপাল্টা কথা বলছো, ব্রাউন?'

'তোমার যৌনাঙ্গকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। যদিও ইচ্ছে করে কখনই ওই অবস্থায় পড়তে চাইতাম না আমি, কিন্তু তবুও দেখতে হয়েছে।'

BanglaBook.org

দেখলাম, ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে গেল তার মুখটা। তবে কথা থামালাম না আমি।

'এলভেরামের উপকণ্ঠে, একটা ভাঙাচোরা টয়লেটে...মনে পড়ে?'

গ্রিভের মুখটা দেখে মনে হলো কিছু একটা বলতে চাইছে সে, ঠোঁটগুলো কাঁপছে। কিন্তু কোন শব্দ বের হচ্ছে না।

'সুরিনামের সেই সেলারে যখন তুমি বন্দি ছিলে, তখন কি এভাবেই তোমার পেট থেকে কথা বের করার চেষ্টা করেছিল ওরা? তোমার অণ্ডকোষের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল? থেতলে দিয়েছিল ওগুলো? নাকি কেটে ফেলেছিল ছুরি দিয়ে? তোমার যৌন কামনাকে ওরা কেড়ে নেয়নি, শুধু নিশ্চিত করেছে যেন আর কখনও বাবা হতে না পারো তুমি। তাই না? কাজ শেষে তোমার অণ্ডকোষের ক্ষতস্থানকে অপটু হাতে আবার সেলাই করে দিয়েছিল ওরা।'

থমথমে, পাথরের মতো হয়ে উঠেছে গ্রিভের মুখটা। ঠোঁটদুটো চেপে বসেছে একটার উপর আরেকটা, সরু রেখার মতো লাগছে দেখতে।

'এ থেকেই বোঝা যায় তুমি নিজেই যাকে 'সামান্য এক ড্রাগ স্মাগলার' বলেছো, তার খোঁজে কেন দিনের পর দিন জঙ্গলে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তোমাকে। পঁয়ষট্টি দিনের কথা বলেছিলে না তুমি? হ্যাঁ। কারণ ওই লোকটাই ছিল তোমার উপর অত্যাচার চালানোর হোতা, তাই না? ওই লোকটাই তোমার পুরুষত্বকে কেড়ে নিয়েছিল। বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়েছিল তোমার কাছ থেকে। প্রায় সবই তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল সে, তাই তুমি তার প্রাণটা কেড়ে নিয়েছিলে। স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক।'

সত্যি কথা বলতে, ইনবাউ, ররেইড এবং বাকলির পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপে রয়েছি আমি। যেখানে বলা হয়েছে যে অপরাধীর সামনে তার অপরাধকে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখাতে হবে। কিন্তু এখন আর গ্রিভের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রয়োজন নেই আমার। বরং আমার স্বীকারোক্তিই পেয়ে গেছে সে। আগেভাগেই। 'তোমার মনোভাবটা আমি বুঝতে পেরেছি, ক্লাস, কারণ আমিও ঠিক একই কারণে তোমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার কাছ থেকেও সব কিছু কেড়ে নিয়েছো তুমি। প্রায় সব কিছু।'

BanglaBook.org

গ্রিভের মুখ থেকে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল, যেটাকে হাসি বলে ধরে নিলাম আমি। 'আমাদের দু-জনের মধ্যে পিস্তলটা কার হাতে রয়েছে, রজার?' প্রশ্ন করল সে।

'তোমার কুত্তাটাকে যেভাবে খুন করেছি, ঠিক একইভাবে খুন করবো তোমাকেও,' জবাবে বললাম আমি।

দেখলাম, শক্ত হয়ে উঠল গ্রিভের চোয়ালের পেশিগুলো। দাঁতে দাঁত চাপল সে, সাদা হয়ে গেল আঙুলের গিঁঠগুলো।

'ব্যাপারটা তোমার মাথাতেই আসেনি, তাই না? মরার পর কাকের খাবার হয়েছে তোমার কুকুরটা। ঝুলে থেকেছে সিনড্রে আ'র ট্রাক্টরের পেছনের কাঁটায়।'

'তোমার কথা শুনে বমি আসছে আমার, রজার। বসে বসে আমাকে উপদেশ দিচ্ছ তুমি, অথচ তুমি নিজেই একটা অবলা জীবকে খুন করেছ, ভ্রূণ হত্যা করেছ।'

'ভুল বলোনি। কিন্তু হাসপাতালে তুমি যে কথাগুলো বলেছিলে তার মধ্যে একটা ভুল ছিল। তুমি বলেছিলে, আমাদের বাচ্চাটার নাকি ডাউন'স সিনড্রোম ছিল। কিন্তু ঠিক তার উল্টো। সব টেস্টেই ধরা পড়েছিল বাচ্চাটার কোন অসুবিধে নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ। তারপরেও আমি ডায়ানাকে অ্যাবোরশন করাতে রাজি করিয়েছিলাম তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, ওকে আর কারও সাথে ভাগ করে নেয়ার ইচ্ছে ছিল না আমার। এমন কথা কখনও শুনেছ? একটা শিশুর প্রতিও হিংসা তৈরি হয়েছিল আমার। সম্ভবত বেড়ে ওঠার সময় যথেষ্ট ভালোবাসা পাইনি আমি, তাই এখন সেটা পুষিয়ে নিতে চাইছি। তোমার কি মনে হয়, ক্লাস? তোমার ক্ষেত্রেও কি ব্যাপারটা একই রকম? নাকি জন্ম থেকেই একটা খাঁটি শয়তান তুমি?'

প্রশ্নটা ক্লাসের মাথায় ঢুকেছে বলে মনে হলো না, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে তার মুখে আবার সেই হতবাক অভিব্যক্তিটা ফুটে উঠেছে। পুরোদমে কাজ করতে শুরু করেছে তার মস্তিষ্ক। নতুন করে সাজাচ্ছে সব তথ্যগুলো, সিদ্ধান্তের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে দাঁড়াচ্ছে একদম গোড়ায়, যেখান থেকে সব কিছুর শুরু। সেই শুরুটা, সেই সত্যটা অবশেষে পেয়ে গেল সে। হ্যাঁ, হাসপাতালে তার মুখ থেকে বের হওয়া একটামাত্র বাক্য। '...স্রেফ ডাউন'স সিনড্রোমের কারণে যখন তাকে গর্ভপাত করাতে বাধ্য করা হয়...'

BanglaBook.org

'তাহলে এবার বলো,' পুরো ব্যাপারটা গ্রিভের উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে দেখতে পেয়ে এবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ওই কুকুরটা ছাড়া আর কখনও কাউকে ভালোবেসেছো তুমি?'

পিস্তল উঁচু করল গ্রিভ। নতুন রজার ব্রাউনের সংক্ষিপ্ত জীবনের আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকি আছে। জ্বলজ্বল করে উঠল গ্রিভের চোখজোড়া, মৃদু কণ্ঠস্বর নেমে এল ফিসফিসানিতে।

'প্রথমে আমার ইচ্ছে ছিল, তোমার কপালে স্রেফ একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবো, রজার। হাজার হোক, যথেষ্ট চালাক এবং যোগ্য একজন শিকার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছ তুমি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আগের প্ল্যানটাই ভালো ছিল। তোমার পেটে গুলি করবো আমি। মানুষের পাকস্থলীতে গুলি লাগলে কি ঘটে কখনও বলেছি তোমাকে? প্লীহা ফুটো হয়ে যায়, সেখান থেকে বেরিয়ে আসে গ্যাস্ট্রিক এসিড। নাড়িভুঁড়ি সব জ্বলে যেতে শুরু করে সেই এসিডে। তখন আমি অপেক্ষা করবো, কখন তোমাকে মেরে ফেলার জন্য আমার কাছে অনুনয় করবে তুমি, রজার। বিশ্বাস করো, সত্যিই অনুনয় করবে তুমি।'

'এত কথা না বলে গুলি করলেই কি ভালো হয় না, ক্লাস? হাসপাতালে অনেক লম্বা সময় নিয়ে ফেলেছিলে তুমি, এবারও কি তাই করতে চাইছো?'

হেসে উঠল গ্রিভ। 'ওহ, এই কথা। তুমি এখানে পুলিশকে ডেকে এনেছ বলে আমার মনে হয় না, রজার। হাজার হোক, একটা মেয়েকে খুন করেছ তুমি। আমার মতোই তুমিও একজন খুনি। তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখানে, আসবেও না।'

'ভেবে দেখো, ক্লাস। তোমার কি মনে হয়, প্যাথলজি ইউনিট থেকে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে এই চুলভর্তি প্যাকেটটা নিয়ে আসতে যাওয়ার ঝুঁকি কেন নিলাম আমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রিভ। 'খুব স্বাভাবিক। ডিএনএ নমুনা পাওয়া যেত ওই চুল থেকে। ওই একটা জিনিসকেই তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারত ওরা। পুলিশের এখনও ধারণা, নিখোঁজ লোকটার নাম ওভ জিকেরুদ। অবশ্য তুমি যদি তোমার সুন্দর নামটা ফেরত না চাও তাহলে আলাদা কথা। চুলগুলো দিয়ে অবশ্য একটা পরচুলা বানাতে পারো। ডায়ানা বলেছিল, নিজের চুলকে নাকি খুবই গুরুত্ব দাও তুমি। তোমার উচ্চতা কম হওয়ার বদলে এটাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্যবহার করতে চাও, তাই না?'

BanglaBook.org

'ঠিক,' বললাম আমি। 'কিন্তু ভুল। মাঝে মাঝে শিকারি ভুলে যায়, তার শিকারেরও একটা মাথা আছে, সেটাকে সে চিন্তা করার কাজে ব্যবহার করতে পারে। মাথাটায় চুল থাকা কিংবা না থাকায় তার চিন্তা করার শক্তিতে কোন পরিবর্তন আসে কি না জানি না। তবে এটা বলতে পারি, এই বিশেষ মাথাটায় চুলগুলো না থাকার কারণেই সে শিকারিকে একটা ফাঁদে ফেলতে পেরেছে।'

চোখ পিটপিট করল গ্রিভ। শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে তার, বুঝতে পারছি যে বাতাসে কোন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছে সে।

'আমি তো কোন ফাঁদ দেখতে পাচ্ছি না, রজার।'

'এই যে দেখো,' বলে পাশের চাদরটা এক টানে তুলে ফেললাম আমি। দেখলাম, ওভ জিকেরুদের লাশের দিকে নেমে গেল তার দৃষ্টি। স্থির হলো লাশের বুকের উপর পড়ে থাকা উজি মেশিনগানটার দিকে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন তার শরীর, পিস্তলটা স্থির হলো সরাসরি আমার কপাল বরাবর। 'কোন চালাকি করতে যেও না, রজার।'

মেশিন গানটার দিকে হাত বাড়ালাম আমি।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল গ্রিভ।

অস্ত্রটা উঁচু করে ধরলাম এবার।

গুলি করল গ্রিভ। বন্ধ ঘরের ভেতর কান ফাঁটানো আওয়াজ হলো গুলির।

এবার তার দিকে অস্ত্রটা তাক করলাম আমি। চেয়ার ছেড়ে অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছে সে, ওই অবস্থাতেই আরও একবার গুলি করল আমাকে লক্ষ্য করে। ট্রিগার চাপলাম আমি। চেপে ধরেই রাখলাম। এক রাশ সীসার টুকরো কর্কশ শব্দে বাতাস ছিড়ল, সেই সাথে ভেদ করল ওভের বাড়ির দেয়াল, চেয়ার, ক্লাস গ্রিভের কালো ট্রাউজার, ট্রাউজারের নিচে উরুর নিখুঁত পেশি, তলপেট। সেই সাথে তার যৌনাঙ্গ, যেটা ডাঁয়াসার ভেতরে প্রবেশ করেছিল। সুঠাম তলপেট, সেই সাথে পেশির সুরক্ষায় থাকা অঙ্গগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল গুলির আঘাতে।

ধপ করে আবার চেয়ারে বসে পড়ল গ্রিভ। ঠক করে মেঝেতে পড়ল পিস্তলটা। আচমকা নীরবতা নেমে এল, তারপর শোনা গেল মেঝের উপর দিয়ে একটা বুলেটের খালি খোসা গড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ। ঘাড় কাত করে তার দিকে তাকালাম আমি। তীব্র বিস্ময়ে ভরে উঠেছে গ্রিভের চোখ।

BanglaBook.org

'এখন আর পাথফাইন্ডারের চাকরিটা পাওয়ার আশা নেই তোমার, গ্রিভ। মেডিকেল টেস্টেই টিকতে পারবে না। আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি সে-জন্য। পাথফাইন্ডারের প্রযুক্তিও আর চুরি করা হবে না তোমার, যতই নিখুঁত পরিকল্পনা সাজাও না কেন। সত্যি কথা বলতে, বেশি নিখুঁত কাজ করতে গিয়েই সব গুবলেট পাকিয়েছো তুমি।'

নিচু গলায়, প্রায় নিঃশব্দে গুঙিয়ে উঠল গ্রিভ, সম্ভবত ডাচ ভাষায় বলল কিছু একটা।

'কোন খুঁত রাখতে চাওনি বলেই আজ এখানে এসেছো তুমি,' বললাম আমি। 'আমার সাথে যোগ দিয়েছ চূড়ান্ত ইন্টারভিউতে। কিন্তু একটা সত্যি কথা শুনবে? তোমার মতো একজন লোককেই আমি চাকরিটা দেয়ার জন্য খুঁজছিলাম। শুধু ধারণা নয়, বরং নিশ্চিতভাবেই জানতাম, এই চাকরির জন্য তুমিই যোগ্য। যার অর্থ হচ্ছে, চাকরিটাও তোমার উপযুক্ত। বিশ্বাস করো আমার কথা, হের গ্রিভ।'

গ্রিভ কোন জবাব দিল না, কেবল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নিজের তলপেটের দিকে। অগত্যা আবার বলে চললাম আমি।

'আজ, এই মুহূর্ত থেকে তোমাকে বলির পাঠা হিসেবে সাজানো হচ্ছে, হের গ্রিভ। আমার পাশে যেই লাশটা পড়ে আছে, সেই ওভ জিকেরুদকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত করা হচ্ছে তোমাকে,' বলতে বলতে ওভের পেটের উপর চাপড় দিলাম আমি।

আবারও গুঙিয়ে উঠে মাথা উঁচু করল গ্রিভ। 'কী সব বাজে কথা বলছো তুমি?' বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তার গলা, আবার একই সাথে জড়িয়ে আসছে, যেন প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে তার। 'আরও একটা মানুষকে খুন করে ফেলার আগে দয়া করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকো, ব্রাউন। একবার ভেবে দেখো। একেবারেই কাঁচা লোক তুমি, পুলিশের হাত থেকে কখনই বাঁচতে পারবে না। ফোন করে একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকো, তোমার যেন কোন শাস্তি না হয় সেটা আমি নিশ্চিত করবো।'

ওভের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। দেখে মনে হচ্ছে শান্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছে লোকটা। 'কিন্তু আমি তো তোমাকে খুন করবো না, গ্রিভ। তোমাকে খুন করবে ওভ জিকেরুদ। বুঝতে পারোনি?'

'না, কিচ্ছু বুঝিনি। যিশুর দোহাই, একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকো! দেখতে পাচ্ছ না যে রক্তক্ষরণে মরতে বসেছি আমি?'

BanglaBook.org

'দুঃখিত। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'দেরি হয়ে হয়ে গেছে মানে? এভাবে আমাকে মরতে দেবে তুমি?'

অন্য কিছু একটা এসে মিশেছে গ্রিভের গলায়। কি সেটা, কান্না?

'দয়া করো, ব্রাউন। এখানে, এভাবে অসহায় অবস্থায় মরার কোন ইচ্ছে নেই আমার! হাত জোড় করছি তোমার কাছে, মিনতি করছি!'

হ্যাঁ, সত্যিই কান্না। ক্লাস গ্রিভের দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লোনা পানির ধারা। খুব একটা অস্বাভাবিক বলা যায় না অবশ্য। বিশেষ করে, পেটে গুলি খাওয়ার ব্যাপারে একটু আগে তার বলা কথাগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে। দেখতে পাচ্ছি, ট্রাউজারের পায়ের দিক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে চকচকে প্রাডা জুতোগুলোকে। অনুনয় করেছে সে। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পর আর আত্মসম্মান ধরে রাখতে পারেনি। শুনেছি কেউই পারে না। যারা পারে, তারা আসলে হতবিহ্বল হয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলে। গ্রিভের জন্য সবচেয়ে বড় অবমাননাকর ব্যাপারটা হলো, তার এই অসহায় মৃত্যুর অনেকগুলো সাক্ষি তৈরি হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরও হবে।

আমি জিকেরুদের বাড়িতে ঢোকার পনেরো সেকেন্ড পরেই ট্রিপোলিসের অফিসে চালু হয়ে গেছে অ্যালার্ম, সিসিটিভিগুলো রেকর্ড করতে শুরু করেছে সব। কারণ, ওই পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে পাসওয়ার্ড বক্সে নির্দিষ্ট সংকেত, 'নাতাশা' লিখিনি আমি। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম, মনিটরের সামনে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রিপোলিসের কর্মিরা, অবাক হয়ে দেখছে মনিটরে ঘটে চলা নির্বাক সিনেমার দৃশ্যগুলো। যে সিনেমায় গ্রিভই হচ্ছে একমাত্র অভিনেতা। তার ঠোঁট নড়তে দেখছে সবাই, কিন্তু কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। গ্রিভ যে গুলি করেছে এবং নিজেও গুলি খেয়েছে এটা দেখেছে সবাই, সেই সাথে নিশ্চয়ই ওকে গালিগালাজ দিয়েছে বিছানা বরাবর একটা ক্যামেরা না রাখার জন্য।

ঘড়ি দেখলাম আমি। অ্যালার্ম বাজার পর চার মিনিট পেরিয়ে গেছে। আন্দাজ করা যায়, তিন মিনিট আগেই ট্রিপোলিসের অফিস থেকে জানানো হয়েছে পুলিশকে। পুলিশ আবার ফোন করেছে ডেল্টাকে, এ ধরণের ক্ষেত্রে যাদের ব্যবহার করা হয়। ডেল্টা টিমের প্রস্তুত হতে কিছু সময় লাগে। সেন্টার থেকে টনসেনহাগেনের দূরত্বও অনেকখানি। সবই অবশ্য আমার আন্দাজ, তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, প্রথম পুলিশ

BanglaBook.org

কারটা এখানে পৌছাবে খুব বেশি হলে পনেরো মিনিট পর। সেই হিসেবে চিন্তা করলে আর দেরি করার কোন মানে হয় না। গ্লকের ম্যাগাজিনে সতেরোটা গুলি ধরার কথা। তার মধ্যে দুটো গুলি ফায়ার করেছে গ্রিভ।

'শোনো, ক্লাস,' মাথার পেছন দিকের জানালাটা খুলে দিতে দিতে বললাম আমি। 'শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। পিস্তল তুলে নাও। যদি আমাকে গুলি করতে পারো, তাহলে আশা করি নিজের জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্সও ডাকতে পারবে।'

শূন্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। বরফ ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাস এসে ঢুকল ঘরের ভেতর। শীতকাল এসে গেছে, আর কোন সন্দেহ নেই।

'কি হলো,' বললাম আমি। 'দ্বিধা করছো কেন? কিই বা হারানোর আছে তোমার?'

মনে হলো এবার যেন কথাটা ঢুকল গ্রিভের মস্তিষ্কে। চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্রতায় লাফ দিল সে, এমন আঘাতের পরেও যেটা আমি একেবারেই আশা করিনি। মেঝের উপর পড়েই তুলে নিল পিস্তলটা। মেশিন গানের সীসার তৈরি নরম, ভারি, বুলেটগুলো কাঠের চলটা ওঠাল তার দু-পায়ের মাঝখানের মেঝেতে। কিন্তু বুলেটের ঝড় আরও একবার তার দেহ স্পর্শ করার আগেই, তার বুক এবং উভয় ফুসফুসকে ফুটো করার আগেই একটা গুলি করতে পারল সে। একটা মাত্র গুলি। তারপরই ঘড়ঘড়ে শব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল ক্লাস গ্রিভ। বুলেটের গর্জন তখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে পারেনি ঘরের ভেতর থেকে। কয়েক মুহূর্ত পর থেমে গেল সেটাও, পরিপূর্ণ নীরবতা নেমে এল ভেতরে। মৃত্যুর মতো নীরবতা। কেবল নিচু স্বরে গান গেয়ে চলল বাতাস। নির্বাক সিনেমাটা থেমে গেছে। ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়া শীতল তাপমাত্রায় জমে গেছে যেন তার শেষ দৃশ্যে।

খেলা শেষ।

BanglaBook.org

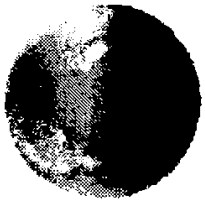

পঞ্চম অংশ

পরের মাসে শেষ ইন্টারভিউ

নিউজ টুনাইট

নিউজ টুনাইট নামে যে অনুষ্ঠানটি টিভিতে দেখানো হয় তার শুরুতে গিটারের হালকা একটা মিউজিক বাজে। বাজনাটা চটুল আঁচের, শুনলেই মনে পড়ে কোমর দুলিয়ে নাচ আর নানা রঙিন পানীয়তে ভর্তি কোন পার্টির কথা। এখানে যে কঠিন বাস্তব, রাজনীতি এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা, অথবা আজ রাতের যে বিষয়বস্তু, অর্থাৎ অপরাধ নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটা বোঝার কোন উপায় নেই। বাজনাটা অবশ্য সংক্ষিপ্ত, বোঝাতে চাওয়া হয় যে নিউজ টুনাইটে কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয় না। যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য নিয়ে ব্যবচ্ছেদ চলে এখানে, আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট হয় না।

আর সে কারণেই হয়তো আজকের অনুষ্ঠানের শুরুটা হলো স্টুডিও থ্রিতে অবস্থিত ক্যামেরার চোখে অতিথিদের দেখানোর মাধ্যমে। উপর থেকে নিচে নেমে এল ক্যামেরা, তারপর এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরে গিয়ে সবাইকে ধারণ করল। সব শেষে দেখানো হলো উপস্থাপক ওড জি ডাইবডের মুখ। প্রাথমিক বাজনা থেমে যাওয়ার সাথে সাথে হাতে ধরা কাগজগুলো থেকে মুখ তুলে চোখ থেকে রিডিং গ্লাসটা খুলল সে। সম্ভবত প্রোডিউসারের আইডিয়া; সে নিশ্চয়ই ভেবেছে উপস্থাপকের এই কাজটার মাধ্যমে ইঙ্গিত দেয়া যাবে, আজকের খবরটা একেবারেই সদ্য পাওয়া, উপস্থাপক নিজেই সেটা এইমাত্র পড়ে শেষ করল।

ডাইবডের চুলগুলো ঘন, ছোট করে ছাটা। কপালের দু-পাশে ধূসর হয়ে আসতে শুরু করেছে। বয়সে চিরস্থায়ী চল্লিশের ছাপ। ত্রিশ বছর বয়সেও তাকে দেখে চল্লিশ বছর বয়সী বলে মনে হতো, আবার এখন এই পঞ্চাশে এসেও তার চেহারা কিছুই বদলায়নি। সমাজবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছে ডাইবড। বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনা, সপ্রতিভ বাচনভঙ্গি এবং অধ্যবসায়ী মানসিকতার অধিকারী। তবে চ্যানেল কন্ট্রোলারের কাছ থেকে এই

BanglaBook.org

অনুষ্ঠানের উপস্থাপকের দায়িত্ব পাওয়ার পেছনে তার এই গুণগুলো কাজ করেনি। জীবনের অর্ধেকটা সময় সংবাদপাঠকের পেশায় কাটিয়েছে সে, এই যোগ্যতার কারণেই অনুষ্ঠান সঞ্চালকের দায়িত্ব পেয়েছে। সংবাদপাঠক হিসেবে যদিও তার কাজ বলতে ছিল শুধু আগে থেকে তৈরি করে রাখা লেখা দেখে দেখে পড়ে যাওয়া, সেই সাথে সঠিক স্যুট এবং সঠিক টাই পরে চেহারায় সঠিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যাওয়া। তবে তার অভিব্যক্তি এবং টাই নির্বাচন এতটাই নিখুঁত হতো যে নরওয়ের যে কোন জীবিত মানুষের চাইতে তার কথা মানুষ বেশি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। আর তার এই বিশ্বাসযোগ্যতাকেই কাজে লাগিয়েছে নিউজ টুনাইট নামের অনুষ্ঠানটা। অদ্ভুত হলেও সত্যি, নিজের রেটিং নিয়ে সে আত্মতুষ্টিতে ভোগে এবং বেশিরভাগ সময় সবচেয়ে লাভজনক খবরগুলোকেই বেছে নেয়–এই মর্মে বেশ কয়েকবার স্বীকারোক্তি দেয়ার পরেও তাতে যেন ডাইবডের সুখ্যাতির পারদ আরও চড়েছে। তার লক্ষ্য থাকে মানুষের মাঝে উত্তেজনা এবং আবেগ তৈরি করা, তাদের মনে সন্দেহ বা মতামতের পার্থক্য তৈরি করা নয়। যদিও এই ধরণের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে খবরের কাগজের বিভিন্ন আর্টিকেল। কিন্তু তাকে প্রশ্ন করা হলে সে জবাব দেয় 'রাজপরিবার, সমকামিদের সন্তান দত্তক নেয়া, অন্যান্য দুর্নীতির খবরগুলো অন্যান্য মিডিয়া অপারেটরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কি লাভ, যদি আমরা সেগুলো নিউজ টুনাইটে নিয়ে আসতে পারি?'

নিউজ টুনাইটের সাফল্য আকাশচুম্বি, ওড জি ডাইবড ইতোমধ্যেই একজন তারকায় পরিণত হয়েছে। এত বড় তারকা যে সমস্ত দেশের সামনেই স্ত্রীর সাথে দীর্ঘ বিবাদ এবং পরবর্তিতে ডিভোর্সের পরেও চ্যানেলের অন্যতম এবং অল্পবয়স্ক নারী তারকাকে বিয়ে করতে সক্ষম হয়েছে সে।

'আজ রাতে আমরা দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি,' ক্যামেরার দিকে তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বলল সে। কণ্ঠস্বরে ইতোমধ্যেই হালকা উত্তেজনার আভাস। 'প্রথম বিষয়টি হলো নরওয়ের ইতিহাসে অন্যতম নাটকিয় কয়েকটি খুনের ঘটনা। প্রায় এক মাসের

BanglaBook.org

জোরাল তদন্তের পর অবশেষে পুলিশের কাছ থেকে বিবৃতি পাওয়া গেছে যে তারা তথাকথিত গ্রিভ কেসের সকল রহস্যকে উন্মোচিত করেছে। সব মিলিয়ে আটটি খুন সংঘটিত হয়েছে এই কেসে। এলভেরামের উপকণ্ঠে এক লোককে গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করা হয়েছে, তার নিজের খামারবাড়িতে। চুরি করা একটা ট্রাকের সাহায্যে ধাক্কা দিয়ে খুন করা হয়েছে চার পুলিশ সদস্যকে। অসলোয় নিজ বাড়িতে খুন হয়েছে এক নারী। আর সব ঘটনার শেষে এই কেসের প্রধান দুই আসামি পরস্পরকে গুলি করে খুন করেছে অসলোর টনসেনহাগেনের এক বাড়িতে। এই নাটকের শেষ দৃশ্যটি রেকর্ড হয়ে গেছে ক্যামেরায়, কারণ ওই বাড়িটি ছিল সিসিটিভির আওতায়। ভিডিওটি ইতোমধ্যেই ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছে, গত কয়েক সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই ঘটনার সাক্ষি হয়েছে।'

গলায় আবেগের মাত্রা কয়েক পর্দা বাড়িয়ে দিল ডাইবড।

'এবং, এই ভয়ানক ঘটনাগুলোর ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে এক বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর্ম। গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল পিটার পল রুবেনসের বিখ্যাত ছবি দ্য ক্যালিডোনিয়ান বোর হান্ট। কেউ কেউ ধরে নিয়েছিল যে সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু গত চার সপ্তাহ আগে ছবিটিকে খুঁজে পাওয়া গেছে...' এই পর্যায়ে এসে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল ডাইবড, ফলে আটকে গেল তার কথার স্রোত। '...ন-নরওয়ের এক ভগ্নপ্রায় টয়লেটে!'

ভূমিকা হিসেবে যথেষ্ট বলেছে ডাইবড। এবার সময় হয়েছে তার কাছ থেকে অন্য কারও কাছে বিবরণীর দায়িত্ব পৌছে দেয়ার।

'আজ আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি এই গ্রিভ কেসের উপর আলোকপাত করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। ব্রিড স্পার...'

এক মুহূর্ত বিরতি নিল ডাইবড, কারণ এটা হচ্ছে কন্ট্রোল রুমে অবস্থানরত প্রোডিউসারের প্রতি ক্যামেরা থ্রি থেকে ক্যামেরা টু'তে সরে যাওয়ার সংকেত। স্টুডিওতে উপস্থিত একমাত্র অতিথির উপর স্থির হলো ক্যামেরার চোখ, পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে তাকে। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন,

BanglaBook.org

সোনালি চুলের একজন লোক। সরকারি চাকুরের হিসেবে বেশ দামি একটা স্যুট তার পরণে, বুকখোলা শার্ট। মাদার-অব-পার্লের বোতাম, খুব সম্ভব এলি-র যে স্টাইলিস্টের সাথে সে গোপনে–অথবা, প্রায় গোপনে প্রেম করছে তার ডিজাইন করে দেয়া। নারী দর্শকদের কেউই আগামি কিছুক্ষণের জন্য চ্যানেল বদলাতে পারবে না।

'এই খুনগুলোর তদন্তে তো আপনিই ক্রিপোসকে নিয়ে এসেছেন। পুলিশ ফোর্সে আপনার প্রায় পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা। এই দীর্ঘ কর্মজীবনে কখনও কি এমন কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন?'

'প্রতিটা কেসই আলাদা,' সপ্রভিত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল ব্রিড স্পার। এই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেই যে তার সেলফোনটা নানা ধরণের মেসেজে ভরে উঠবে সেটা বোঝার জন্য জ্যোতিষি হওয়া লাগে না। কোন মহিলা হয়তো স্পার সিংগেল কি না জানতে চাইবে, তার সাথে কফি খাওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাবে। অসলোর ঠিক উপকণ্ঠেই বাস করে এমন এক সিংগেল মাদার, যার একটা গাড়ি আছে, আগামি সপ্তাহে হাতে আছে প্রচুর ফাঁকা সময়। কোন এক তরুণ, যার অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং সুপুরষদের পছন্দ। কেউ কেউ হয়তো এসব হালকা কথাবার্তার ধার না ধরে সরাসরি একটা ছবি পাঠিয়ে দেবে। এমন একটা ছবি যেটা তাদের পছন্দ–সুন্দর হাসি, হেয়ারড্রেসারের কাছ থেকে সাজিয়ে আনা চুল, সুন্দর পোশাক, বুকের ভাঁজ বোঝা যায় এমন। অথবা চেহারা ছাড়া, কেবল শরীরের ছবি। অথবা পোশাকবিহীন অবস্থায়, কে জানে?

'তবে এ কথা অবশ্যই ঠিক যে আটটি খুন হয়ে যাওয়ার পর আর তাকে সাধারণ কোন অপরাধের ঘটনা বলার উপায় থাকে না,' নিজের সুপরিচিত খসখসে গলায় বলল স্পার। তারপর যখন বুঝতে পারল যে নির্লিপ্ততা সামান্য বেশি দেখানো হয়ে যাচ্ছে তখন যোগ করল, 'সেটা আমাদের দেশে হোক আর আমাদের সাথে তুলনীয় এমন অন্য কোন দেশেই হোক।'

'ব্রিড স্পার,' বলল ডাইবড। ইচ্ছে করেই অনুষ্ঠানের মাঝে অতিথিদের নাম বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করে সে, যাতে দর্শকদের মনে সেটা

BanglaBook.org

স্পষ্টভাবে গেঁথে যায়। 'এটা এমন একটা কেস যাতে এমনকি আন্তর্জাতিক মনোযোগও আকৃষ্ট হয়েছে। আটজন মানুষের খুন হয়ে যাওয়া ছাড়াও আরেকটু ঘটনা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা হলো এই কেসের সাথে একটি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পকর্মের জড়িত থাকা। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। অন্তত শিল্পবোদ্ধাদের কাছে ছবিটি বেশ সুপরিচিত।'

'তার মানে, এখন ছবিটিকে বিশ্ববিখ্যাত বলতে আমাদের আর কোন বাধা রইল না!' উত্তেজিত গলায় বলে উঠল ডাইবড। স্পারের চোখে চোখ রাখতে চেষ্টা করল সে, সম্ভবত অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে দু-জনের মধ্যে তৈরি হওয়া কোন চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে। বলতে চাইছে, তাদের দু-জনকে একসাথে কাজ করতে হবে, যাতে অসাধারণ একটা গল্প শোনাতে পারে তারা। ছবিটার গুরুত্ব যদি কমে যায়, তাহলে তার অর্থ হবে গল্পটার আকর্ষণও কমে যাওয়া।

'এছাড়াও, ক্রিপোস যখন এই কেসের তদন্ততে নামল, তখন তাদের হাতে কোন সন্দেহভাজন বা সাক্ষি ছিল না। সেই কথা মাথায় রাখলে রুবেনসের এই ছবিটি তাদের তদন্ততে অনেক সহায়তা করেছে। আমি কি ঠিক বলেছি, ইনস্পেক্টর স্পার?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

'আগামিকাল আপনি এই কেসের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে যাচ্ছেন। তবে আমি আশা করবো, আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে গ্রিভ কেসের ঘটনাগুলো খুলে বলতে আপনার কোন আপত্তি থাকবে না। শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত কি কি ঘটেছে তা শোনার জন্য অধীর হয়ে আছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল ব্রিড স্পার। তবে কথা বলতে শুরু করার বদলে সামনের ডেস্কে রাখা পানির গ্লাসটা তুলে নিল সে, ছোট্ট একটা চুমুক দিল। ফ্রেমের ডান কোণে দেখা যাচ্ছে ডাইবডকে, হাসি ফুটল তার মুখে। এই ছোট্টো নাটকিয়তাটুকু নিশ্চয়ই আগেই সাজিয়ে নিয়েছিল দু-জন। ছোট্ট একটা বিরতি, যার ফলে দর্শকদের উত্তেজনার মাত্রা আরও বেড়ে যাবে, চোখ কান

BanglaBook.org

খাড়া করে সামনে এগিয়ে বসবে তারা। অথবা এমনও হতে পারে যে এটা একান্তই স্পারের নিজস্ব কোন ভঙ্গি। যাই হোক না কেন, এবার হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো সে, লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল।

'আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই জানেন যে ক্রিপোসে যোগ দেয়ার আগে আমি ছিলাম রবারিস ইউনিটে। গত দুই বছরে অসলোয় ঘটে যাওয়া বেশ কিছু চিত্রকর্ম চুরির ঘটনায় তদন্তে নামতে হয়েছে আমাকে। ঘটনাগুলো সবই ছিল একই রকম, ফলে আমার ধারণা হয়েছিল যে নির্দিষ্ট একটা দল এই অপরাধগুলোর পেছনে দায়ি। একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে ট্রিপোলিস নামের সিকিউরিটি কোম্পানির উপরে আমাদের সন্দেহ ছিল, কারণ যে সব বাড়িতে চুরি হয়েছে তাদের বেশিরভাগই ছিল ট্রিপোলিসের গ্রাহক। আর এখন আমরা জানি যে এই চুরিগুলোর পেছনে জড়িত ছিল এমন একজন লোক ছিল ট্রিপোলিসের কর্মকর্তা। গ্রাহকদের বাড়ির চাবি ইচ্ছে করলেই সংগ্রহ করতে পারত ওভ জিকেরুদ, একই সাথে অ্যালার্মও বন্ধ করে দিতে পারত। এছাড়াও এখন এটা পরিস্কার যে, ট্রিপোলিস সিস্টেমের ডাটাবেস থেকে চুরি করে সিকিউরিটি সিস্টেমে ঢোকার তথ্যও মুছে দিতে পারত সে। আমাদের ধারণা জিকেরুদ নিজেই এই চুরিগুলো করত। তবে এটাও ঠিক, ছবির দুনিয়া সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে এমন কাউকে দরকার হতো তার, যে অসলোর অন্যান্য সমঝদারদের সাথে কথা বলতে পারে, জিকেরুদকে জানাতে পারে, কোন ছবিটা কোথায় রয়েছে।'

'তাহলে এখানেই কাহিনীতে আগমন ঘটছে ক্লাস গ্রিভের?'

'হ্যাঁ। অস্কার্স গেটে তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ছবির বেশ ভালো রকমের সংগ্রহ ছিল তার। এছাড়াও বিভিন্ন গ্যালারি, বিশেষ করে গ্যালারি ই'তে সময় কাটাত সে, অন্যান্য শিল্প সমালোচকদের সাথে আলাপ করত। সেখানে তার উপর নজরও রাখা হতো। এই জায়গাগুলো থেকেই সে জানতে পারত কার কাছে দামি চিত্রকর্ম আছে, অথবা কার কাছ থেকে এগুলোর খোঁজ জানা যাবে। এই তথ্যগুলো সে আবার জিকেরুদের কাছে পাঠাত।'

'ছবিগুলো চুরি করার পর সেগুলো নিয়ে কি করত জিকেরুদ?'

BanglaBook.org

'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সূত্রের কাছ থেকে আমরা গোথেনবার্গে এক চোরাকারবারীর সন্ধান পেয়েছি, যে চুরি করা মালামাল কেনাবেচার সাথে জড়িত। লোকটার নাম অনেক আগে থেকেই আছে পুলিশের খাতায়, ইতোমধ্যেই জিকেরুদের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে সে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই লোকটি আমাদের সুইডিশ সহকর্মিদের কাছে জানিয়েছে, শেষবার যখন তার সাথে জিকেরুদের কথা হয় তখন জিকেরুদ তাকে জানিয়েছিল যে রুবেনসের ছবিটা খুব তাড়াতাড়িই তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেই লোকটি আরও বলেছে যে কথাটা তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল। সেই ছবি অথবা জিকেরুদ–কেউই শেষ পর্যন্ত গোথেনবার্গে পৌছাতে পারেনি...'

'না, তা পারেনি,' ভারি গলায় জবাব দিল ডাইবড, যদিও সেটা তার অভিনয়। 'কিন্তু কি ছিল তার কারণ?'

আবার কথা বলতে শুরু করার আগে এক টুকরো বাঁকা হাসি ফুটল স্পারের ঠোঁটে, যেন উপস্থাপকের অভিনয়টা দেখে মজা পেয়েছে সে। 'আমরা যতদূর বুঝতে পারছি, জিকেরুদ এবং গ্রিভ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, গোথেনবার্গের ওই বিক্রেতার সাথে তারা আর সম্পর্ক রাখবে না। ছবিটাকে সম্ভবত নিজেরাই বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা। এখানে মনে রাখতে হবে যে ছবিটা যে বিক্রি করে দিচ্ছে সে কিন্তু দামের পঞ্চাশ শতাংশ নিজের কাছেই রেখে দিচ্ছে। রুবেনসের এই বিশেষ ছবিটার দাম কিন্তু ইতোপূর্বে তারা যে-সব ছবি চুরি করেছে তার চাইতে অনেক বেশি। এক ডাচ টেকনোলজি কোম্পানির প্রাক্তন সিইও হিসেবে রাশিয়া এবং ওই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের অনেক জায়গাতেই পরিচিত লোকজন ছিল গ্রিভের। তাদের সবাই যে আইনের পক্ষের লোক এমনও নয়। গ্রিভ এবং জিকেরুদ দেখল যে সমস্ত জীবনের জন্য নিজেদের আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার এই একটাই উপায় আছে তাদের সামনে।'

'কিন্তু এমনিতে তো গ্রিভকে বেশ সচ্ছল বলেই মনে হতো, তাই না?'

'সে নিজে যে টেকনোলজি কোম্পানির সিইও এবং আংশিক মালিক ছিল তাদের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। সে নিজেও ওই পদটা

BanglaBook.org

হারিয়েছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে, তার জীবনযাত্রা ছিল বেশ বিলাসবহুল। আমরা এটাও জানতে পেরেছি হর্টেনের একটা নরওয়েজিয় কোম্পানিতে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিল সে।'

'তাহলে জিকেরুদ এবং গ্রিভ ঠিক করল ছবিটা তারা নিজেরাই বিক্রি করবে। সে কারণে তারা চোরাই ছবির কেনাবেচাকারি লোকটার কাছে গেল না। কিন্তু তারপর কি ঘটল?'

'সম্ভাব্য ক্রেতাকে খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত ছবিটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখার দরকার ছিল তাদের। কয়েক বছর আগে সিনড্রে আ'র কাছ থেকে একটা কেবিন ভাড়া নিয়েছিল জিকেরুদ, এবার সেখানে চলে গেল তারা।'

'জায়গাটা এলভেরামের ঠিক বাইরে, তাই না?'

'হ্যাঁ। প্রতিবেশীরা বলেছে, কেবিনটা খালিই পড়ে থাকত। মাঝে মাঝে দুটো লোককে আসতে দেখা যেত ওখানে, কিন্তু কারও সাথে কথা বলত না তারা। দেখে মনে হতো যেন দুই পলাতক আসামি।'

'আপনার ধারণা যে তারা ছিল গ্রিভ এবং জিকেরুদ?'

'ওরা দু-জনেই ছিল প্রথম শ্রেনীর পেশাদার লোক, অন্য লোকজনের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। কেউই চায়নি এমন কোন চিহ্ন তৈরি হোক যাতে ওদের দু-জনের মধ্যে কেউ কোন সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। ওদের দু-জনকে একসাথে দেখেছে এমন কোন সাক্ষি নেই আমাদের কাছে, এমনকি ওদের মধ্যে যে ফোনে কথা হয়েছে এমন কোন রেকর্ডিংও নেই।'

'বুঝলাম। কিন্তু তারপরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটার কথা কেউই চিন্তা করতে পারেনি। তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ঘটনাটা ঠিক কি ছিল তা আমরা জানি না। ছবিটা লুকিয়ে রাখার জন্য ওই কেবিনে গিয়েছিল তারা। যেখানে এত টাকার ব্যাপার সেখানে সঙ্গির উপর সন্দেহ চলে আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, যদিও আগে তার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল...খুব সম্ভব ঝগড়া শুরু হয়েছিল ওদের মধ্যে। দু-জনই সম্ভবত নেশাগ্রস্ত ছিল। ওদের শরীরে মাদকের চিহ্ন পেয়েছি আমরা।'

BanglaBook.org

'মাদক?'

'হ্যাঁ। কেটালার এবং ডরমিকামের একটা মিশ্রণ। শক্তিশালী মাদক, অসলোতে সাধারণত মাদক হিসেবে এর ব্যবহার খুবই কম। তাই আমরা ধারণা করছি যে এটা নিশ্চয়ই আমস্টারডাম থেকে নিজের সাথে নিয়ে এসেছিল গ্রিভ। এই মাদক নেয়ার ফলে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল তারা, এক পর্যায়ে নিজেদের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। ফলে শেষ পর্যন্ত দু-জন মিলে সিনড্রে আ'কে খুন করল তারা। তারপর–'

'এক সেকেন্ড,' বাধা দিল ডাইবড। 'এই প্রথম খুনের ঘটনাগুলো ঠিক কিভাবে ঘটল সেটা যদি দর্শকদের একটু বুঝিয়ে বলেন তাহলে খুবই ভালো হয়।'

একটা ভ্রু উঁচু করল স্পার, যেন উপস্থাপকের কাছ থেকে এমন রক্তপিপাসু ধরণের প্রশ্ন আশা করেনি সে। তারপর হাল ছেড়ে দিল।

'ঘটনাগুলোকে আমরা আন্দাজ করে নিয়েছি, কারণ এর বেশি কিছু করার ছিল না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জিকেরুদ এবং গ্রিভ নিশ্চয়ই গিয়ে হাজির হয়েছিল সিনড্রে আ'র কাছে, বেসামাল হয়ে নিজেদের চুরি করা বিখ্যাত পেইন্টিংটার কথা জানিয়ে দিয়েছিল তাকে। সিনড্রে আ তখন ওদের হুমকি দিল, অথবা সত্যিই পুলিশের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করল। এই পর্যায়ে ক্লাস গ্রিভ তার গলায় ফাঁস পেঁচিয়ে খুন করল তাকে।'

'ফাঁস বলতে?'

'কাজটা করার জন্য সরু তার বা নাইলনের দড়ি ব্যবহার করেছিল সে। শিকারের গলায় পেঁচিয়ে টান দেয়া হয় এতে, ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়।'

'সে মারা যায়, তাই তো?'

'উম...হ্যাঁ।'

কন্ট্রোল রুমের ভেতরে একটা বোতামে চাপ দেয়া হলো। লাইভ মনিটরে দেখানো দৃশ্যটা দেখতে পেল হাজার হাজার টিভি দর্শক–স্পারের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাচ্ছে ওড জি ডাইবড, চেহারায় খেলা করছে আতঙ্ক এবং বিহ্বলতা মেশানো একটা অভিজ্ঞতা। ব্যাপারটা

BanglaBook.org

দর্শকদের মনে গেঁথে যাওয়ার জন্য সময় দিচ্ছে সে। এক, দুই, তিন সেকেন্ড। টিভির জন্য তিনটে বছর। ধরে নেয়া যায়, ঘাম ছুটে গেছে প্রোডিউসারের। তারপর অবশেষে নীরবতা ভাঙল ডাইবড। 'কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে, গ্রিভই খুনটা করেছিল?'

'ফরেনসিক নমুনায় নিশ্চিত হওয়া গেছে। গ্রিভের জ্যাকেটের পকেটে পরবর্তিতে ফাঁসটা খুঁজে পেয়েছি আমরা। সিনড্রে আ'র রক্ত এবং গ্রিভের চামড়ার অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে ওতে।'

'তার মানে এখন আপনারা নিশ্চিত, আ যখন খুন হয় তখন গ্রিভ এবং জিকেরুদ দু-জনই সেখানে উপস্থিত ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এটাও কি ফরেনসিক নমুনা থেকে নিশ্চিত হয়েছেন?'

একটু নড়েচড়ে বসলো স্পার। 'হ্যাঁ।'

'কি নমুনা সেটা?'

খুক খুক করে একটু কেশে আড়চোখে একবার ডাইবডের দিকে তাকাল স্পার। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে। স্পার হয়তো ডাইবডকে বলেছিল বেশি খুঁটিনাটি প্রশ্ন না করতে, কিন্তু ডাইবড ভেবেছে যে গল্পটাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার জন্য এগুলোর দরকার আছে।

নিজেকে সামলে নিল স্পার। বলল, 'সিনড্রে আ'র শরীরে কিছু নমুনা পেয়েছি আমরা। মানুষের মলের চিহ্ন পাওয়া গেছে সেখানে।'

'মল?' বাধা দিয়ে বলল ডাইবড। 'মানুষের মল? মানে বজ্য?'

'হ্যাঁ। সেটাকে ডিএনএ এনালাইসিসের জন্য ল্যাবে পাঠিয়েছিলাম আমরা। বেশিরভাগই ওভ জিকেরুদের সাথে মিলে যায়। তবে কিছুটা অংশের সাথে ক্লাস গ্রিভের ডিএনএ-র মিলও পাওয়া গেছে।'

দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে দিল ডাইবড। 'ওখানে আসলে হচ্ছিল কি, ইনস্পেকটর ডাইবড?'

'সত্যি কথা বলতে, নিখুঁত একটা ছবি দাঁড় করানো খুব কঠিন। কিন্তু আমাদের ধারণা যে গ্রিভ এবং জিকেরুদ...' আরও কিছুক্ষণের নীরবতা।

BanglaBook.org

'...পরস্পরের শরীরে নিজেদের মল মাখিয়ে দিয়েছিল। কিছু কিছু লোক যে এই কাজ করে বিকৃত আনন্দ পায় সেটা ইতোমধ্যেই জানা গেছে।'

'আপনি বলতে চাইছেন, অত্যন্ত অসুস্থ মানসিকতার দুটো লোককে নিয়ে কথা বলছি আমরা?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া, আগেই তো বলেছি, তারা নেশাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু আপনার কথাও সত্যি, এটা নিঃসন্দেহে অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়।'

'কাহিনী তো এখানেই শেষ নয়, তাই না?'

'না।'

একটা আঙুল উঁচু করল ডাইবড, ছোট্ট বিরতি নেয়ার সংকেত। চুপ হয়ে গেল স্পার। এখন পর্যন্ত তথ্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো দর্শকদের হজম করার জন্য একটু সময় দেয়া দরকার। এর পর যে তথ্যগুলো জানা যাবে সেগুলোর জন্যেও তাদের একটু প্রস্তুত হওয়ার সময় দিতে হবে। বিরতি শেষে আবার কথা বলতে শুরু করল ইন্সপেক্টর।

'ক্লাস গ্রিভ তার সাথে করে একটা কুকুর নিয়ে এসেছিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থার কারণেই হয়তো সেটাকে নিয়ে এক ভয়ানক খেলার বুদ্ধি আসে ওভ জিকেরুদের মাথায়। কুকুরটাকে একটা ট্রাক্টরের পেছনে যে কাঁটাগুলো থাকে তাতে গেঁথে ঝুলিয়ে দেয় সে। কিন্তু কুকুরটা ছিল শিকারি প্রজাতির, বেশ শক্তিশালী। ফলে কাজটা করতে গিয়ে ঘাড়ে কামড় খায় জিকেরুদ। এরপর সে ট্রাক্টরটাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, কুকুরটাকে ওই অবস্থায় রেখেই ঘুরে বেড়াতে শুরু করে রাস্তায়। প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত ছিল সে, ঠিকমতো চালাতে পারছিল না ট্রাক্টরটা। অন্য এক ড্রাইভার তাকে রাস্তায় থামিয়ে দেয়। সেই ড্রাইভারের অবশ্য কোন ধারণাই ছিল না যে এখানে কি ঘটছে। যে কোন স্বাভাবিক নাগরিকের মতোই আচরণ করে সে–আহত জিকেরুদকে নিজের গাড়িতে উঠিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।'

'মানুষের চরিত্রে...কত পার্থক্য,' মন্তব্য করল ওড জি ডাইবড।

'ঠিকই বলেছেন আপনি। এই ড্রাইভারের কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি, জিকেরুদকে যখন সে খুঁজে পায়, তখন তার সমস্ত শরীরে লেগে ছিল তার নিজেরই মল। তার ধারণা ছিল যে জিকেরুদ নিশ্চয়ই কোন আবর্জনার

BanglaBook.org

গর্তে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু হাসপাতালের কর্মচারিরা যারা জিকেরুদকে গোসল করিয়েছিল তারা তাকে জানায় যে ময়লাগুলো আসলে মানুষের বর্জ্য, কোন পশুপাখির নয়। বলা বাহুল্য যে কর্মচারিদের কাছে কাজটা বেশ...বেশ...'

'জিকেরুদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কি হলো?'

'জিকেরুদের তখন অর্ধ্ব চেতন অবস্থা। সেই অবস্থাতেই তাকে গোসল করানো হয়, ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করা হয় এবং বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়।'

'ওই হাসপাতালেই তার রক্তে মাদকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তাই না?'

'না, তা নয়। জিকেরুদের শরীর থেকে রক্তের নমুনা নেয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণ কিছু পরীক্ষা শেষে সেগুলো আবার ধ্বংস করে ফেলা হয়। তার রক্তে মাদকের উপস্থিতি আমরা চিহ্নিত করেছি পোস্টমর্টেমের সময়।'

'বেশ। তবে এর আগের কিছু ঘটনা সম্পর্কে এখনও জানার আছে আমাদের। জিকেরুদকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো, ওদিকে গ্রিভ তখনও সেই খামারবাড়িতে। তারপর কি ঘটল?'

'জিকেরুদ যখন ফিরে এল না, তখন গ্রিভের মনে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগল। ট্রাক্টরটা যে উধাও হয়েছে এটাও দেখতে পেল সে। তখন নিজের গাড়ি নিয়ে বের হয়ে খুঁজে বেড়াতে শুরু করল সঙ্গিকে। আমাদের ধারণা যে গ্রিভের গাড়িতে একটা পুলিশ রেডিও ছিল, সেটার মাধ্যমেই সে জানতে পারে, ট্রাক্টরটা খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। সকালে সেই একই মাধ্যমে আরও জানতে পারে যে সিনড্রে আ'র লাশটাও খুঁজে পেয়েছে তারা।'

'বুঝলাম। তার মানে, এখন বিপদে পড়ে গেল গ্রিভ। সঙ্গির খোঁজ জানা নেই, ওদিকে সিনড্রে আ'র মৃতদেহটা পেয়ে গেছে পুলিশ। খামারবাড়িটা এখন একটা ক্রাইম সিন, খুনের অস্ত্রের খোঁজে সেখানে তল্লাশি চালাতে চালতে রুবেনসের পেইন্টিংটাও পুলিশ যে কোন মুহূর্তে পেয়ে যেতে পারে। এখন তাহলে কি পরিকল্পনা আটল গ্রিভ?'

দ্বিধা করতে দেখা গেল স্পারকে। কেন? কারণ, মানুষ কি ভাবল না

BanglaBook.org

ভাবল সে ব্যাপারে কখনও পুলিশের রিপোর্টে কিছু থাকে না, তারা কেবল স্পষ্ট তথ্য প্রমাণ নিয়েই কাজ করে। যে সব ব্যাপারকে প্রমাণ করা যায় সেগুলো ছাড়া রিপোর্টে আর কিছু লেখা হয় না। ঘটনার সাথে যারা জড়িত ছিল তারা নিজেরা যদি নিজেদের চিন্তাভাবনার ব্যাপারে পুলিশের কাছে কিছু বলে তাহলে সেগুলো লেখা যেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু এই কেসটায় কেউই কিছু বলেনি। অথচ স্পার নিজেও বুঝতে পারছে, প্রশ্নটার জবাবে কিছু একটা বলতে হবে তাকে, গল্পটার মাঝে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হবে। সম্ভবত এই ধরণের প্রশ্নের জবাবে যৌক্তিক উপসংহার কি হতে পারে সে ব্যাপারে কখনও চিন্তাভাবনা করে দেখেনি সে, কারণ শেষ পর্যন্ত কি হয় সে সম্পর্কে তার কিছুটা হলেও ধারণা আছে। মিডিয়া যে লোকটাকে তুলে ধরতে পছন্দ করে, কোন মন্তব্য বা ব্যাখ্যার দরকার হলে যে লোকটার কাছে আসে তারা, তার ভূমিকায় অভিনয় করতে পছন্দ করে ব্রিড স্পার। রাস্তায় দেখা হলে সবাই তাকে চিনতে পারে, মোবাইল ফোনে আসে অচেনা মানুষদের কাছ থেকে পরিচিত হওয়ার আহ্বান। এখন যদি সে নিজের কাজ করা বন্ধ কর দেয়, তাহলে কি মিডিয়াও তার উপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেবে? তাহলে সব কিছুর শেষে কি থাকবে তার জন্য? দায়িত্ববোধ বনাম মিডিয়ার আকর্ষণ, সহকর্মিদের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার বদলে সাধারণ মানুষের মাঝে জনপ্রিয়তা...কোনটাকে বেছে নেবে সে?

'গ্রিভ তখন ভাবতে শুরু করল...' বলতে শুরু করল ব্রিড স্পার, '...যে বেশ জটিল একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে সে। গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে, ওদিকে সকালও হয়ে গেছে। তারপরেই সে পুলিশ রেডিওতে শুনতে পেল, জিকেরুদকে হাসপাতালে পেয়ে গেছে পুলিশ। সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হবে, নিয়ে যাওয়া হবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। গ্রিভ বুঝতে পারল, পরিস্থিতি জটিল থেকে বিপজ্জনকের দিকে মোড় নিচ্ছে। কারণ তার জানা আছে, জিকেরুদ কোন শক্ত, ঘাগু অপরাধি নয়, পুলিশের কাছ থেকে সামান্য চাপ পেলেই সব গড়গড় করে বলে দেবে সে। এমনকি নিজের শাস্তি কমানর লোভে পার্টনারকে ফাঁসিয়ে দেয়াও তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। হাজার হোক, সিনড্রে আ'কে খুন করার দায় নিশ্চয়ই নিজের

BanglaBook.org

ঘাড়ে নেবে না সে।'

'একেবারেই যৌক্তিক কথা,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডাইবড। সামনে ঝুঁকে এল সে, আরও বলার জন্য তাড়া দিতে চাইছে ইনস্পেকটরকে।

'সুতরাং গ্রিভ সিদ্ধান্ত নিল যে এখন তার বাঁচার একমাত্র উপায় হলো জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হওয়ার আগেই জিকেরুদকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করা। আর সেটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে...'

এখানে যে আরেকটা ছোট্ট বিরতি নিতে হবে এটা বোঝার জন্য ডাইবডের কাছ থেকে কোন আঙুলের সংকেত পাওয়া লাগল না স্পারের।

'...তাহলে কোন তথ্য ফাঁস করার আগেই তাকে খুন করে ফেলা।'

মনে হলো যেন বাধা পেয়ে কড়কড় করে উঠল টিভির সিগন্যাল। কড়া লাইটিঙের কারণে সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে আছে স্টুডিওর ভেতরের বাতাস, যে কোন সময় আগুন ধরে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আবারও বলে চলল স্পার।

'তাই গ্রিভ এবার চুরি করার মতো একটা গাড়ি খুঁজতে শুরু করল। খুঁজতে খুঁজতে এক কারপার্কে ট্রেলারসহ বড় একটা ট্রাক পেয়ে গেল সে। ডাচ কাউন্টার-টেরোরিজম ইউনিটে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার, ভালো করেই জানে চাবি ছাড়া কি করে ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে হয়। পুলিশের রেডিওটাও এখনও আছে তার সাথে, ম্যাপ দেখে আগেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে যে ঠিক কোন রাস্তা ধরে জিকেরুদকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে এলভেরামের দিকে যেতে পারে পুলিশ। সেই রাস্তার পাশেই একটা জায়গায় ট্রাক নিয়ে পুলিশের গাড়িটার আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে...'

নাটকিয় ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলে ধরে গল্পের মাঝে প্রবেশ করার সুযোগ খুঁজে নিল ডাইবড। 'আর তারপরেই ঘটল সম্পূর্ণ কেসটার মাঝে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটা।'

'হ্যাঁ,' বলল স্পার। মাথা নিচু হয়ে এসেছে তার।

'আমি জানি যে এটা আপনার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক, ব্রিড,' বলল ডাইবড।

ব্রিড। স্পারের ডাকনাম ধরে ডাকা হয়েছে তাকে। এটাও একটা

BanglaBook.org

সংকেত।

'স্পারের চেহারাটা ক্লোজ-আপে নাও,' ইয়ারপ্লাগের মাধ্যমে ক্যামেরা ওয়ানের উদ্দেশ্যে নির্দেশ ছুঁড়ল প্রোডিউসার।

বড় একটা নিঃশ্বাস নিল স্পার। 'এরপর যে ঘটনা ঘটে, তাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হয় চারজন দক্ষ পুলিশ সদস্য। যাদের মধ্যে একজন ক্রিপোসে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন সহকর্মি, জোয়ের সান্ডেড।'

ক্যামেরাম্যানরা এত দক্ষভাবে তাদের কাজ করেছে যে, সাধারণ দর্শক বুঝতেই পারবে না, ঠিক কখন স্পারের মুখটা স্ক্রিনের মধ্যে একটু বেশি জায়গা দখল করেছে। দর্শকের কাছে কেবল মনে হবে আরও টান টান উত্তেজনা তৈরি হয়েছে সেখানে, যেই উত্তেজনা তাদের মাঝেও সংক্রমিত হবে। এই সুদর্শন পুলিশ অফিসারের জায়গায় নিজেদের কল্পনা করতে শুরু করবে তারা।

'প্রিয় দর্শক, পুলিশের গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয় রাস্তার পাশে। ক্র্যাশ ব্যারিয়ার পার হয়ে উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশের জঙ্গলে পড়ে সেটা, যার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে একটা নদী,' বলে চলল ডাইবড। 'কিন্তু, প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় ওভ জিকেরুদ।'

'হ্যাঁ,' এবার বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে স্পার। 'ধ্বংসস্তূপ থেকে বের হয়ে আসে সে। কাজটা সে নিজেই করেছিল নাকি গ্রিভের সাহায্য পেয়েছিল তা আমরা জানি না। তবে এবার তারা ট্রাকটাকে পরিত্যাগ করে গ্রিভের গাড়ি নিয়ে অসলো ফিরে যায়। পুলিশ যখন পেট্রল কারটাকে খুঁজে পেল, দেখল একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তারা ধরে নিয়েছিল নদীতে পড়ে ভেসে গেছে সে। তাছাড়া, জিকেরুদ তার নিজের কাপড়গুলো পুলিশ সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে পরিয়ে দিয়েছিল, যাতে সবাই তাকে জিকেরুদ ভেবে ভুল করে। ফলে শেষ পর্যন্ত কে বেঁচে গেছে এটা নিয়ে সাময়িকভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল।'

'কিন্তু গ্রিভ আর জিকেরুদ এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও নিজেদের প্রতি তাদের সন্দেহ তখনও যায়নি, তাই না?'

'ঠিক তাই। জিকেরুদ তো জানে যে গ্রিভ যখন ট্রাক নিয়ে পুলিশ

BanglaBook.org

কারটাকে ধাক্কা দিল, তখন জিকেরুদের বাঁচা মরা নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না তার। জিকেরুদ এটাও বুঝতে পারল, তার জীবন এখন হুমকির সম্মুখীন; তাকে মেরে ফেলার জন্য কমপক্ষে দুটো কারণ আছে গ্রিভের হাতে। প্রথম কারণটা হলো, সিনড্রে আ'র খুনের একজন সাক্ষি সে। আর দ্বিতীয় কারণটা হলো, রুবেনসের ছবিটা থেকে উঠে আসা টাকার ভাগ দিতে হবে তাকে। জিকেরুদ বুঝতে পারল, প্রথম সুযোগেই তাকে আবার খুন করার চেষ্টা করবে গ্রিভ।

উত্তেজিত চেহারায় সামনে ঝুঁকে এল ডাইবড। 'আর এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই নাটকের শেষ অংকে প্রবেশ করলাম আমরা। অসলোয় পৌছে গেল ওরা, নিজের বাড়িতে ফিরে গেল জিকেরুদ। কিন্তু বিশ্রামের জন্য নয়। তার জানা হয়ে গেছে যে প্রাণে বাঁচতে চাইলে প্রথম আঘাতটা তাকেই হানতে হবে। তাই নিজের বিশাল অস্ত্র সংগ্রহ থেকে একটা ছোট্ট, কালো রঙের পিস্তল বেছে নিল সে, একটা...একটা...'

'রোরবাফ আর নাইন,' বলল স্পার। 'নয় মিলিমিটার, সেমিঅটোমেটিক, ছয়টা বুলেট ধরে ম্যাগাজিনে–'

'অস্ত্রটা নিয়ে ক্লাস গ্রিভের সম্ভাব্য অবস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল সে। অর্থাৎ, গ্রিভের প্রেমিকার ওখানে। তাই তো?'

'মেয়েটির সাথে গ্রিভের কি সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কে এখনও আমরা নিশ্চিত নই। তবে এটুকু নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, তার সাথে গ্রিভের নিয়মিত যোগাযোগ হতো। পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে তারা, গ্রিভের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে মেয়েটির বেডরুম এবং অন্যান্য জায়গায়।'

'তার মানে, জিকেরুদ এবার অস্ত্র নিয়ে গ্রিভের প্রেমিকার ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলো,' বলল ডাইবড। 'মেয়েটি দরজা খুলে দিলে ভেতরে ঢুকল সে, তারপর হলওয়েতে থাকা অবস্থায় গুলি করল তাকে। তারপর গ্রিভের খোঁজে তল্লাশি চালাল পুরো অ্যাপার্টমেন্টে, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। তাই এবার মেয়েটার মৃতদেহকে তার বিছানায় তুলে রাখলো জিকেরুদ, নিজের বাড়িতে ফিরে এল। অস্ত্রটা সব সময় নিজের কাছে রাখবে বলে ঠিক করল সে, এমনকি বিছানায় ওঠার সময়েও।

BanglaBook.org

তারপরেই সেখানে হাজির হলো গ্রিভ...'

'হ্যাঁ। সে ভেতরে ঢুকল কিভাবে আমরা জানি না, নিশ্চয়ই তালাটা ভেঙে ফেলেছিল। যাই হোক না কেন, তার জানার উপায় ছিল না, সে ভেতরে ঢোকার পরপরই ট্রিপোলিসের অফিসে অ্যালার্ম চালু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, জিকেরুদের বাড়ির ভেতরের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোও চালু হয়ে গিয়েছিল একই সাথে।'

'যার অর্থ হচ্ছে, এরপর থেকে যা কিছু ঘটেছে তার সব কিছুর ভিডিও রেকর্ড রয়েছে পুলিশের কাছে। দুই অপরাধির মাঝে চূড়ান্ত সংঘর্ষের সাক্ষি হতে পেরেছি আমরা। আমাদের মধ্যে যারা এখনও ভিডিওটা ইন্টারনেট থেকে দেখার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি, তাদের জন্য কি একটু বর্ণনা করবেন এরপর কি ঘটল?'

'পরস্পরের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল তারা। নিজের গ্লক সেভেনটিন দিয়ে দুটো গুলি ছুঁড়ল গ্রিভ। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, দুটো গুলিই ব্যর্থ হয়েছিল তার।'

'অবিশ্বাস্য কেন?'

এতটা কাছ থেকে গুলি ব্যর্থ হওয়াটা অবশ্যই অবিশ্বাস্য। হাজার হোক, গ্রিভ ছিল একজন প্রশিক্ষিত কমান্ডো।'

'তার মানে দেয়ালে গিয়ে লাগল তার গুলিদুটো?'

'না।'

'না?'

'না। বিছানার মাথার কাছের দেয়ালে কোন বুলেটের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। গ্রিভের গুলিগুলো লেগেছিল জানালায়। মানে, ঠিক জানালাতেও নয়, কারণ জানালাগুলো তখন খোলা ছিল। সরাসরি বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল তার গুলিগুলো।'

'বাইরে? সেটা আপনার কিভাবে বুঝলেন?'

'কারণ বুলেটগুলো বাইরে খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বাড়ির পেছনে জঙ্গলের ভেতর। পেঁচাদের জন্য একটা বার্ড

BanglaBook.org

হাউজ তৈরি করে গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেটার ভেতর পাওয়া গেছে।' গম্ভীর আঁচের একটা হাসি ফুটল গ্রিভের মুখে। নিজের সাফল্যকে ছোট করে দেখাতে গেলে এমনভাবেই হাসে মানুষ।

'বুঝলাম। তারপর?'

'বিছানার উপর থাকা একটা উজি মেশিনগান দিয়ে পাল্টা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল জিকেরুদ। আমরা ভিডিওতে দেখেছি, উজির বুলেটগুলো গ্রিভের তলপেট এবং যৌনাঙ্গে আঘাত করে। হাত থেকে পিস্তল পড়ে যায় তার, তবে আবার সেটা তুলে নিয়ে তৃতীয় এবং শেষবারের মতো একটা গুলি করতে সক্ষম হয়। এই গুলিটা গিয়ে লাগে জিকেরুদের ডান চোখের উপরে, তার কপালে। দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মস্তিষ্ক। কিন্তু সিনেমায় যেমন দেখায় সেটা যে বাস্তবে ঘটবেই এমন নয়–অর্থাৎ মাথায় গুলি লাগলেই মানুষ সাথে সাথে মারা যায় না। কারণ, জিকেরুদ নিজেও মরার আগে শেষ এক পশলা গুলি ছুঁড়তে সক্ষম হয়। আর সেই গুলির আঘাতেই মৃত্যু হয় ক্লাস গ্রিভের।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। প্রোডিউসার সম্ভবতত ডাইবডকে উদ্দেশ্য করে একটা আঙুল তুলে ধরল, সংকেত দিল যে আর এক মিনিট সময় আছে তাদের হাতে। এর মধ্যেই নিউজ আইটেমগুলোকে একবার সংক্ষিপ্ত আকারে জানিয়ে দিতে হবে, গুছিয়ে আনতে হবে অনুষ্ঠানটাকে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল ওড জি ডাইবড। 'তাহলে, ঘটনাগুলো যে এভাবেই ঘটেছে এ ব্যাপারে ক্রিপোসের মনে কোন সন্দেহ নেই?'

'না,' জবাব দিল স্পার, সরাসরি ডাইবডের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর হাতদুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিল সে। 'তবে এটা তো বলাই বাহুল্য, খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকবেই। কিছুটা বিভ্রান্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্রাইম সিনে যে প্যাথলজিস্টকে ডাকা হয়েছিল তার ধারণা হয়েছে ওভ জিকেরুদের শরীরের তাপমাত্রা খুব দ্রুত নেমে গেছে। তার ধারণা মতে, স্বাভাবিক তথ্য এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুযায়ি জিকেরুদের মৃত্যু হয়েছিল অন্তত চব্বিশ ঘন্টা আগে। কিন্তু তারপরেই

BanglaBook.org

সেখানে উপস্থিত থাকা পুলিশ অফিসাররা জানায় বিছানার মাথার কাছে জানালাটা খোলা অবস্থায় দেখতে পেয়েছে তারা। আপনাকে মনে রাখতে হবে, এই মৌসুমে অসলোতে ওই দিনই প্রথমবারের মতো শূন্যের নিচে নেমে গিয়েছিল তাপমাত্রা। এ ধরণের অনিশ্চয়তা সব সময়ই থাকে, এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আমাদের কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এগুলো।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। তাছাড়া, যদিও রেকর্ডিঙে জিকেরুদকে দেখতে পাওয়ার উপায় নেই, কিন্তু জিকেরুদের মাথার যে বুলেটটা পাওয়া গেছে...'

সেটা গ্রিভের হাতে থাকা গ্লক থেকেই এসেছে, হ্যাঁ,' আবার হাসি ফুটল স্পারের মুখে। 'ফরেনসিক নমুনায় যত প্রমাণ পাওয়া গেছে তাকে কোনভাবেই অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।'

চওড়া হাসি ফুটল ডাইবডের ঠোঁটে, সামনে রাখা কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করতে শুরু করল সে। সংকেত দিচ্ছে, অনুষ্ঠান শেষ করার সময় হয়ে গেছে। এখন শুধু যে কাজটা বাকি তা হলো ব্রিড স্পারকে ধন্যবাদ জানানো, সরাসরি তাকানো ক্যামেরার লেন্সের দিকে এবং রাতের অন্যান্য খবরের দিকে নজর দেয়া বিভিন্ন কৃষিবিষয়ক সংবাদের টুকিটাকি। কিন্তু হঠাৎ করে থমকে গেল সে। মুখটা আধখোলা হয়ে আছে, চোখগুলো একবার নিচের দিকে তাকাল। কোন প্রশ্ন পৌঁছে দেয়া হয়েছে তার কানের ইয়ারফোনে? নাকি ভুলে যাওয়া কোন কথা মনে পড়েছে তার?'

'আর একটা কথা, ইন্সপেক্টর?' শান্ত, নিরুত্তাপ, অভিজ্ঞ গলায় প্রশ্ন করল ডাইবড। 'যে মেয়েটা খুন হয়েছে তার সম্পর্কে কি জানা আছে আপনার?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্পার। 'খুব বেশি কিছু নয়। আগেই বলেছি, আমাদের ধারণা, গ্রিভের প্রেমিকা ছিল সে। প্রতিবেশীদের একজন বলেছে, গ্রিভকে যাওয়া আসা করতে দেখেছে। পুলিশের খাতায় নাম নেই মেয়েটার, তবে ইন্টারপোলের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, অনেক বছর আগে বাবা-মায়ের সাথে সুরিনামে বাস করত সে, তখন একটা ড্রাগ কেসের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। ওখানকার এক ড্রাগস ব্যবসায়ির গার্লফ্রেন্ড ছিল মেয়েটা। কিন্তু একদল ডাচ কমান্ডো ইউনিটের হাতে খুন হয় সেই ব্যবসায়ি। পরবর্তিতে

BanglaBook.org

কমান্ডোদের কাছে তাদের দলের বাকিদের সম্পর্কে তথ্য দেয় মেয়েটা, তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে সেই ড্রাগস ব্যবসায়ি দলটাকে উপড়ে ফেলা হয়।'

'কিন্তু মেয়েটার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয়নি?'

'না, কারণ প্রাপ্তবয়স্ক ছিল না সে, একই সাথে গর্ভবতিও হয়ে পড়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাকে তার পরিবারসহ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে।'

কোন দেশ ছিল সেটা?'

'ডেনমার্ক। সেই ঘটনার পর থেকে ডেনমার্কেই ছিল সে, শান্ত এবং নিরুপদ্রব জীবন যাপন করে আসছিল। তবে তিন মাস আগে অসলোয় পা রাখে সে, মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায়।'

'ঠিক বলেছেন। এবার আমাদের সময় হয়েছে আপনাকে বিদায় জানানোর, ব্রিড স্পার। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' চশমা খুলে ফেলে ক্যামেরা ওয়ানের দিকে তাকাল উপস্থাপক। 'টমেটোর চাহিদা পূরণ করার জন্য কি নরওয়ের নিজস্ব চাষাবাদ ব্যবস্থা শুরু করা উচিত? আজকের নিউজ টুনাইটে আমাদের সাথে আছেন...'

বাম হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে রিমোটের 'অফ' বাটনে চাপ দিলাম আমি। অদৃশ্য হয়ে গেল টিভির পর্দায় দেখানো ছবিগুলো। এমনিতে কাজটা আমি ডান হাত দিয়েই করি, কিন্তু এখন হাতটা ব্যস্ত। আর এই ব্যস্ততার ফলে যদিও হাতটায় রক্ত চলাচল বাধা পাচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও হাতটা সরাতে চাই না আমি। কারণ, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মাথাটা এই মুহূর্তে আমার হাতের উপর শুয়ে আছে। এবার মাথাটা আমার দিকে ঘুরে গেল, চাদরটা সরিয়ে ভালো করে চাইল আমার দিকে।

'ওকে গুলি করার পর সেই রাতে সত্যিই ওর পাশে শুয়েছিলে তুমি? একদম পাশে? বিছানাটা কত চওড়া বলেছিলে যেন?'

'এক শ এক সেন্টিমিটার,' বললাম আমি। 'ক্যাটালগ অনুযায়ি।'

ডায়ানার বিশাল, নীল চোখগুলো ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কিন্তু–যদি আমার ভুল না হয়–প্রশংসাও ছিল সেই দৃষ্টিতে। একটা স্বচ্ছ নেগলিজি পরে আছে ও। ইভেস সেইন্ট লরেন্ট থেকে কেনা। শরীরে

BanglaBook.org

স্পর্শ লাগলে ঠাণ্ডা মনে হয়, কিন্তু যখন ও নিজের শরীরটাকে আমার সাথে চেপে ধরে তখন মনে হয় আগুনের মতো গরম।

কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হলো ডায়ানা।

'গুলিটা করেছিলে কিভাবে?'

চোখ বন্ধ করে গুঙিয়ে উঠলাম আমি। 'ডায়ানা! আমরা না ঠিক করেছিলাম যে এ ব্যাপারে আর কোন কথা নয়?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এখন আমি জানতে প্রস্তুত, রজার। কথা দিচ্ছি।'

'ডার্লিং, শোনো...'

'না! কাল সকালেই তো পুলিশ রিপোর্ট বের হয়ে যাবে, তখন সব কিছুই জানতে পারবো আমি। তার চাইতে এখন তোমার কাছ থেকেই শুনতে চাই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। 'তুমি নিশ্চিত?'

'একদম।'

'চোখে গুলি করেছিলাম।'

'কোন চোখে?'

'এই চোখে,' বলে ওর বাম চোখের উপরে একটা আঙুল রাখলাম আমি।

চোখ বন্ধ করল ডায়ানা, ধীরে ধীরে লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল। আবার ছাড়ল সেটা। 'কি দিয়ে গুলি করেছিলে?'

'একটা ছোট, কালো পিস্তল দিয়ে।'

'কোথায় পেয়েছিলে...?'

'ওভের বাসায় পেয়েছিলাম পিস্তলটা।' ওর ভ্রুর উপর থেকে আঙুলটা ধীরে ধীরে মুখের পাশে সরিয়ে আনলাম আমি, ওর গালে আদর করে দিতে লাগলাম। 'কাজ শেষেও ওখানেই রেখে এসেছি। তবে আমার কোন ফিংগারপ্রিন্ট ছিল না ওতে।'

'ওকে যখন গুলি করলে তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'হলওয়েতে।'

ইতোমধ্যেই লক্ষণীয় রকমের দ্রুত হয়ে উঠেছে ডায়ানার নিঃশ্বাস। 'ও

BanglaBook.org

কিছু বলেছিল? ভয় পেয়েছিল? কি ঘটতে যাচ্ছে তা কি বুঝতে পেরেছিল মেয়েটা?'

'জানি না। ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই ওকে গুলি করেছিলাম আমি।'

'তোমার কি কিছু মনে হয়েছিল?'

'দুঃখ হয়েছিল।'

হালকা একটা হাসি ফুটল ডায়ানার মুখে। 'দুঃখ? সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'ও তোমাকে ক্লাসের পেতে রাখা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল জানার পরেও?'

স্থির হয়ে গেল আমার আঙুলটা। সব কিছু শেষ হওয়ার এক মাস পরেও আমি ওর মুখ থেকে গ্রিভের ডাক নামটা শুনতে অভ্যস্ত হতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, কথাটা ও ঠিকই বলেছে। লটির উদ্দেশ্যই ছিল আমার সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা। ক্লাস গ্রিভের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথা ছিল ওর, ঠিক হয়েছিল যে পাথফাইন্ডারের জন্য একটা চাকরির ইন্টারভিউতে তাকে ডাকবো আমি। গ্রিভকেই যেন নেয়া হয় এটা নিশ্চিত করার দায়িত্বও ছিল লোটির উপর। আমাকে পটাতে কতটা সময় লেগেছিল ওর? তিন সেকেন্ড? বঁড়শিতে গেঁথে ছটফট করছিলাম আমি, আর আয়েশ করে আমাকে ধীরে ধীরে টেনে তুলছিল লোটি। কিন্তু তারপরেই অপ্রত্যাশিত একটা ঘটে গেল। বড়শি থেকে নিজেকে ছুটিয়ে নিলাম আমি। একটা মানুষ তার স্ত্রীকে এতেও বেশি ভালোবাসে যে, সে নিজের ইচ্ছেতেই লোটির মতো এক প্রেমিকাকে ছেড়ে দিল। এমন এক প্রেমিকা যার কোন চাহিদা নেই, কোন অভিযোগ নেই। খুবই অদ্ভুত। সুতরাং এই পর্যায়ে এসে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা ছাড়া উপায় থাকল না ওদের।

'ওর জন্যই দুঃখ হয়েছিল আমার,' বললাম আমি। 'সারা জীবনে অনেক পুরুষের কাছ থেকেই কষ্ট পেয়েছে লোটি। সেই সব পুরুষদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলাম আমি।'

লোটির নামটা উচ্চারণ করার সময় হালকা ঝাঁকি দিয়ে উঠল ডায়ানার

BanglaBook.org

শরীর, টের পেলাম আমি। ভালো।

'অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি আমরা?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চেয়ে বলে উঠলাম আমি।

'না। আমি এটা নিয়ে এখনই কথা বলতে চাই।'

'ঠিক আছে। তাহলে এবার গ্রিভ তোমাকে কিভাবে পটালো সে ব্যাপারে কথা হোক। আমাকে গ্রিভের হাতের পুতুল বানাতে কিভাবে রাজি হলে তুমি?'

হাসল ডায়ানা। 'এটা বলতে কোন আপত্তি নেই আমার।'

'তাকে ভালোবাসতে?'

পাশ ফিরে শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ডায়ানা।

প্রশ্নটা আবার করলাম আমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার কাছে সরে এল ডায়ানা। 'হ্যাঁ। প্রেমে পড়েছিলাম আমি।'

'প্রেমে?'

'ও বলেছিল একটা সন্তান দেবে আমাকে। সে-জন্যই ওর প্রেমে পড়েছিলাম আমি।'

'এত সহজে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু যতটা ভাবছো ততটা সহজ ছিল না এটা, রজার।'

ঠিকই বলেছে ডায়ানা। ব্যাপারটা মোটেই এত সহজ ছিল না।

'একটা সন্তানের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি হয়ে গিয়েছিলে তুমি? এমনকি আমাকেও?'

'হ্যাঁ, তোমাকেও।'

'তোমার এই কাজের ফলে আমার জীবন যেতে পারে–এটা জানার পরেও?'

কপাল দিয়ে আমার কাঁধে গুঁতো মারল ডায়ানা। 'না, সেটা আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম, ও শুধু তোমার কাছ থেকে নিজের নামে একটা ভালো রিপোর্ট লিখিয়ে নেবে। এটা খুব ভালো করেই জানো তুমি।'

'সত্যিই তাই ভেবেছিলে তুমি?'

BanglaBook.org

জবাব দিল না ডায়ানা।

'বলো, ডায়ানা?'

'হ্যাঁ, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। তোমাকে বুঝতে হবে, গ্রিভের কথাগুলো বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম আমি, বিশ্বাস করেছিলাম।'

'এতটাই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলে যে, গাড়ির সিটে ডরমিকাম ভর্তি রাবার বলটা রাখতেও আপত্তি হয়নি তোমার?'

'হ্যাঁ, এতটাই।'

'পরে যখন গ্যারেজে নেমে এলে, তখন তোমার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে গাড়িতে করে এমন কোথাও নিয়ে যাওয়া যেখানে গ্রিভ আমাকে রাজি করানোর চেষ্টা করবে। তাই না?'

'এসব ব্যাপারে তো আগেই তোমার সাথে কথা হয়েছে আমার, রজার। ও বলেছিল, এভাবে নাকি ঝুঁকি সবচেয়ে কম থাকবে, সবার জন্যই। আমার অবশ্য বোঝা উচিত ছিল, এটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কে জানে, হয়তো বুঝেও চুপ করে ছিলাম। তোমাকে আর কি বলবো আমি জানি না, রজার।'

নিজ নিজ চিন্তায় ডুবে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম আমরা, নিস্তব্ধতার শব্দ শুনতে লাগলাম কান পেতে। গ্রীষ্মকালে বাতাসের শব্দ শোনা যায় বাইরের বাগানে, গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ে। কিন্তু এখন সেই শব্দ শোনার কোন উপায় নেই। এখন সবকিছু ন্যাড়া, নিষ্প্রাণ। নিস্তব্ধ। একমাত্র স্বস্তির বিষয়টি হলো, বসন্ত আসবে আবার। হয়তো।

'কতদিন ভালোবেসেছিলে?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমি আসলে কি করছি এটা বুঝতে পারার আগ পর্যন্ত। যে রাতে তুমি বাড়ি ফিরলে না...'

'বলো?'

'মনে হচ্ছিল কষ্টের চোটে মারা যাবো আমি।'

'আমি গ্রিভের কথা বলছি না,' বললাম তাকে। 'আমার কথা বলছি।'

হেসে উঠল ডায়ানা। 'এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো যে-দিন তোমাকে ভালোবাসা থামিয়ে দেবো সে-দিন। তার আগে নয়।'

BanglaBook.org

ডায়ানা প্রায় কখনই মিথ্যে বলে না। মিথ্যে বলতে পারে না বলে নয়, বরং মিথ্যে বলায় ওর দক্ষতা অতুলনীয়। আসলে ওর কখনও মিথ্যে বলার প্রয়োজন হয় না। সুন্দর মানুষদের কখনও খোলসের মধ্যে বাস করতে হয় না। অন্যান্য মানুষরা যেমন প্রত্যাখ্যান আর হতাশা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের চারপাশে আত্মরক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম তৈরি করে, সেগুলো ওদের শিখতে হয় না কখনও। কিন্তু ডায়ানার মতো মেয়েরা যখন সিদ্ধান্ত নেয় তারা মিথ্যে বলবে, তখন অত্যন্ত সতর্ক এবং চতুর হয়ে ওঠে ওরা। পুরুষের প্রতি ওরা অবিশ্বস্ত হয়ে ওঠে বলে নয়, বরং বিশ্বাসঘাতকতার পথগুলোকে ওরা পুরুষদের চাইতে ভালো চেনে বলে। আর সে কারণেই সেই দিন রাতে আমি ডায়ানার কাছে ফিরে এসেছিলাম। কারণ আমার চোখে ধরা পড়েছিল যে ওই নির্দিষ্ট কাজটার জন্য ডায়ানাই হচ্ছে সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থি।

দরজা খোলার পর হলওয়েতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। উপর তলায় ওর পায়চারির শব্দ শুনলাম কয়েক মুহূর্ত, তারপর সিঁড়ি বেয়ে চলে এলাম লিভিং রুমে। সাথে সাথে পায়ের শব্দ থেমে গেল, ফোনটা পড়ে গেল কফি টেবিলের উপর। ফিসফিসে, কান্না-মেশানো কণ্ঠে ওকে বলতে শুনলাম, 'রজার...', দেখলাম ভিজে উঠল চোখদুটো। যখন প্রায় উড়ে এসে আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখনও বাধা দিলাম না ওকে। 'তুমি বেঁচে আছ! ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। গতকাল আর আজ সারা দিন ধরে তোমাকে ফোন করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না...ছিলে কোথায় তুমি?'

মিথ্যে বলেনি ডায়ানা। ও কাঁদছিল, কারণ ওর ধারণা হয়েছিল আমাকে হারিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি। কারণ আমাকে এবং আমার ভালোবাসাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল ও, ঠিক যেভাবে কোন কুকুরকে মেরে ফেলার প্রয়োজন হলে নিয়ে যাওয়া হয় পশুচিকিৎসকের কাছে। তবে আগেই বলেছি, মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণে আমি খুব একটা দক্ষ নই, ডায়ানা ইচ্ছে করলে অনেক দক্ষভাবে মিথ্যে বলতে পারে। সাবধানের মার নেই, তাই যখন ও হাতমুখ ধোয়ার জন্য বাথরুমে ঢুকল সেই সুযোগে ওর ফোনটা তুলে নিলাম আমি। দেখলাম, সত্যিই আমার নাম্বারে ফোন করার চেষ্টা করছিল ও।

BanglaBook.org

বাথরুম থেকে বের হয়ে আসার পর ওকে সব কথা খুলে বললাম আমি। সব কথা, কিচ্ছু বাদ রাখলাম না। আমি কোথায় ছিলাম, কোন পরিচয়ে ছিলাম, কি কি ঘটেছে–সব। ছবি চুরির কথা, গ্রিভের অ্যাপার্টমেন্টের বিছানার নিচে ফোনটা খুঁজে পাওয়ার কথা, লোটি নামে যে ডেনিশ মেয়েটা আমাকে আঁকা দিয়েছিল তার কথা। হাসপাতালে আমার এবং গ্রিভের মাঝে যে কথাগুলো বিনিময় হয়েছিল, যে কথা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে লোটিকে আসলে সে চিনত। লোটিই ছিল তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগি। ডায়ানা নয়, বরং লোটিই আমার চুলে ট্রান্সমিটারসহ ওই জেলটা লাগিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, বাদামি চোখের ফ্যাঁকাসে চেহারার মেয়েটা, যার আঙুলগুলো সরু, যে স্প্যানিশ ভাষা জানে, অনুবাদ করে জীবিকা অর্জন করে। যার কাছে নিজের গল্পের চাইতে অন্যদের গল্পই বেশি ভালো লাগে। বুঝতে পারলাম, জিকেরুদকে যে দিন সকালে খুঁজে পেলাম তার আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই আসলে আমার চুলে অবস্থান করছিল ওই ট্রান্সমিটারগুলো। এই সব কথা আমার মুখ থেকে শোনার সময় চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ছিল ডায়ানা।

'হাসপাতালে গ্রিভ বলেছে, আমি নাকি তোমাকে গর্ভপাত করাতে রাজি করিয়েছিলাম কারণ আমাদের বাচ্চাটার ডাউন'স সিনড্রোম ছিল।'

'ডাউন'স?' দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো কথা বের হয়েছিল ডায়ানার মুখ থেকে। 'এমন ধারণা কোথা থেকে আসল তার মাথায়? আমি তো এমন কিছু–'

'আমি জানি। কথাটা আসলে আমার বানানো। লোটির সাথে প্রথম দেখা হওয়ার সময় এটা ওকে বলেছিলাম আমি। মেয়েটা আমাকে বলেছিল যে কিশোরি বয়সে ওকে জোর করে একবার গর্ভপাত করিয়েছিল ওর বাবা-মা। তাই ডাউন'স সিনড্রোমের গল্পটা বানিয়ে নিয়েছিলাম আমি, আশা করেছিলাম যে এর ফলে হয়তো আমার প্রতি ওর সহানুভূতি বাড়বে।'

'তার মানে ওই মেয়েটাই...'

'হ্যাঁ। ও ছাড়া আর কারও কাছ থেকে এই কথা জানতে পারার সম্ভাবনা নেই গ্রিভের।'

BanglaBook.org

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি, কথাগুলো উপলব্ধি করার সুযোগ দিলাম ডায়ানাকে।

তারপর ডায়ানাকে বললাম আমার পরবর্তি পরিকল্পনার কথা।

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল ও। সম্বিত ফিরে পেতে চিৎকার করে বলেছিল, 'আমি এটা কখনই করতে পারবো না, রজার!'

'পারবে,' বলেছিলাম আমি। 'শুধু যে পারবে তা নয়, কাজটা করবেও তুমি।' নতুন রজার ব্রাউন বলেছিল কথাটা।

'কিন্তু...কিন্তু...'

'গ্রিভ তোমাকে মিথ্যা বলেছে, ডায়ানা। তোমাকে সন্তান দেয়ার ক্ষমতা নেই তার। সে পুরুষত্বহীন।'

'পুরুষত্বহীন?'

'আমি তোমাকে সন্তান দেবো, কথা দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমার জন্য এই কাজটা করতে হবে তোমাকে।'

আবারও প্রত্যাখ্যান করেছিল ও। কেঁদেছিল। অনুনয় করেছিল। কিন্তু তারপর ঠিকই রাজি হয়েছিল আমার কথায়।

সেই দিন রাতে যখন খুনি হওয়ার জন্য লোটির অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম আমি, তার আগে ডায়ানাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। জানতাম, আমার কথামতোই কাজ করতে পারবে ও। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম, গ্রিভ এসে হাজির হওয়ার পর উজ্জ্বল হাসি নিয়ে তাকে বরণ করছে ডায়ানা। হাতে কনিয়াকের গ্লাস, এগিয়ে দিচ্ছে তার দিকে, বিজয়ীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সেই সাথে অনাগত সন্তান, ভবিষ্যতের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। তারপর, গ্রিভকে জোর করছে যে বাচ্চাটার জন্য আর তর সইছে না ওর, আজ রাতেই ও গর্ভধারণ করতে চায়। এখনই!

বুকে ডায়ানার চিমটি খেয়ে শিউরে উঠলাম আমি। 'এই মুহূর্তে কি ভাবছো তুমি?'

চাদরটা টেনে নিলাম নিজের গায়ে। তারপর বললাম, 'গ্রিভ যে রাতে এল এখানে, সেই রাতের কথা। ভাবছি, এখন যেখানে আমি তোমাকে নিয়ে

BanglaBook.org

শুয়ে আছি, ঠিক সেই একই জায়গায় শুয়েছিল সে।'

'তো কি হয়েছে? তুমি তো সেই রাতে একটা লাশের সঙ্গে ঘুমাচ্ছিলে।'

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা থেকে এত দিন নিজেকে দমিয়ে রেখেছিলাম আমি, কিন্তু আর পারলাম না। 'সেক্স করেছিলে তোমরা?'

হেসে উঠল ডায়ানা। 'যাক, অনেক দিন ধরেই চেপে রেখেছিলে নিজের মধ্যে। এত বেশি চেপে রাখা ঠিক নয়।'

'বলো?'

'তাহলে একটু ঘুরিয়ে বলি তোমাকে : রাবার বলটার মধ্যে অবশিষ্ট যে ডরমিকামটুকু ছিল সেটা গ্রিভের হাতে তুলে দেয়া ড্রিংকের গ্লাসে মিশিয়ে দিয়েছিলাম আমি। যা ভেবেছিলাম তার চাইতে দ্রুত কাজ করেছিল ওষুআঁ। নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে যখন আবার বেডরুমে ফিরলাম, তখন সে মরার মতো ঘুমোচ্ছে। পরের দিন অবশ্য...'

'থাক থাক, প্রশ্নটা তুলে নিচ্ছি আমি,' দ্রুত বলে উঠলাম।

আমার পেটের উপর হাত বুলিয়ে আবার হেসে উঠল ডায়ানা। 'পরের দিন সকালে অবশ্য ঘুমের লেশও ছিল না ওর চোখে। আমার কারণে নয়, বরং সকালবেলা আসা একটা ফোনকলের কারণে।'

'আমি যে ফোনটা করেছিলাম?'

'হ্যাঁ। সাথে সাথে কাপড় পরে নিয়ে ছুট দিয়েছিল ও।'

'তার পিস্তলটা তখন কোথায় ছিল?'

'জ্যাকেটের পকেটে।'

'বের হওয়ার আগে পিস্তলটা কি চেক করেছিল সে?'

'তা জানি না। তবে তফাতটা তো ধরতে পারার কথা নয়, ওজন মোটামুটি একই ছিল। আমি শুধু ম্যাগাজিনের সবচেয়ে ওপরের তিনটে গুলি বদলে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোমাকে যে ব্ল্যাংক বুলেটগুলো দিয়েছিলাম সেগুলোর প্রত্যেকটার পেছনে একটা করে লাল রঙের 'বি' লেখা ছিল।'

'গ্রিভ যদি ম্যাগাজিন খুলে দেখত তাহলে নিশ্চয়ই ভাবত, বুলেটের পেছন দিক, অর্থাৎ 'ব্যাক' বোঝাতে লেখা হয়েছে অক্ষরটা।'

BanglaBook.org

দু-জন মানুষের হাসির শব্দে ভরে উঠল বেডরুম। শব্দটা শুনতে ভালো লাগল আমার। সব কিছু যদি ঠিক থাকে, লিটমাস টেস্টে পজিটিভ রেজাল্ট দেয়, তাহলে খুব তাড়াতাড়িই এই ঘরটায় তিনজন মানুষের হাসির শব্দ শোনা যাবে। আর সেই শব্দে চাপা পড়ে যাবে আরেকটা শব্দ, যার প্রতিধ্বনি শুনে এখনও রাতে জেগে উঠি আমি। গ্রিভের পিস্তলের গর্জন, নলের মুখে আগুনের ঝলকানি, মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য মনে হওয়া যে, ডায়ানা ওই বুলেটগুলো বদলায়নি, আবারও দল বদল করেছে ও। আর তারপর, গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি, খালি শেলের মেঝের উপর গড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ, যে মেঝের উপর ইতোমধ্যেই অনেকগুলো বুলেটের খোসা জমেছে। নতুন এবং পুরনো–দুই ধরণের বুলেটই আছে তার মধ্যে, ফলে ভিডিওটা কারও সতর্ক পরিকল্পনার ফসল কি না এটা সন্দেহ করলেও নিশ্চিতভাবে বোঝার উপায় থাকবে না পুলিশের কাছে।

'তুমি কি ভয় পেয়েছিলে?' প্রশ্ন করল ডায়ানা।

'ভয়?'

'হ্যাঁ। ওই সময় তোমার কেমন লেগেছিল কখনও বলোনি আমাকে। আর ভিডিওতেও তোমাকে দেখা যায়নি...'

'ভিডি–' বলতে গিয়ে থেমে গেলাম আমি, তারপর একটু সরে গিয়ে ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। তুমি বলতে চাইছো ইন্টারনেট থেকে ওই ভিডিওটা তুমিও দেখেছো?'

কোন জবাব দিল না ডায়ানা। আমার মনে হলো, এই মেয়েটার সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই জানি না আমি। কে জানে, হয়তো এক জীবনে কখনও সম্পূর্ণ জেনে উঠতে পারবো না।

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'ভয় পেয়েছিলাম।'

'কিসের ভয়? তুমি তো জানতে ওর পিস্তলে সব ফাঁকা বুলেট–'

'শুধু উপরের তিনটে গুলিকে বদলে ফাঁকা গুলি ভরে দেয়ার কথা ছিল তোমার। আর আমাকে নিশ্চিত করতে হয়েছিল যেন সবগুলো ফাঁকা গুলিই ছোঁড়ে গ্রিভ, যাতে পুলিশ এসে ম্যাগাজিনের ভেতর এই ধরণের কোন গুলি না পায়। তাহলে আমার সব পরিকল্পনা ধরা পড়ে যেত, তাই না? কিন্তু ওই

BanglaBook.org

তিনটের পরেও আরও গুলি ছুঁড়তে পারত সে। ওখানে যাওয়ার আগে ম্যাগাজিনটা বদলে নিতে পারত। আবার সাথে করে কোন সঙ্গিকেও নিয়ে আসতে পারত যার কথা আমি কিছুই জানতাম না।'

নীরবতা নেমে এল। শেষে এক সময় ও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'আর কোন কিছু নিয়ে ভয় পাওনি তুমি?'

বুঝতে পারলাম, ওর এবং আমার মাথায় একই চিন্তা চলছে।

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম,' ওর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে বললাম আমি। 'আরেকটা জিনিসের ভয় কাজ করছিল আমার মনে।'

মুখের ওপর ওর গরম, দ্রুত নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারলাম।

'সেই রাতে গ্রিভ তোমাকেও খুন করতে পারত,' বললাম তাকে। 'তোমাকে বিয়ে করে তোমার সাথে সংসার পাতার কোন ইচ্ছে ছিল না তার, অত্যন্ত বিপজ্জনক একজন সাক্ষিতে পরিণত হয়েছিলে তুমি। যখন তোমাকে আমার হয়ে ওই কাজটা করতে বললাম, তখনই বুঝতে পারছিলাম যে তোমার জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছি আমি।'

'আমি যে বিপদের মধ্যে রয়েছি সেটা বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি আমার, ডার্লিং,' ফিসফিস করে বলল ও। 'সে-জন্যই ও দরজা দিয়ে ঢোকার সাথে সাথেই ওর হাতে ড্রিংকের গ্লাসটা তুলে দিয়েছিলাম আমি। তোমার ফোন আসার আগ পর্যন্ত আর ওকে ঘুম থেকে জাগাইনি। জানতাম যে তুমি আবার জীবিত হয়ে উঠেছ–এই খবর শুনলে স্থির থাকতে পারবে না ও। আর তাছাড়া, পিস্তলের তিনটে বুলেট তো আমি বদলেই দিয়েছিলাম, তাই না?'

'তা ঠিক,' বললাম আমি। আগেই বলেছি, ডায়ানা হচ্ছে এমন এক নারী যার চিন্তাভাবনা অত্যন্ত সূক্ষ, ঠাণ্ডা মাথার। মৌলিক সংখ্যা এবং যুক্তি নিয়ে কখনই অসুবিধেয় পড়েনি ও।

আমার পেটের উপর হাত বোলাচ্ছে ডায়ানা। 'আর আরেকটা কথা–তুমি যে ইচ্ছে করেই আমার জীবনকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছিলে সে-জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি।'

'কেন?'

BanglaBook.org

পেটের উপর থেকে নিচে নেমে গেল ওর হাতটা, আমার পুরুষাঙ্গের উপর থেমে রইল এক মুহূর্ত। তারপর মুঠোয় ভরে নিল আমার অণ্ডকোষগুলোকে। আস্তে করে চাপ দিল একবার। 'কারণ, ভারসাম্য রক্ষা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ,' বলল ও। 'যে কোন ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্যি। অপরাধবোধ, লজ্জা এবং বিবেকের দংশন–এসব ব্যাপারে উভয় পক্ষেই ভারসাম্য ঠিক থাকা উচিত।'

কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম আমি, মনে মনে নিজের মস্তিষ্কের মাঝে বেশ ভারিক্কি চালের কথাগুলোকে সইয়ে নেয়ার সময় দিচ্ছি।

'তুমি বলতে চাইছো...' বলতে শুরু করলাম আমি, একদম নতুন করে সব চিন্তা করতে শুরু করেছি আবার। 'তুমি বলতে চাইছো, ইচ্ছে করেই নিজেকে বিপদে ফেলেছিলে তুমি, কারণ...'

'...কারণ আমি তোমার সাথে যা করেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে এটা করতেই হতো আমাকে। আমাকে গর্ভপাত করতে রাজি করানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে যেমন গ্যালেরি ই-কে জোগাড় করে দিয়েছিলে তুমি।'

'ব্যাপারটা অনেক দিন ধরেই ভেবে রেখেছিলে তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি নিজেও।'

'ঠিক বলেছো,' বললাম আমি। 'প্রায়শ্চিত্ত...'

'হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত। মনের শান্তি অর্জনের জন্য খুবই অপ্রচলিত, কিন্তু বেশ কার্যকর একটি পদ্ধতি। অণ্ডকোষের উপর চাপ বাড়াল ওর হাত। আরাম করে শুলাম আমি, ব্যথাটাকে উপভোগ করতে চাইছি। ওর সুগন্ধ টেনে নিলাম বুক ভরে। অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ওর শরীরে, কিন্তু তা কি কোন দিন আমার নাক থেকে মানুষের মলমূত্রের গন্ধকে মুছে দিতে পারবে? ক্লাস গ্রিভের ঘড়ঘড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের শব্দকে কোন দিন কি ভুলতে পারবো আমি? মরার পর নিষ্প্রাণ, ফ্যাঁকাসে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ওভ, যেন অভিযোগ জানাতে চাইছে। তার ঠাণ্ডা আঙুলগুলোকে উজির ট্রিগারে পেঁচিয়ে দিয়েছিলাম আমি, আরেক হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলাম ছোট্ট রোরবাফ পিস্তলটা, যেটা দিয়ে গুলি করেছিলাম লোটিকে। ওভের মৃত শরীরের যে স্বাদ আমার জিভে লেগে আছে, পৃথিবীর আর কোন খাবার কি সেই স্বাদকে

BanglaBook.org

মুছে দিতে পারবে? ঝুঁকে এসে ওভের ঘাড়ে কামড় বসিয়েছিলাম আমি, চোয়ালের চাপ বাড়িয়েছিলাম যতক্ষণ না চামড়া কেটে মরা মাংসের স্বাদ এসে ভরে যায় আমার মুখে। কোন রক্তই বের হয়নি বলতে গেলে। কাজ শেষে হতে কোন মতে বমি চাপতে চাপতে মুখ মুছে ফলাফলটা ভালো করে দেখেছিলাম আমি। কোন গোয়েন্দা যদি ওভের শরীরে কুকুরের কামড়ের দাগ খুঁজতে চায়, তাহলে আশা করা যায় এতেই সন্তুষ্ট হবে সে। তারপর বিছানার মাথার কাছের খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি, নিশ্চিত করেছিলাম যেন ক্যামেরার চোখে ধরা না পড়ে যাই। দ্রুত পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়েছিলাম জঙ্গলে। পায়ে হাঁটা পথ খুঁজে নিয়ে এগোতে শুরু করেছিলাম, কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে হাত নেড়েছিলাম তার দিকে। যত উপরে উঠছিলাম ততই ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল বাতাস। গ্রেফসেনটপেনে পৌঁছে যাওয়ার পরেই কোন ঘাম হয়নি শরীরে। জায়গাটায় চলে আসার পর এক জায়গায় বসে বিশ্রাম নিতে নিতে দেখছিলাম শরতের রঙ। যদিও শীতের আগমনের কারণে আমার নিচের জঙ্গল, শহর, সাগরের সরু চিলতে–সব কিছু থেকে ইতোমধ্যেই সেই রঙ মুছে যেতে শুরু করেছে। মুছে যাচ্ছে আলো, নেমে আসছে অন্ধকার।

রক্তের স্রোত অনুভব করলাম আমার নিম্নাঙ্গে। উত্তেজিত হয়ে উঠছি ধীরে ধীরে।

'এসো,' আমার কানে ফিসফিস করে বলল ও।

ওর সাথে মিলিত হলাম আমি। ধীরে, ধীরে, ঠাণ্ডা মাথায়, দায়িত্বপরায়ন একজন মানুষের মতো। এমন একজন মানুষ যে তার কাজকে ভালোবাসে, কিন্তু সেটাকে দায়িত্ব হিসেবেই দেখে, আর কিছু নয়। ততক্ষণ নিরলসভাবে কাজ করে চলে সে, যতক্ষণ না বেজে ওঠে সাইরেন। তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে ওঠে সেই সাইরেন, আর মেয়েটা তখন দু-হাতের তালু দিয়ে সুরক্ষিত করে মানুষটার দুই কানকে। তারপর এক সময় হাত থেকে ছুটে যায় লাগাম, নারীর মাঝে নিক্ষিপ্ত হয় পুরুষের নির্যাস। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে নারী, আর তার পাশে শুয়ে শুয়ে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনে পুরুষ। বুকের ভেতর সন্তুষ্টি অনুভব করে সে, একটা কাজ সঠিকভাবে শেষ করতে

BanglaBook.org

পারার সন্তুষ্টি। সে জানে যে পরিস্থিতি কখনই আর সম্পূর্ণ আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না। কিন্তু কিছুটা হলেও একই রকম থাকবে। নতুন করে শুরু হবে জীবন। মেয়েটাকে দেখে রাখবে সে। ভালোবাসবে। এই চিন্তাটুকুই তাকে আবেগপ্রবন করে তোলার যথেষ্ট।

তারপরেও ভালোবাসার পেছনে আরেকটা তাগিদ, আরেকটা কারণ অনুভব করল সে। বহু বছর আগে লন্ডনের কুয়াশার মাঝে এক ফুটবল ম্যাচের সময় শোনা একটা কথা : 'কারণ ওদের আমাকে দরকার।'

BanglaBook.org

পরিশেষ

মৌসুমের প্রথম তুষারপাত শুরু হয়েছিল, শেষও হয়ে গেছে।

ইন্টারনেটে পড়লাম, প্যারিসের এক নিলামে নাকি *দ্য ক্যালিডোনিয়ান বোর হান্ট*-এর বিক্রয় ও প্রদর্শনী স্বত্ব বিক্রি হয়েছে। ক্রেতা হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলসের গেটি মিউজিয়াম। এখন তারা ছবিটাকে প্রদর্শনে রাখতে পারবে, যদি না এই দুই বছর সময়ের মধ্যে হুট করে উদয় হয় ছবিটার কোন মালিক, তার মালিকানা দাবি করে বসে। তখন ছবিটাকে ইচ্ছে করলে চিরস্থায়ীভাবে নিজের জিম্মায় রাখতে পারবে সে। ছবিটা জন্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কয়েকটা কথা লেখা হয়েছে, সেই সাথে বলা হয়েছে, ছবিটা কি আসল নাকি কপি সে ব্যাপারে প্রচুর বিতর্ক হয়েছিল। কারণ, রুবেনস যে কখনও কোন ক্যালিডোনিয়ান শূকরের ছবি এঁকেছিলেন সে ব্যাপারে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন যে ছবিটা আসল, রুবেনসই এর শিল্পী। ছবিটা কিভাবে উদয় হলো সে ব্যাপারে অবশ্য কিছু বলা হয়নি। সেই সাথে চেপে যাওয়া হয়েছে এর বিক্রেতা হিসেবে নরওয়ে সরকারের নাম, ছবিটার দাম সম্পর্কিত সকল তথ্য।

ডায়ানার কাছে মনে হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে মা হতে যাচ্ছে ও, এই অবস্থায় গ্যালারি চালানোর দায়িত্ব নেয়া ঠিক হবে না। তাই আমার সাথে আলোচনা করে ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার একজন পার্টনারকে যোগ করার সময় হয়েছে, যে ঝামেলার কাজগুলো, অর্থাৎ লেনদেনের ব্যাপারগুলো সামলাতে পারবে। সে ক্ষেত্রে শিল্প এবং শিল্পীদের প্রতি আরও বেশি সময় দিতে পারবে ডায়ানা। আমাদের বাড়িটাকেও বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, আরেকটু গ্রাম্য পরিবেশে আরেকটু ছোট কোন বাড়িই বরং একটি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত জায়গা হবে। ইতোমধ্যেই বাড়ির জন্য বেশ ভালো একটা দামের প্রস্তাব পেয়েছি আমি। বিজ্ঞাপনটা খবরের কাগজে দেখার সাথে সাথেই আমাকে ফোন করেছিল লোকটা, বলেছিল সন্ধ্যায় বাড়িটা দেখতে আসবে সে। দরজা খোলার সাথে সাথেই তাকে চিনতে পেরেছিলাম আমি। কর্নেলিয়ানি স্যুট, ভারি ফ্রেমের চশমা।

BanglaBook.org

'ওভ ব্যাঙের সবচেয়ে ভালো কাজগুলোর একটা–তা বলা যাবে না,' আমাকে সাথে নিয়ে এই কামরা থেকে ওই কামরায় ঘুরে বেড়ানোর পর মন্তব্য করেছে সে। 'তবে আমি বাড়িটা কিনতে চাইছি। আপনি যেন কত দাম চেয়েছিলেন?'

বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা দামটা আরেকবার শুনিয়ে দিলাম আমি।

'আরও এক মিলিয়ন বেশি দেবো আমি,' বলেছে সে। 'আগামি পরশু দিনের ভেতরে।'

আমি জবাব দিয়েছিলাম, তার কথাগুলো ভেবে দেখবো। তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলাম তাকে। আমাকে তার বিজনেস কার্ডটা দিয়েছিল সে। কোন পদের নাম নেই, কেবল ব্যক্তির নাম এবং একটা মোবাইল ফোন নাম্বার লেখা তাতে। রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির নামটা এক কোণে, খুবই ছোট অক্ষরে লেখা রয়েছে। এত ছোট যে এক কথায় সেটাকে পড়ার অযোগ্য বলেই রায় দিয়ে দেয়া যায়।

'একটা কথা বলুন তো,' দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল লোকটা। 'আপনি না সবার সেরা ছিলেন?' তারপর আমি কোন জবাব দেয়ার আগেই বলেছে, 'আমরা আরও বড় পরিধিতে কাজ শুরু করতে চাচ্ছি। আমাদের পক্ষ থেকে আপনার সাথে যোগাযোগ করা হতে পারে।'

আমরা। ছোট ছোট অক্ষর।

পরিশোধ করার দিনটা পার হয়ে গেল, আর কোন খবর পাওয়া গেল না তার কাছ থেকে। ডায়ানাকে বা এস্টেট এজেন্টকে তার সম্পর্কে কিছু জানাইনি আমি। সেই 'আমরা'-ও আর যোগাযোগ করেনি আমার সাথে।

ব্যক্তিগত নিয়ম অনুসারে কখনও দিনের আলো ফোটার আগে কাজে নামি না আমি। তাই, আজকের বিশেষ দিনটায়–অথবা বলা যায় অন্যান্য বেশিরভাগ দিনের মতোই–আলফার বাইরে পার্কিংলটে আমিই সবার শেষে পৌছালাম গাড়ি নিয়ে। 'প্রথম ব্যক্তিই হবে শেষ ব্যক্তি,' কথাটা আমি নিজেই তৈরি করেছি, কাজেও লাগিয়েছি। কোম্পানির সেরা হেডহান্টারের পক্ষেই কেবল এই কাজটা করা সম্ভব। আমার পদমর্যাদা আরও নিশ্চিত করে যে আমি যেখানে গাড়ি পার্ক করি সেখানে আর কেউ গাড়ি রাখতে

BanglaBook.org

পারবে না, যদিও কাগজে কলমে বলা হয়ে থাকে, 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতেই পার্কিংলটের জায়গাগুলো বন্টন করা হয়।

কিন্তু আজ এসে দেখলাম, আমার নির্দিষ্ট জায়গায় আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অপরিচিত একটা প্যাসাট মডেলের গাড়ি, সম্ভবত আমাদের কোন মক্কেল। এমন কেউ, যার ধারণা হয়েছে, জায়গাটার সামনে আলফা লেখা একটা সাইনবোর্ড আছে বলেই ওখানে গাড়ি রাখা যাবে। কোন এক গর্দভ, প্রবেশমুখের শুরুতে বড় বড় করে লেখা 'ভিজিটর পার্কিং' সাইনবোর্ডটার অর্থ যে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

তারপরেও কিছুটা অনিশ্চয়তা বোধ করলাম আমি। এমন কি হতে পারে আলফার কর্তাব্যক্তিরা নতুন কোন সিদ্ধান্ত অনুযায়ি আমি আর...চিন্তাটা শেষ না করেই মাথা থেকে বিদায় করে দিলাম আমি।

বিরক্ত মন নিয়ে অন্য কোন জায়গা খুঁজছি গাড়ি রাখার জন্য, এই সময় অফিস বিল্ডিং থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। প্যাসাটের দিকেই এগোতে শুরু করেছে সে। তার চলাফেরার মধ্যেও কোন প্যাসাট-মালিকের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট বলে সিদ্ধান্ত নিলাম আমি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বোঝা যাচ্ছে যে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বি এসে হাজির হয়নি, বরং কোন এক মক্কেলই হবে।

নিজের গাড়িটা ইচ্ছেকৃতভাবেই প্যাসাটের সামনে দাঁড় করালাম আমি, তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে মনে আশা করছি দিনটার শুরু আজ ভালোভাবেই হবে। কোন এক গর্দভকে কিছু আচার-ব্যবহারের শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে দিন শুরু করতে পারবো আমি। সত্যিই তাই। কয়েক মুহূর্ত পরেই আমার সিটের পাশের জানালায় টোকা দিল লোকটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে লোকটার পেট দেখতে পেলাম আমি।

জানালা খোলার বোতামে চাপ দেয়ার আগে দুই সেকেন্ড অপেক্ষা করলাম আমি। তারপরেও, মনে হলো যেন যতটা চেয়েছিলাম তার চাইতে একটু বেশিই দ্রুত নেমে গেল কাঁচ।

'শুনুন–' আমার সযত্নে শুরু হওয়া ধমকের ঝড় শুরু হওয়ার আগেই বলে উঠল লোকটা।

BanglaBook.org

'বলুন, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?' লোকটার চেহারার দিকে একবারও না তাকিয়ে একটা ঝাঁঝালো লেকচার ঝাড়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম আমি।

'আপনার গাড়িটা কি একটু সরানো যায়? আমার গাড়িটার রাস্তা আটকে রেখেছেন আপনি।'

'সত্যি কথা বলতে, আমার মনে হচ্ছে, আপনিই আমার জায়গা দখল করে রেখেছেন...'

অবশেষে কণ্ঠটার সুপরিচিত আঁচ আমার মস্তিষ্কে ধরা পড়ল। জানালা দিয়ে মাথা বের করে উপরে তাকালাম আমি। সাথে সাথে মনে হলো লাফ দিয়ে উঠল আমার হৃৎপিণ্ডটা।

'অবশ্যই,' বললাম আমি। 'এক সেকেন্ড।' তারপর জানালা বন্ধ করার বোতামের খোঁজে হাতড়াতে শুরু করলাম পাগলের মতো। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন অবাধ্য আচরণ শুরু করেছে আমার পেশিগুলো, মস্তিষ্কের নির্দেশে সাড়া দিতে চাইছে না মোটেও।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বলে উঠল ব্রিড স্পার। 'আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?'

'মনে হয় না,' গলাটাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে করতে জবাব দিলাম আমি।

'আপনি নিশ্চিত? আমার তো মনে হচ্ছে আপনার সাথে অবশ্যই কোথাও দেখা হয়েছে আমার।'

শিট। প্যাথলজি ইউনিটে সেই দিন দেখা মনসেন যমজদের দূর সম্পর্কের ভাইকে কি করে মনে রাখলো লোকটা? সেই লোকটার মাথায় ছিল টাক, পোশাক ছিল ফকিরের মতো। আর এখন ব্রিড স্পারের সামনে যে লোকটা রয়েছে তার মাথায় সুন্দর চুল, এরমেনেগিলডো জেগনা স্যুট আর সদ্য ইস্ত্রি করা বোরেলি শার্ট। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, খুব বেশি হালকা আচরণ করা উচিত হবে না আমার। তাতে করে সতর্ক হয়ে উঠবে স্পার, মগজ খাঁটিয়ে বের করে ফেলবে আমার পরিচয়। লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম আমি। ক্লান্ত লাগছে আমার, আজকের মতো একটা দিনে

BanglaBook.org

মোটেই এতটা ক্লান্ত লাগা উচিত নয়। আজ হচ্ছে আমার কাজের ফলাফল জমা দেয়ার দিন। নিজের সুনামকে নতুন করে প্রমাণ করার দিন আজ।

'কে জানে?' বললাম আমি। 'সত্যি কথা বলতে, আপনার চেহারাটাও আমার কাছে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে...'

আমার পাল্টা জবাব শুনে মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেল ব্রিড স্পার। তবে তারপরেই সেই বিখ্যাত বালকসুলভ হাসিটা ফুটল তার মুখে, যেটার সাহায্যে খুব দ্রুতই মিডিয়ার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সে।

'খুব সম্ভব টিভিতে দেখে থাকবেন। এই কথাটা আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়...'

'ঠিক বলেছেন। তাহলে আমাকেও বোধহয় ওখানেই দেখেছেন আপনি,' বলে উঠলাম আমি।

'তাই নাকি?' কৌতুহলি গলায় বলে উঠল স্পার। 'কোন প্রোগ্রাম ছিল সেটা?'

'আপনার প্রোগ্রামই হবে, যেহেতু আপনার মনে হচ্ছে যে আমাদের দেখা হয়েছে কোথাও। কারণ টিভি স্ক্রিন তো আর এমন কোন জানালা নয় যেটার মধ্য দিয়ে আমরা পরস্পরকে দেখতে পারি, তাই না? আপনি ক্যামেরার যে পাশে ছিলেন সে পাশ থেকে নিশ্চয়ই আয়নার মতো লাগে দেখতে?'

বিভ্রান্ত হয়ে উঠল স্পারের চেহারা।

'চিন্তা করার কোন কারণ নেই,' বললাম আমি। 'একটু দুষ্টুমি করলাম আপনার সাথে। আমি সরে যাচ্ছি এখনই। ভালো থাকবেন।'

বলেই গাড়ির জানালার কাঁচ তুলে দিয়ে পিছিয়ে এলাম আমি। বাজারে গুজব শোনা যাচ্ছে, ওড জি ডাইবডের নতুন বৌয়ের সাথেও নাকি শুতে শুরু করেছে স্পার। গুজব শোনা যাচ্ছে, ডাইবডের আগের স্ত্রীর সাথেও নাকি তার সম্পর্ক ছিল। এভাবে চিন্তা করলে বলতে হয়, ডাইবড লোকটাকেই বিছানার সঙ্গি বানিয়ে নিয়েছে সে।

কার পার্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, মোড় নেয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে একবার থামল সে। ফলে দুই সেকেন্ডের জন্য মুখোমুখি অবস্থায় রইল

BanglaBook.org

আমাদের গাড়ি। তার চোখগুলো দেখতে পেলাম আমি। এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে যেন এইমাত্র ধরতে পেরেছে যে, বড় কোন চালাকি করা হয়েছে তার সাথে। তার দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে একবার মাথা ঝাঁকালাম আমি। তারপরেই গাড়ির গতি বাড়িয়ে হুঁশ করে বেরিয়ে গেল সে। রিয়ারভিউ মিররের মাঝ দিয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে একবার তাকালাম আমি। বললাম, 'কি খবর, রজার?'

আলফার অফিসে প্রবেশ করার পর আমার প্রথম কাজটা হলো ওডার উদ্দেশ্যে গলা ফাটিয়ে বলে ওঠা, 'গুড মর্নিং, ওডা!' তারপরেই আমাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল ফার্ডিনান্ড।

'এই যে,' তাকে দেখে বললাম আমি। 'এসে গেছে ওরা?'

'হ্যাঁ, সবাই প্রস্তুত,' আমার পাশে পাশে প্রায় ছুটতে ছুটতে বলল ফার্ডিনান্ড। 'ভালো কথা, একজন পুলিশ অফিসার এসেছিল। লম্বা, সোনালি চুল, কি বলে...বেশ সুদর্শন আর কি।'

'কেন এসেছিল সে?'

'জানতে চাচ্ছিল, ক্লাস গ্রিভ এখানে যে ইন্টারভিউগুলো দিয়েছে সেগুলোতে নিজের সম্পর্কে কি বলেছে সে।'

'লোকটা তো মরে গেছে সেই কবে,' বললাম আমি। 'এখনও তদন্ত শেষ করেনি ওরা?'

'খুনের কেসটার কথা বলছি না। রুবেনসের ছবিটা নিয়ে বোধহয় ঝামেলা চলছে। কেউই বুঝতে পারছে না ছবিটা ক্লাস গ্রিভ কার কাছ থেকে চুরি করেছিল। কেউই ছবিটার মালিকানা দাবি করতে এগিয়ে আসেনি। এখন বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে কাদের সাথে যোগাযোগ ছিল গ্রিভের।'

'আজকের খবরের কাগজ পড়োনি? এখন আবার নতুন করে সন্দেহ শুরু হয়েছে যে ছবিটা আসল কি না। হয়তো ওটা চুরি করেনি গ্রিভ। এমনও তো হতে পারে উত্তরাধিকার সূত্রে ওটার মালিকানা পেয়েছিল সে, তাই না?'

'অদ্ভুত।'

'পুলিশের লোকটাকে কি বলেছো তুমি?'

BanglaBook.org

'আমাদের ইন্টারভিউ রিপোর্টগুলো দিয়েছি তাকে। তবে তাতে লোকটার খুব একটা আগ্রহ দেখা যায়নি। বলেছে কোন প্রয়োজন হলে আবার যোগাযোগ করবে সে।'

'তুমি নিশ্চয়ই মনে মনে আশা করছো সেটাই করবে লোকটা, তাই না?'

কিশোরিদের মতো খিলখিল করে হেসে উঠল ফার্ডিনান্ড।

'যাই হোক,' বললাম আমি। 'এসব ব্যাপার তুমিই সামলিও, ফার্ডি। তোমার উপর আস্থা আছে আমার।'

কথাটায় ফার্ডিনান্ডের ভেতর যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো তা নিজের চোখেই দেখতে পেলাম আমি। আমার আস্থা অর্জন করতে পেরেছে জেনে খুশি হলো সে, আবার ফার্ডি বলে ডাকায় চুপসেও গেল। ভারসাম্য রক্ষা করে চলাটাই হচ্ছে মূল কথা।

করিডোরের শেষ মাথায় চলে এলাম আমরা। দরজার সামনে এসে থামলাম আমি, টাইয়ের নট ঠিক করে নিলাম। ভেতরে আগে থেকেই বসে আছে সবাই, চূড়ান্ত ইন্টারভিউয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এটা অবশ্য স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা। কারণ এই পদের জন্য সম্ভাব্য ব্যক্তিকে আগেই বাছাই করা হয়ে গেছে, নিয়োগও হয়ে গেছে। তবে আমাদের মক্কেল এখনও ব্যাপারটা জানে না, এই যা। তাদের ধারণা, এই নিয়োগে এখনও কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারে তারা। ভুল।

'তাহলে এখন থেকে ঠিক দুই মিনিট পর ক্যান্ডিডেটকে ভেতরে পাঠাবে,' বললাম আমি। 'এক শ বিশ সেকেন্ড পর, মনে থাকে যেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘড়ি দেখল ফার্ডিনান্ড।

'আর একটা কথা,' বলল সে। 'ওর নাম আইডা।'

দরজা খুলে ভেতরে পা রাখলাম আমি।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর শব্দ হলো।

'দেরি হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি, জেন্টলমেন,' আমার দিকে এগিয়ে আসা তিনটে হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম আমি। 'আমার পার্কিং স্পেসটা দখল করে রেখেছিল একজন।'

'এমন ঝামেলায় আমরা প্রায়ই পড়ি, কি বলেন?' পাথফাইন্ডারের

BanglaBook.org

পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বললেন একই কোম্পানির চেয়ারম্যান। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল চেয়ারম্যান। কর্মকর্তাদের প্রতিনিধি হিসেবেও একজন আছে এখানে। লাল রঙের একটা ভি-গলা সোয়েটার তার পরণে, নিচে সস্তা একটা সাদা শার্ট। নিঃসন্দেহে অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ারদের মাঝ থেকে কেউ।

'বারোটায় একটা বোর্ড মিটিঙে উপস্থিত থাকতে হবে ক্যান্ডিডেটকে, সুতরাং আমাদের মনে হয় কাজ শুরু করে দেয়া উচিত,' টেবিলের শেষ প্রান্তে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম আমি। বাকিরা ইতোমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেছে সেই লোকটির জন্য, যাকে আর দেড় ঘণ্টার মাথায় পাথফাইন্ডারের নতুন সিইও হিসেবে খুশি মনে মেনে নেবে তারা। বাতিগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন তাকে তার সেরা অবয়বে উপস্থাপন করা যায়। চেয়ারটা আমাদের চেয়ারের মতোই, কিন্তু পাগুলো একটু বেশি লম্বা। চেয়ারের সামনে টেবিলের উপর তার জন্য কেনা লেদার ব্রিফকেসটা রেখেছি আমি, যার উপর তার নাম লেখা আছে। সেই সাথে আছে একটা সোনালি রঙের মন্টব্ল্যাঙ্ক কলম।

'ঠিক বলেছেন,' বললেন চেয়ারম্যান। 'তবে তার আগে একটা কথা স্বীকার করতে চাই আমি। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে ইন্টারভিউ দেখার পর ক্লাস গ্রিভকে আমাদের খুবই পছন্দ হয়েছিল।'

'হ্যাঁ,' বলল পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার। 'আমরা ভেবেছিলাম যে যোগ্য প্রার্থিকে খুঁজে বের করেছেন আপনি।'

'আমরা জানি সে ছিল একজন বিদেশি,' বললেন চেয়ারম্যান। 'কিন্তু তার নরওয়েজিয় ভাষায় কোন খুঁত ধরা যায়নি। আপনি যখন তাকে এগিয়ে দিতে গেলেন, আমরা তখন বলাবলি করছিলাম, রফতানি বাজার সম্পর্কে আমাদের চাইতে একজন ডাচ নাগরিক নিশ্চয়ই বেশি ধারণা রাখবে।'

'আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে ধারণা রাখে এমন কারও কাছ থেকে আমরাও কিছু শিখতে পারবো,' যোগ করল পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার।

'তাই আপনি যখন ফিরে এসে বললেন যে, ক্লাস গ্রিভকে ঠিক যোগ্য বলে মনে হচ্ছে না আপনার, তখন আমরা বেশ অবাক হয়েছিলাম।'

'তাই নাকি?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। এমনকি এটাও মনে হয়েছিল যে আপনার সুনামে বোধহয় এবারই ভাঁটা পড়তে শুরু করল। আগে আপনাকে বলা হয়নি কথাটা, কিন্তু এটাও ভাবতে শুরু করেছিলাম কাজটার দায়িত্ব আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে সরাসরি গ্রিভের সাথে যোগাযোগ করবো কি না।'

'এমন কিছু করেছিলেন নাকি?' বাঁকা হাসি হেসে বললাম আমি।

'আমরা যেটা বুঝতে পারছি না তা হলো,' চেয়ারম্যানের সাথে এক ঝলক দৃষ্টি বিনিময় করে বলে উঠল পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার, 'প্রার্থির মধ্যে যে গড়বড় আছে এটা কি করে বুঝলেন আপনি?' ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি ফুটেছে তার মুখে।

'আমাদের চোখে যে জিনিসটা মোটেই ধরা পড়ল না, সেটা আপনি ওই মুহূর্তেই কি করে বুঝে ফেললেন?' জোরালো ভঙ্গিতে গলা খাকারি দিয়ে প্রশ্ন করলেন চেয়ারম্যান। 'মানুষের চরিত্র সম্পর্কে এতটা ভালো ধারণা পাওয়া কি করে সম্ভব?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম আমি। সামনের কাগজগুলো টেবিলের উপর ঠেলে সরিয়ে দিলাম একটু, ঠিক পাঁচ সেন্টিমিটার। তারপর হেলান দিয়ে বসলাম উঁচু-পিঠওয়ালা চেয়ারটায়। হালকা দোলে চেয়ারটা–খুব বেশি নয় অবশ্য। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আলোর দিকে তাকালাম। দেখলাম, এক সময় নেমে আসবে অন্ধকার। এক শ সেকেন্ড। ঘরের ভেতরটা নীরব হয়ে গেছে পুরোপুরি।

'কারণ এটাই আমার কাজ,' বললাম আমি।

চোখের কোণ থেকে দেখলাম, অর্থপূর্ণভঙ্গিতে পরস্পরের সাথে চোখাচোখি করল তিনজন, মাথা ঝাঁকাল। এবার যোগ করলাম, 'তাছাড়া, সে সময় একজন আরও ভালো ক্যান্ডিডেটকে মনে মনে বিচার করতে শুরু করেছিলাম আমি।'

তিনটে মাথাই এবার ঘুরে গেল আমার দিকে। আমি প্রস্তুত। মনে হলো, কনসার্ট শুরু হওয়ার ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে বোধহয় বাদকদের প্রধান বা কনডাকটরের এমন অনুভূতিই হয়। সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার প্রতিটি সদস্যের চোখ থাকে তার হাতের ব্যাটনের দিকে, উপস্থিত দর্শক রুদ্ধশ্বাসে তার পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকে।

BanglaBook.org

'আর সে কারণেই আজ এখানে আপনাদের আগমন,' বললাম আমি। 'যে মানুষটির সাথে আপনাদের দেখা হতে যাচ্ছে সে শুধু নরওয়েই নয়, বরং আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রেও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠবে খুব তাড়াতাড়ি। গত ইন্টারভিউয়েও আমার মনে হয়েছিল এখন সে যে পদে আছে, সেখান থেকে তাকে সরিয়ে নেয়া ঠিক হবে না। কারণ হাজার হোক, ওই কোম্পানির দেহ, মন এবং আত্মা–সবই সে।'

তিনজনের মুখে পালা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার দৃষ্টি।

'কিন্তু এখন অন্তত আমি এটুকু বলতে পারি যে আমার সাথে ইন্টারভিউয়ে অংশ নেয়ার পর সেই ব্যক্তির মনে কিছুটা দোটানার সৃষ্টি হয়েছে। আর আমরা যদি তাকে পাই...' এই পর্যায়ে এসে চোখ ঘোরালাম আমি, বোঝাতে চাইছি, ব্যাপারটা একেবারেই আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমনটা আন্দাজ করেছিলাম, আমার কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই সামনে এগিয়ে এসে বসেছে চেয়ারম্যান আর পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার। এমনকি সেই ইঞ্জিনিয়ার, যে এতক্ষণ দু-হাত বুকে ভাঁজ করে বসেছিল, সে-ও এখন হাতদুটো টেবিলের উপর রেখে সামনে ঝুঁকে এসেছে।

'কে? কার কথা বলছেন আপনি?' রুদ্ধশ্বাসে, প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠল পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার।

এক শ বিশ।

খুলে গেল দরজা। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে গেল মানুষটাকে। বয়স ঊনচল্লিশ, পরণে বোগস্টাডভিয়েনের কামিকাজির তৈরি করা স্যুট, যেখান থেকে আলফা কোম্পানি পনেরো শতাংশ ডিসকাউন্ট পায়। পাঠানোর আগে তার ডান হাতে কিছুটা হালকা রঙের ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে দিয়েছে ফার্ডিনান্ড, কারণ আমরা জানি হাত ঘামার সমস্যা আছে তার। কিন্তু ক্যান্ডিডেট জানে, তাকে কি করতে হবে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশনা তাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি আমি। কপালের দু-পাশের চুলগুলোতে খুব সামান্য ধূসর রঙ করিয়েছে সে, প্রায় ধরাই যায় না এমন। এডভার্ড মাঞ্চের আঁকা একটা ছবি ছিল তার সংগ্রহে, যার নাম *দ্য ব্রিজ*।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'জেন্টলমেন, আপনাদের সাথে জেরেমিয়াস ল্যান্ডারের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' বললাম আমি।

আমি একজন হেডহান্টার। কাজটা খুব একটা কঠিন নয়। কিন্তু আমার পেশায় আমিই সেরা।